আবুল আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মা'আররীর কবিতায় মরমিবাদ

الزهديات فى اشعار ابى العتاهية و ابى العلاء المعرى

এমফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ ২০০৯

449248

Dhaka University Library
449248

গবেষক

মোঃ হেফজুর রহমান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

GIFT

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমি মোঃ হেফজুর রহমান, এম.ফিল দ্বিতীয় বর্ষ আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'আবুল আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মা'আররীর কবিতায় মরমিবাদ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক গবেষণাকর্ম, অন্যকোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের নিমিত্তে এর সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ জমা দেইনি।

নিবেদক
মোঃ হেফজুর রহমান
আরবী বিভাগ
এমফিল ২য় বর্ষ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449?4S

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ হেফজুর রহমান, এমফিল দ্বিতীয় বর্ষ আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'আবুল আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মা'আররীর কবিতায় মরমিবাদ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি এর পাণ্ডুলিপি মনোযোগসহকারে পড়েছি। এটা তার একক রচনা। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য এর সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক জমা দেওয়া হয়নি। তাই গবেষককে এমফিল ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়া যেতে পারে।

তত্ত্বাবধায়ক

১০.১২.০৭

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

M. Mustafizur Rahman
Professor
Department of Arabic
University of Dhaka

449248

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মহান মালিক আল্লাহ তাআলার অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যার অফুরন্ত মেহেরবাণীতে 'আবুল আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মা'আররীর কবিতায় নরমিবাদ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি এম.ফিল অভিসন্দর্ভ হিসেবে যথা সময়ে উপস্থাপন করতে পেরেছি। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মহান আদর্শ রাসূলে কারীম (স)-এর উপর।

যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক ও লেখক, ঢাকা বিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব ড: মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্যার এর প্রতি। তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ। অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের কারণে আমার গবেষণা কর্মটি সহজে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত, বিন্যস্তকরণ ও সার্বিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতার জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমি এজন্য তার কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তার সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণময় দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমি এই অভিসন্দর্ভ রচনায় যেসব দেশি-বিদেশি লেখকবৃন্দের রচনাসমূহের সাহায্য নিয়েছি তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষত স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক জনাব ড: এবিএম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারকে যিনি অনেক পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আমার এই গবেষণা কর্মটিকে সুসম্পন্ন ও শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। আমি তার কাছে কতৃজ্ঞ এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার এই গবেষণা কর্মে সবচেয়ে বেশি মনোবল ও উৎসাহ দিয়েছেন দেশবরেণ্য আলেমে দীন, বিদগ্ধ-মুহাদ্দিস আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মাওলানা মোঃ আবিদুর রহমান এবং আমার আম্মা জনাবা মাজেদা বেগম। আমি তাদের কাছে আজীবন ঋণী। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শশুর হাফেজ, ক্বারী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান মাদানী (উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা নরসিংদী) ও স্নেহ বৎসল শাশুড়ি মুহতারামা রোকেয়া বেগমের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার এ গবেষণা কর্মে তাদের উৎসাহদান আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আমার ছোট ভাই রেদওয়ানুর রহমান, মিজানুর রহমানের প্রতিও কৃতজ্ঞ যারা সংসারের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে আমাকে সময় ও সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ আমার বড় বোন নুরুন্নাহার, কামরুন্নাহার ও বদরুন্নাহার আর স্নেহের ছোট বোন সালামার প্রতিও যারা প্রতিনিয়ত ভাইয়ের সফলতার জন্য দু'আ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অতি ব্যস্ততার কারণে আমার ক্লান্তি ও হতাশায় এই গবেষণা কর্মের কাজ চালিয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব হতো না যদি আমার বিদূষী সহধর্মিণী আমেনা বিনতে মাহমুদ (আরজু) উদ্দীপনা ও উৎসাহের যোগান না দিত। তাই তাকে আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার একমাত্র ছেলে হামিদুর রহমান (ইশফাক) মেয়ে জাকিয়া তাবাসসুম (হাফসা) ও নযুহা জাওহারার কাছে ও কৃতজ্ঞ এজন্য যে, ওরা এই গবেষণা কর্মের সময় বাড়তি আবদার করে আমার সময় নষ্ট করেনি।

মূলত যার অনুপ্রেরণায় এই গবেষণা কর্মটি শুরু করার ইচ্ছা তৈরি হয়েছিল এবং যার অক্লান্ত শ্রম, বুদ্ধি, পরামর্শে ও সার্বিক সহযোগিতায় এই গবেষণা কর্মটি আজ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে তিনি আমার অতি আপনজন ছোট ভায়রা ভাই মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, চেয়ারম্যান রুহামা গ্রুপ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামিয়াব প্রকাশন লি:। আমি তার কাছে চির কৃতজ্ঞ ও তার জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করি।

কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে হাফেজ মোহাম্মদ আবু ইউসুফ ও মাকসুদুল আলম যে শ্রম দিয়েছেন এজন্য আমি মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ।

আমার এই অভিসন্দর্ভ রচনায় যে যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার কাছে আমি কতৃজ্ঞ।

মোঃ হেফজুর রহমান
এমফিল গবেষক, দ্বিতীয় বর্ষ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

الزهديات বা মরমি কবিতার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ/১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. শরয়ী দৃষ্টিতে যুহ্দের সংজ্ঞা ও পরিচয়/২০

২. মরমি কবিতার সংজ্ঞা ও তার পরিচয়/২৫

৩. আল কুরআন আল হাদীসে الزهديات-এর সংক্ষিপ্ত রূপ/৩৩

৪. الزهديات এবং الرهبانيات-এর মধ্যে পার্থক্য/৩৮

তৃতীয় অধ্যায়

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ/৪২

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসীয় আমলে যুহ্দিয়্যাত কবিতা রচনাকারী কবিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ/৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

কবি আবুল আ'লা আল মা'আররী/৭১

ষষ্ঠ অধ্যায়

আবুল আতাহিয়্যাহর কবিতায় যুহ্দিয়্যাত ও দিওয়ানে আবুল আতাহিয়্যা'র উপর তুলনামূলক আলোচনা/৮১

সপ্তম অধ্যায়

আল মা'আররীর লুযুমিয়্যাত কাব্যে যুহ্দিয়্যাত/১৯৭

অষ্টম অধ্যায়

আল মা'আররীর সাকতুয যানাদ কাব্যে যুহ্দিয়্যাত/৩২০

পরিশিষ্ট/৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংকেত

স.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রা	=	রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু/ আনহা/ আনহুমা / আনহুম
র:/রহ.	=	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
আ:	=	আরবী/ আলাইহিস সালাম
খ্রি.	=	খ্রিষ্টাব্দ
হি.	=	হিজরী
বাং	=	বাংলা
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
খ.	=	খণ্ড
খ্রী. পূ.	=	খ্রীষ্টপূর্ব
ইং	=	ইংরেজী
ড.	=	ডক্টর
বি. দ্র.	=	বিস্তারিত/ বিশেষ দ্রষ্টব্য
Ed	=	Edited/ Editor/ Edition
op. cit	=	operae citrae
P.	=	Page (s)
JASB	=	Journel of Asiatic Society of Bengal.
Ibid	=	(Ibidem) In the same place, from same source.
Dr.	=	Doctor (of Philosophy)

Dhaka University Institutional Repository

الـزهديات فـى اشعـار ابـى الـعـتـاهـيـة
وابـى الاعـلـى الـمعـرى

Dhaka University Institutional Repository

শিরোনাম

আবুল 'আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মাআ'ররী'র কবিতায় মরমিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সে মহান রবের, যিনি তাঁর ইচ্ছেমতো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, বিরহ-মিলন, জন্ম-মৃত্যু সবই তাঁর সৃষ্টি। দরূদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দূত, দুঃখীদের ত্রাণকর্তা, আখেরী নবীর প্রতি, যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

পৃথিবী মানুষের আসল ঠিকানা নয়। একদিন সবাইকে নশ্বর ধরনী ছেড়ে চলে যেতে হবে– তাতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ নেই; কিন্তু আমরা সবাই দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তা লাভের জন্য নিরন্তর ছুটে চলেছি। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা, পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করাই যেন আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ। দুনিয়ার কাজে অতি ব্যস্ততার কারণে অনেকে আবার আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার একটু সময়ও খুঁজে পান না। তাদের অন্তরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা, আখিরাতের কথা একটুও দাগ কাটতে পারে না। দুনিয়াই তাদের কাছে মুখ্য ও সবকিছু। এজন্য অঢেল সম্পদ, ঐশ্বর্য ও সুখ লাভের জন্য অন্যকে ধোঁকা দিতে, যুলুম করতে এমনকি হত্যা করতেও ওরা দ্বিধাবোধ করে না।

দুনিয়ার প্রতি লোভ ও মোহ তাদেরকে বেপরোয়া করে তোলে। অথচ 'সবাই এ পৃথিবীতে মুসাফির'– এ সত্য কথাটি আমরা ভুলে যাই। তবে সর্বকালে, সর্বযুগে কিছুসংখ্যক বিলাসবিমুখ, দুনিয়াবিমুখ, উন্নত চিন্তার মানুষ রয়েছেন, যারা দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছতা নিয়ে ভাবেন এবং আখিরাতের জীবনের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেন। এসব অতিমানবেরা সাধারণ মানুষদেরকে তাদের মরমি দর্শনের দিকে ডাকেন। দুনিয়ার আসক্তি ও মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করে তারা আল্লাহভীরু, আল্লাহমুখী, আখিরাতমুখী করতে চান। তাই তাদের রচিত কবিতায় ও গানে মরমি সুর ও মরমি দর্শন লক্ষ করা যায়।

কবিতা সব ভাষাও সাহিত্যেরই শক্তিশালী উপাদান, আরবদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রেম-বিরহ ইত্যাদি সবকিছুর সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তাদের কবিতায়। এ জন্যই মুফাসসিরে কুরআন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الشعر ديوان العرب। (কবিতা আবরদের দিনপঞ্জি) পৃথিবীর সকল ভাষার কবিতাতেই মরমিবাদ লক্ষ করা যায়। আরবী কবিতাও মরমি দর্শন থেকে পিছিয়ে নেই। বরং অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্য হতে আরবী কবিতা অত্যধিক সমৃদ্ধশালী। প্রাচীন আরবের বেদুইনরা বেপরোয়া প্রকৃতির হওয়ায় এবং তাদের নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস না থাকায় তাদের জীবনে মরমিবাদের প্রভাব খুব একটা লক্ষ করা যায় না। প্রাচীন আরবী কবিতায় বা জাহেলী যুগের কবিতায় زهديات বা মরমি কবিতা নেই বললেই চলে।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরবদের জীবনযাত্রা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধে এক আমূল পরিবর্তন ও বিপ্লব সাধিত হয়। আখিরাত, পুনরুত্থান, পুনর্জীবন, আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয় বেদুইন জীবনের বিশ্বাস ও ভিত্তিমূলে এক বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। ইসলামের কারণে

Dhaka University Institutional Repository

আরবদের মনে মরমিবাদ এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়। যার ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনসহ পরবর্তী অনেক মুসলিম খলীফা ভিখারীর বেশে রাজ্য শাসন করেছেন। অর্ধ পৃথিবীর মালিক ও শাসক হওয়ার পরও তাঁরা সম্পূর্ণ দুনিয়াবিমুখ ছিলেন।

ইসলামের মূল শিক্ষা হলো আখিরাতের পাথেয় অর্জন ও সঞ্চয়ের জন্যই মানুষ দুনিয়ায় আগমন করেছে। আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে ভালো আমল করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ـ

'তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।'[১]

আল কুরআনে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও মোহ তৈরিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

بل تؤثرون الحيواة الدنيا والاخرة خير وابقى ـ

'কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।'[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هى دار القرار ـ

'এ পার্থিব জীবন অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাত হলো নিশ্চিত চিরস্থায়ী আবাস।'[৩]

তবে দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করাও ইসলাম সমর্থন করে না। বরং আখিরাতের সফলতা অর্জনের জন্য যেমন নিয়োজিত থাকবে তেমনি দুনিয়ার কল্যাণ কামনা ও উন্নতির জন্যও চেষ্টা করবে। কিন্তু দুনিয়ার ব্যস্ততা, মোহ ও সৌন্দর্য যেন আখিরাতকে ভুলিয়ে না দেয়, সে জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ـ

'তোমাকে আল্লাহ যা দান করেছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাসস্থল অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশও ভুলে যেও না।'[৪] আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় বিষয়ে কল্যাণ

---

১. সূরা মুল্‌ক ৬৭, আয়াত ২।
২. সূরা আ'লা ৮৭, আয়াত ১৬-১৭।
৩. সূরা মুমিন ৪০, আয়াত ৩৯।
৪. সূরা কাসাস ২৮, আয়াত ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

কামনার জন্য দোয়া শিখিয়েছেন তিনি বলেন,

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة .

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন।'[৫]

রাসূল (স)-এর গোটা জীবনই ছিল زهديات-এর বাস্তব নমুনা। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) একাধারে তিন দিন কখনো রুটি দিয়ে পেটপুরে খাবার খাননি।[৬]

عن مطرف عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ "الهاكم التكاثر" قال يقول ابن آدم مالى مالى قال وهل لك يا ابن آدم من مال الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت .

'মুতাররিফ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম তখন তিনি সূরা 'আলহাকুমুত-তাকাছুর' তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি বলেন, আদম সন্তান বলে– আমার মাল, আমার মাল। বস্তুত হে আদম সন্তান! তোমার মাল তা-ই, যা তুমি খেয়েছ, অতঃপর তা শেষ করে ফেলেছ এবং পরিধান করেছ, অতঃপর তা পুরাতন করে ফেলেছ এবং দান করেছ, অতঃপর তা অব্যাহত রেখেছ।'[৭]

রাসূল (স)-এর দুনিয়াবিমুখতা খোলাফায়ে রাশেদীন সহ প্রত্যেক সাহাবার জীবনে চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের প্রায় সবাই দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতেন অথচ তাদের সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোনো অভাব ছিল না।

সাহাবায়ে কেরামদের যুগে কবিতা চর্চা অতিব্যাপকতা লাভ করেনি। উমাইয়া যুগের কবিরা অধিকাংশই ছিলেন বিলাসী এবং দরবারি কবি। তাদের কবিতাতে মরমি দর্শন খুব বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়নি। ইসলামের আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য সবকিছুই চরম উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়। সে সময়ে আরবী কবিতাও উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আব্বাসীয় যুগে বাগদাদ ও সিরিয়ায় আরবী কবিতা চর্চা একটি পরীশিলীত ও পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে।

কবিতার সকল শাখাতেই সে যুগের কবিদের অবাধ বিচরণ লক্ষ করা যায়। আব্বাসীয় যুগের কবিতাতেই মরমি দর্শনের স্বরূপ চমৎকারভাবে প্রকাশ পায়। زهديات কবিতার প্রারম্ভ নিয়ে ভিন্নমত থাকলেও আব্বাসীয় যুগে তা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কোনো সুযোগ নেই।

---

৫. সূরা বাকারা ২, আয়াত ২০১।

৬. কাযী ইয়ায, আশ শিফা বি তা'রীফে হুকূকিল মুসতাফা, বৈরুত, দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০।

৭. মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুয যুহ্দ, ইউপি ইন্ডিয়া, কুতুবখানায়ে রাহীমিয়্যাহ, দেওবন্দ, পৃষ্ঠা ৪০৭।

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য আব্বাসীয় যুগের খ্যাতনাম ও স্বনামধন্য দুই কবি বাগদাদের আবুল আতাহিয়্যাহ ও সিরিয়াবাসী আল মাআ'ররীর কবিতায় زهديات-এর স্বরূপ নিয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এবং অভিসন্দর্ভের বিষয় বা শিরোনাম দেই–

الزهديات في اشعار ابي العتاهية و ابي العلاء المعري ـ

'আবুল আতাহিয়্যাহ ও আবুল আ'লা আল মাআ'ররীর কবিতায় যুহদিয়্যাত' উপরোক্ত শিরোনামটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও লেখক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর জনাব ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান স্যারের নিকট পেশ করি।

তিনি উল্লেখিত বিষয়ে আমাকে গবেষণার জন্য মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে প্রয়োজনীয় গবেষণা সহায়তা দানের কথা এতটা আন্তরিকতার সাথে বললেন যে, এ দুরূহ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে আমি এ বিষয়ে অভিসন্দর্ভ রচনার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সময়দানের জন্য তাঁকে অগণিত মুবারকবাদ জানাই। আমার এ গবেষণার কাজে পরামর্শ, সার্বিক সহযোগিতা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে যারা উপকৃত করেছেন, তাদেরকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখিত শিরোনামটি আলোচনার সুবিধার জন্য আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচ্য দুই কবি আবুল আতাহিয়্যাহ ও আল মাআ'ররীর সংক্ষিপ্ত জীবনীও তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর তাদের রচিত কবিতাসমূহের ওপর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তাদের কবিতায় زهديات বা মরমি দর্শনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য সর্বশেষ প্রাপ্ত সকল তথ্য-উপাত্তকে পূর্ণাঙ্গ কাজে লাগানো হয়েছে। আরবী কবিতা বিশেষত আব্বাসীয় আমলের কবিতা নিয়ে গবেষণাকারী পণ্ডিত, বিদগ্ধ গবেষকদের গবেষণা ও মন্তব্যকে আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভে গুরুত্বের সাথে উদ্ধৃত করেছি। যাতে সুধী গবেষক, কবিতা সমালোচক, সাহিত্যিক, ছাত্র-ছাত্রী ও সন্ধানী পাঠক-পাঠিকা তা থেকে সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারেন।

আমাদের সতর্ক দৃষ্টি, গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার পরও মানবীয় স্বভাবজাত ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাই সুহৃদ পাঠক ও গবেষকগণের নিকট উল্লেখিত অভিসন্দর্ভে কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হবো। আমাদের এ গবেষণা কর্মটি সংশ্লিষ্টদের জন্য সামান্যতম উপকারী হলেও নিজের শ্রমকে সফল ও সার্থক বলে মনে করব। আল্লাহ তাআলা এ নগন্য ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

الزهديات (বা মরমি) কবিতার আভিধানিক অর্থ, পারিভাষিক অর্থ

الزهديات-এর আভিধানিক অর্থ

الزهديات শব্দটি আরবী (جمع) বা বহুবচন। একবচনে زهد শব্দমূল বা মাদ্দাহ ز ـ ه ـ د জিনস (جنس) সহীহ।[১]

الزهد শব্দটি زاء অক্ষরে জুম্মা এবং هاء অক্ষরে সাকীন। এটি زهد ক্রিয়ার مصدر বা ক্রিয়ামূল। বলা হয়ে থাকে, زهد عن الشئ او فيه : مال عنه কোনো বস্তু বা কাজ হতে বিরত রইল, মুখ ফিরিয়ে রইল। MONASTICISM.[২]

মুফতী সাইয়্যেদ আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী বলেন,

الزهد فى اللغة ترك الميل الى الشئ.

'আভিধানিক অর্থে যুহ্দ হলো কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বর্জন করা।'[৩]

زهد শব্দটি زاء অক্ষরে ফাত্হ, هاء অক্ষরে জুম্মা (যাহুদা) অস্বীকার করেছে, স্বত্ব ত্যাগ করেছে, বর্জন করেছে। زُهْد-এর زاء অক্ষরে জুম্মা هاء অক্ষরে সাকীন, এটি مصدر, কোনো আকর্ষণীয় বস্তু হতে মুখ ফিরানো, ধর্মের পথে উৎসর্গীকৃত।[৪]

---

১. আরবী শব্দ প্রকরণ বা صرف শাস্ত্রে কোনো স্বরবর্ণ (حروف العلة) অথবা হামযাহ্ অথবা ব্যাঞ্জন বর্ণের حروف) (الصحيح একই বর্ণ শব্দের মূল অক্ষরে যদি দ্বৈত না হয় তাই সহীহ/ফার্সি পাঞ্জেগাঞ্জ, পৃষ্ঠা ৩; লেখক অজ্ঞাত, ইসলামিয়া কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা।

২. মু'জামু লুগাতিল ফোকাহা, এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূম আল ইসলামিয়্যাহ, করাচি, পৃষ্ঠা ২৩৪।

৩. আত্ তা'রীফাতুল ফিক্হিয়্যাহ, আস সদফ পাবলিশার্স, করাচি, পাকিস্তান, পৃষ্ঠা ৩১৫; জুবরান মাসঊদ আর রায়েদ, দারুল ইলম লিল মালাইন, প্রথম প্রকাশ ২০০৩ খ্রি., পৃষ্ঠা ৪৭০।

৪. আলাউদ্দিন আল আযহারী : আরবী বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ২য় পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৯ খ্রি., পৃষ্ঠা ১৪১৪।

৫. লুয়াইস মা'লুফ, আল মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আ'লাম, ২৯ তম সংস্করণ, দারুল মাশরিক, বৈরুত, পৃষ্ঠা ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

الزهد মাসদারটি তিনটি বাব যথাক্রমে فتح . سمع এবং كرم হতে আসে। الزهادة শব্দটিও مصدر হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থ হলো– الاعراض عن الشيئ احتقارا له কোনো বস্তুকে তুচ্ছজ্ঞান করে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

বলা হয়ে থাকে, زهد فى الدنيا দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে ইবাদতে লিপ্ত রেখেছে।[৫]

زاء অক্ষরে তাশদীদ যুক্ত ফাত্‌হ এবং هاء অক্ষরে ফাত্‌হ (الزَّهَدُ) সহকারে একবচন, বহুবচনে زهاد অর্থ الزكاة তথা যাকাত।[৬]

زهد মাদ্দাহ হতে বাবে تفعيل-এর صيغه ব্যবহার হলে এর অর্থ হবে– কোনো বস্তুর প্রতি অনীহা বা কোনো বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা আর বাবে تفعل হতে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে– ইবাদতের জন্য দুনিয়া বর্জন করা।[৭]

বাবে تفاعل থেকে ব্যবহৃত হলে কাউকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে– تزاهد القوم فلانا লোকেরা ওমুককে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করল।[৮]

এর কর্তৃবাচ্য বা اسم فاعل একবচন হলো زَاهِدٌ, যার বহুবচন زَاهِدُون، زُهَّاد، زُهَّدٌ ব্যবহৃত হয়। অর্থ পরকালের মুহাব্বতে দুনিয়াবিমুখ, সংকীর্ণ জীবন যাপনকারী।[৯]

الزَّهِيْد (তাশদীদ ও هاء-তে কাসরা) অর্থ– কম, নিকৃষ্ট[১০], স্ত্রী লিঙ্গে زهيدة বহুবচনে زهدان, বলা হয়ে থাকে– هو زهيد الخلق সে নিকৃষ্ট স্বভাবের কিংবা هو زهيد العين সে স্বল্পে তুষ্ট। واد زهيد

আল কামূসুল মুহীত, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ফিরুজাবাদী, দারু ইহ্‌ইয়াত তুরাছিল আরবী, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮।
বালইয়াভী, আবুল ফজল আবদুল হাফিজ, মিসবাহুল লুগাত, আরবী-উর্দু অভিধান, মাক্‌তাবায়ে বুরহান, উর্দু বাজার, দিল্লী, পৃষ্ঠা ৩২৪।

৬. প্রাগুক্ত, যথাক্রমে পৃষ্ঠা ৩০৮, ৪১৮ এবং ৩২৪।

৭. লুয়াইস মা'লুফ আবূ' আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮
বালইয়াভী, মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৪।

৮. আল কামূসুল মুহীত, মিসবাহ, মুনজিদ, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা

৯. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮।
মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৮।

১০. আল কামূসুল মুহীত, ফিরুজাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ। দারু এহইয়াউত তুরাছিল আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১৮।

১১. ইস্পাহানী আর রাগেব আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, ২য় সংস্করণ, দারুল মা'রিফা, বৈরুত, লেবানন, পৃষ্ঠা ২২০।

Dhaka University Institutional Repository

কম পানি ধারণ করে এমন উপত্যকা।[১১] المُزهِد (ميم অক্ষরে পেশ, ها অক্ষরে যের) স্বল্প সম্পদবিশিষ্ট, বলা হয় ارض زهاد এমন ভূমি, যা অতিবৃষ্টিপাত ব্যতীত প্রবাহিত হয় না। الزهيد - فعيل-এর ওজনে مبالغة-এর صيغة অর্থাৎ খুব বেশি দুনিয়াবিমুখ, দুনিয়া বর্জনকারী।[১২]

এটি বাবে فتح হতে অনুমান করা, আন্দাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় زهد النخلة খেজুর গাছের ফল অনুমান করল। الزهد শব্দটির زا অক্ষরে যবর এবং ها অক্ষরে সাকীন হলে অর্থ পরিমাণ। বলায় হয় خذ زهد ما يكفيك তোমার প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করো।[১৩]

زهد فى الشئ او عنه -TO ABSTAIN FROM, RENOUNCE, ABANDON, FORSAKE, TURN AWAY FROM.

زهد فى الدنيا-TO RENOUNCE WORLDLY PLEASURES, LEAD an ascetice life, Become an ascetie, practice asceticism.[১৪] মোটকথা, الزهد শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– তপশ্চর্যা, তপস্যা, সন্ন্যাস, সংসার ত্যাগ ইত্যাদি।[১৫]

পারিভাষিক অর্থ

বিভিন্ন লেখক ও গবেষক زهد-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নানাভাবে প্রদান করেছেন, যেগুলোর মূল কথা ও ভাবার্থ একই রকম। নিম্নে এসব সংজ্ঞার কয়েকটি আমরা উল্লেখ করছি।

মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪।
মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮।
১২. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০৮।
মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৫।
১৩. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, ৩০৮।
মিসবাহুল লুগাত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২৪।
১৪. ড. রোহী আল বা'লাবাক্কী, আল মাওরাদ, আরবী-ইংরেজি অভিধান, দারুল ইলম লিল মালাঈন, ১৮ তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬১০।
১৫. ড. মুহম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, পৃ. ৩৮৫।
১৬. আমীমুল ইহসান, মুফতী সাইয়্যেদ, আত তায়রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ, আস সদফ পাবলিশার্স, করাচি, পাকিস্তান, পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

মুফতী আমীমুল ইহসান বলেন, الزهد فى اصطلاح اهل الحقيقة هو الاعراض عن الدنيا

'সুফীদের পরিভাষায়, যুহ্দ হলো দুনিয়াবিমুখতা।'[১৬]

মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

الزهد ترك ما فى الدنيا ابتغاء ما عند الله من الثواب .

'আল্লাহর নিকট যা ছওয়াব রয়েছে তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা বর্জন করার নাম যুহ্দ।'[১৭]

উক্ত গ্রন্থে অপর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

الزهد ان يكون المرء بما عند الله ارجى منه مما هو فى يده .

'মানুষের হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা পেতে বেশি আশাবাদী হওয়া বা আশা করা (RELIGIOUS DEVOTION)'[১৮]

আইনুল ইলম গ্রন্থকার বলেন,

الفقر فقد ما يحتاج اليه فان فرح وكره الزائد على الضرورة فهو زاهد .

'দারিদ্র্য হলো প্রয়োজনীয় বস্তু না পাওয়া (হারানো) যদি প্রয়োজনীয় বস্তু না পেয়েও খুশি থাকে এবং বেশি বা প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওয়াকে অপছন্দ করে তাহলে সে যাহেদ-মরমিবাদী।'[১৯] প্রখ্যাত দার্শনিক, সুফীতত্ত্ববিদ আল গাযালী যুহ্দ-এর সংজ্ঞায় বলেন,

واعلم انه ليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل استمالة القلوب وعلى سبيل الطمع فذالك كله من محاسن العادات ولكن لامدخل لشئ منه فى العبادات وانما الزهد ان تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالاضافة الى نفاسة الاخرة .

৩১৫।

১৭. মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, এদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, করাচি, পৃষ্ঠা ২৩৪।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৪।

১৯. জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ বলখী, আইনুল ইলম, ইমদাদীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯ নং অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৬।

২০. মোহাম্মদ আবূ হামেদ আল গাযালী, মৃত্যু ৫০৫ হি. ১১১১ খ্রি. প্রখ্যাত দার্শনিক সুফীতত্ত্ববিদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহ।

Dhaka University Institutional Repository

'জেনে রাখ, দানশীলতা ও বদান্যতার সাথে সম্পদ ব্যয় করা, সম্পদ বর্জন করা, মানুষের মনোতুষ্টির জন্য কিংবা কোনো কিছু লাভের আশায় সম্পদ ব্যয় করা যুহদ নয়। এগুলো সবই সৎ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে এগুলোর স্থান নেই। বরং যুহদ হলো আখিরাতের উৎকৃষ্টতার তুলনায় দুনিয়াকে নিকৃষ্ট জেনে তা বর্জন করা।'[২০]

আল গাযালী তার অমর গ্রন্থ এহইয়াউ উলূমুদ্দীনে যুহদ-এর বর্ণনার শুরুতেই বলেন,

هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشئ الى ما هو خير منه فكل من عدل عن شئ الى غيره بمعارضة وبيع وغيره فانما عدل عنه لرغبة عنه وانما عدل الى غيره لرغبته فى غيره فحاله بالاضافة الى المعدول عنه يسمى زهدا .

'তুলনামূলক উৎকৃষ্ট বস্তুর প্রতি অনাগ্রহকে زهد বোঝায়। কোনো কিছুর বদলায় কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেউ যখন একটি ব্যতীত অন্যটির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাহলে ধরে নিতে হবে যে, প্রথমটি ঘৃণা করে বর্জন করেছে, দ্বিতীয়টির প্রতি আগ্রহ থাকার কারণেই। এভাবে তুলনামূলক পরাবর্তনের অবস্থাকে যুহদ বলে।'[২১]

ইবনে শিহাব[২২] বলেন,

الزهد فى الدنيا ان لا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك .

'দুনিয়াতে زهد হলো তোমার সবরের উপর হারাম এবং শুকরিয়ার উপর যেন হালাল প্রাধান্য না পায়।'[২৩]

খোরাসানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী জুয়াইনীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য। বাগদাদের নিজামীয়া মাদরাসার স্বনামধন্য শিক্ষক, বহু গ্রন্থপ্রণেতা। এহইয়াউ উলূমুদ্দীন ও তাহাফাতুল ফালাসেফা তার অমর গ্রন্থ।–এহইয়া, দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৯।

২১. এহইয়াউ উলূমুদ্দীন, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৬।

২২. ইবনে শিহাব মোহাম্মদ যুহরী। প্রখ্যাত তাবেয়ী ও মুহাদ্দিস। হেজাজ ও শামের মধ্যবর্তী গ্রাম আইলাতে (ايلة) তিনি বসবাস করতেন। তিনি ১২৩ কিংবা ১২৫ হি. সনে ইন্তিকাল করেন। হাদীস সংকলন বিশেষত মাগাযী সংক্রান্ত হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণে তার অবদান অপরিসীম। উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, সুবহী সাদেক, ড.। দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ২০ তম প্রকাশ পৃষ্ঠা ৩৮২, তাযকেরাতুল হুফফাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০২, হুলইয়াহ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০।

২৩. ইউসুফ ইবনে আবদিলবার আল কুরতুবী, জামেউ' বয়ানিল ইলমে ওয়া ফাদলিহী, এদারাতু-তাবা'য়াতিল মুনীরিয়া- ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ। ২য় খণ্ড পৃ. ১৬।

২৪. মালেক ইবনে আনাস- ইমাম, প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস। জন্ম- ৯৩ হিজরী মৃত্যু- ১৭৯ হিজরী মালেকী মাযহাবের

Dhaka University Institutional Repository

মালেক ইবনে আনাস (র) বলেন,[২৪] الزهد فى الدنيا قصر الامل

দুনিয়াতে যুহদ হলো স্বল্প আশা করা।[২৫]

ইবরাহীম ইবনে আশআছ বলেন, আমি ফুদাইল ইবনে আয়ায[২৬]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যুহদ কী? তিনি বললেন,

الزهد القناعة وفيها الغنى .

'যুহদ হলো অমুখাপেক্ষীতা সহকারে স্বল্পে তুষ্টি।'[২৭] এক কথায় আমরা বলতে পারি, যুহদ হলো পার্থিব সম্পদের মায়া ত্যাগ করে শুধুমাত্র পরকালের উদ্দেশে জীবন ও সম্পদকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা।

প্রতিষ্ঠাতা। মুয়াত্তা তার অমর গ্রন্থ।

২৫. জামেউ বয়ানিল-ইলমে ওয়াফাদলিহী- প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬।

২৬. ফুদাইল ইবনে আয়ায। উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সুফিতত্ত্ববিদ।

২৭. জামেউ বয়ানিল ইলমে ওয়াফাদলিহী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড পৃ. ১৬।

১. আবু হামেদ মোহাম্মদ গাজালী মৃত্যু ৫০৫ হিজরী, ১১১১ খ্রিস্টাব্দ খোরাসানের তুস নগরীর বাসিন্দা। হুজ্জাতুল ইসলাম নামে

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

শরয়ী দৃষ্টিতে زهد-এর সংজ্ঞা ও পরিচয়

প্রখ্যাত সুফিতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক ইমাম গাজালী ও অন্যান্য মুসলিম মনিষী زهد-এর পরিচয় দিতে গিয়ে যে আলোচনা করেছেন আমরা এখানে তার সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরব।

ইমাম গাজালী বলেন,[১] জেন রাখ কোন কোন সময় মাল-সম্পদ বর্জনকারীকে যাহেদ মনে করা হয়, প্রকৃত অর্থে তা ঠিক নয়। কেননা, সম্পদ বর্জন করা এবং কৃচ্ছতা প্রদর্শন করা ঐ ব্যক্তির জন্য সহজ যিনি যুহুদের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন। এমন অনেক ধর্মজাযক রয়েছেন যারা প্রতিদিন খুব সামান্য পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেন এবং দরজা বিহীন ভজনালয়ে সার্বক্ষণিক অবস্থান করেন। তাদের অনেকেই লোকজনের কাছে তাদের অবস্থার পরিচয় তুলে ধরতে চায়, মানুষকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে চায় এবং অন্যরা তাদের প্রশংসা করলে আনন্দ লাভ করে এবং পরিতৃপ্তিবোধ করে। এসব প্রকৃত زهد-এর পরিচয় বোধ করে না। বরং زهد হবে ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ইত্যাদি সকলক্ষেত্রেই। একদল লোককে দেখা যায় যারা অহংকারপূর্ণ পশমী পোশাক পড়ে এবং উন্নত মানের কাপড় পরিধান করে زهد দাবি করেন।[২]

ইমাম গাযালী আরো বলেন, যাহেদের উচিত তার বাতেনী অবস্থাকে তিনটি স্তরে শোধরে নেওয়া।

১. প্রথম অবস্থা

কোনো কিছু পেয়ে খুশি হবে না এবং কোনো কিছু না পেয়ে বা হারিয়ে চিন্তিত হবে না। আল্লাহ তাআলা, বলেন, كيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم والله لا يحب كل مختال فخور

'এটা এ জন্য যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ কোনো ঔদ্ধত্যকারীকে পছন্দ করেন না।'[৩]

রুহুল মায়ানী গ্রন্থকার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোনো কোনো বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা হলো বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সাওয়াব হাসিল করতে হবে।[৪]

তিনি সমধিক পরিচিত। ইমামুল হারামাইন আবু মায়ালী জুয়াইনীর শিষ্য। বাগদাদের নিজামিয়া মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ও তাহাফাতুল ফালাসেফা তার বিখ্যাতগ্রন্থ। তিনি দামেস্ক, কায়রো ও মক্কা শরীফে ভ্রমণ করেন অতঃপর নিশাপুরে ফিরে আসেন। তুসনগরীতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

২. এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, দারুল মারেফা, বৈরুত, লেবানন- ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ২৪১

৩. সূরা আল হাদীদ আয়াত : ২৩

৪. সংক্ষিপ্ত মা'য়ারেফুল কুরআন পৃ. ১৩৩৮

৫. এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, গাজালী ৪র্থ খণ্ড- ২৪২ পৃ. দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন।

Dhaka University Institutional Repository

২. দ্বিতীয় অবস্থা

তার প্রশংসাকারী ও দুর্নামকারী একই রকম হবে। প্রশংসাকারীকে তিনি ভালো জানবেন না এবং দুর্নামকারীকে মন্দ বলবেন না। কারো প্রশংসা করা বা দুর্নাম করায় তার কিছুই যায় আসে না। প্রথমটি হলো সম্পদের ক্ষেত্রে যুহদ দ্বিতীয়টি হলো– মান-সম্মানের ক্ষেত্রে যুহদ।

৩ তৃতীয় অবস্থা

তার ভাব-সম্পর্ক বা ভালোবাসা হবে আল্লাহর সাথে। আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ ও মিষ্টতা তার অন্তরে বিজয়ী হবে। কোনো অন্তরই মুহাব্বতের স্বাদ ও মিষ্টতা হতে খালি হয় না। হয়ত তার অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বত থাকবে কিংবা আল্লাহর মুহাব্বত থাকবে। এ দুটি এক অন্তরে একসাথে থাকা কোনো পেয়ালার পানি ও বাতাস থাকার মতো। তাতে পানি যখন প্রবেশ করে তখন বাতাস বেরিয়ে আসে। দুটি একত্রিত হতে পারে না। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে মুহাব্বত রাখে এবং তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না।

সূফীগণ বলেন, ঈমান যদি শুধুমাত্র প্রকাশ্য অন্তরের সহিত যুক্ত হয় তাহলে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয়কে মুহাব্বত করে। আর যদি তা অন্তরের গহীনে যুক্ত হয় তাহলে দুনিয়াকে অপছন্দ করতে থাকে। তখন সে দুনিয়ার দিকে তাকায় না এবং দুনিয়ার জন্য কোনো কাজ করেন। এ জন্য হযরত আদম (আ) দোআ করতেন–

اللهم انى اسئلك ايمانا يباشر قلبى .

'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট এমন ঈমান কামনা করি যা আমার অন্তরের সাথে মিশে যাবে।'

আবূ সুলাইমান বলেন যে নিজের নফস নিয়ে ব্যস্ত থাকে সে মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়। এটা হলো আমেলীনগণের মকাম। আর যে ব্যক্তি তার রবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ব্যস্ত থাকে, নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। এটা হলো আরেফীনদের মকাম। যাহেদকে অবশ্যই এ দুটি মাকামের যেকোনো একটি মাকামে থাকা আবশ্যক।

ইবনু আবীল হাওয়ারী বলেন, আমি আবূ সুলাইমানকে বললাম দাউদ তায়ী কি যাহেদ ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি জানতে পেরেছি তিনি তার পিতা হতে উত্তরাধিকার সূত্রে (২০) বিশ দিনার মালিক হয়েছিলেন এবং তিনি মোট (২০) বিশ বছরে দান করে ছিলেন। তাহলে তিনি দিনারগুলো আটকে রেখে, দান না করে কিভাবে যাহেদ হলেন?

জবাবে আবূ সুলাইমান বললেন, তিনি যাহেদ ছিলেন বলে আমি বুঝাতে চেয়েছি যে, তিনি যুহদের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন কেননা মানুষের নফসের গুণাবলির বিভিন্নতার কারণে, যুহদের কোনো সীমা নেই। কাজেই নফসের প্রতিটি গুণাবলির ক্ষেত্রে যুহদ করা ব্যতীত যুহদ পরিপূর্ণ হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম গাযালী বলেন, উপরের আলোচনা হতে বুঝা যায় যুহদের আলামত হলো, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর হওয়ার কারণে তার নিকট দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা, সম্মান-অসম্মান, প্রশংসা, দুর্নাম একই রকম মনে হবে। দুনিয়াকে সে বর্জন করবে এবং তা লাভের জন্য কোনো চেষ্টা করবে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াজ বলেন, যুহদের আলামত হলো, السخاء بالموجود। থাকলে দান করা।

ইবনে খালীফ বলেন, علامته وجود الراحة فى الخروج من الملك যুহদের আলামত হলো, মালিকানা হতে কোনো কিছু বেরিয়ে গেলে আত্মতৃপ্তি বা প্রশান্তি অনুভব করা।

আবূ সুলাইমান বলেন, পশমী কাপড় পড়া যুহদের আলামতগুলোর মধ্যে একটি আলামত। কাজেই যাহেদের জন্য উচিত নয় তিন দেরহাম দিয়ে কোনো পশমী কাপড় পড়বে অথচ তার অন্তরে পাঁচ দেরহামের পশমী কাপড় পড়ার আগ্রহ রয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সাওরী বলেন, علامة الزهد قصر الأمل যুহদের আলামত হলো আশাকে ছোট করে রাখা।

সারী সাখতী বলেন,

لا يطيب عيش الزاهد اذا اشتغل عن نفسه ولا يطيب عيش العارف اذا اشتغل بنفسه .

নসরাবাযী বলেন, الزاهد غريب فى الدنيا والعارف غريب فى الاخرة

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন, زهد-এর আলামত তিনটি– عمل بلا علاقة وقول بلا طمع وعز بلا رياسة

'সীমাহীন আমল, নির্লোভ কথা, সম্মান ব্যতীত কর্তৃত্ব।'[৫]

আবুল আব্বাস ইবনে আরিফ বলেন, زهد হলো عوام বা সাধারণ লোকদের স্তর। কেননা, زهد হলো সুখ-সম্ভোগ ও অতিরিক্ত চাহিদাসমূহ হতে নফসকে বাধা প্রদান করা এবং ইহা বিশেষ লোকদের জন্য অপূর্ণতার কারণ। এরপর তিনি বলেন, توجه الى الله تعلق بالله এবং আল্লাহ তাআলা হতে গাফেল করে এমন প্রত্যেক বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখার নাম যুহদ।'[৬]

---

৬. طريق الهجرتين وباب السعادتين ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম আল জাওযী। উর্দু অনুবাদ راه سعادت, অনুবাদক আব্দুল আলীম এসলাহী। প্রকাশক رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء، وكالة الطبع والترجمة، سعودى ১৯৯৪- পৃ. ১৮৪।

৭. এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, প্রাগুক্ত ৪র্থ খ পৃ. ২২৫-২৩০।

Dhaka University Institutional Repository

আল গাযালীর দৃষ্টিতে زهد-এর স্তর ও প্রকারভেদ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সব বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমনকি জান্নাত থেকেও এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভালোবাসে না তিনি হলেন, প্রকৃত যাহিদ। যে, ব্যক্তি দুনিয়ার সকল বিষয় (আরাম ও আনন্দদায়ক বস্তু) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিন্তু আখেরাতে এসব বিষয় যেমন হুর, নহর, প্রাসাদ, ফল-ফলাদি ইত্যাদি পাওয়ার কামনা করে সে ব্যক্তি ও যাহিদ কিন্তু প্রথম প্রকার যাহিদের সমপর্যায় ভুক্ত নহে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু বস্তু বর্জন করল এবং কিছু অংশ বর্জন করল না, যেমন– সম্পদ বর্জন করল কিন্তু মর্যাদাকে বর্জন করল না কিংবা খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে বিলাসিতা বর্জন করল; কিন্তু সাজ-গোজ বর্জন করল না তাহলে সে ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে যাহিদ হওয়ার যোগ্য নহে।

যাহেদগণের মাঝে তার মর্যাদা হলো, তাওবাকারীগণের মধ্যে কিছু গোনাহ হতে তাওবাকারীর মতো। এ রকম যুহদ ও ঠিক আছে যেমন কিছু গোনাহ হতে তাওবা করা ঠিক আছে। কেননা, তাওবা বলতে বুঝায় নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করা আর যুহদ হলো মোবাহ বা হালাল বস্তু বর্জন করা। কাজেই যুহদ হলো দুনিয়া বিমুখ হয়ে আখেরাতমুখী হওয়া। আর আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সকল বস্তু হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহমুখী হয়ে যাওয়া যুহদের উঁচুস্তর।

এ জন্যই ইবনুল মোবারককে যাহিদ বলা হলে তিনি বলেন,

الزاهد عمر بن عبد العزيز اذ جاءته الدنيا راغمة فتركها واما انا ففيماذا زهدت.

'যাহিদ হলেন উমর ইবনে আব্দুল আযীয। তার নিকট দুনিয়া লাঞ্ছিত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করেছে অথচ তিনি তা বর্জন করেছেন আর আমি কি নিয়ে যুহদ করব?'[৭]

গাযালী زهد-এর স্তরকে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. الاضافة الى نفسه

২. الاضافة الى المرغوب عنه

৩. الاضافة الى المرغوب فيه

এই তিনটির প্রথম ও তৃতীয় প্রকারকে তিনি নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিভাজন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৮]

---

৮. এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, প্রাগুক্ত ৪খ, পৃ. ২৩০-২৪১।

৯. সৌভাগ্যের পরশমণি, ৪খ, পৃ. ১৬৭, মূল ইমাম গাযালী, অনুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন- বাংলাদেশ- ২০০৫ ইং

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া তিনি মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, গৃহ সামগ্রী, বিবাহ, ধন-সম্পদ উপার্জনের মাধ্যম ইত্যাদি বিষয়ে زهد-এর স্বরূপ কি হবে সে বিষয়ে অতি সুন্দর ও চমৎকার ভাষায় সুদীর্ঘ, বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছেন।[৯]

আল গাযালী তার বিখ্যাত কিমিয়ায়ে সায়াদাতে বলেন, সংসার বিরাগীর প্রকারভেদে যুহ্‌দকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. যারা দুনিয়া হতে হাত সংকুচিত করে নিয়েছে কিন্তু হৃদয়কে সংসারের প্রতি অনাসক্ত করতে পারেনি। অথচ পূর্ণভাবে সংসার বিরাগী বা زاهد হওয়ার জন্য ধৈর্যের সাথে কঠোর সাধনা করে যাচ্ছে। তাদেরকে متزهد বা বৈরাগ্য শিক্ষার্থী বলে। زاهد বা সংসার বিরাগী বলেন না। তবে এখান থেকেই যাহেদীর যাত্রা শুরু।

২. যারা হাত ও অন্তর সংসার হতে তুলে নিতে পেরেছে। কিন্তু নিজের সংসার বিরাগের ভাব তাদের অন্তরে জাগরুক থাকে এবং সংসার বিরাগী হয়ে তারা অতি বড় কাজ করেছে বলে মনে করে। এই শ্রেণীর লোক زاهد, তবে ত্রুটিমুক্ত নয়।

৩. যারা নিজেদের যুহদের বিষয় ও ভুলে যায়। অর্থাৎ তারা যে যাহিদ এ কথা তাদের কল্পনাও আসে না এবং সংসার বিরাগী হয়ে তারা বড় কাজ করেছেন বলে মনে করেন না[১০] তারাই প্রকৃত যাহিদ।

ইমাম গাযালী অভিলাষিত বস্তুর প্রকারভেদে যুহদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

১. পরকালের আযাব হতে মুক্তির আশায় সংসার বিরাগী زاهد হওয়া এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা। ইহা মুত্তাকী লোকদের زهد, একদা হযরত মালিক ইবন দীনার বলেন, 'গত রাতে আমি বড় ধৃষ্টতা করেছি যে, আমি আল্লাহর নিকট বেহেশত চেয়েছি।

২. পরকালের পুরস্কারের আশায় সংসার বিরাগী হওয়া ইহা সংসারের প্রতি ভালোবাসা হতেই সংসারের প্রতি অনাসক্তির উদ্ভব হয়। তবে তাহলো আশাধারী লোকদের যুহদ।

৩. আরেক শ্রেণীর زاهد গণের অন্তরে দোযখের ভয় ও বেহেশতের আশা কোনো কিছুই থাকে না। কেবল আল্লাহর মুহাব্বত তাদের অন্তরকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতি একেবারে উদাসীন করে রাখে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করাকেও তারা অন্যায় ও অপমানজনক বলে মনে করেন। ইহাই সর্বোচ্চ শ্রেণীর যুহদ।

---

১০. সৌভাগ্যের পরশমণি, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১৬৮।

১. আর রায়েদ জুবরান মাসউদ- ১ম প্রকাশ ২০০৩ ইং পৃ. ৪৭০ দারুল ইলম লিল্‌মালায়ীন, বৈরুত।

Dhaka University Institutional Repository

شعر الزهد-এর সংজ্ঞা ও তার পরিচয়

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকেই যুহ্দ (زهد) বলা হয়। আর দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনাসক্তিকে নিয়ে রচিত কবিতাকেই شعر الزهد বা যুহ্দ কবিতা বলা হয়।

আর রায়েদ গ্রন্থকার বলেন,

شعر الزهد شعر يعبر به صاحبه عن زهده فى الدنيا وانصرافه الى شئون الاخرة ـ

'যুহ্দ কবিতা হলো এমন কবিতা, যাতে কবি তার দুনিয়ার প্রতি বিরাগের কথা এবং আখিরাতের বিষয়াবলির দিকে তার ঝুঁকে পড়ার কথা প্রকাশ করেন।'[১]

২. شعر الزهد : এর উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আরবরা হাজার হাজার বছর ধরে কবিতার এমন নিরবচ্ছিন্ন ও শৈল্পিক চর্চা করেছে যে, তাদের কোনো বক্তব্য ও লেখনি একসময়ে যেমন কবিতা ব্যতীত শুরু হতো না তেমনি কবিতা ব্যতীত তা শেষও হতো না। 'আরবী কবিতায় زهديات কবিতার উৎস ও ক্রমবিকাশ' একটি বিশাল গবেষণার বিষয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে আমাদের অভিসন্দর্ভের জন্য সহায়ক ও সংশ্লিষ্ট বলে এ বিষয়ে আলোকপাত করব।

প্রাচীনকাল হতে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত আরবী কবি ও কবিতাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।[২]

১. জাহেলী যুগ : ইসলামের আগমনের পূর্বের কবি যারা ইসলামের প্রসারের পর আর কোনো কবিতা রচনা করেননি। যেমন ইমরুল কায়েস, যুহাইর এবং লাবিদ।

২. মোখাদরাম যুগ : ঐ সকল কবিগণ যারা ইসলামের পূর্বে ও পরবর্তী যুগে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন– খানাসা, হাস্সান ইবনে সাবিত ও কাব ইবনে যুহাইর।

৩. ইসলামী যুগ বা উমাইয়্যা আমল : ইসলামের আবির্ভাব হতে উমাইয়্যা আমলের শেষ পর্যন্ত।

৪. আব্বাসী যুগ : আরবী ভাষা বিবর্তনের যুগে রচিত কবিতাসমূহ। বা আব্বাসী যুগের কবি ও কবিতাসমূহ।

---

২. যাইয়্যাত- আহমদ হাসান, তারীখুল আদাবিল আরাবী। দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন। ৫ম সংস্করণ- ১৯৯৯ পৃ. ৩৬।

৩. তিনি গাসসান বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার পিতা শাম ও হিজাযের মধ্যবর্তী 'তায়মা' নামক স্থানে বসতিস্থাপন করেন। সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

১. জাহেলী যুগ

জাহেলী যুগের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমিকার আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা, প্রণয়গীতি, আত্মগৌরব, শোকগাঁথা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাহনের সৌন্দর্য বর্ণনায় ভরপুর।

জন্মগতভাবে বেপরোয়া প্রকৃতির আরবরা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখত এবং পরকালে কর্মের বিনিময় প্রদানের বিষয়টি বিশ্বাস করলেও তারা ছিল চরম ভোগবাদী ও জড়বাদী। তাই তাদের কবিতা ও গানে দুনিয়াকে চূড়ান্তভাবে ভোগ করার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। দুনিয়ার প্রতি আত্মাসক্তি তাদেরকে দুনিয়াবিমুখ হতে দেয়নি। এ জন্যই তাদের কবিতায় زهديات বা মরমি কবিতা লক্ষ্য করা যায় না।

আখিরাতের ভয় সে সময়ে অনেক কবির কবিতাতেই ফুটে ওঠেছে। জাহেলী যুগের ইহুদী কবি আস সামওয়াল ইবন আদিয়ার[৫] কবিতায় দুনিয়াবিমুখিতা ও আখিরাতমুখিতা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি বলেন,

لـيـت شـعـري! وأشـعـرن، اذا ما + قربوها منشورة فقربت .

الى الفضل ام على اذا حوسبت؟ + انى على الحساب مقيت .

'আফসোস! (ভবিষ্যতের) জ্ঞান যদি আমার থাকত। আমি কি জানতে পারব? যখন তারা (ফেরেশতারা) সে আমলনামা খোলা অবস্থায় নিকটবর্তী করবে, অতঃপর আমাকে অনুসরণ করা হবে। (অর্থাৎ আমলের ভালো-মন্দ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আমার হিসাব যখন গ্রহণ করা হবে, তখন আমি কি ফযীলত ও সম্মানের অধিকারী হবো নাকি তা আমার বিরুদ্ধে যাবে (এবং আমি অপদস্থ হবো) আমি আমার হিসাবের হেফাযতকারী, রক্ষক ও সাক্ষী (অর্থাৎ আমি আমার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত আছি)।'[৪]

তিনি সাদা ও কালো পাথর দিয়ে 'আল্ আবলাক' নামে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন, যা পরবর্তীতে সামও আলের দুর্গনামে পরিচিতি লাভ করে। কবি ইমরুল কায়েসের আমানত রাখা অস্ত্রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রের জীবন বিপন্ন হওয়ার পরও তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে গোটা আরবে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হন।

ইবন সালাম আল-জুমাহী, তা'বাকাতু ফুহুলিশ- শু'আরা, ১ম খণ্ড পৃ. ২৭৯ কায়রো, মু'জামুশ- শু'আরাইল জাহিলিয়্যীন ওয়াল মুখাদ্রামীন পৃ. ১৫৬।

৪. ইবন সাল্লাম আল জুমাহী তাবাকাতু ফুহুলিশ শু'আরা মাতবা আতুল মাদানী, কায়রো- ১ম খণ্ড- পৃ. ২৭০।

৫. জন্ম সন জানা নেই। মুদর গোত্রের শাখা মযয়নাতে জন্ম নেন। মৃত্যু- হিজরতের ১৩ (তের) বৎসর পূর্বে ৬০৯ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

জাহেলী যুগের নীতিমান, খ্যাতিমান ও মুয়াল্লাকার অন্যতম কবি যুহাইর ইবন আবী সুলমার[৫] কবিতায় পরকালের হিসাব-নিকাশ ও চিন্তার কথা কিছুটা লক্ষণীয়। তিনি বলেন,

فلا تكتمن الله ما فى صدوركم + ليخفى ومهما يكتم الله يعلم .

يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر + ليوم الحساب أو يحجل فينقم .

'তোমাদের অন্তরে যা আছে, গোপন করার জন্য তা এখনো লুকিয়ে ফেল না। কেননা যা কিছুই গোপন করার চেষ্টা করা হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তা জেনে ফেলেন।'

(অপরাধীকে) অবকাশ দেওয়া হবে এবং (কৃতকর্ম) সংরক্ষণ করা হবে, লিপিবদ্ধ করে হিসাব দিবসের জন্য। অথবা শীঘ্রই দুনিয়াতে সে শাস্তি দেওয়া হবে।'[৬]

মুয়াল্লাকার অপর এক খ্যাতিমান কবি লবীদ ইবন রবীআ'হ তিনি জাহেলী যুগের একমাত্র মুয়াল্লাকার কবি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা আবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেন।[৭] এ জন্যই ইসলাম গ্রহণের দীর্ঘ সময় জীবিত থাকলেও তাকে জাহেলী কবিদের মধ্যে শামিল করা হয়। উমর (রা)-এর খিলাফতকালে কুফা শহর আবাদ হলে তিনি সেখানে এসে বসবাস করেন এবং একশত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে কুফাতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[৮]

তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন এবং গোত্রের নেতৃত্ব দান করেন। কবি নিজেই বলেন,

بد الى أنى عشت تسعين حجة + تباعا وعشرا عشتها وثمانيا .

কারো কারো মতে, তিনি হিজরতের ১১ (এগারো) বৎসর পূর্বে মারা যান। তার গোটা পরিবারই ছিল কবি পরিবার। তার পিতা সুলমা ইবন রাবাহ, মামা-বাশামা ইবন গাদীর বোন- সালমা, দুইপুত্র কা'ব ও বুজায়র, পৌত্র উকবা ইবন কা'ব ও আল আওওয়াস ইবন কাব ও কবি ছিলেন। ভদ্রতা, শিষ্টাচার নৈতিকতা ও ধর্মপরায়ণতায় তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।

– যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, দারুল মা'রেফা, ৫ম সংস্করণ ১৯৯৯ পৃ. ৪১, আল আগানী- ১ম খণ্ড- পৃ. ২৮৮-৩২৪। আবু যায়দ আল কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল আরব (দিমাশক দারুল-কালাম ১৪০৬/১৯৮৬) ২য় সং ১ খ. পৃ. ১৮৮ আশ-শির ওয়াশ-শুআরা- ১ খ, পৃ. ৭৬-৭৭।

৬. মুয়াল্লাকাত যুহায়র বয়ত- ২৭-২৮, শরহুল কাসায়েদীল আমার- আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া আত-তাবরিযী মৃত্যু- ৫০৬ হিজরী (দারুল কুতুব আল-এলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮৭/ ১৪০৭) ২য় সং. পৃ. ১৩৯।

৭. তার জন্ম সন জানা যায়নি। মৃত্যু- ৪১/৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ, যাইয়্যাত- পৃ. ৫৩ (প্রাগুক্ত) পারিবারিক বদান্যতা ও বীরত্বের কারণে তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কবি নাবিগা তাকে বনু হাওয়াযিন গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আহমদ হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদব, ২য় খণ্ড- পৃ. ৯৯।

৮. যাইয়্যাত প্রাগুক্ত- পৃ. ৫৩।

৯. যাইয়্যাত- প্রাগুক্ত- পৃ. ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণের পর লবীদ (রা) কেবল নিচের বয়াতটি রচনা করেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

الحمد لله اذ لم يأتين اجلى + حتى لبست من الاسلام سربا لا .

'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি যে আমাকে মৃত্যু দেননি।'[৯]

ওমর (রা) খিলাফতকালে কবি লবীদকে কিছু কবিতা লিখে পাঠাতে অনুরোধ করলে তিনি সূরায়ে বাকারা লিখে পাঠান।[১০]

তার কবিতায় ধর্মীয় ভাবধারা, পরকাল ও দুনিয়াবিমুখতার কিঞ্চিৎ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন,

ما المرأ الا كالشهاب وضوئه + يحور رمادا بعد ما هو ساطع .

وما المال والاهلون الا ودائع + ولا بد يوما ان ترد الودائع .

وما الناس الا عاملان فعامل + يتبر ما يبنى وأخر دافع .

'১. মানুষ উজ্জ্বল উল্কার মতো চমকানোর পর পরই তা ছাইয়ে পরিণত হয়।

২. ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি আমানত ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং অবশ্যই আমানত একদিন ফেরত দিতে হবে।

৩. সকল মানুষ দু ভাগে কাজ করে যাচ্ছে, একদল ধ্বংসের জন্য কাজ করে অন্য দল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।'[১১]

লবীদের কবিতায় আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস অনুপমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কবি বলেন,

الا كل شئ ما خلا الله باطل + وكل نعيم لامحالة زائل .

'একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অক্ষয় আর বাকি সব কিছুই ধ্বংসশীল। সকল সুখ-সম্পদ, আয়েশ অবশ্যই দূরীভূত হবে।'[১২]

২. মোখাদরাম যুগ

যেসব কবি প্রাক ইসলামী বা জাহেলী যুগ ও ইসলামী যুগ উভয়ই পেয়েছেন তারা মোখাদরাম কবি নামে পরিচিত। মুখাদরাম কবিদের ভাষার বিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল সন্দেহাতীত। রাসূল (স) ও খোলাফায়ে

---

১০. যুরজী যায়দান, তারীখুল- আদাবিল আরাবী- ১ম খণ্ড পৃ. ১২১।

১১. আহমদ ইসকান্দরী- পৃ. ৬৭, হযরত আ'ইশা (রা) লবীদের ১২ (বারো) হাজার বয়ত মুখস্থ বলতে পারতেন। হুসনুস সাবাহ- ১ম খণ্ড পৃ. ১৫। ডক্টর ইহসান আব্বাস এর সম্পাদনায় কুয়েত থেকে ১৯৬২ সালে লাবীদের দেওয়ান প্রকাশিত হয়েছে।

১২. যুরজী যায়দান ১ম খণ্ড- পৃ. ১২১, আহমদ ইসকানদরী পৃ. ৬৭।

১৩. একজন মুখাদরাম কবি, শামের অধিবাসী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাশেদীনের যুগ এ যুগের অন্তর্ভুক্ত। আল কুরআন ও আল হাদীসের প্রভাবে এ যুগে কবিতা চর্চা খুব বেশি শক্তিশালী আকার ধারণ করতে সক্ষম হয়নি।

সে সময়ের কবিতায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, রাসূল (স)-এর প্রশংসা, হিজা, মারছিয়া এবং যুদ্ধবিষয়ক কবিতাই বেশি রচিত হয়েছে। এ আমলের কবিতায় অশ্লীল গীতিকবিতা, মিথ্যা গৌরব, মদ-জুয়া সম্পর্কিত বিবরণ, অশোভন নিন্দা, মিথ্যা প্রশংসা বর্জিত হয়েছে। সুতরাং আরবী কবিতা একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়। তবে এ যুগের কবিদের কবিতায় زهديات বা মরমি ভাবধারার কবিতা লক্ষ করা যায় না। এবং আখিরাত, ঈমান, ইসলাম, জিহাদ ইত্যাদি ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রচুর কবিতা সে আমলে রচিত হয়। সাহস ইবন হানজালা বলেন,[১৩]

ويحملنك اقتار على زهد + ولا تزل فى غطاء الله مر تغبا .

'দুনিয়াত্যাগের উপর কৃপণতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে সর্বদাই তুমি আল্লাহর দান সম্পর্কে খুশি ও আগ্রহী থাক।

الله يخلف ما انفقت محتسبا + اذا شكرت ويؤتيك الذى كتبا .

'তুমি যা খরচ কর, আল্লাহ তা হিসাব করে তোমাকে দিয়ে দেবেন, যখন তুমি শোকর করবে এবং তোমাকে তাই দেবেন, যা তিনি লিখে রেখেছেন।'[১৪]

৩. ইসলামী যুগ বা উমাইয়া আমল

উমাইয়াদের শাসন খাঁটি আরব শাসন ছিল। তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে আরবীয়করণে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খলীফা আব্দুল মালেক ইবন মারওয়ানের আমলে আরবী রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে।[১৫] উমাইয়া যুগের সাহিত্যে খাঁটি আরবী ব্যবহৃত হয়েছে। উমাইয়া খলীফাগণ নিজেরাই ভাষার বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে সর্বদা সতর্ক থাকতেন। খলীফা আব্দুল মালেককে কেউ বলেছিল, 'আপনি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন' জবাবে খলীফা বললেন, খুতবা দিতে মিম্বরে আরোহণ করে ভুল আরবী বলার ভয়ে আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। অথচ আব্দুল মালেক ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাদের নিকট ভুল আরবী বলা মারাত্মক দোষের বিষয় ছিল।[১৬]

---

১৪. আশ-শি'রুল ইসলামী পৃ. ১৭। শি'রুল দাওয়া আল ইসলামিয়্যাহ পৃ. ৫৩৮।

১৫. পি.কে. হিট্টি : পৃ. ২১৭/ আরবী সাহিত্যের ইতিহাস- আ.ত.ম মুসলেহ উদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪র্থ সং. ২০০৩ পৃ. ১৭৯।

১৬. এম. পিখথল-কালচারাল সাইড অফ ইসলাম পৃ. ২৯-৩০।

১৭. তার প্রকৃত নাম রাবী'আ ইবন আমির। মিসকীন নামটি (নিঃসঙ্গ) তিনি তার কবিতায় উল্লেখ্য করেছেন বলে পরবর্তীতে

Dhaka University Institutional Repository

বসরা এবং কুফা নগরী দুটিতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা কার্য চলতে থাকে। আরবের প্রখ্যাত সকল কবি ও বাগ্মীরা এ দু শহরে একত্রিত হন। আরবী কবিতার গতানুগতিক ধারা রক্ষা করে তৎকালীন কবিগণ তাদের কবিতা রচনা করেছেন। এ যুগে এমন একটি বিষয় নিয়ে কাব্য রচিত হয়, যা আরবী কবিতায় ইতঃপূর্বে ছিল না। রাসূল (স)-এর যুগও জাহেলী যুগের কবিতায় এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের প্রতি বিরাগভাব ও অনাসক্তির বিষয়ে এ যুগে কবিতা রচনার সূচনা ও ভিত তৈরি হয়। এসব কবিতাকে اشعار الزهديات বা মরমি কবিতা বলা হয়। আমরা নিম্নে নমুনাস্বরূপ কয়েকজন কবির কবিতা হতে সামান্য উদ্ধৃতি প্রদান করলাম।

কবি মিসকীন আদ দারিমী[১৭] নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন,

وسميت مسكينا وكانت لجاجة + وإني لمسكين الى الله راغب .

'আমার নামকরণ করা হয়েছে মিসকীন করে, আর এটা ছিল দ্বন্দ্বের বিষয় এবং নিশ্চয়ই আমি মিসকীন আল্লাহর কাছে এবং তাঁরই প্রতি আসক্ত।'[১৮]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যকে ঘৃণা করে বলেন,

ما أنزل الله من أمر فاكرهه + الا سيجعل لى من بعده فرجا .

'আল্লাহ এমন কোনো বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি, এটা ব্যতীত যে, আমার জন্য অতিসত্বর এরপর প্রাচুর্য আসবে।'[১৯]

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্ত করে সাবিক আল বায়বারী বলেন,[২০]

তিনি এ উপনামে পরিচিতি হয়ে যান। তিনি রূপক অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রকৃত অর্থে তিনি দরিদ্র ছিলেন না। বরং উমাইয়্যা শাসকদের সাথে সুসম্পর্ক থাকায় নানা রকম উপহার ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ফলে তার অর্থ-সম্পদের কোনো রকম কমতি ছিল না। মিসকীন আদ-দারিমী ছিলেন ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত। তবে তার বহু কবিতা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। তৎকালীন ইরাকের গর্ভনর যিয়াদ ইবন আবীহীর সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল। তার সমসাময়িক শক্তিশালী কবি ফরাযদাকের সাথে হিজা কবিতার বাকযুদ্ধ চলতে থাকে। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ যিয়াদের মৃত্যুর পর তা চরম আকার ধারণ করে। পরে অবশ্য ফারাযদাক তার সাথে সমঝোতায় আসেন যাতে করে তিনি প্রতিপক্ষ কবি জারীরের সাথে একাত্মতা পোষণ করতে না পারেন। তামীম গোত্রের কায়স শাখায় জন্মগ্রহণকারী এ কবি, ৮৯ হিজরী ৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইস-লামী বিশ্বকোষ- ১৯ খ. পৃ. ১৯০-৯১।

১৮. ড. শওকী দা'য়ফ তা'রীখুল-আদাবিল 'আরাবী- ২য় খণ্ড পৃ. ৩৭৩।

১৯. প্রাগুক্ত- ৩৭৩।

২০. তিনি একজন বড় আলিম, কবি ও ওয়ায়েজ ছিলেন। আল-মওসিল ও রিক্কায় কাযী ও ইমাম ছিলেন। তার কবিতায় তাকওয়া ও যুহদ বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত ২ খণ্ড পৃ. ৩৭৫-৭৫।

২১. প্রাগুক্ত- ৩৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

امـوالنـا ذوى الـمـيـراث يـجـمـعـهـا + ودورنـا لـخـراب الـدهـر نـبـنـيـهـا .

والـنـفـس تـكـلـف بـالـدنـيـا وقـد عـلـمـت + ان الـسـلامـة مـنـهـا تـرك مـا فـيـهـا .

'আমাদের যে সম্পদ আমরা জমা করি তা তো মীরাছের অধিকারী তথা ওয়ারিসদের। আর যেসব ঘর-বাড়ি আমরা তৈরি করি, তাতো কালের আবর্তনে একদিন ধ্বংস হবেই। নফস দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। অথচ সে জানে যে, তা থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা।'[২১]

প্রখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ ও কবি আবুল আসাদ আদ দুওয়াইলীর কবিতায়ও মরমিবাদ অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[২২]

তিনি বলেন,

واذا طـلـبـت مـن الـحـوائـج حـاجـة + فـادع الألـه وأحـسـن الأعـمـالا .

فـلـيـعـطـيـنـك مـا اراد بـقـدرة + فـهـو الـلـطـيـف لـمـا اراد فـعـالا .

إن الـعـبـاد وشـانـهـم وأمـورهـم + بـيـد الأ لـه يـقـلـب الأحـوالا .

'তুমি যখন তোমার কোনো প্রয়োজন চাইবে তখন আল্লাহকে ডাকবে এবং ভালো কাজ করবে। তাহলে অবশ্যই তিনি তার কুদরতের দ্বারা যা ইচ্ছা করেন তা তোমাকে দেবেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, যা করার ইচ্ছা তা করেন। বান্দাহ ও তাদের অবস্থার বিষয়সমূহ আল্লাহর হাতেই। তিনি অবস্থাকে পরিবর্তন করেন।'[২৩]

৪. আব্বাসীয় যুগ

ইসলামের ইতিহাসে রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ হিসেবে আব্বাসীয় যুগ চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খলীফা হারুনুর রশিদ ও মামুনের আমলে ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে

২২. মৃত্যু- ৬৯ হিজরী ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নাম-জামিল ইবন আমর। বানু কিনানা গোত্রের দুয়াইল শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে তার জন্ম হয়। উমর (রা) আমলে তিনি বসরায় যান। তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী, ফকীহ, মুহাদ্দিস ও কবি ছিলেন। উম্মুল মুমেনীন আয়শা (রা) সাথে আপোষের জন্য আলী (রা)-এর পক্ষে তিনি আলোচনায় অংশ নেন। আলী (রা) তাকে বসরায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনিই প্রথম আরবীতে স্বরধ্বনির জন্য কিছু চিহ্নের প্রবর্তন করেন এবং আল কুরআনে তার প্রয়োগ করেন। হুসায়ন (রা) শাহাদাতে তিনি শোকগাঁথা রচনা করেন। যুহদ সম্পর্কে তার বেশ কিছু কবিতা রয়েছে। আস-সুকরী তার কাব্যের সংকলন তৈরি করেছেন। তিনি মহামারিতে বসরায় ইনতেকাল করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ২ খ. পৃ. ২১, শাওকী দায়ফ তারীখুল আদাবিল আরাবী-২ খ, পৃ. ৩১৮।

২৩. ড. শওকী দায়ফ- প্রাগুক্ত পৃ. ৩৭৪।

২৪. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। জুন- ১৯৯৭, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

পৌঁছে। আব্বাসীয় যুগে কবিরা অতিমাত্রায় রাজদরবারের পৃষ্ঠাপোষকতার উপর নির্ভর করতেন, সেহেতু আরবী কাব্যের সুর তোষামোদী হয়ে উঠে। প্রাচীন আরবী কবিতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার যে সুর শোনা যেত, তা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে বহু অনারব কবি আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আরবী ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন।[২৪]

এ যুগের কবিতায় আল্লাহ তাআলার প্রশস্তি, রাসূল (স)-এর প্রশংসা ও ইসলামী ভাবধারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। খ্যাতিমান ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও কালামশাস্ত্রবিদগণ এ যুগে জন্মগ্রহণ করায় নানা আঙ্গিকের কবিতা রচনা ও সাহিত্য চর্চা ব্যাপকতা লাভ করে।

সে যুগে অনেক স্বনামধন্য সুফীর জন্ম হয়। সুফীবাদ ও মরমিচিন্তা একটি পরিশীলিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ব্যক্ত করে (زهد) তারা প্রচুর কবিতাও রচনা করেছেন।

সে যুগের زهديات কবিতা রচনার বড় দুই দিকপাল হলেন আবুল আতাহিয়্যা ও আবুল আলা আল মাআররী। তাদের কবিতায় زهديات ব্যাপকভাবে স্থান লাভ করে বিধায় আমরা আমাদের অভিসন্দর্ভে তাদের কবিতায় زهديات-এর স্বরূপ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব।

তবে তার পূর্বে আমরা আব্বাসীয় যুগের কয়েকজন কবির কবিতায় মরমিবাদের অতিসংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরব।

---

১. সুরা ত্বায়াহা আয়াত- ১৩১।

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআন ও আল হাদীসে زهديات-সংক্ষিপ্ত রূপ

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে দুনিয়াবিমুখতাকে নানাভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দুনিয়ার অসাড়তা, ধ্বংসের কথা বার বার কুরআনে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ঈমানদারগণকে দুনিয়ার প্রতি মোহাবিষ্ট না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ـ

'আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।'[১]

উপরিউক্ত আয়াতে রাসূল (স)-কে সম্বোধন করা হলেও মূলত উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই এর লক্ষ। দুনিয়ার ঐশ্বর্যশীল পুঁজিপতিরা যারা নানা রকমের চাকচিক্য ও পার্থিব নিয়ামতের অধিকারী তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার জন্য বলা হয়েছে। কেননা এগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে এবং মুমিনদেরকে যা দান করেছেন ক্ষণস্থায়ী পার্থিব চাকচিক্য থেকে তা বহুগুণে উৎকৃষ্ট।[২] দুনিয়ার জীবন যাতে মুমিনকে ধোঁকায় না ফেলে, সে জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে বার বার সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ـ

'হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। এবং ভয় করো এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোনো উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।'[৩]

---

২. তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত বাংলা) পৃ. ৮৭০।

৩. সূরা লুকমান- আয়াত : ৩৩।

৪. সূরা হুদ, আয়াত : ১৫-১৬।

Dhaka University Institutional Repository

যারা দুনিয়া লাভের জন্য সচেষ্ট ও মোহাবিষ্ট আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য কল্যাণকর কোনো ব্যবস্থা রাখবেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف اليهم اعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون . اولئك الذين ليس لهم فى الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون .

'যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, হয় আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হলো সেসব লোক, আখিরাতে যাদের জন্য কেবল আগুন রয়েছে। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হলো।'[৪]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে কাফির এবং ঐসব মুসলমানদের কথা বলা হয়েছে, যারা সৎ কাজের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোকদেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে।[৫]

ইমাম কুরতুবী বলেন, হযরত মুয়াবিয়া, মাইমুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ বলেন, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা লাভের জন্য করে থাকে। চাই সে আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফির হোক কিংবা নামধারী মুসলমান হোক। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি যুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মুমিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখিরাতে লাভ করবে। আর কাফিররা যেহেতু আখিরাতের কোনো ধ্যান-ধারণাই রাখে না। তাই তাদের প্রাপ্য অংশ ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎ কার্যাবলির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখিরাত উপস্থিত হবে তখন তাদের পাওয়ার মতো কিছু থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد .

'যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায় আমি তাদেরকে নগদই দান করি।'[৬] অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

৫. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (বাংলা সংক্ষিপ্ত) পৃ. ৬২৫।

৬. সূরা বনী ঈসরাইল আয়াত : ১৮।

৭. সূরা আশ'শুয়ারা আয়াত : ২০।

Dhaka University Institutional Repository

من كان يريد حرث الاخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له فى الاخرة من نصيب .

'যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না।'[৭]

দুনিয়া কামনাকারী ব্যক্তি দুনিয়া লাভ করে; কিন্তু ঐ পরিমাণ পায় না, যে পরিমাণ সে কামনা করে বরং অতটুকুই লাভ করে যতটুকু আল্লাহ তাআলা দিতে চান। আল্লাহ তাআলা যেহেতু প্রত্যেকের রিযিকের জামিনদার, তাই দুনিয়া কামনাকারী হোক কিংবা আখিরাত কামনাকারী। তবে কেবল আখিরাত কামনাকারীকে এবং এ জন্য পরিশ্রমকারীকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা اضعافا مضاعفة দ্বিগুণ– বহুগুণ প্রতিদান দেবেন। অথচ এর বিপরীত দুনিয়া অন্বেষণকারীর জন্য আখিরাতে জাহান্নামের আযাব ব্যতীত আর কিছু থাকবে না। কাজেই মানুষকে ভাবতে হবে, দুনিয়া কামনার মধ্যে সাফল্য না আখিরাত কামনার মধ্যে সাফল্য।[৮]

দুনিয়ার অসাড়তা বর্ণনা করে তা পরিত্যাগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত উল্লেখ রয়েছে। আমরা নমুনাস্বরূপ উপরে কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করেছি। পরকালের নিয়ামত কেবল পরহেযগারগণের জন্য আর দুনিয়া হলো তুচ্ছ বিষয় এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وما الحيوة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون .

'পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না?'[৯]

রাসূলে কারীম (স) হতে الزهد বা الرقاق অধ্যায়ে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং আহমদ ইবনে হাম্বল এ বিষয়ে الزهد নামে ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দুনিয়ার কুৎসা ও অসাড়তা বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা সেসব হাদীস এখানে উল্লেখ করিনি। যুহ্দ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস আমরা নিম্নে উদাহরণস্বরূপ

---

৮. সংক্ষিপ্ত উর্দু তাফসীর সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, পৃ. ১৩৬৭।

৯. সূরা আন'আম আয়াত : ৩২।

১০. যাইদ ইবনে ছাবেত (রা) সনদে ইবনে মাজাহ এবং আনাস (রা) সনদে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। এহইয়াউ- উলুমুদ্দীন-

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করলাম। রাসূল (স) বলেন,

من اصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه امره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه فى الدنيا إلا ما كتب له، ومن اصبح وهمه الاخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة .

'দুনিয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে যে ব্যক্তি সকাল করে আল্লাহ তাআলা তার কাজকে সংকটাপন্ন করে দেন এবং তার সম্পদকে তার জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেন। এবং দারিদ্র্যকে তার সম্মুখে করে দেন এবং দুনিয়া হতে সে তাই লাভ করে আল্লাহ তার জন্য যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর যে আখিরাতের চিন্তা নিয়ে সকাল করে আল্লাহ তার দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন এবং তার মাল-সম্পদকে সুরক্ষা করেন এবং তার অন্তরে ধনাঢ্যতা ও অমুখাপেক্ষিতা দান করেন। এবং তার কাছে দুনিয়া লাঞ্ছিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে।'[১০]

অন্য এক হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন,

اذا رأيتم العبد وقد اعطى صمتا وزهدا فى الدنيا فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة .

'তোমরা যখন কাউকে দেখবে যে, তাকে চুপ থাকা এবং দুনিয়াবিমুখতা দান করা হয়েছে তাহলে তোমরা তার নিকটে (সংসর্গে) থাকবে। কেননা তাকে হিকমত দান করা হয়েছে।'[১১]

অন্য হাদীসে রাসূল (স) বলেন,

إن اردت أن يحبك الله فازهد فى الدنيا .

'তুমি যদি পছন্দ কর যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালোবাসেন, তাহলে দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে যাও।'[১২]

ইমাম গাযালি বলেন, রাসূল (স) যুহ্দকে মুহাব্বাতুল্লাহর কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। আর যাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, তিনি মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন হতে সক্ষম হন।[১৩]

জাবের (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ বিশ্বাস করে (কিয়ামতে) আসবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। রাসূলের এ বক্তব্যের পর আলী

৪র্থ খণ্ড- পৃ. ২২০।

১১. আবু খাল্লাদের সনদে ইবনে মাজাহ তা বর্ণনা করেছেন। এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ২২০।

১২. ইবনে মাজাহ শরীফে সাহল ইবনে সা'দ এর সনদে, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন- ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২২০।

১৩. প্রাগুক্ত- ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ২২০।

১৪. প্রাগুক্ত- ৪র্থ খণ্ড- পৃ. ২২১ হাকীম, তিরমিযী।

Dhaka University Institutional Repository

(রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূল! বিষয়টি আমাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। রাসূল (স) বললেন, দুনিয়ার ভালোবাসা ও দুনিয়ার অনুকরণ করবে না।[১৪]

হযরত মাসরুক (রা) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-কে বললাম, আপনি কি আল্লাহ তাআলার নিকট খাদ্য চাইতে পারেন না, তাহলে তিনি আপনার খাবারের ব্যবস্থা করবেন। রাসূল (স) বললেন, হে আয়েশা, যার হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম করে বলছি, যদি আমি আল্লাহর নিকট কামনা করতাম যে, দুনিয়ার পাহাড়সমূহ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে আমার সাথে চলমান হতে, তা অবশ্যই হতো; কিন্তু আমি দুনিয়ার ক্ষুধাকে গ্রহণ করেছি, পেটপুরে তৃপ্ততার সাথে খাওয়ার বিপরীতে এবং দুনিয়ার ধনাঢ্যতার বিপরীতে দারিদ্র্যকে এবং দুনিয়ার চিন্তাকে আনন্দিত হওয়ার বিপরীতে– হে আয়েশা, দুনিয়া মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের জন্য উপযোগী নয়, হে আয়েশা, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্মানিত মর্যাদাবান নবীদের জন্য দুনিয়ার অপছন্দনীয় কাজের বিপরীতে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন।[১৫]

উমর (রা) হতে বর্ণিত, যখন–

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله .

(যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করে না[১৬]) আয়াত নাযিল হলো, তখন রাসূল (স) বললেন, تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم

'দুনিয়া ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক দিনার ও দিরহাম।' অতঃপর সাহাবাগণ বললেন, হে রাসূল (স)! আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে আমরা কী জমা করব? অতঃপর রাসূল (স) বললেন,

ليتخذ احدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة صالحة تعينه على امر آخرته .

'তোমাদের কেউ যেন যিকিরকারী জিহ্বা, শুকরিয়াকারী অন্তর এবং নেক স্ত্রী গ্রহণ করে, যে তাকে আখিরাতের বিষয়ে সাহায্য করবে।[১৭] এজন্য রাসূল (স) কখনো বিলাসপূর্ণ পোশাক ও খাবার গ্রহণ করতেন না। এমনকি অর্থ-সম্পদ ও দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্য জমা করে রাখতেন না। তিনি সাধারণভাবে চলতেন এবং অতি নগণ্য ও সামান্য খাবার গ্রহণ করতেন।

---

১৫. আদ দায়লামী এহইয়াউ উলুমুদ্দীন- ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২২১।

১৬. সূরা তাওবা, আয়াত : ৩৪।

১৭. তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, তাবরানী, এহইয়াউ উলুমদ্দীন- ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২২৩।

১. মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী, আরবী-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮৪, আবু লুয়াইস মা'লুফ, আল

Dhaka University Institutional Repository

زهديات এবং رهبانيات-এর মধ্যে পার্থক্য

زهديات (দুনিয়াবিরাগ) رهبانيات (সন্ন্যাসবৃত্তি) এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য নিরূপণের জন্য আমরা প্রথমত দুটি শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ করব। ইতঃপূর্বে زهديات-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচিত হয়েছে বিধায় এখানে আমরা رهبانيات শব্দটি বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

رهبانيات-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ :

راء অক্ষরে ফাত্‌হা ও জুম্মা দ্বারা। رَهِبَ ক্রিয়া হতে صفة-এর শব্দ। সন্ন্যাসধর্ম, সন্ন্যাসিত্ব।[১]

رَهِبَ ক্রিয়াপদটি বাবে سمع হতে আসে। অর্থ ভয় পাওয়া, আতঙ্কিত হওয়া।[২] তা হতে راهب কর্তৃবাচ্যের শব্দ। একবচন, বহুবচনে رهبان অর্থ ভীত। লোকজনের সংস্পর্শ হতে দূরে থেকে ডেরায় ইবাদতের জন্য অবস্থানকারী, সন্ন্যাসী, স্ত্রীলিঙ্গের একবচনে رُهْبَانَة বহুবচনে رُهبانات সন্ন্যাসিনী।[৩]

মাজদুদ্দীন ফিরুজাবাদী বলেন, الراهب একবচন, বহুবচন رُهْبَان খ্রিষ্টান পাদ্রী বা ধর্ম জাযক।[৪]

প্রখ্যাত অভিধানবিদ রাগেব ইস্পাহানী বলেন, رَهْبَة অর্থ অস্থিরতা ও কম্পন সহকারে ভয় করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وايَاى فارهبون ـ ترهبون به عدوا لله ـ رغبا ورهبا ـ لأنتم اشد رهبة ـ

رَهْب শব্দটি كم বা জামার আস্তিন অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫]

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, মুকাতিল (র)[৬] বলেন, আমি একদা رَهْب শব্দের তাফসীরের খোঁজে বের হলাম। পথিমধ্যে আহার গ্রহণের সময় এক বেদুইন নারীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। মহিলাটি আমাকে

মুনজিদ ২৯তম সংস্করণ পৃ. ২৮২ মাযদুদ্দিন ফিরুযাবাদী আল কামূসুল মুহীত, ১ম খণ্ড পৃ. ১৭১।
২. প্রাগুক্ত।
৩. আল মুনজিদ পৃ. ২৮২, মেসবাহুল লুগাত পৃ. ২৯৪।
৪. আল কামুসুল মুহীত- ১ম খণ্ড পৃ. ১৭১।
৫. আল কামুসুল মুহীত- ১ম খণ্ড পৃ. ১৭১।
৬. বিখ্যাত তাবেয়ী, ইবনে আব্বাস (রা)-এর শিষ্য, সর্বজন মান্য মুফাস্‌সির।
৭. রাগেব ইস্পাহানী, আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন, পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ, আমাকে কিছু সাদাকা (দান) করুন। আমি মহিলাটিকে দানের জন্য এক মুষ্ঠি খাদ্য নিলাম। মহিলাটি আমাকে তার জামার আস্তিন দেখিয়ে বলল, ههنا فى رهبى অর্থাৎ আমার জামার আস্তিনে আপনি খাদ্য দিন।[৭]

الرهبان শব্দটি একবচন ও বহুবচন দু ভাবেই ব্যবহৃত হয়। যারা একে একবচন হিসেবে গণ্য করেন, তারা এর বহুবচন হিসেবে رَهَابِين এবং رَهَابِنَة ব্যবহার করেন।[৮]

পারিভাষিক অর্থ

আল মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, الرهبانية طريقة الرهبان রাহবানিয়াত হলো পাদ্রী বা ধর্মজাযকদের অবলম্বনকৃত পথ বা নিয়ম-পদ্ধতি।[৯]

প্রখ্যাত অভিধানবিশারদ মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী বলেন,

الرهبانية هى كالاختصاء واعتناق السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها .

'রাহবানিয়্যাত হলো খাসি করা, পৈতা পরা, চুল বা পশম দ্বারা তৈরি বস্ত্র পরিধান করা, গোশত খাওয়া বর্জন করা ইত্যাদি ইত্যাদি।'[১০]

আবুল ফজল আবদুল হাফিজ বলইয়াভী লিখেন, رهبانية হলো দুনিয়া এবং দুনিয়ার আরাম-আয়েশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।[১১]

কুরআনুল কারীমে رهبانية শব্দটি মাত্র একবার এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم .

'আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি।'[১২]

---

৮. প্রাগুক্ত- পৃ. ১২০।
৯. আবু লুয়াইস মা'লুফ- আল মুনজিদ- ২৯ তম সংস্করণ- পৃ. ২৮২।
১০. আল কামুসুল মুহীত, ১ম খণ্ড পৃ. ১৭১।
১১. মেসবাহুল লোগাত-আরবী উর্দু- পৃ. ২৯৪।
১২. সূরা আল হাদীদ- আয়াত : ২৭।
১৩. সুরা মায়েদা- আয়াত : ৮৭।

Dhaka University Institutional Repository

মুফাসসিরগণের বিশুদ্ধ কথা হলো ভোগ-বিলাস বর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন করার নামই رهبانية, এর কয়েকটি স্তর আছে।

এক. কোনো হালাল বা অনুমোদিত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে বা কার্যক্ষেত্রে হারাম সাব্যস্ত করা। এ রকম সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কেননা তা দীনের পরিবর্তন ও বিকৃতি। আল্লাহ যা হালাল বা হারাম করেছেন তা বিশ্বাসে বা কার্যত মেনে না নেওয়া কুফরী। আল্লাহ তাআলা তাই মুমিনদের বলেন,

يايها الذين امنوا لا تحرموا طيبت ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ۔

'হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন। এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।'[১৩]

দুই. শরীয়ত অনুমোদিত কার্জকে বিশ্বাসগত কিংবা কার্যত হারাম মনে করে না; কিন্তু কোনো পার্থিব বা ধর্মীয় প্রয়োজনে তা বর্জন করে। যেমন মিথ্যা বলা বা গীবতের ভয়ে কারো সাথে মেলামেশা করা বর্জন করা। এটা সন্ন্যাসবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

তিন. কোনো অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত আছে, সে রকম ব্যবহার বর্জন করা। এটা বাড়াবাড়ি, যা হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে, لا رهبانية فى الاسلام অর্থা 'ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই।' এতে তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে।[১৪]

ইমাম রাগেব বলেন, الرهبانية غلو فى تحمل التعبد من فرط الرهبة

'রাহবানিয়াত হলো, অতিরিক্ত ভয়ের কারণে ইবাদত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা।'[১৫]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, زهد হলো ইসলামের বিধি-বিধান মেনে, গণ্ডির মধ্যে থেকে, দুনিয়া বর্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করা। আর رهبانية হলো বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদ। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মযাজক বা পাদ্রীগণ তাদের মনগড়া পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এর মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন।

---

১৪. তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- বাংলা সংক্ষিপ্ত- পৃ. ১৩৪১।
১৫. ইমাম রাগেব ইস্পাহানী– আল মুফরাদাত ফী গারিবিল কুরআন বৈরুত- পৃ. ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

راهب-গণ দুনিয়ার কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকেন না। বা নিজেদের কোনো সম্পর্ক রাখেন না। তাই তারা বিবাহ-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজ্যশাসন, সামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদিতে অংশ নেন না।

কিন্তু পক্ষান্তরে زاهد-গণ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেও লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে পূর্ণ মুক্ত রাখেন, তাদের উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য অর্জন। رهبانية-এর জন্য নাফসের সাথে, প্রবৃত্তির সাথে যতটুকু লড়াই করতে হয় زهديات-এর জন্য তার প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। কারণ লোভ-লালসার স্থলে সব সময় অবস্থান করে তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য যত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় অন্যত্র তার প্রয়োজন পড়ে না। সেই দৃষ্টিতে رهبانية হতে زهديات অনেক কঠিন কাজ।

راهب-গণ সব সময় স্বীয় আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকেন। সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রীক জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের কোনো অবদান থাকে না; থাকলেও তা একান্ত সীমিত আকারে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একজন زاهد সবার মাঝে ডুবে থেকে, দুনিয়ার সর্ববিধ প্রাচুর্যের মালিক হওয়ার পরও প্রাচুর্য ও বিলাসিতা লাভের কোনো চেষ্টা করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আবুল আতাহিয়া

আব্বাসিয় আমলের খ্যাতিমান কবিদের মাঝে তিনি অন্যতম কবি। তার হাতে زهديات কবিতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। দুনিয়া বিমুখতাকে কবিতার উপজীব্য করে কবি অতি সহজ ও সাবলীলভাবে তা ব্যক্ত করতে সক্ষম ছিলেন। এ রকম কবিতা রচনায় তার সমকক্ষ কেবল আব্বাসীয় যুগেই নয় আরবী সাহিত্যের ইতিহাসেও বিরল ঘটনা। আমরা এ নিবন্ধে তার কবিতায় زهديات-এর স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে তার জীবনী ও কবিতার অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করব।

জন্ম ও পরিচয়

নাম ইসমাঈল, কুনিয়াত আবু ইসহাক, পিতার নাম কাসিম।[১] তার বংশ লতিকা হল আবূ ইসহাক ইসমাইল ইবনুল কাসিম ইবন সুয়াইদ ইবন কায়সান আল আনাযী।[২] তার উপাধি হলো আবুল আতাহিয়্যাহ। এ নামেই তিনি কাব্য জগতে অমর হয়ে আছেন।[৩] কুফায় ১৩০ হিজরী, ৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ আয়নুত তামার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হাসান যাইয়্যাত বলেন, হিজাযের একটি গ্রাম আইনুত তামারে যা মদীনা বা আম্বারের নিকটবর্তী, সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং কুফায় বড় হন।[৪] তার পরিবার দুই-তিন পুরুষ যাবৎ 'আনস' গোত্রের মিত্র বা মাওয়ালী ছিল। তার মত উম্মে যায়েদ বিনতে যিয়াদ আল মুহারেবী বনী যুহরের মাওয়ালী ছিল।[৫]

শারীরিক গঠন ও স্বভাব

তিনি ছিলেন সুশ্রী, গৌরবর্ণ, মাথায় কালো কুঞ্চিত চুল, আড়ম্বরপূর্ণ ও মার্জিত রুচি এবং ব্যবহারে অমায়িক। তার ভাষা ছিল মধুর এবং মধ্যম আওয়াজে কথা বলতেন। তিনি কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন। জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের এবং সন্তানদের জন্য খুব সামান্য ব্যয় করতেন এবং হাসি-তামাশা পছন্দ করতেন। এ জন্য তার সমসাময়িকগণ এবং আরবী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ তার যুহ্‌দ সম্পর্কে সন্দিহান। তারা মনে করেন, এ বিষয়ে কবিতাই রচনা করেছেন মাত্র তার জীবনে যুহ্‌দ-এর কোনো প্রভাব ছিল না। তাই জনৈক কবি তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

ما اقبح التزهيد من شاعر + يزهد الناس ولا يزهد .

কোনো কবির যুহ্‌দের ভান করা কতই না খারাপ! লোকদেরকে যুহ্‌দের কথা বলে নিজে যাহেদ হয় না।'[৬]

১. তাবাকতুশ শুয়ারা- ১ম সংস্করণ- ১০৫ পৃ. ১০৮ পৃ.।
২. মুরুজুয যাহাব- ৭ম খণ্ড পৃ. ৮২-৮৩। মুকাদ্দামাতু দিওয়ানে আবিল আতাহিয়্যাহ পৃ. ১, আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১১
৩. তারিখুল আদাবিল আরাবী পৃ. ১৯৫।
৪. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৫।
৫. আল আগানী ৪র্থ খণ্ড পৃ. ১১২ এবং ০১
৬. তারীখুল আদাবিল আরাবী, উমর ফররুখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২, আগানী, প্রাগুক্ত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আতাহিয়্যা নামকরণের কারণ

আবুল আতাহিয়া শব্দের অর্থ হলো– ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা বা উন্মত্ততার জনক।[৭] মোহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া আসসুলী বলেন, আব্বাসীয় খলীফা মেহদী একদা তাকে বলেন, انت انسان متخذلق معته তুমি অস্থিরচিত্ত ও উন্মত্ত লোক। খলীফার এ উক্তির পর তিনি ابو العتاهية নামে লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাইমুন ইবনে হারুন বর্ণনা করেন, যেহেতু তিনি খ্যাতি লাভ, পাগলামি ও উন্মত্ততা পছন্দ করতেন, তাই তাকে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।[৮] কারো কারো মতে, عتاهية নামে তার এক ছেলে ছিল বলে তাকে ابو العتاهية বলে ডাকা হতো।[৯]

শিক্ষা লাভ

চরম আর্থিক সংকট ও দরিদ্রতার জন্য তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হননি। তিনি তার চারপাশ হতে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। এ জন্যই তার কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয় এবং তার কবিতা প্রাচীন নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত।[১০]

প্রাথমিক জীবনে পেশা

মৃৎপাত্র তৈরি করা পারিবারিক পেশা ছিল, কথিত আছে, তিনি পারিবারিক কুম্ভকারশালায় আপন ভাই ও অন্যদের সাথে সবুজ রঙের মটকা তৈরির কাজ করতেন। এ জন্য তিনি 'আল জার্‌রার' বা কুম্ভকার নামে পরিচিত ছিলেন।[১১]

তিনি তার তৈরি এসব মৃৎপাত্রাদি খাঁচি ও জালে করে মাথায় ও পিঠে বহন করে কুফার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করতেন।[১২] তখনই তার মনে কবিতা আবৃত্তির শখ জাগ্রত হয়। তিনি নিজে নিজেই কবিতা আবৃত্তি করতেন এমনকি তার সমসাময়িক এক ব্যক্তি বলেন, তখন কাব্যামোদী বহু যুবক তাঁহার নিকট যাইত তিনি কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং তারা ভাঙা মাটির পাত্রে তা লিখে নিত।[১৩]

---

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।
৮. আগানী, ৪ খণ্ড, পৃ. ২, মুকাদ্দামায়ে দিওয়ানে আবুল আতাহিয়্যাহ, পৃ. ৬
৯. পার্শ্বটিকা আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ২
১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত পৃ. ৭
১১. সি-হার্ট পৃ. ৭৪, আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ৪
১২. তারীখু আদাবিল আরাবী পৃ. ১৯৫
১৩. দীওয়ানে আবুল আতাহিয়া, ভূমিকা পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

কেউ কেউ বলেন, কবির পিতা ছিলেন পেশায় হাজ্জাম (রক্ত মোক্ষক) সামাজিক উপেক্ষার অনুভূতি জীবনের প্রতি তার মনোভাবকে তিক্ত করেছিল। পরবর্তীকালে তিনি শাসক ও সম্পদশালী শ্রেণীর প্রতি তার ঈর্ষা ব্যক্ত করেছেন।[১৪]

খলিল ইবনে আসাদ বলেন, আবুল আতাহিয়্যাহ আমাদের নিকট আসার সময় অনুমতি চাওয়ার সময় বলত انا ابو اسحاق الخزان আমি আবু ইসহাক কুম্ভকার। তার পিতা পেশায় হাজ্জাম ছিলেন বলে অনেকে তাকে নিম্নশ্রেণীর মনে করে উপেক্ষা করত। তাদের জবাবে কবি বলেন,

الا انما التقوى هو العز والكرم + وحبك للدنيا هو الفقر والعدم .

وليس على عبد تقى نقيصة + اذا صحح التقوى وان حاك اوجحم .

কেননা গোত্রের এক ব্যক্তি তার সাথে বংশীয় অহংকার প্রকাশ করলে কবি বলেন,[১৫]

دعنى من ذكر اب وجد + ونسب يعليك سور السجد .

ما الفخر الا فى التقى والزهد + وطاعة تعطى جنان الخلد .

মৃৎপাত্র তৈরি করার বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, انا جرار القوافى واخى جرار التجارة। 'আমি ছন্দের কারিগর আর আমার ভাই মৃৎপাত্রের কারিগর।'[১৬]

বাগদাদ গমন ও খলিফাদের সাথে সুসম্পর্ক

তিনি নিজে তার কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর মাওসিলবাসী জনৈক ইব্রাহিমের সাথে খলীফা মেহদীর শাসনামলের সূচনালগ্নে ১৫৮ হিজরী সনে সে যুগের জ্ঞানকেন্দ্র বাগদাদ গমন করেন। কিছু দিন পর তারা উভয়ে পৃথক হয়ে পড়েন এবং তিনি হিরাতে অবস্থান করতে থাকেন। সেখানে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে খলীফা মাহদী তাকে বাগদাদে ডেকে পাঠান তিনি কবিতায় মাহদীর প্রশংসা করে পুরস্কার লাভ করেন।[১৭]

---

১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত পৃ. ৭
১৫. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ৫,
১৬. মুকাদ্দামায়ে দিওয়ানে আবুল আতাহিয়্যাহ, পৃ. ৬
১৭. তারীখুল আদাবিল আরাবী, উমর ফররুখ, ২ খণ্ড, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণের অপেক্ষায় ছিল। খলীফা বাঁদিটিকে তাকে অর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন; কিন্তু বাঁদিটির কদর্পকহীন কবির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না।

খলিফা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দিয়ে কবিকে উতবার কথা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কবি তার কবিতায় উতবাকে স্মরণ করতে ভুল করতেন না। এমনকি খলিফার প্রশংসামূলক কবিতাতেও উতবার উল্লেখ করা হতো।[২০]

খলীফা রশিদের আমলে জেলখানা হতে মুক্ত হওয়ার পর কবিকে খলীফা কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি তার প্রেমিকা উতবার স্মরণ দিয়েই কবিতা শুরু করেন।

يا عتب سيتدى أما لك ديـنُ + حتى متى قلبى لديك رهينُ .

وأنا الذلول لكل ما حملتني + وَأنا الشقى البائس المسكين .

والغداة لكل باك مسعد + ولكل صب صاحب دخدين .

لا باس ان لذاك عندى راحة + للغضب ان يلقى الحزين حزين .

يا عتب اين افر منك اميرتى + وعلى حصن من هواك حصين .

খলীফা তার কবিতায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম (৫০,০০০) দেওয়ার নির্দেশ দেন।[২১]

আবুল আতাহিয়্যাহ তার প্রেমিকার প্রশংসায় বলেন,

عينى على عتبة منهلة + بدبعها المنسكب السائل .

كانها من حسنها درة + اخرجها اليم الى الساحل .

كأن فى فيها وفى طرفها + سواحرا اقبلن من بابل .

بسطت كفى نحوكم سائلا + ماذا تردون على السائل؟

إن لم تنيلوه فقولوا له + قولا جميلا بدل النائل .

২০. যাইয়্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৬, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত ২ খণ্ড, পৃ. ৭৬
২১. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

لم يبق منى حبها ما خلا + حشاشة فى بدن ناحل .

يا من رأى قبلى قتيلا بكى + من شدة الوجد على القاتل .

কবির সহজবোধ্য, সাবলীল এসব গজল সহজেই শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাই প্রথম জীবনে তিনি গজলের জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেন।[২২]

কবি প্রেমিকার প্রশংসায় অন্যত্র বলেন,

كانما عتبة من حسنها + دُمية قس فتنت قسها .

يا رب لو أنسيتنيها بما + فى جنة الفردوس انسها .

কবি আরো বলেন,

ان المليك رآك احسن + خلقه ورائ جمالك .

فحذا بقدرة نفسه + حور الجفان على مثالك .[২৩]

কথিত আছে যে, এই ব্যর্থ প্রেমই কবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। দুনিয়ার প্রতি তিনি বিমুখ ও বিরাগভাজন হন।

তার কাব্যের বিষয়বস্তু

ধর্ম নিষ্ঠা, মৃত্যু, সন্তোষ, কালের কুটিলগতি এসব বিষয়ে তিনি অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। তিনি সব সময় আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ নশ্বর পৃথিবী চিরন্তন নয় এটা শুধু দুদিনের পান্থশালা। এক অনন্তজীবন আমাদের সামনে আছে, সে জীবনে কেবল ধর্মনিষ্ঠা ও সৎ কর্মই কাজে আসবে। সুতরাং সে জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত।[২৪]

ইংরেজ সমালোচক ও গবেষক নিকলসন বলেন, তার কাব্য গভীর বিষাদ ও নৈরাশ্য পূর্ণ দুঃখবাদে পরিপূর্ণ। মৃত্যু ও তার পরবর্তী অবস্থা, মানব জীবনের অসহায়তা ও দুঃখ, পার্থিব সুখের মিথ্যা গৌরব এবং তা বর্জন করার আবশ্যকতা এসব বিষয় নিয়ে তিনি পুনঃপুনঃ একঘেঁয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তার পাঠকদেরকে ধর্মীয় জীবনযাপন করতে, আল্লাহকে ভয় করতে এবং শেষ বিচারের দিনের জন্য পূণ্য সঞ্চয় করে রাখতে উপদেশ দিতেন।[২৫]

---

২২. তারীখুল আদাবিল আরাবী, উমর ফররুখ, ২ খণ্ড, পৃ. ১৯২

২৩. মাওসুআতু শাওকী ৫ খণ্ড, পৃ. ৩৩২

২৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত পৃ. ৭

২৫. A Literary history of the Arabs. ২৩ শ মুদ্রণ পৃ. ৩০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে মনে করেন, আবুল আতাহিয়্যা আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি। কিন্তু তিনি দার্শনিক ভাবসম্পন্ন হলেও তাহার কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, মতাদর্শ ও ধর্ম নিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। কাজেই তার কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করেছে।

সাধারণ পাঠকরা হয়ত তার কাব্যে চিত্তবিনোদনের বিশেষ কিছু পাবেন না। হয়তো নিরাশ হয়ে বলে উঠবে এ আবার কেমন কবি যার কাব্যে প্রেমের গান, বিরহের জ্বালা, রমণীর রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা নাই। কিন্তু বৈধ-অবৈধ প্রেমের চিত্রাঙ্কন, প্রাকৃতিক ও নারী সৌন্দর্যের বিশদ বর্ণনাই যদি শুধু কবিতা বিচারের মাপকাঠি হয় তাহলে অবশ্য আবুল আতাহিয়্যা ভালো কবি নন কিংবা মোটেই কবি নন।

কিন্তু প্রকৃত কাব্য এ রকম সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ নয় বরং তা উচ্চতর ও মহত্তর বিশিষ্ট। তার কবিতায় মানবজীবন ও দৈনন্দিন সত্যসমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব-চিন্তা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা সুন্দর ও চমৎকারভাবে বিকশিত হয়েছে। আবুল আতাহিয়্যার কবিতায় মানুষের মনের গহীন অনুভূতিসমূহ কবিতার ছন্দে মূর্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

তাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা কবির বাঁশির সুরে গুঞ্জরিয়া উঠেছে। এই কাব্যিক বিচারে আমাদেরকে স্বীকার করে নিতে হবে যে, তিনি একজন অতি উচ্চশ্রেণীর কবি। এ জন্যই তাকে আরব আজমে উচ্চমর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং তিনি তা পাওয়ার যথাযোগ্য ব্যক্তি।[২৬]

তাঁর কবিতায় সরল ছন্দের ব্যবহার

আরবী কবিতার ছন্দ শাস্ত্রের তিনি কোনো অনুকরণ করতেন না। বরং আরবী কবিতার ছন্দ উপেক্ষা করে চমৎকার কাব্য রচনা করেছেন। তার কঠোর সমালোচকরা ও একথা স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, সাহিত্যকর্ম হিসেবে এসব কবিতার সৌন্দর্য্য অপূর্ব ও অপরিসীম, একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি ছন্দশাস্ত্র জানেন কি?'

জবাবে তিনি বলেন, আমি উহার উর্ধ্বে, انا اكبر من العروض[২৭] যাইয়্যাত তার কবিতার সহজ শব্দ চয়ন, সুক্ষ্মভাব, গভীর চিন্তাধারা, বাস্তবতার বিবরণ দানের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন,

ان شعر ابى العتاهية كساحة الملك يقع فيها الجوهر والذهب والتراب والنوى .

'আবুল আতাহিয়্যার' কবিতা রাজা-বাদশাহগণের আঙ্গিনার মতো যেখানে মনি-মুক্তা, স্বর্ণ, মাটি এবং দানা ছড়িয়ে পড়ে।[২৮]

---

২৬. কিতাবুল আগানী, প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ২
২৭. দেওয়ানে আবুল আতাহিয়া, ভূমিকা-পৃ. ৭।
২৮. তারীখুল আদাবিল আরাবী পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

অনেক কবিতার মধ্যে কোনটি আবুল আতাহিয়ার কবিতা তা সহজে বেছে নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ ভাষা দ্বারা উঁহার প্রার্থক্য নির্ণীত হয়। মরুকাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে চলতেন।[২৯]

তিনি বলেন,

اشد الجهاد جهاد الهوى + وما كرم المرء الا التقى .

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই কঠিন জিহাদ এবং খোদাভীরুতাই মানুষকে সম্মানিত করে।[৩০] কত সরল ও মনোরম ভাবধারায় কবি কুরআন ও হাদীসের নির্যাস পাঠকের সামনে সাবলিলভাবে তুলে ধরেছেন। যাতে চিরন্তন সত্য নিহিত রয়েছে।

কবিকে একদা তার নিম্ন বংশের খোঁটা প্রদান করা হয়েছিল। কবি তার জবাবে সাবলিলভাবে বললেন,

الا انما التقوى هو العز والكرم +

وحبك للدنيا هو الفقر والعدم .

وليس على عبد تقى نقيصة +

اذا صح التقوى وان حاك او حجم .

আল্লাহভীরুতাই হলো প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান। সংসারের লোভ কেবলমাত্র দারিদ্র ও অভাব সৃষ্টি করে। প্রকৃত খোদাভীরু ব্যক্তি জোলা বা রক্তমোক্ষক হলেও কোনো দোষ স্পর্শ করতে পারে না।[৩১] এই সামান্য দুটি লাইনে তিনি কত সহজে মহান সত্যটি তুলে ধরেছেন।

কবি অন্যত্র বলেছেন,

اذ تناسبت الرجل فما ارى + نسبا يقاس بصالح الاعمال .

মানুষ বংশের গৌরব করে। কিন্তু আমি দেখি বংশগৌরব কখনো সৎকর্মের সমকক্ষ হয় না।[৩২]

---

২৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১ম সংস্করণ ১ম খণ্ড পৃ. ৭৯।
৩০. দিওয়ান- পৃ. ৩।
৩১. দিওয়ান, পৃ. ২৪৩
৩২. দিওয়ান- পৃ. ১৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের প্রশংসা

সমকালীন কবি-সাহিত্যিকগণের নিকট কবি আবুল আতাহিয়্যাহ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তার জীবদ্দশায় অনেকেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। সমকালীন লোকদের প্রশংসা কুড়ানো খুব কম কবি-সাহিত্যিকের জীবনে ঘটে থাকে।

১. আহমদ ইবনে যুহাইর বলেন, আমি মুস'আব ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'আবুল আতাহিয়্যাহ হলেন কবিগুরু'। আমি বললাম, কী জন্য তিনি আপনার নিকট এ মর্যাদা পেলেন?

তিনি বলেন, কবির এ কবিতার কারণে–

تعلقت بأمال + طوال أى امال

واقبلت على الدنيا + ملحا اى إقبال

أيا هذا تجهز + لفراق الاهل والمال

فلا بد من الموت + على حال من الحال.

মুস'আব বললেন, এগুলো সঠিক, সহজবোধ্য বাক্য। এতে বাড়তি-কমতি কিছুই নেই। বুদ্ধিমান তা জানে এবং অজ্ঞ ও তার স্বীকৃতি দেয়।[৩৩]

২. প্রখ্যাত আরবী ভাষাবিদ, ব্যাকরণবিদ, কবি ও সাহিত্যিক আসমায়ী আবুল আতাহিয়্যার কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৩৪]

৩. মুসা ইবনে সালেহ বলেন, আবুল আতাহিয়্যার সমকালীন কবি سلم الخاسر-এর নিকট আসলাম এবং তাকে তার নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে বললাম। তিনি বলেন, তা নয় বরং আমি তোমাকে জিন ও মানুষের মধ্যে কড় কবির কবিতা শোনাব।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রোজা ইবনে মাসলামা বলেন, আমি سلم الخاسر-এর নিকট সবচেয়ে বড় কবির কবিতা শুনতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে জিন ও মানুষের মধ্যে বড় কবির কবিতা শোনাব। তার পর তিনি আবুল আতাহিয়্যার নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন।[৩৫]

---

৩৩. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১০
৩৪. প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ১১
৩৫. প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ১১, ১২

Dhaka University Institutional Repository

سكن يبقى له سكن + ما بهذا يؤذن الزمن .

نحن فى دار يخبرنا + ببلاها ناطق لسن .

دار سوء لا يدوم فرح + لامرئ فيها ولا حزن .

فى سبيل الله انفسنا + حظها من ما لها الكفن .

ان مال المرء ليس له + منه الا ذكره الحسن .

৪. জাফর ইবনে ইয়াহইয়া এবং প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেন, সমকালীন কবিগণের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বড় কবি। কবি দাউদ ইবনে রাযীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার সময়ের বড় কবি কে? তিনি বলেন, আবু নাওয়াস। তারপর তাকে বলা হলো আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন, আবুল আতাহিয়্যাহ জিন ও ইনসানের মধ্যে বড় কবি।[৩৬]

৫. হারুন ইবনে সা'দান বলেন, একদা আমি প্রখ্যাত কবি আবু নুয়াসের সাথে কবিতা আবৃত্তির আসরে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সে আসরে কবিতা আবৃত্তি করলেন। তখন আসরে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি সবচেয়ে বড় কবি? তিনি বললেন, বৃদ্ধ আবুল আতাহিয়্যাহ জীবিত থাকতে আমি বড় কবি নই। আনু নাওয়াস তাকে অনেক সম্মান করতেন এবং আরো বলতেন,

والله ما رأيته قط الا ظننت انه سماء وانا ارض .

'আল্লাহর কসম, আমি যখনি তাকে দেখি, আমার মনে হয় তিনি আকাশ আর আমি জমি।[৩৭]

কবির কাছে তার প্রিয় কবিতা

মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল আযদী বলেন, আবুল আতাহিয়্যাহ আমাকে বলেছেন, নিম্নোক্ত দুটি লাইনের চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো কবিতা আমি আবৃত্তি করিনি।

ليت شعرى فاننى لست ادرى + أى يوم يكون اخر عمرى .

وباى البلاد يقبض روحى + وباى البقاع يحفر قبرى .

৩৬. প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ১২, মুকাদ্দামায়ে দিওয়ান, পৃ. ৭
৩৭. প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ১৫, ৭১, মুকাদ্দামায়ে দিওয়ান, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

'হায় আফসোস! কেননা আমার জানা নেই কোন দিনটি আমার শেষ দিন হবে এবং কোনো স্থানে আমার মৃত্যু হবে এবং কোন ভূখণ্ডে আমার কবর খোঁড়া হবে।'[৩৮]

জিন্দিক হিসেবে অপবাদ

আবুল আতাহিয়ার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার জন্য অনেকেই তার প্রতি ঈর্ষান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সে সময়ে কাউকে জব্দ ও অপমাণিত করার সহজ পথ ছিল জিন্দিক বা খোদাদ্রোহী উপাধি প্রদান করা। কাজেই কবিকেও অপমাণিত ও জব্দ করার লক্ষ করেই লিখেছেন,

فسد الناس وصاروا ان راوا + صالحا فى الدين قالو مبتدء.

মানুষ কুলুষিত হয়ে পড়েছে কাজেই কাউকে নিষ্ঠাবান দেখলেই তাকে অধর্মের অপবাদ দিয়ে থাকে।[৩৯]

একদা আবুল আতাহিয়্যা নুশজানবাসী খালিল ইবন আসাদের নিকট গিয়ে বলেন, লোকেরা আমাকে জিন্দিকের অপবাদ দেয় অথচ আমার ধর্ম সত্য-সনাতন তাওহীদ। খালিল বললেন তাহলে এমন কিছু বলুন যা দ্বারা লোকদের অভিযোগ খণ্ডন করা যায়। তখন কবি বললেন,

الا اننا كلنا بائد + واى بنى أدم خالد.

وبدؤهم كان من ربهم + وكل الى ربه عائد.

فيا عجباكيف يعصى الاله + ام كيف يجحده الجاحد.

وفى كل شئ له أية + تدل على انه واحد.

'আমাদের সবাইকে যেতে হবে। আদম সন্তান কেউ অমর নয়। তাদের প্রভাব বিশ্ব প্রভুর নিকট হতে এবং সকলেই স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে। আশ্চর্য মানুষ কিভাবে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়। কিভাবে তর্কবাগীশগণ আল্লাহকে অস্বীকার করে?

প্রত্যেক বস্তুতেই তার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। যা সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি একক।'[৪০]

উপরের লাইনগুলোতে এ কথা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, আবুল আতাহিয়্যা পাকা ঈমানদার ছিলেন, আল্লাহর একত্ব, মহত্ত্ব, কেয়ামত ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। বিরোধীরা তার সুনাম বিনষ্ট করার জন্য তার বিরুদ্ধে জিন্দিকের অপবাদ দিয়েছে।

---

৩৮. প্রাগুক্ত ৪ খণ্ড, পৃ. ৪৬

৩৯. দিওয়ান- পৃ. ১৫৩।

৪০. দিওয়ান, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

আরবী কাব্যে তার স্থান ও অবদান

তিনি স্বভাব কবি ছিলেন, কবিতা রচনা তাকে শিখতে হয়নি। কবিত্ব গুণই তাকে কবিতা রচনায় সাহায্য করেছে। অন্যান্য স্বভাব কবিদের মতো তিনি সহজ ভাষা ও হ্রস্ব ছন্দ বেশি পছন্দ করতেন।[৪১]

আরবী কাব্যের ইতিহাসে আবুল আতাহিয়্যার নাম সুবিখ্যাত। উচ্চশিক্ষিত পাঠক হতে নিরক্ষর বেদুঈন সর্বশ্রেণীর লোকেরাই তাকে চিনে এবং তার কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। তিনি আরব-অনারব সবার নিকট পরিচিত। যেখানেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আছে– সেখানেই আবুল আতাহিয়্যার কবিতা পঠিত ও আদৃত হয়ে থাকে। ভনক্রেমার নামক প্রসিদ্ধ প্রাশ্চাত্য সমালোচক মনে করেন যে, আবু নাওয়াস অপেক্ষা আবু আতাহিয়্যার কাব্য প্রতিভা অধিক ছিল। যদিও অপর প্রাশ্চাত্য সমালোচক নিকলসন তার সাথে একমত নন।[৪২]

ফারসি সাহিত্যে শেখ সাদীর যে স্থান আরবী কাব্যে আবুল আতাহিয়্যা প্রায় সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। তার সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গি প্রস্তাবিকভাবেই প্রশংসনীয়।[৪৩]

তার প্রভুত খ্যাতি ও উচ্চ সম্মানের মুলে রয়েছে তার সহজ-সরলভাবে ও অবাধগামী ছন্দ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তার উচ্চদার্শনিক ভাবধারা যা অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় সহজগামী এবং ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ভূষিত। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম এবং হয়ত সর্বশেষ কবি যিনি দেখিয়েছেন যে, কাব্যের সৌন্দর্য হানি না করেও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা যায়।[৪৪]

ছন্দের জন্য কখনো তাকে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি। ভাষা ও ছন্দের উপর তার এতটুকু অধিকার ও কর্তৃত্ব ছিল যে, তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলতে পারতেন। এ রকম হঠাৎ করে রচনাকৃত তার কতগুলো পদ্য আছে যা তার অন্যান্য রচনার সাথে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তিনি বলতেন যে, ইচ্ছা করলে তিনি সর্বদা পদ্যে কথা বলতে পারেন।[৪৫]

তিনি এবং তার কনিষ্ঠতর সমসাময়িক কবি আবদুল হামীদই প্রথম মুযদাবিজ (مزدوج) বা দুইশ্লোকে অন্তমিলযুক্ত পদ্য রচনা করেছেন। আল মা'আররীর মতে তিনিই সর্বপ্রথম মুদারি (مضارع) ছন্দ আবিষ্কার করেন।[৪৬]

আটটি দীর্ঘ শব্দাংশ বিশিষ্ট একটি ছন্দও তিনি ব্যবহার করেছিলেন।[৪৭]

---

৪১. ইংরেজি ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড পৃ. ১০৭।
৪২. A Literary history of the Arabs. লণ্ডন, ১৯২৩ খ্রি. ২৩ তম মুদ্রণ- পৃ. ৩০৩।
৪৩. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৮।
৪৪. প্রাগুক্ত পৃ. ২৯৯।
৪৫. দিওয়ান, ভূমিকা- পৃ. ০৭।
৪৬. আল ফুসূলু ওয়াল গায়াত, ১ম খণ্ড- ১৩১ পৃ.।
৪৭. ইংরেজি ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পারিবারিক অবস্থা

কবির দুই কন্যাসন্তান ছিল। তিনি একজনের নাম لله আরেকজনের নাম بالله রাখেন। কথিত আছে, খলীফা মেহদীর পুত্র মানছুর لله-কে বিয়ের প্রস্তাব করলে কবি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

কবির মুহাম্মদ নামে এক পুত্রসন্তান ছিল। তিনিও কবি ছিলেন এবং নসীহতপূর্ণ কবিতা রচনা করতেন। তিনি বলেন,

قد افلح السالم الصموت + كلام راعى الكلام قوت .

لكل نطق له جواب + جواب ما يكره السكوت .

يا عجبا لأمرئ ظلوم + مستيقن انه يموت .

সফলতা লাভ করেছে চুপ থাকা নিরাপদ ব্যক্তি, কথার রক্ষক হলো কম কথা বলা। প্রত্যেক কথারই উত্তর হয়। অপছন্দনীয় কথার উত্তর হলো চুপ থাকা। অন্যায়কারী ঐসব লোকদের জন্য আশ্চার্য, যারা নিশ্চিত যে, তাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।[৪৮]

তার রচনাবলি

আবুল আতাহিয়্যা স্বভাব কবি হওয়ায় তার রচনার প্রাচুর্যও ছিল অনেক। এ জন্য তার কবিতাসমূহের পূর্ণ সংকলন ও সম্ভব হয়নি। স্পেনীয় মুহাদ্দিস ও ধর্মতত্ত্ববিদ ইবনু আবদিলবার আবুল আতাহিয়্যার কেবল মাত্র ধর্মবিষয়ক (زهديات) কবিতাসমূহের একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন।[৪৯]

এছাড়া তিনি অনেক সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা করেছেন যা কেউ রক্ষা করতে পারেনি। কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইবরাহিম আল মওসেলী তার অনেক কবিতায় সুরারোপ করেন এবং ইহা বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গীত হয়।[৫০]

মূলত কবির কবিতাসমূহ সঠিকভাবে সংকলন ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি। ১৮৮৬ খ্রি. বৈরুতে খ্রিস্টান ক্যাথলিক প্রেসে الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية নামে আবুল আতাহিয়্যার একটি সংকলন প্রকাশ করে।

---

৪৮. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ৮৮

৪৯. নাম ইউসুফ স্পেনীয় মালেকী মাযহাবের ফকীহ, মুহাদ্দিস, 'আল ইস্তিয়াব ফী মা'রেফাতিল আসহাব' তার অনবদ্য গ্রন্থ- ৪৬৩ হিজরী, ১০৭১ খ্রিস্টাব্দ মৃত্যু।

৫০. ইংরেজি ইসলামী বিশ্বকোষ ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড পৃ. ১০৮।

Dhaka University Institutional Repository

ড. শুকরী ফায়সাল কবির রচনার উপর একটি গবেষণাকার্য পরিচালনা করেছেন। ৭ম হিজরীতে সংকলিত দামেস্কের জাহেরিয়া লাইব্রেরির একটি কপি এবং জার্মানির তুবানজান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অপর একটি কপি তার গবেষণার মূল ক্ষেত্র হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেন।

ابو العتاهية اشعاره واخباره নামে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৩৮৪ হিজরী ১৯৬৫ খ্রি. তা প্রকাশিত হয়। এতে তিনি পাঁচ হাজার পাঁচ শত (৫,৫০০) কবিতার লাইন সংকলন ও পরিমার্জন করেছেন। তিনি তার গবেষণায় খ্রিষ্টানদের বিকৃতিকরণের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।[৫১]

তার মৃত্যু

আব্বাসীয় খলীফাগণের স্বর্ণযুগে আবুল আতাহিয়্যা তার কাব্য রচনা করেন এবং সুনাম, সুখ্যাতি ও খলীফাগণের আনুকুল্যে খলীফা মাহদীর আমল হতে মামুনের আমল পর্যন্ত তৃপ্ত হন। তার মৃত্যু সন সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশগণের মতে তিনি ২১১ হিজরী, ৮২৬ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যুবরণ করেন।[৫২] মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। উমর ফররুখ বলেন, তিনি ৮ জমাদিউস সানী ২১১ হিজরী ১৫ সেপ্টেম্বর ৮২৬ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[৫৩]

দাফন ও ফলক অঙ্কন

বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে তাকে দাফন করা হয়। তিনি তার কবরের ফলাকে অংকিত করার জন্য যে কবিতাটি রচনা করেন তার শেষ দুটি চরণ নিম্নরূপ :

عشت تسعين حجة + فى ديار التزعزع.

ليس زاد سوى التقرى + فخذى منه او دعى.

১. ভয় আর শংকার জগতে আমি নব্বই বছর অতিবাহিত করেছি।

২. পূণ্য বা আল্লাহভীরুতার মতো কোনো পাথেয় নেই। উহা অর্জন কর কিংবা বর্জন কর।[৫৪]

---

৫১. তারীখুল আদাবিল আরাবী, উমর ফররুখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১

৫২. তারীখু আদাবিল আরাবী পৃ. ১৯৫।

৫৩. তারীখুল আদাবিল আরাবী, উমর ফররুখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১; আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১১০

৫৪. দিওয়ান, ভূমিকা পৃ. 1৪; আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

কবিপুত্র মুহাম্মদ পিতার মৃত্যুর পর নিম্নের শোকগাঁথা আবৃত্তি করেন,

يا ابى ضمك الثرى + وطى الموت اجمعك .

ليتنى يوم مت صرت + الى حفرة معك

رحم الله مصرعك + برد الله مضجعك .[৫৫]

'হে আমার পিতা, তোমাকে মাটি জড়িয়ে ধরেছে, মৃত্যু তোমাকে একসাথে ভাঁজ করে নিয়েছে। হায়, আমি যদি মারা যেতাম এবং তোমার সাথে কবরে থাকতাম আল্লাহ আপনার কবরকে রহম করুক এবং ঠাণ্ডা করুন।'

কবির আবৃত্তি করা শেষ কবিতা

কবিপুত্র মোহাম্মদ বলেন, আমার পিতা মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময়ে সর্বশেষ যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তাহলো–

الهى لا تعذبنى فانى + مقر بالذى قد كان منى .

فمالى حيلة الا رجائى + لعفوك إن عفوت وحسن ظن .

وكم من زلة لى فى الخطايا + وانت على ذو فضل ومن .

اذا فكرت فى ندمى عليها + عضضت أناملى وقرعت سنى .

أجن بزهرة الدنيا جنونا + واقطع طول عمرى بالتمنى .

ولو أنى صدقت الزهد عنها + قلبت لأهلها ظهر المجن .

يظن الناس بى خيرا وإنى + لشر الخلق إن لم تعف عنى .

১. হে প্রভু আমাকে শাস্তি দেবেন না। আমি আমার কুকর্মের স্বীকার করছি
২. আপনার প্রতি সু ধারণা ও আপনার ক্ষমা কামনা করা ব্যতীত আমার কোনো কৌশল ও উপায় নেই
৩. গুনাহ করে অগণিত বার আমার পদস্খলন হয়েছে। অথচ আপনি আমার প্রতি করুণাকারী ও দানশীল।
৪. আমি আমার গুনাহের জন্য যখন অনুশোচনা করি তখন আমি আমার দাঁত কাটি ও আঙুল কড়মড় করি।

৫৫. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১১১-১১২

Dhaka University Institutional Repository

৫. দুনিয়ার সৌন্দর্যের প্রতি আমি পাগল হয়ে পড়েছি এবং আমি আমার দীর্ঘ জীবনকে আশায় আশায় কাটিয়েছি

৬. আমি যদি প্রকৃত অর্থে দুনিয়া বর্জন করতাম তাহলে পৃথিবীবাসীকে বলতাম, দুনিয়া হলো ঢালের উপরি অংশের মতো।

৭. লোকেরা আমাকে ভালো মনে করে অথচ যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমি সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।[৫৬]

তার যুহদিয়াত কবিতা রচনার সূচনা

কবি প্রথম জীবনে যুহদিয়াত কবিতা তত বেশি রচনা করেননি। এসব কবিতা তিনি যৎসামান্যই রচনা করেছিলেন। কবি কিভাবে زهديات কবিতা রচনা শুরু করলেন এ বিষয়ে দুটি মত পাওয়া যায়।

১. কবি আব্বাসীয় খলীফা মেহদীর দরবারে গমনের পর খলীফার অনিন্দ্য সুন্দরী দাসী উতবার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। খলীফা অনেক উপঢৌকন ও খেলাতাদি দিয়েও কবির মনকে উতবার ভালোবাসা হতে ফিরাতে পারেননি। এক পর্যায়ে খলীফা কবিকে তার প্রেমিকা উতবাকে দান করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। কবি উতবাকে লক্ষ্য করে অসংখ্য গযল রচনা করে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন; কিন্তু বাদিটা খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রতিক্ষায় ছিলেন। তাই কর্পদকহীন কবির প্রতি মনোযোগ দিবার তাহার মোটেই ইচ্ছা বা অবসর ছিল না। কথিত আছে যে, এই ব্যর্থ প্রেমই কবির জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। ফলে তিনি সূফীবাদী ও দুনিয়া বিমুখ কবিতার প্রতি ঝুঁকে পড়েন।[৫৭]

২. অপর বর্ণনামতে তিনি তৎকালীন দরবারী ও অভিজাত শ্রেণীর ভোগ-বিলাস, দুর্নীতি ও ধর্মের প্রতি উদাসিনতায় বিরক্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং তিনি তা তার রচিত زهديات কবিতার দ্বারা জন সমক্ষে তুলে ধরেছেন।[৫৮]

আবুল আতাহিয়ার কবিতায় যুহদিয়াত

যুহদিয়াত কবিতা রচান দ্বারাই কবি সম্মান-মর্যাদা, পরিচিতি ও খলীফাগণের আনুকূল্য ইত্যাদির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হন। ধর্ম-নিষ্ঠা, পার্থিব জীবনের অসারতা, পরকালের জন্য পূণ্য সঞ্চয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার কাব্য এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, তিনি একাগ্রচিত্তে এ রকম কবিতা রচনা করে সর্বত্র সুখ্যাতি অর্জন করেন।

তাহার অভাবিত পূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে সমসাময়িক কবি আবু নুওয়াস যুহদিয়াত কবিতা রচনা আরম্ভ করলে আবুল আতাহিয়্যা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে আবূ নওয়াসকে নিষেধ করেন।

---

৫৬. আগানী ৪ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০

৫৭. দিওয়ান, বৈরুত ১৯৮৬, ভূমিকা পৃ. ১০; তারীখুল আদাবিল আরাবী ওমর ফররুখ ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯১

৫৮. নিকলসন, প্রাগুক্ত পৃ. ৩০৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসীয় আমলে যুহদিয়্যাত কবিতা রচনাকারী কবিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩২ হিজরী মোতাবেক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ীত্ব লাভ করে। এ সময়ে শিল্প, সাহিত্য, কবিতা, দর্শন, বিজ্ঞান উন্নতীর শীর্ষে পৌঁছে। আব্বাসীয় খেলাফত আমলে কুফা, বসরা, সিরিয়াসহ স্পেন পর্যন্ত বহু প্রতিভাবান কবির জন্ম হয়। আরবী কবিতার প্রায় প্রতিটি শাখায় কবিতা চর্চা উৎকর্ষের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। সে আমলের অনেক কবিই কম-বেশি যুহদিয়্যাত বা দুনিয়া বিমুখ বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। তাই সূফী কবিদেরকে আমরা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছি যদি ও আরবী কবিতা ও সাহিত্যের সমালোচকগণ তাদেরকে অন্যান্য ক্লাসিক কবিগণের কাঁতারে শামিল করেননি।

১. হাসান আল বাসরী

পিতার নাম আবুল হাসান আবু সাঈদ হযরত উমর (রা) খিলাফত অবসানের দুই বছরপূর্বে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। উমর (রা) তাকে তাহনীক করেন। তার মাতা উম্মুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রা) খাদেমা ছিলেন এবং এই সুবাদে হাসান বসরী উম্মে সালামা (রা) স্তন্য পানের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) শাহাদাতের পর তিনি বসরা গমন করেন। তিনি আবূ মূসা আশয়ারী, আনাস ইবনে মালেক এবং ইবনে আব্বাস (রা)-সহ বহুসংখ্যাক সাহাবী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিপুল সংখ্যাক তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ তার শিষ্য ছিলেন। সমকালীন সকল ইলমে তিনি পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং যুহদ, আল্লাহ ভীরুতায় সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ২১০ হিজরীর রজব মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।[১]

২. ইবরাহীম ইবন আদহাম

আব্বাসীয় যুগের অন্যতম সূফী ও সাধক কবি। তার কবিতায় দুনিয়া বিরাগের বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পিতার নাম মানসূর আল ইজলী। বনু তাইম গোত্রে আনুমানিক ১১২ হিজরী, ৭৩০ খ্রিস্টাব্দে অথবা সম্ভবত এর পূর্বে তিনি খোরাসানের বলখ এ বসবাসকারী আরব সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৮ হিজরী, ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ সালের কিছু পূর্বে চিরতরে খুরাসান ত্যাগ করে সিরিয়া চলে যান। প্রধানত এই ভূখণ্ডে তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ যাযাবরের মতো কাটান। উত্তরে সুদূর সায়হুন নদী ও গাযযা পর্যন্ত তিনি গমন করেন। ১৬১ হিজরী, ৭৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কঠোরভাবে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের সে প্রেরণা তার কবিতার মাধ্যমেও ফুটে উঠেছে। বেশ কিছু কবিতা তিনি রচনা করেছেন যার সবগুলোই ইসলামী ভাবধারায় পূর্ণ। তার কোনো কবিতার সংকলন রচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি।[২]

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামকে পরিত্যাগ করে দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরার অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে প্রখ্যাত মরমি ও সুফি কবি ইবরাহীম ইবন আদহাম বলেন,

نرقع دنيانا بتمزيق ديننا + فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع .

فطوبى لعبد اثر الله ربه + وجاد بدنياه لما يتوقع .

'আমরা দুনিয়াকে (তালি দিচ্ছি) ঠিক করছি আমাদের দীনকে টুকরো করে। কাজেই আমাদের দীন ঠিক থাকছে না এবং আমরা যা ঠিক করছি (দুনিয়া) তাও না।

অতঃপর আনন্দ ও খুশি সে বান্দার যে তার রব আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং দুনিয়ার দ্বারা সে বস্তুকে উত্তম বানিয়েছে, যার আকাঙ্ক্ষা করা হয়। (আখিরাতের)

৩. আর রু'আসী

তার পূর্ণ নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আর-রু'আসী। মৃ. ১৮৭ হিজরী, ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দ তিনি একজন ব্যাকরণবিদ ছিলেন। কুফীয় আরবী ব্যাকরণ পদ্ধতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা। কুফী পদ্ধতির ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আল কিসাঈ ও আল ফাররা উভয়ই তার ছাত্র ছিলেন। আল আস'আসের নিকট তিনি কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেন। তার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ ও ছন্দ শাস্ত্রবিদ খলীল ইবনে আহমদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। 'আল ফয়সাল ফিন-নাহ্ব' তার উল্লেখযোগ্য রচনা। তার কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ, যুহদ ও আল্লহভীরুতা প্রতিভাত হয়েছে।[৩]

এ প্রসঙ্গে কবি আর রুআসী বলেন,

الا يا نفس هل لك فى صيام + عن الدنيا لعلك تهتدينا .

يكون الفطر وقت الموت منها + لعلك عنده تستبشرينا .

أجيبينى هديت وأسعفينى + لعلك فى الجنان تخلدينا .

'হে আত্মা, তুমি কি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে রোযা রাখবে? তাহলে হয়তো তুমি হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। তোমার ইফতারের সময় হবে দুনিয়া থেকে মৃত্যুবরণ করার সময়। তুমি হয়তো বা তখন সুসংবাদ পাবে। আমার আহ্বানে সাড়া দাও, তাহলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। (আল্লাহর নির্দেশ পালনে) আমাকে সাহায্য কর। তাহলে তুমি জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকতে পারবে।'[৪]

Dhaka University Institutional Repository

৪. উমার আস-সায়রাফী

কুফাবাসী একজন মুহাদ্দিস। তিনি হারুনুর-রশীদের আমলে জীবিত ছিলেন। ১৯০ হিজরী, ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার অমূল্যবাণী ও নীতি আদর্শমূলক কবিতা লোক মুখে প্রচলিত আছে। লোকেরা তাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলে ও তিনি প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পাগল ছিলেন। বাদশাহ হারুনুর রশিদকে তিনি নহিহত করতেন। এসব নসিহতের অধিকাংশই যুহদ সম্পর্কিত এবং কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন।[৫]

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন ব্যক্তিদের ভর্ৎসনা করে কবি বহলুল ইবন উমার আস-সায়রাফী বলেন[৬],

يا من تمتع بالدنيا وزينتها + ولا تنام عن اللذات عيناه.

شغلت نفسك فيما لست تدركه + تقول لله ما ذا حين تلقاه.

'হে দুনিয়া তার চাকচিক্যে আরাম-আয়েশকারী, আর ভোগ-বিলাস থেকে যার চক্ষুদ্বয় ঘুমায় না সেই লোক, তোমার নফস এমন বস্তুর প্রতি মত্ত হয়ে আছে, যা সে পাবে না। তুমি যখন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাঁকে কী বলবে?'[৭]

৫. আবুল আতাহিয়্যাহ

নাম ইসমাঈল। পিতার নাম কাসেম। জন্ম ১৩০ হিজরী, ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ মৃত্যু ২১১ হিজরী, ৮২৬ খ্রিষ্টাব্দ। যুহদিয়্যাত কবিতা রচনায় তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। বরং যুহদিয়্যাত কবিতার উৎকর্ষতার প্রতীক হিসেবে তাকে গণ্য করা হয়।[৮]

৬. আবূ নাওয়াস

পূর্ণনাম হাসান ইবনে হানী ইবনে আবদুল আউয়াল। আবু নাওয়াস তার কুনিয়াত। তিনি আহওয়াজের কোনো এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, অতঃপর বসরায় নীত হন এবং তথায় বেড়ে উঠেন। অতঃপর বাগদাদে যান এবং তথায় মৃত্যুবরণ করেন।[৯]

তিনি ১৩০ হিজরী, ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দ এবং ১৪৫ হিজরী, ৭৬২ সালের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৯৮ হিজরী, ৮১৩ ও ২০০ হিজরী, ৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ সালের মধ্যভাগে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তার রচিত দেওয়ানে খলিফা আল আমীন (মৃ. ১৯৮ হিজরী, ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) সম্পর্কে একটি শোকগাথা থাকায় ইহার পূর্বে মৃত্যু হওয়া সম্ভব নহে। তার পিতা শেষ উমাইয়্যা খলিফা দ্বিতীয় মাওয়ানের সোনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন।

তার মাতা গুলবান ছিলেন ইরানি।[১০] তিনি কুরআন হিফজ করেছিলেন এবং কুরআন ও হাদীসে উত্তম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কবিতার ক্ষেত্রে ওয়ালিবা ইবনুল হুবাব তার প্রথম শিক্ষক। ওয়ালিবার মৃত্যুর পর তিনি কবি খালফ আল আহমারের শিষ্য হন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

তার কবিতার বিশুদ্ধতা, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক আল জাহিয।[১২] তার কবিতার পরিবেশ, প্রকৃতি, মদের প্রশংসা প্রাধান্য পেলেও শেষ জীবনের কবিতায় আল্লাহ ভীরুতা ও দুনিয়াবিমুখতা ফুটে উঠেছে।

দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় করা হতে বিরত থেকে চিরস্থায়ী বাসস্থান আখিরাতের জন্য আমল করতে উৎসাহিত করে কবি আবূ নওয়াস বলেন

يا طالب الدنيا ليجمعها + جمحت بك الامال فاقتصد .

والقصد أحسن ما عملت له + فاسلك سبيل الخير واجتهد .

واعمل لدار أنت جاعلها + دار المقامة اخر الأبد .

'১. ওহে সঞ্চয়ের উদ্দেশে দুনিয়া অন্বেষণকারী! তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তুমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো।

২. তোমার সকল আমলের মধ্যে মধ্যম পন্থাই ভালো। তাই তুমি কল্যাণের পথে চলো এবং যথাসাধ্য চেষ্টা চালাও।

৩. আর সেই ঘরের জন্য আমল করো, যাকে তুমি শেষ স্থায়ী বাসস্থান বানাবে।'[১৩]

কবি তার পাপের বিষয়ে করুণকণ্ঠে, কাতরভাবে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে ক্ষমা চেয়ে বলেন,

يا رب إن عظمت ذنوبى كثرة + فلقد علمتُ بان عفوك أعظم .

مالى اليك وسيلة الا الرجاء + وجميل عفوك ثم إنى مسلم .

'হে আমার রব, যদিও আধিক্যের দিক দিয়ে আমার পাপসমূহ বিরাট মনে হয়; কিন্তু আমি অবশ্যই জানি যে, আপনার ক্ষমা এর চেয়ে বড়। আপনার মহান ক্ষমা করা আশা ব্যতীত আমার আর কোনো উপায় নেই। আর একজন মুসলিম বা আত্মসমর্পণকারী।[১৪] আল্লাহকে ভয় করা একমাত্র কল্যাণ ও সফলতার পথ উল্লেখ করে কবি বলেন,

من اتقى الله فذالك الذى + سيق اليه المتجر الرابح .

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে আর এই ভয় করার দিকে পরিচালিত ব্যক্তিই লাভবান ব্যবসায়ী।'[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

৭. আবূ হানীফা

কুনিয়াত আবূ হানীফা, নাম নু'মান, লকব ইমাম আযম। পিতার নাম সাবিত।[১৬] ইমাম আবূ হানীফার জন্মসন নিয়ে মতান্তর থাকলেও অধিকাংশের মতে, তার পিতার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ৮০ হিজরী সনে তিনি কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭] অসাধারণ মেধাশক্তির কারণে জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখা তিনি গভীরভাবে আয়ত্ব করতে সক্ষম হন। ফিক্‌হশাস্ত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। তিনিই সর্বপ্রথম ইলমে ফিক্‌হকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে একটি পরিশীলিত রূপ দান করেন। এ জন্য তাঁকে ফিক্‌হশাস্ত্রের জনক বলা হয়।[১৮] الفقه الاكبر এবং مسند ابى حنيفة তার অনন্য দুটি গ্রন্থ।

প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েও আবূ হানীফা (র) নির্লোভ ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। শত প্রলোভন ও নির্যাতন করেও আব্বাসীয় খলীফা আল মানসুর তাঁকে বাগদাদের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করতে পারেননি। কাজেই তাঁকে বাগদাদের জেলখানায় আবদ্ধ করা হয় এবং ১৫০ হিজরী সনে ৭৬৭ খ্রি. তাঁকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়।[১৯]

তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ও দুনিয়াবিমুখ ছিলেন। অকাতরে তিনি মানুষদেরকে দান করতেন। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন, 'আমি বহু লোকের সঙ্গলাভ করেছি; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার চেয়ে কাউকে বুদ্ধিমান ও খোদাভীরু পাইনি।[২০]

তিনি ফকীহ হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তেমন তিনি কবিতাও রচনা করতেন। যদিও কবিতা রচনা তাঁর পেশা ছিল না। আল্লাহ তাআলার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন।

৮. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক

তিনি ১১৮ হিজরী, ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দ মা'রাবে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪১ হিজরীতে হাদীস অন্বেষণে তিনি বিভিন্ন দেশ যথা হিজায, ইরাক, সিরিয়া, মিসর, ইয়ামন ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। হাদীস, ফিক্‌হ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষা ও কবিতা বিষয়ে তিনি প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। কবিতা রচনায় ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতার মাধ্যমে তিনি তাকওয়া অবলম্বন, পাপাচার ও কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ বিষয়ে শ্রোতাদেরকে সচেতন করতেন। এসব বিষয়ে তার প্রচুর কবিতা রয়েছে।[২১]

ওয়ালী উদ্দিন আল খতীব তার একমাল ফী আছমাউির রেজাল গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক (রহ) সম্পর্কে বলেন,

كان من الربانيين اماما فقيها حافظا زاهدا ورعا جوادا ثقة ثبتا .

'তাকওয়া ও পরহেযগারী ও দুনিয়া ত্যাগের ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।'[২২]

Dhaka University Institutional Repository

১৮১ হিজরী, ৭৯৭ খ্রিস্টাব্দ জিহাদ থেকে ফিরবার পথে ফুরাতের তীরে বাগদানের নিকটবর্তী 'হীত' নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।[২৩]

রাজা-বাদশাহগণ দুনিয়া আঁকড়ে থাকে এবং দীনকে সামান্য গুরুত্ব দেয়, অথচ দীনকে গুরুত্ব দিয়ে দুনিয়া বর্জন করা উচিত। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন,

ارى أناسا باد فى الدين قد قنعوا + ولا اراهم رضوا بالعيش بالدون .

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما + استغنى الملوك بدنياهم عن الدين .

আমরা বহু লোককে দেখেছি যে, তারা যৎসামান্য দীন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়ার জীবনযাত্রার ব্যাপারে তাদেরকে সামান্য নিয়ে সন্তুষ্ট হতে দেখছি না।

তাই তুমি রাজা-বাদশাহদের দুনিয়া ছেড়ে দীন গ্রহণ করে ধন্য হও যেমনিভাবে রাজা-বাদশাহগণ দীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে ধন্য হয়।'[২৪]

৯. রাবী'আ আল বসরী

উপমহাদেশে তিনি রাবেয়া আল বসরী নামে সমধিক পরিচিত। ইতিহাসে তিনি রাবী'আ আল আদাবিয়্যাহ হিসেবে পরিচিত। তাঁর জীবনী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খুব বেশি জানা যায় না। তাঁর জন্মতারিখ অজ্ঞাত। বসরায় সমকালীন মহিলা সুফীদের মধ্যে ইবাদত ও দুনিয়ার প্রতি বিমুখতায় তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ১৩৫ হিজরী ৭৫২ খ্রি. তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন।[২৫] তিনি সুফীতত্ত্বে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার দর্শন বর্জন করে আল্লাহকে ভালোবাসার দর্শন প্রবর্তন করেন। তাঁর কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতায় زهديات এর পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

১০. মুহাম্মদ ইবন কুনাসা

একজন মুহাদ্দিস ও কবি। কুনাসা তার উপাধি পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবন আবদুল 'আলা, কুফায় বনু আসাদ গোত্রের এক দীনদার পরিবারে জন্ম। বিখ্যাত সূফী ইবরাহীম আদহাম তার মামা ছিলেন। তিনি অত্যাধিক মুত্তাকী ছিলেন বিধায় অতি অল্প বয়সে তার মধ্যে কাব্য প্রতিভা প্রকাশিত হলেও স্তুতি বা নিন্দাবাদের উপর কোনো কবিতা রচনা করেননি। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, رياضت, আত্মশুদ্ধি زهد কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ, সদাচার প্রভৃতি বিষয়ে তার কবিতা সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ২০০৭ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন।[২৬]

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এখানে যে যত বয়স পায় না কেন, এক সময় তাকে মৃত্যুবরণ করে বিদায় নিতে হবে। বেশি দিন বেঁচে থাকা শুধু পাপের বোঝা বাড়ায়। কবি মুহাম্মদ ইবনে কুনাসা বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ومن عجب الدنيا تبقيك للبلى + وانت فيها للبقاء مريد .

واى بنى الأيام ءالا عنده + من الدهر ذنب طارف وتليد .

'দুনিয়াকে নিয়ে যারা আশ্চর্য হয়, সে তোমাকে জরাজীর্ণ বার্ধক্যের জন্য বাঁচিয়ে রাখবে। আর তুমি সেখানে বাঁচার জন্য সংকল্পবদ্ধ।

যে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে, তার কাছে সঞ্চিত হয় কালের নতুন-পুরাতন বহু পাপ।'[২৭]

১১. যন্নুন মিসরী

তাঁর নাম ছাওবান, আবুল ফাইয আবুল কুনিয়াত। যন্নুন নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সঠিক জন্মতারিখ জানা যায়নি। মিসরে সমকালীন সুফীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি সুফীবাদে ওয়াজদ এবং হুব্বে মোতলাক রীতি চালু করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে সুফীদের হালাতসমূহের স্তর এবং আহলে বেলায়েতের মকামসমূহ নিয়ে আলোচনা উত্থাপন করেন। শেষ জীবনে তাঁকে জিন্দিক হিসেবে অপবাদ দেওয়া হয় এবং বাগদাদে তাঁকে বন্দী করা হয়। খলীফা মুতাওয়াক্কেল তাঁকে মুক্ত করে দেন। প্রখ্যাত যাহিদ ও সুফীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি الجيزة নামক স্থানে ২৪৫ হিজরী ৭৫৯ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[২৮]

১২. ইমাম শাফেয়ী

একজন সুবিখ্যাত ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ, জন্ম ১৫০ হিজরী, ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ, মৃত্যু ২০৪ হিজরী, ৮২০ খ্রিস্টাব্দ তার পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস আশশাফেয়ী। আহলুস সুন্নাহ এর চার ইমামের অন্যতম। তিনি ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে এতীম হন। তার মাতা ফাতিমা বিনতে উবায়দুল্লাহ দুই বছর বয়সে তাকে নিয়ে মক্কায় যান এবং জীবনের একটি বিরাট সময় বেদুঈনদের সাথে অতিবাহিত করায় আরবীতে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ইমাম মালিক ইবনে আনাসের নিকট বিদ্যা শিক্ষার জন্য মদীনায় যান এবং তার ইন্তেকাল পর্যন্ত মদীনায় থেকে তাঁর নিকট মুয়াত্তা অধ্যায়ন করেন। ইমাম মালেকের ইন্তেকালের পর তিনি মক্কায় চলে আসেন এবং সেখানে মুসলিম ইবনে খালিদ আল যানজী (মৃ-১৮০ হিজরী) ও সুফইয়ান ইবন উয়ায়না মৃ (১৯৮ হিজরী)-এর নিকট হাদীস ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষা দান শুরু করেন এবং বাগদাদ ও মিসর সফর করেন। ২০০০ হিজরী ৮১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি স্থায়ীভাবে মিসরে বসবাস শুরু করেন এবং এখানেই ফুসতাতে ২০৪ হিজরী ৮২০ খ্রিষ্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। হাদীস ও ফিক্‌হ চর্চার পাশা-পাশি তিনি প্রচুর কবিতা ও রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন স্বভাব কবি।

ড. মুহাম্মদ যুহদী ইয়াকুনের সম্পাদনায় তার কবিতার একটি দেওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। তার সব কবিতাই ধর্মীয় ভাবাবেগে আপ্লুতও ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত। দুনিয়া বিরাগমূলক কবিতায় ও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

১৩. উসমান মু'সিলী

উসমান ইবন সা'দ মু'সিলী তার কবিতায় সম্পদের ধনাঢ্যতা যে প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয় সে প্রসঙ্গে বলেন,

تقنع بما يكفيك واستعمل الرضى + فانك لا تدرى اتصبح ام تمسى .

فليس الغنى فى كثرة المال انما + يكون الغنى والفقر من قبل النفس .

'যা তোমার জন্য যথেষ্ট তাতেই তুষ্ট থাক এবং সন্তুষ্টতাকে ব্যবহার করো, কেননা তুমি জান না, তুমি কি সকাল বা বিকাল পর্যন্ত বাঁচবে।

অধিক সম্পদ লাভই ধনাঢ্যতা নয়, দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা হয় মনের দিক থেকে।'[৩০]

১৪. আবূ তাম্মাম

তাঁর মূল নাম হাবীব, পিতা আউস। তিনি ১৮৮ হিজরী মোতাবেক ৮০৪ খ্রি. দামেশকের অন্তর্গত জাসেম নামক গ্রামে তাঈ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান থেকে তিনি মিসরে গমন করেন এবং জামেয়ে আমর ইবনুল আসে পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিত হন। সেখানে সমকালীন সকল কবি সাহিত্যিকগণ আসতেন। তাদের সাহচর্যে থেকে মেধাবী আবূ তাম্মাম বহু কবিতা মুখস্থ করেন এবং কবিতা রচনার কলাকৌশল রপ্ত করে তাতে দক্ষতা অর্জন করেন।

তিনি বড় আমীর উমরাহদের প্রশংসা করে তাদের ঘনিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত তিনি আহমদ ইবনে মু'তাসিমের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করলে তিনি খুশি হয়ে তা بريد الموصل-এর শাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে দুই বছর দায়িত্ব পালন করেন। এবং দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় ২৩১ হিজরী ৮৪৬ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন।[৩১] তার অধিকাংশ কবিতাই প্রশংসামূলক। الحماسة এবং فحول الشعراء তার রচিত অনবদ্য দুটি কবিতা সংকলন এ দুটি গ্রন্থে তিনি জাহেলী ও ইসলামী যুগের কবিদের কবিতা ও জীবনী বর্ণনা করেছেন।[৩২]

১৫. ইবনুল মু'তাজ

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ। পিতা খলীফা মু'তাজ। তিনি ২৪৯ হিজরী মোতাবেক ৮৬৩ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বল্প সময়ের জন্য আব্বাসীয় খলীফা নিযুক্ত হন এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ২৯৬ হিজরী মোতাবেক ৯০৯ খ্রি. নিহত হন।[৩৩] তাঁর কবিতা সহজবোধ্য, সাবলীল ও অতিরঞ্জন মুক্ত। প্রকৃতির রূপ, শিকার ও বন্ধুদের নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আবু বকর সাওলী তার একটি দিওয়ান সংকলন করেছেন। তাছাড়া كتاب البديع ,كتاب الزهر والرياض ,طبقات الشعراء তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৬. আবুল আলা আল-মা'আররী

আহমাদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবন সুলায়মান। ৩৬৩ হিজরী, ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ জন্ম ও ৪৪৯ হিজরী ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। একজন দার্শনিক আরবী কবি। তিনি অল্প বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেলেও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু খ্যাতিমান কবিই ছিলেন না বরং একজন দার্শনিক ও ক্ষুরধার লিখক ছিলেন। দুনিয়া বিমুখতা ও দুনিয়ার মোহের বিরুদ্ধে তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন।[৩৫] তার বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে।

১৭. ইবন আবদে রাব্বীহী

আব্বাসী আমলের বিখ্যাত আন্দুলাসিয়ার আরবী কবি। আবু আমর আহমদ ইবন মুহাম্মদ আবদুরাব্বীহী। জন্ম ২৪৬ হিজরী ৮৬০ হিজরী ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তিনি অতি উচ্চমানের কবিতা ও সাহিত্য রচনায় সক্ষম ছিলেন। আব্বাসীয় যুগের বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী ইবনে আবদে রাব্বীহীর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন।[৩৬] العقد الفريد। তার রচিত অমর গ্রন্থ যা আরবী সাহিত্যের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তার রচিত শেষ জীবনের কবিতায় উপদেশ ও زهد সম্পর্কিত রচনায় ভরপুর। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আহমদ হাসান যাইয়্যাত বলেন,

ولما تناهت به السن وأرعشه الكبر، أقلع عن صبوته، وأخلص لله فى توبته، ونظم أشعارا كثيرة سماها بالممحصات لأنه نقض كل قطعة قالها فى الغزل واللهو، بقطعة من بحرها ورويها فى الموعظة والزهد ولم يكتف ابن عبد ربه بنبوغه فى الشعر وتفوقه فى النثر، فاراد ان يدل براعته فى التاليف ايضا فصنف كتابا فى الادب سماه العقد الفريد.[৩৭]

১৮. ইবন হামদীস আস সুকলী

নাম আব্দুল জাব্বার পিতার নাম হামদীস সাইপ্রাস দ্বীপে ৪৭৭ হিজরী। ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্পেনে হিজরত করেন। সেখানে শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। তিনি সঠিক আকীদা রাখতেন সুক্ষদর্শী, ক্ষমাশীল ও সদাচারী জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন।[৩৮]

তার কবিতা তার চরিত্রের স্বচ্ছ আয়না স্বরূপ। তিনি উন্নত চিন্তা সঠিক শব্দচয়ন তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আহমদ হাসান যাইয়্যাত তার কবিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

وسلوك مذهب ابى العتاهية فى الوعظ والتزهيد والتصوف بلغته الواضحة واسلوبه المشرق.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তার সুস্পষ্ট বর্ণনা ও উজ্জ্বল বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা আবুল আতাহিয়্যার উপদেশ, দুনিয়া বিমুখতা ও সূফীবাদের মতো ও পদ্ধতির অনুকরণ করেছেন।[৩৯]

তার কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য, জীবনের উপভোগ, পৃথিবীর আশ্চর্য বস্তুসমূহ, নদী, ফুল, শিকার, রাত্রি ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে। তার এসব কবিতা সমগ্র রোমে ১৮৯৭ সনে প্রকাশিত হয়েছে।[৪০]

মুনজিদ গ্রন্থকার বলেন, তিনি সাকলীয়ার সবচেয়ে বড় কবি। যিনি সারকোসায় জন্মগ্রহণ করে মু'তামিদ ইবনে আব্বাদের নিকট স্পেনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুক্ষ্ম উপমা দান ও সুক্ষ গুণ বর্ণনায় তার কবিতা অনন্য।[৪১]

১১৩৩ খ্রিস্টাব্দ ৫৩৭ হিজরী তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪২]

১৯. ইব্নুল ফারেদ

আবু হাফস্ উমর ইবন আলী। ইবনুল ফারেদ নামে পরিচিত। ৫৭৬ হিজরী, ১১৮১ খ্রিস্টাব্দ মিসরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব, ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তিনি সূফীবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি মক্কায় গমন করেন এবং পবিত্র ভূমিসমূহ পরিভ্রমণের জন্য সেখানে দীর্ঘ সময় কাটান ব্যক্তিজীবনে সূফী মতাবলম্বী হলেও তিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, পরিচ্ছন্ন অবয়ব, মিষ্টভাষা, চমৎকার ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন শহরের অলি-গলিতে তিনি চলাফেরা করার সময় তার কাছ থেকে বরকত ও দোআ নেওয়ার জন্য লোকজনের ভীড় লেগে যেত।[৪৩]

মিসরে আইউবী শাসনের আমলে ইবনুল ফারেদ জীবিত ছিলেন। সে সময়ের কবি সাহিত্যিকগণ, সূফীবাদ, আল্লাহ ভীরুতা এবং আল্লাহবিরোধী ও দুনিয়া ভোগী এই দুটি শিবিরে বিভক্ত ছিল। কবি ইবনুল ফারেদ দীনী পরিবেশে জন্ম লাভ করে এবং সূফী ভাবধারায় বেড়ে উঠেন তাই তার কবিতায় সূফীসাধকগণের মনের ভাব এবং দুনিয়া বর্জনকারী (زاهد) গণের ভাবধারা অতি সুন্দর ও চমৎকারভাবে চিত্রিত হয়েছে।

৬৩২ হিজরী, ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দ তিনি কায়রোতে ইন্তেকাল করেন এবং সাফুল মাকতাম নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৪৪]

আব্বাসীয় যুগে সূফীতত্ত্ব ও সূফীমতবাদ ব্যাপকতা লাভ করে এ জন্য সে যুগের বহু সূফীদের কবিতা ও গানে মরমি সুর মরমি ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে ফুদাইল ইবন আইয়াদ, রাবিয়াআল বসরী, জুনাইদ আল বোগদাদী, হুসাইন ইবন মনসুর আল হাল্লাজ অন্যতম।[৪৫]

পররবর্তী সময়ে ইবনুল আরাবী আর্বিভূত হন। তার নাম মহিউদ্দিন কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ তিনি আন্দালুসিয়ার মারসিয়াতে ৫৬০ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ইসবালিয়াতে চলে যান, অতঃপর তিনি সিরিয়া, রোম, পূর্বাঞ্চলীয় নগরীসমূহ ও বাগদাদ সফর করেন। এরপর তিনি মক্কায় চলে যান। মক্কা হতে তিনি সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই ৬৩৮ হিজরী, ১২৪০ খ্রিস্টাব্দ ইন্তেকাল করেন। তিনি চার শতাধিক কিতাব রচনা করেন।

محاضرة الابرار والاسرار، مفاتيح الغيب، فصوص الحكم، الفتوحات المكية .

তার অন্যতম গ্রন্থ। তিনি সূফীতত্ত্বের وحدة الوجود এর প্রবক্তা ছিলেন তার প্রচুর কবিতাও রয়েছে। ديوان شعر নামে তার একটি আরবী কাব্য গ্রন্থ রয়েছে।[৪৬] তার কবিতায় زهديات ও সূফীবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১. একমাল ফী আসমাঈর রেজাল, ওয়ালী উদ্দিন আল খতীব। মিশকাতের পরিশিষ্ট- পৃ. ৫৯২, মাকতাবায়ে থানভী, ইউ; পি, ইন্ডিয়া।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ৪খ, পৃ. ৩৮৭-৮৯।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত, ২২, পৃ. ৫০৪, আল মুনজিদ- প্রাগুক্ত পৃ. ২২১।

৪. আল মুনজিদ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৫. পরবর্তী অধ্যায়ে তার জীবনী বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৬. তারীখুল আদাবিল আরাবী, আহমদ হাসান যাইয়্যাত, দারুল মা'রেফা- বৈরুত, পৃ. ১৯৮।

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১১৩।

৮. ড. শওকী দায়ফ আল-আসরুল আব্বাসী আল-আত্তওয়াল, মিসর ৭ম মুদ্রণ পৃ. ২২১।

৯. মুহাম্মদ ইবন শাকির আল কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, ১ম খণ্ড. পৃ. ২২৯, (বৈরুত দারু-সাদির ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)

১০. হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯; তারীখে তাবারী, ৩ খণ্ড, পৃ. ৭০৪; আশ শে'র ওয়াশ শু'আরা, পৃ. ৫০১-৫২৫

১১. দিওয়ানু আবি নুওয়াস- পৃ. ১৯৩; ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত ৩খ, পৃ. ২৩৭।

১২. দিওয়ানে আবূ নওয়াস, পৃ. ১৯২-২০০, ড. সৈয়দ লুৎফুল হক, আল আদব আল জাদীদ, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৮. প্রাগুক্ত

১৩. আখবারু আবী হানীফা ওয়া আসহাবিহী, পৃ. ১৬, মুকাদ্দামাতু নাফেউল কবীর আল জামেয়ীস সগীর, আব্দুল হাই লখনভী, পৃ. ৪১

১৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, শামছুদ্দীন আয যাহবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯১

১৫. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭

১৬. আখবারু আবী হানীফা, পৃ. ৯৪; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৩

১৭. মুকাদ্দামায়ে নাফেউল কবীর, পৃ. ৪৪; আ'লামুন নুবালা, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০১

১৮. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ ৪০২-৪০৬ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ, ৩৫৩-৫৪।

১৯. মেশকাতের পরিশিষ্ট, প্রাগুক্ত পৃ. ৬১০।

২০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৩৫৩-৫৪, ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ-পৃ. ৪০২-৪০৬।

২১. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত- ৩খ, পৃ. ৪০৫, সিফাতুস-সাফওয়া, ৪খ. পৃ. ১০৯।

২২. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮

২৩. ড. শওকী দায়ফ, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৪০৬-৪০৯।

২৪. ড. শওকী দায়ফ- প্রাগুক্ত ৩খ. পৃ. ৪০৬, কিতাবুল- আগানী- ১৩ খ. পৃ. ৩৩৭।

২৫. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৬. মূলভাব ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২৩ খ, পৃ. ৪৮০-৮৫।

২৭. নাম হাসান ইবন হানী ইবন আব্দুল আউয়াল জন্ম- ১৪৫ হিজরী। আবু নওয়াস তার উপনাম। তিনি আহওয়াযের কোনো এক গ্রামে জন্ম নেন এবং বসরায় যান এবং তথায় বড় হন। সেখান থেকে বাগদাদে যান এবং তথায় ৮১০ খ্রিষ্টাব্দ, ১৯৯ হিজরী ইনতেকাল করেন। রাজা-বাদশাহদের প্রশংসা করে সম্পদ উপার্জন করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী, মিষ্টি চেহারা ও প্রতুৎপন্নমতি ও শুদ্ধভাষী ছিলেন। তবে তিনি সদা মদ্যপ ও প্রণয়গীতি রচনা করতেন। তবে ভাষার বিশুদ্ধতা ও শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ আল জাহিয তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।
-যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, তারীখুল আদাবীল আরাবী, দারুল-মা'রেফা, বৈরুত- ১৯৯৯ খ্রি. পৃ. ১৯৮-৯৯, আশশে'র-ওয়াশ-শুয়ারা পৃ. ৫০১-৫২৫, তা'রীখে তাবারী- ৩ খণ্ড পৃ. ৭০৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৮. যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২১২; তাবাকাতুশ শু'আরা, ১ম খণ্ড, সংস্করণ, পৃ. ১৩৩-১৩৫, মুরুজুয যাহাব ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৬৬

২৯. আল মুনযিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭, নুযহাতুল আলবা, পৃ. ২১৩-২১৬

৩০. যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৪, আশয়ারু আওলাদিল খুলাফা, পৃ. ১০৭-১৭,

৩১. আল মুনজিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, আল আগানী ১০ খণ্ড, পৃ. ২৭৪-২৮৬

৩২. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত,ঈষৎ পরিবর্তিত। ২য় খ, পৃ. ১৭।

৩৩. মো'জানুল মোয়াল্লেফীন- ২য় খ, পৃ. ১১৫, ১১৬, তারাজেমু উদাবাইল আরব- ১ম খ, পৃ. ১০৬-১০৯।

৩৪. তারীখুল আদাবিল আরাবী, আহমদ হাসান যাইয়্যাত, দারুল মা'রেফা বৈরুত, লেবানন পৃ. ২৩৪-২৩৫।

৩৫. ওয়াফীয়াতুল আইয়ান- ইবন খাল্লেকান- ১ম খ, পৃ. ৩০২, আল-আ'লাম লীল যারকালী খ, ৩-পৃ. ২৭৪।

৩৬. তারীখুল আদাবীল আরাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৩৭. প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৫।

৩৮. আল মুনজিদ ফীল আ'লাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৬।

৩৯. তারীখুল আদাবীল আরাবী, যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত পৃ. ২৪৪, মুনজিদ, প্রাগুক্ত পৃ. ৬।

৪০. আন নুজুমুয যাহেরাহ- ৬ষ্ঠ খ, পৃ. ২৮৮-২৯০, আল আ'লাম লীল যারকালী- ৫ম, খ, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪১. তারীখুল আদাবীল আরাবী, যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮-২৫৯। আল মুনজিদ ফীল আ'লাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪২. আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮-৪৯।

৪৩. আল মুনজিদ ফীল আ'লাম- প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, মাসরাউত্ তাসাব্বুফ বুরহানউদ্দীন আল বাকায়ী, রিয়াদ, ১৯৯৩, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

আবুল আলা আল মা'আররী

আরবী সাহিত্যে অন্ধ লেখক ও কবিদের মধ্যে অন্যতম ও স্বনামধন্য কবি। কবিতার মাধ্যমে তিনি তার দার্শনিক চিন্তাধারা তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আমলের আরবী কবিতার ইতিহাসে সম্ভবত তিনি সর্বাধিক শিক্ষিত এবং ধর্ম-দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন ছিলেন।

জন্ম ও পরিচয়

নাম- আহমদ, পিতার নাম আবদুল্লাহ, দাদার নাম সুলাইমান। একজন প্রখ্যাত আরব কবি ও দার্শনিক। ইয়ামনের বিখ্যাত তানুখ গোত্রে তার জন্ম হওয়ায় তানুখী বলা হয়। আবুল আ'লা তার কুনিয়াত। ৩৬৩ হিজরী, ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ আলেপ্পোর দক্ষিণে মা'আররাতুন নুমান[১] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা-মাতা উচ্চশিক্ষিত ও ভদ্র পরিবারের ছিলেন। সমকালীন উলামাগণের মাঝে তার পিতা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তিনি মা'আররাতে কাজী ছিলেন।[২] চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন।[৩]

ইবনুল আম্বারী বলেন, রবিউল আউয়াল মাসের তিন দিন থাকতে জুমা বার সূর্যাস্তের পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬৭ হিজরী সনে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন।[৪]

বংশলতিকা ও পারিবারিক অবস্থা

কবি আবুল আ'লা আল মা'আররী প্রকৃত আরবীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। খলীফা طائع لله-এর শাসনামলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৫] তার বংশলতিকা নিম্নরূপ:

احمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن احمد بن سليمان بن داؤد بن
بن ارقم بن النعمان بن عدى بن غطفان.[৬]المطهر بن زياد بن ربيعة بن انور بن اسحم

তার পিতা, পিতৃস্থানীয় ও দাদারা বিচারক ছিলেন। অঢেল ও প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তাদের বিশাল সামাজিক মর্যাদা ছিল। মায়াররীর মুহাম্মদ ও আব্দুল ওয়াহেদ নামে অপর দুই ভাই ছিল। তারা

১. সিরিয়ার এদলিব জেলার একটি নয়নাভিরাম শহর, মুকাদ্দামায়ে লুযুমিয়াত, পৃ. ৭
২. মু'জামুল উদাবা, কায়রো ৩য় খণ্ড পৃ. ১০৮, ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান ১ম খণ্ড পৃ. ৩৩, তারীখু আদাবীল আরাবী যাইয়্যাত, পৃ. ২২৩।
তারীখু আদাবিল আরাবী, উমর ফারুক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪, মিন তারীখিল আদাবিল আরাবী, আল আসরুল আব্বাসী, আস সানী, ত্বাহা হুসাইন, পৃ. ৪৬৩
৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ২য় সংস্করণ ২য় খণ্ড পৃ. ১৭।
* নুযহাতুল আলবা ফী তাবাকাতিল উদাবা- পৃ. ২৭৫।
৪. মিন তারীখিল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬৩, মুকাদ্দামায়ে লুযুমিয়াত, পৃ. ৭
৫. মাউসুআতুস শাওকী, ৫ খণ্ড, পৃ. ৩৮০
৬. তারীকুল কুদামা বি আবিল আ'লা, কায়রো ১৯৬৫, পৃ. ৫, ৬, ১২

Dhaka University Institutional Repository

ও প্রসিদ্ধ পাঠাগার আনতাকিয়ায় যান। সেখান থেকে ত্রিপলী যান।[১৩] সর্বশেষে তিনি লাযিকিয়ায় উপনীত হন। লাযিকিয়া সে সময় বাইজেন্টাইনদের দখলে ছিল। সেখানে খ্রিষ্টান যাজকদের সংস্পর্শে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম সর্ম্পকে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন।

তিনি কবি হওয়ার জন্য জ্ঞানার্জন করেননি বরং কারো করো মতে, তিনি মন ও আত্মার প্রশান্তি কবিতার মাঝে অনুসন্ধান করতে ছিলেন। প্রায় (২০) বিশ বৎসর বয়সে তিনি মায়াররাতুন নোমানে ফিরে আসেন। তখন কাহারও শিষ্যত্ব্য গ্রহণ করার তার প্রয়োজন ছিল না।[১৪]

আরবী ভাষা সাহিত্য ও সমকালীন বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য

অসাধারণ ধীশক্তি ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সদস্য হওয়ায় কবি আরবী ভাষা, সাহিত্য, ফিক্হ, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। বিশেষত আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পাঠ করার মাধ্যমে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।[১৫] আরবী ভাষা বিজ্ঞান চর্চার পর হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত আবুল আ'লার মতো অন্য কেউ তা পূর্ণ করায়ত্ব করতে সক্ষম হয়নি। আরবী ভাষায় প্রতিটি শব্দ তিনি তার গদ্যে ও পদ্যে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন। যা তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউ সক্ষম হয়নি।[১৭] আরবী ভাষাও সাহিত্যে তিনি যে উচ্চাসনে সমাসীন ছিলেন, তা প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তার মৃত্যুর পর আশি জন কবি তার সমাধিতে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। তাদের একজন হলেন, আমীর হাসান আবদুল্লাহ ইবনে হাসিনা। তিনি তার শোকগাঁথার প্রথম লাইনে বলেন,

العلم بعد ابى العلاء مضيع + والارض خالية الجوانب بلقع.[১৮]

কথিত আছে, একদা তিনি মুরতাজা মসজিদে প্রবেশ করেন এমন সময় এক লোকের সাথে হোঁচট খান। কেননা, তিনি অন্ধ ছিলেন) তখন লোকটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলল এ কলব (কুকুরটি) কে? তিনি বললেন, কুকুর সেই যে কুকুর চিনে না। (আরবীতে) কুকুরের সত্তরটি নাম (প্রতিশব্দ) রয়েছে।

বাগদাদ গমন ও পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

৩৯৮ হিজরী, ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে আবুল আ'লা বাগদাদ সফর করেন। এ সফরের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তিনি সেখানে এক বৎসর সাত মাস অবস্থান করেন। অনুমান করা হয় জ্ঞানে বিত্তৃতিও বাগদাদীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি বাগদাদ গমন করেন। আবুল আ'লা তার এ

১৩. তারীখুল আদাবিল আরাবি যাইয়্যাত, পৃ. ২২৪।
১৪. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭।
১৫. তারীখুল আদাবিল আরাবী, ওমর ফররুখ ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪
১৬. তারীখুল আদাবিল আরাবী যাইয়্যাত, পৃ. ২২৫
১৭. আবুল আ'লা আল মা'আররী, হায়াতুহু ওয়া শে'রুহু, সামির সারেস, দামেস্ক, পৃ. ০৩
১৮. রুয'আতু আবিল আ'লা, আক্কাদ, কায়রো, পৃ. ৩/৪
১৯. নুযহাতুল আলবা ফী তাবাকাতিল উদাবা- পৃ. ২৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

সফরের বিবরণ আবু আহমাদ ইসফারাইনীর প্রশস্তিতে লিখিত তার কাসীদায় উল্লেখ করেছেন।[২০] উমর ফররুখ বলেন, হিজরী ৩৯৯ সনে ১০০৯ খ্রি. তিনি বাগদাদে যান। সে সময়ে তার পিতার মৃত্যু হয়। বাগদাদ সফর তার জন্য তেমন কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি। তাই তিনি ক্ষোভে-দুঃখে বাগদাদ ত্যাগ করেন।[২১]

বাগদাদে অবস্থান কালেও তিনি পাঠাগারে পড়াশুনা করে সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু তিনি কারো শিষত্ব্য গ্রহণ করেননি। বরং একটি মসজিদে অবস্থান করে নিজ কাব্যগ্রন্থ 'সাক্তুয যানাদ'-এর ব্যাখ্যা লিখেন। তার নিজ বর্ণনা অনুযায়ী বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি কেবলমাত্র আবদুস সালাম বসরীর মাজলিসসমূহে বসতেন। অনেকে মনে করেন এখানে অবস্থানকালে তার মনে এক নতুন আকীদা ও দার্শনিক চিন্তার উদ্রেক হয়। যা পরবর্তী জীবনে পরিস্ফুষ্ট হয়।[২২]

আবুল আ'লার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী ৪০০ হিজরী রামাদান ১০১০ খ্রিস্টাব্দ এপ্রিল-মে মাসে তিনি মা'আররাতুন নোমান ফিরে আসেন অভাব-অনটন আর মাতার অসুস্থতার কারণে বাগদাদ ছেড়ে আসলে ও জীবনের শেষ মূর্হুত পর্যন্ত তিনি বাগদাদকে ভুলতে পারেন নি। বিদায়ের সময় রচিত একটি কাসীদায় এই সুন্দর শহর বাগদাদ ত্যাগের দরুন মর্ম যাতনার প্রকাশ করেছেন।[২৩] আবুল কাসেম তানুখী বলেন, একদা তিনি (আবুল আ'লা) আলী ইবন ঈসা রাবীঈর নিকট নাহ্ পড়তে যান কিন্তু তার অসৌজন্যমূলক কথায় আবুল আ'লা অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসেন আর যাননি।[২৪]

মায়ের মৃত্যু ও নিভৃত জীবন যাপন

কবি যখন অসুস্থ্ মাকে দেখার জন্য বাগদাদ হতে স্বদেশে ফিরছিলেন তখন পথিমধ্যেই তিনি মায়ের মৃত্যুর সংবাদ পান। এ দুঃসংবাদ তার মনে দারুন আঘাত হানে। এ ঘটনার পর হতেই তিনি নিঃসঙ্গ নিভৃত জীবন যাপনের প্রতি গভীরভাবে ঝুকে পড়েন। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে লিখিত চিঠিতে তার এ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর তিনি শুদ্ধাচারী নিভৃত জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি গোশত, দুধ ও ডিম খাওয়া পরিহার করেন। তিনি জমিতে উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যাদি আহার করতেন, মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং ঘর থেকে বের হতেন না।[২৫] এবং নিজকে রাহনুল মাহ্বাসীন (رهن المحبسين) দুই বন্দীখানার আবদ্ধ ব্যক্তি উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। এতে তিনি নিজের অন্ধত্ব ও নির্জনবাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কবি

২০. শারহুত তানবীর, কায়রো, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৯
২১. তারীখুল আদাবিল আরবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৪
২২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭, তারীখুল আদাবিল আরাবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৪
২৩. শারহুত তানবীয় প্রাগুক্ত, ২ খ, পৃ. ৯৫।
২৪. নুযহাতুল আলবা ফী তাবাকাতিল উদাবা- পৃ. ২৫৭, তারীখুল আদাবিল আরাবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৪
২৫. রাসাইল আবুল আ'লা, বৈরুত, ১৮৯৪ পৃ. ৮১। নুযহাতুল আলবা ফী তাবাকাতীল উদাবা- পৃ. ২৫৭, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ফররুখ, প্রাগুক্ত ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে বলেন,

أرانى فى الثلاثة من سجونى + فلا تسال عن النبا النبيث .

لفقدى ناظرى، ولزوم بيتى + وكون النفس فى الجسد الخبيث .

কিন্তু তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিভৃতচারী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেননা, ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু লোক কাব্য ও সাহিত্য জ্ঞান লাভের জন্য তার নিকট আগমন করতেন।[২৬] তিনি ৮৬ বছর জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে ৪৫ বছর কোনো গোশত খাননি।

তাঁর আমলে রাজনৈতিক অবস্থা

রাজনৈতিক ও সামাজিক এক দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আবুল আ'লা জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরে বাইযান্টাইন, দক্ষিণে ফাতিমীদের বারবার আক্রমণে মা'আররাতুন নো'মানের কর্তৃত্বকারী হামাদানী রাজাগণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে সালিহ ইবন মিরদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ৪০২ হিজরী, ১০১২ খ্রিস্টাব্দ আলেপ্পো দখল করে নেয়।

পরবর্তীতে সালেহ মা'আরবাতুন নুমান দখল করে প্রায় তিন বৎসর আবরোধ করে রাখে। (৪১৭ হিজরী, ১২২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪১৯ হিজরী, ১০২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) সে সময়ে আব্বাসী খেলাফতের কেন্দ্রস্থল বাগদাদের অবস্থাও ভালো ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা বুহাইয়াদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী।[২৭]

এ সময়ে মিসরের ফাতেমী খলিফা এবং আলেপ্পোর হামাদানী শাসকগণের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব চলছিল। ফাতেমী উজীর আল মাগরেবীর ছেলে আবুল কাশেম মাগরীবীকে লিখিত আবুল আ'লার দুটি চিঠি পাওয়া গেছে সে সূত্র ধরে তাকে ফাতেমীদের সমর্থক মনে করা হয়। কিন্তু দুটি মাত্র চিঠি তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা, তিনি মূলত, তার রচনায় বাতেনী (ইসমাঈলী) মতবাদের প্রতি বিদ্রূপ করেছেন।[২৮]

মাআ'ররাতুন নো'মান শহরের দায়িত্বভার গ্রহণ

হামাদানী বংশের দুর্বলতার সুযোগে সালেহ ইবনে মিরদাস মা'আর রাতুন নো'মান শহর ৪১৭ হিজরী, ১০২৬/৪১৯-১০২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। পরিশেষে শহরবাসীরা অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে আবুল আ'লাকে সালিহের নিকট প্রেরণ করেন। সালিহ তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করে অবরোধ উঠিয়ে নেন এবং তার উপর শহরের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বভার প্রদান করেন।

---

২৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড- পৃ. ১৭।
২৭. নুযহাতুল আলবা ফী তাবাকাতিল উদাবা, পৃ. ২৫৭
২৮. ইসলামী বিশ্বকোষ- প্রাগুক্ত, ২য় খ, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনার সমর্থনে প্রসিদ্ধ ইসমাঈলী কবি নাসির খসরুর বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি ৪৩৮ হিজরী, ১০৪৬ খ্রিস্টাব্দ মা'আররাতুন নোমান সফর করেন। তিনি লিখেন যে, এখানে আবুল আ'লা নামে একব্যক্তি ছিলেন, তিনি শহরের প্রধান ছিলেন। তার বিপুল ধন-সম্পদ অনেক কর্মচারীগণের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা দিতেন। কবি নাসির খসরু তার বিবরণীতে আবুল আ'লাকে প্রকৃত শাসক বলে বর্ণনা করেছেন।[২৯]

অতি সাধারণ জীবন যাপন

আবুল আলা দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তাই অতি সাধারণ জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। জীবনে অনেক অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েও তিনি বিলাস ও আরামদায়ক জীবন যাপন করেননি। তাকে কোনো ওয়াকফ্ সম্পত্তি হতে বাৎসরিক মাত্র ত্রিশ দিনার ভাতা প্রদান করা হতো।[৩০]

প্রখ্যাত ইসমাঈলীয় কবি নাসির খসরু তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, আবুল আলা শহরের প্রধান ছিলেন। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও অসংখ্য চাকর-বাকর ছিল। এরপরও তিনি নিরাসক্ত জীবন যাপন করতেন। কম্বল পড়ে ঘরে বসে থাকতেন। তার আহার ছিল মাত্র এক রতল (প্রায় সাত ছটাক) যবের রুটি।[৩১]

আবুল আ'লার ধর্মীয় দর্শন ও বিশ্বাস

তার ধর্মীয় দর্শন ও বিশ্বাস নিয়ে সমসাময়িক পণ্ডিত ও সমালোচকগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। অনেকে তার দর্শনকে সমর্থন দিয়েছেন আবার অনেকে যিনদিক ও মুলহিদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদকে বিশ্বাস করতেন। অনেকের মতে তিনি যে কবিতা লিখতেন তা ছিল সূফীদের কবিতার মতো যার যাহেরী এবং বাতেনী ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে। তবে অধিকাংশ মুসলিম লেখক তাকে মুলহিদ মনে করেন।[৩২]

তিনি তার লুযুমিয়াত কাব্যগ্রন্থে একজন যাহিদ ও ধার্মিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ইমাম গাজালীর প্রথম জীবনের মতো তিনিও ধর্ম সম্পর্কে সংশয়বাদী হয়ে পড়েছিলেন।

তিক্ত নৈরাশ্যবাদের উপর তার চিন্তার ভিত্তি থাকায় তিনি মনে করতেন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, ক্ষুধা, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি সব সময় মানুষকে ঘিরে রাখে। তিনি শেষ জীবনে দুধ, ডিম ও গোশত আহার করা ছেড়ে দেন। অনেকে মনে করেন তা ছিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব। কিন্তু তিনি বলেন

---

২৯. সফর নামায়ে নাসির খসরু, প্যারিস, ১৮৮১ পৃ. ১০। উমর ফররুখ, হাকীমুল মা'আররা, বৈরুত পৃ. ১০৮।
৩০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় খ. পৃ. ১৭।
৩১. সফর নামায়ে নাসির খসরু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
৩২. তারীখুল আদাবিল আরাবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৫, নুযহাতুল আলবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

জীব-জানোয়ারের প্রতি সহানুভূতির ফলেই তিনি এসব বর্জন করেছেন। সন্তানধারণ করা পাপের শামিল এ বিশ্বাসের কারণে তিনি বিয়ে করেননি। তিনি বলেন,

نصحتك لا تنكح فان خفت ماثما + فاعرض ولا تنسل فذاك احرم.

তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করবে না। যদি তুমি অপরাধের ভয় কর, তাহলে তা করতে পার তবে সন্তান নিবে না– এটিই হলো বুদ্ধিমত্তা বা প্রকৃত প্রত্যয়।

নারীদেরকে তিনি খারাপ প্রকৃতির বলে ধারণা করতেন। মৃত্যুকে তিনি একটা মুবারক ঘটনাবলে মনে করতেন কেননা জীবনযন্ত্রণা হতে মুক্তি দানের এটি একটি সহজপথ।[৩৩] মূলত, অধিকাংশ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মনে করেন আবুল আ'লা সংশয়বাদী লোক ছিলেন।[৩৪]

তার রচনাবলি

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি, দর্শন ও ইতিহাসসহ অন্যান্য বহু বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি সকল বিষয়েই কিছু না কিছু রচনা করেছেন। তাই আবুল আ'লার রচনাবলি অনেক বেশি। সম্ভবত কোনো কবি এত বহু মাত্রিক প্রতিভা ও রচনার অধিকারী ছিলেন না। তিনি যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই তারপক্ষ হতে আলী ইবন আব্দিল্লাহ ইসফাহানী তার রচনাসমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আবুল আলার রচনাসমূহের একটি তালিকা ও প্রণয়ন করেন। তার রচনাবলিকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) গদ্য রচনাবলি (খ) পদ্য রচনাবলি (গ) অন্যান্য রচনাবলি।

ক. গদ্য রচনাবলি

তার গদ্য রচনাবলির 'রাসাইল'সমূহ অন্যতম। ইহা মূলত বিভিন্ন সময়ে লিখিত আবুল আ'লার চিঠিপত্রের একটি সংকলন। শাহীন আফেন্দী কর্তৃক রাসাইলু আবি'ল আলা আল মা'আররীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ বৈরুতে প্রকাশিত হয়।[৩৫] তার কোনো কোনো পত্র এত লম্বা যে, এর এক একটিকে আলাদা পুস্তক ধরা যায়। তার উল্লেখযোগ্য কয়টি রিসালাহ নিম্নরূপ।

১. রিসালাতুল গোফরান এই পাণ্ডুলিপিটি তিনি ফাতিমী উযীর আল-মাগরিবীর পুত্রের শিক্ষক আবু মানসুর আলী ইবনুল ফারিহ আল হারাবীর চিঠির জবাবে লিখেছেন। এই রেসালটি দুটি অংশে বিভক্ত (ক) প্রথম অংশে আবুল আ'লা কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা ইবনে কারীহকে আলাম-ই উকবার সফর করিয়েছেন। (খ) দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের জবাব, এতে বিশেষত যিন্দীকদের সম্পর্কে অনেক জানার বিষয় রয়েছে।[৩৬]

---

৩৩. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০
৩৪. তারীখুল আদাবীল আরাবী, যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত পৃ. ২২৫।
৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৩৬. কামিল গিলানী, ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৯৩৮, পৃ. ৪৭২-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২. রিসালাতুল মালাইকা

১৩৬৩ হিজরীতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ এই রিসালার একটি পাণ্ডুলিপি সিরিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। যা মুহাম্মদ সালীম আল-জুনদী কর্তৃক রিসালতুল মালাইকা, ইলমাউশা-শায়খিল-ইমাম আবিল-আলা নামে ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।[৩৭] উক্ত রেসালায় তিনি ইলম-মারেফাত সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং নিজেই জবাব দেন।

৩. রিসালাতুশ শায়াতীন।

৪. রিসালাতুল ইগরিফিয়্যা

উযীর আল-মাগরিবীর পুত্র আবুল-কাসিম আল মাগরেবীর একটি পত্রের জবাব। তিনি ইবনুস-সাকাত লিখিত ইসলাহুল-মানতিক গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত লিখেছেন। তার উক্ত পত্রটি এ বিষয়েই লেখা।[৩৮]

৫. রিসালাতুল মানবাদিয়া,

৬. রিসালাতুত তাইর,[৩৯]

৭. রিসালাতুল হান্না,

৮. রিসালাতুস সাহেলে ওয়াশাহেজ (رسالة الساحل والشاحج)

৯. মাজমুউ রাসাইলে আবিল আ'লা[৪০]

১০. মুলকুস সাবীল ফিল ওয়াজি ওয়ায্ যুহ্‌দি, এটি গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়ে লিখিত এই রিসালায় দুনিয়ার অসারতা, মানুষের অলসতা সম্পর্কে ও বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ রয়েছে।[৪১]

তার রচিত গদ্য রচনাসমূহ কৃত্রিম অলংকারপূর্ণ পদ্যের ন্যায়। তার সকল গদ্য রচনায় ছন্দবিহীন কয়েকটি বাক্য পাওয়া ও দুষ্কর হবে। তাছাড়া তার গদ্য রচনাসমূহ অপরিচিত শব্দসমূহ এবং নানা রকম জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিভাষায় ভরপুর।

খ. পদ্য রচনাবলি

আল মা'আররীর পদ্য রচনা সমৃদ্ধশালী হলেও তা খুব দীর্ঘ নয়। তার রচিত কাব্য গ্রন্থ তিনটি আরব জাহানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তার এসব কবিতা ও কাব্যের বহু ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে।

---

৩৭. মাতবুআতুল মাজমাইল ইলমী আল আরাবী, দামেস্ক, সংখ্যা ১২, পৃ. ৫৭৪-৬১০
৩৮. কামিল গিলানী, রিসালাতুল গুফরান প্রাগুক্ত সংস্করণ পৃ. ৪৭৫-৫০৬।
৩৯. আ'লাম, যারকালী, ১ খণ্ড, পৃ. ১৫৭
৪০. তা'রীফুল কুদামা বি আবিল আ'লা, পৃ. ১৫৪, ১৮৩
৪১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

১. সাক্তুয যানদ

আবুল আ'লার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাব্য সংকলনটি তার যৌবনকালে রচিত। এতে তাঁর চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুতে রচিত কবিতা ও বাগদাদ ত্যাগ করার সময় রচিত কাসীদা স্থান পেয়েছে। এতে শোকগাথা ও অন্যান্য কবিতা ও সংযোজিত হয়েছে। তার এই কাব্যগ্রন্থে অপরিচিত শব্দের প্রয়োগের কারণে তার কবিতা ও জাহেলী যুগের কবিতার মধ্যে কোনো প্রার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। তার এসব কবিতায় মুতানাব্বীর কবিতার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ড. ত্বাহা হুসাইন আল মা'আররীর শোকগাঁথা সমূহকে আরবী সাহিত্যে 'নজীরবিহীন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪২]

২. আদ্-দিরঈয়্যাত

আবুল আ'লা নিজে ইহাকে একটি পৃথক কাব্যবলে বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি আবুল আ'লা দিরারে প্রশংসায় রচিত সমস্ত কবিতা সন্নিবেশিত করেছেন।

৩. আল্-লুযুমিয়্যাত

মূলত লুযুমিয়্যাত এমন একটি কাব্য সংকলন যাতে দার্শনিক কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। এসব কবিতায় মৌলিক পদার্থ, স্থান, কাল সৃষ্টিকর্তা, রূহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এতে আবুল আ'লা একজন চিন্তাশীল ও উন্নত চরিত্রের শিক্ষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি চারিত্রিক ও সামাজিক অন্যায়সমূহের প্রবল প্রতিবাদ করেছেন। মানবিক বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে তাহার নখদর্পনে ছিল।

গ. অন্যান্য রচনাবলি

আবুল আ'লা বিভিন্ন কবির কাব্য সংকলনের ও শারাহ লিখেছেন। উহাদের মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বর্তমানে পাওয়া যায়।

১. শারহ্ দীওয়ানুল-হামাসা। দেওয়ানে আবূ তাম্মামের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি লেখকের নামের সাথে মিল রেখে বইটির নাম ذكرى حبيب রেখেছেন।

২. আবুছুল ওয়ালিদ– শরহে দেওয়ানে আবিল ওয়ালিদ আলবুহতারী।

৩. শারহ্ দেওয়ানিল মোতানাব্বী। কবি মোতানাব্বীর দিওয়ানের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি তার নামকরণ করেন معجز احمد

৪. কিতাবুল আইকে ওয়াল গুছুন। ইহা ১০০ খণ্ডে লিখা তার একটি একক বিশ্বকোষ যা পরবর্তীতে হারিয়ে গেছে।[৪৩]

---

৪২. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ২য় সংস্করণ ২য় খণ্ড পৃ. ১৮। তারীখুল আদাবিল আরাবী, ফররুখ, প্রাগুক্ত ৩ খণ্ড, পৃ. ১২৪
৪৩. তারীখুল আদাবীল আরাবী, ত্বাহা হোসাইন, পৃ. ৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৫. তাজুল হুররা (تاج الحرة)

৬. মুলাক্কা আস সাবীল (ملقى السبيل)

৭. খুতবাতুল ফাসীহ (خطبة الفصيح)

৮. আল ফুসুল ওয়াল গায়াত (الفصول والغايات)

৯. আল লামেউল আযীযী (اللامع العزيزى)[88]

১০. আয্ যাজরুন নাবিহ (الزجر النابح)

১১. এস্তাগফের ওয়া এস্তাগফের (استغفر واستغفر)

১২. নাজরুস যাজার (نجر الزجر)

১৩. আস সাজউস সুলতানী (السجع السلطانى)[8৫]

মৃত্যু

১৩ রবিউল আওয়াল ৪৪৯ হিজরী ২০ মে, ১০৫৭ সালে তিনদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। তার কবরের স্মৃতিফলক ও উৎকর্ণ লিপিতে তা বিদ্যমান। বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের বিরুদ্ধে কবিতার যে শ্লোকগুলো তার কবরের স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ ছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[৪৬] তাকে দাফনের পর সত্তর জনের ও অধিক কবি শোকগাথা রচনা করেছেন।[৪৭] যাইয়্যাত বলেন, তার দাফনের পর ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সুফীদের মধ্য হতে প্রায় একশত আশি জন কবি তার জন্য শোকগাঁথা রচনা করেন।[৪৮]

আব্বাসীয় খলিফা কায়েম বে-আস্‌রিল্লাহর আমলে ৪৯৯ হিজরীর ১৩ রবিউল আউয়াল মাসের জুমাবার রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৪৯] মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল চৌরাশি বছর। তাঁকে معرة النعمان নামক স্থানে দাফন করা হয়। তিনি মৃত্যুর পর তাঁর কবরের পাশে বিবাহ এবং সন্তান জন্মদান বিষয়ে লিখিত নেতিবাচক কবিতা উৎকীর্ণ করতে ওসীয়ত করেন– هذا جناه أبى على + وما جنيت على احد

আমার বাবা আমার প্রতি যে অন্যায় করেছে (আমাকে জন্ম দিয়ে) আর আমি কারো প্রতি অন্যায় করিনি জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে।[৫০]

---

৪৪. আ'লাম যারকীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭
৪৫. তা'রীফুল কুদামা লি আবিল আ'লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪
৪৬. E, Lithman Semitic Inserip;tions, নিউইয়র্ক ১৯০৪, পৃ. ১৯৮
৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪৮. তারীখুল আদাবিল আরাবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৫
৪৯. নুজহাতুল আলবা কিতাবাকাতিল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭
৫০. তারীখুল কুদামা বি আবিল আ'লা, পৃ. ৩১৯, ৩২৯
৫০. তারীখুল আদাবিল আরাবী, যাইয়্যাত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية

কাব্যগ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা

ইতোমধ্যে কবির জীবনী আলোচনার সময় তার রচনাবলি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়েছে যে, কবির জীবদ্দশায় তার রচিত সকল কবিতা কাব্যাকারে গ্রন্থিত হয়নি। দিওয়ানে আবুল আতাহিয়্যা নামে তার কাব্য সংকলন বর্তমানে পরিচিত হলেও আমাদের কাছে থাকা 'আল আনওয়ারুল যাহিয়্যাহ ফী দিওয়ানেআবিল আতাহিয়্যা' কাব্যগ্রন্থটিকে মৌলিক ও একমাত্র কাব্যসংকলন হিসেবে ধরে আলোচনা করব। এ কাব্যগ্রন্থের সংকলকগণ কাব্যগ্রন্থটিকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অংশে কেবল যুহদিয়্যাত সম্পর্কিত কবিতাসমূহ এবং দ্বিতীয় অংশে অন্যান্য বিষয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে। উক্ত সংকলনে কবির কবিতাসমূহ قافية বা ছন্দের ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে।* আমরা প্রত্যেক قافية-কে নিয়ে আলাদা আলোচনা করব। এবং তাতে বর্ণিত আল্লাহর প্রশংসা, দুনিয়ার অসারতা, মৃত্যু, কবর, স্বল্পে তুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী লাইনগুলোর উদ্ধৃতি প্রদানের চেষ্টা করব।

অপর পৃষ্ঠায় আমরা কাব্যের প্রথমাংশে সংকলিত কবিতাসমূহের কাফিয়া ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করলাম:

Dhaka University Institutional Repository

নং	কাফিয়ার নাম	ছত্র সংখ্যা	যেসব ছন্দের কবিতা অত্র কাফিয়াতে সংকলিত হয়েছে
১	قافية الالف	১৮১	বাসিত, মোতাকারিব, তাবীল, সারীয়', কামিল, খাফীফ
২	قافية الباء	৩৬৮	ওয়াকির, তাবীল, বাসিত, মুনসারাহ, কামিল, রমল, মোতাকারিব, সারীয়', মাদিদ
৩	قافية التاء	৩৩৩	কামিল, মুনসারাহ, রমল, ওয়াফির, তাবীল, খাফীফ, সারীয়', বাসিত, মোতাকারিব
৪	قافية الثاء	১১	খাফীফ, কামিল
৫	قافية الجيم	৫৪	বাসীত, রমল, কামিল, তাবীল
৬	قافية الحاء	৩৫	তাবীল, ওয়াকির, রমল, কামিল
৭	قافية الخاء	×	× এ নামে কোনো কাফিয়ার উল্লেখ নেই
৮	قافية الدال	৩১৩	কামিল, মুতাকারিব, তাবীল, মুনসারাহ, রমল, বাসিত, খাফীফ, মাদীদ, সারীয়
৯	قافية الذال	০৫	কামিল
১০	قافية الراء	৫০০	কামিল, তাবীল, খাফীফ, মুনসারাহ, ওয়াফির, মুতাকারিব, বাসীত, সারীয়', মাদীদ, রমল
১১	قافية الزاء	০২	তাবীল
১২	قافية السين	৯১	ওয়াকির, বাসীত, তাবীল, হজয্, কামিল, সারীয়'
১৩	قافية الشين	০৩	তাবীল
১৪	قافية الصاد	০৭	খাফীফ, কামিল
১৫	قافية الضاد	৫৩	বাসিত, কামিল, তাবীল, রমল, মুতাকারিব, বাসিত
১৬	قافية الطاء	১৫	কামিল, তাবীল
১৭	قافية الظاء	০৪	কামিল
১৮	قافية العين	৩১৭	তাবীল, কামিল, বাসিত, মুনসারাহ, রমল, ওয়াফির, খাফীফ
১৯	قافية الغين	০৫	খাফীফ
২০	قافية الفاء	৭৪	কামিল, বাসিত, তাবীল, ওয়াফির, সারীয়'
২১	قافية القاف	১৩৮	তাবীল, মুনসারাহ, খাফীফ, মাদিদ, রমল, বাসিত, সারীয়', ওয়াফির
২২	قافية الكاف	১৮০	তাবীল, কামিল, ওয়াফির, মুনসারাহ, হজয্, মাদীদ, মুতাকারিব, সারীয়' রমল, রজয্
২৩	قافية اللام	৭২৭	বাসীত, কামিল, সারীয়', ওয়াফির, তাবীল, রমল, মুনসারাহ, রজয্, হজয্, খাফীফ, মাদীদ
২৪	قافية الميم	২০৮	খাফীফ, বাসিত, কামিল, সারীয়', রজয্, রমল, ওয়াফির, হজয্, মুতাকারিব
২৫	قافية النون	৪৬১	মাদীদ, কামলি, ওয়াফির, তাবীল, খাফীফ, মুজতাহ, হজয্, রমল, মুনসারাহ, সারীয়'
২৬	قافية الهاء	১৯৬	হজয্, খাফীফ, কামিল, তাবীল, মাদীদ, মুতাকারিব, ওয়াফির, সারীয়'
২৭	قافية الواو	২১	কামিল, তাবীল, মুনসারাহ
২৮	قافية الياء	১৩০	ওয়াফির, খাফীফ, বাসীত, তাবীল, কামিল, রজয্
	মোট	৪,৪৩১	উক্ত পরিসংখ্যানানুযায়ী প্রথমাংশে মোট কবিতার লাইন ৪,৪৩১ এবং خاء অক্ষরে কোনো কাফিয়া নেই

Dhaka University Institutional Repository

قافية الألف

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা

কবির দিওয়ানের আলিফ ছন্দে রচিত বৃহদ অংশের প্রথমে সমসাময়িক লোকদের চরিত্র ও গুণাবলি নিয়ে বর্ণিত কবিতা দ্বারা সংকলন শুরু করা হয়েছে। তবে আল্লাহ তাআলার প্রংশংসায় তার রচিত পাঁচটি লাইন উক্ত কাফিয়ার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেন,

جل رب احاط بالاشياء + واحد ما جد بغير خفاء

جل عن مشبه له ونظير + وتعالى حقا على القرناء

عالم السر كاشف الضر يعفوا + عن قبيح الافعال يوم الجزاء

ما على بابه حجاب ولكن + هو من خلقه سميع الدعاء

لذ ايها الغفول وبادر + تحظ من فضله بنيل العطاء.

১. মহান রব সকল বস্তুকে যিনি বেষ্টন করে রেখেছেন, তিনি এক অতি মর্যাদাবান, তাতে কোনো অস্পষ্টতা (সন্দেহ) নেই।

২. তিনি তার তুলনা ও সাদৃশ্য হতে পবিত্র প্রকৃত অর্থে তিনি সকল তুলনা হতে অতি উর্ধ্বে।

৩. তিনি গোপনীয় বিষয়ে জানেন, দুঃখ-কষ্ট দূরকারী প্রতিদান দিবসে তিনি দুষ্কর্মসমূহ মার্জনা করে দেবেন।

৪. তার দুয়ারে কোনো পর্দা ঝুলানো নেই; বরং তিনি তার সৃষ্টির দোয়া (ডাক) শ্রবণকারী।

৫. ওহে অতিশয় গাফেল, তুমি আশ্রয় কামনা করো এবং তার দান লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করো তার দয়ার অংশপ্রাপ্ত হবে।

উক্ত পাঁচটি লাইনে আল্লাহ তাআলার প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও অপরিসীম ক্ষমতা এবং অতিশয় করুণার বিষয়টি সুন্দরভাবে সাবলীল ভাষায় কবি তুলে ধরেছেন। কবি এ قافية-এর প্রথমাংশে পঞ্চম লাইনে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় বলেন,

الحمد لله يقضى ما يشاء + ولا يقضى عليه وما للخلق ما شاءوا.

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি যা ইচ্ছা তা ফায়সালা করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ফায়সালা করা যায় না এবং সৃষ্টির যা খুশি তা করার অধিকার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

কবি অন্যত্র বলেন,

وللہ نعماء علینا عظیمة + وللہ احسان وفضل وعطاء .

আমাদের উপর রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার অসীম নিয়ামত এবং আল্লাহ্ তাআলার অসীম নিয়ামত এবং আল্লাহ্ তাআলার আমাদের উপর দয়া, দান ও করুণা রয়েছে।

কবি অন্য এক লাইনে বলেন,

سبحان من لاشئ یعدلہ + کم من بصیر قلبہ عاشی .

পবিত্রতা ঘোষণা করছি সে মহান আল্লাহ্ তাআলার, যার সমকক্ষ কোনো কিছু নেই, কতই না এমন চক্ষুস্মান রয়েছে, যাদের অন্তর (চক্ষু) অন্ধ।

কবির এ লাইনে সূরা হাজ্জের ছেচল্লিশতম আয়াতের প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور .

তারা কি এ উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ হয় না; কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসায় কবি বলেন,

وهو الخفی الظاهر الملك الذی + هولم یزل ملكا علی العرش استوی

وهو المقدر والمدبر خلقة + وهو الذی فی الملك لیس له یری

وهو الذی یقضی بما هو اهله + فینا ولا یقضی علیه اذا قضی .

১. তিনি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে এমন এক মালিক, যিনি আরশের উপর সমাসীন এবং রাজকীয়তা তার কাছ থেকে বিদূরিত হবে না।

২. তিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তাদেরকে পরিচালনা করেন। রাজত্বের (কর্তৃত্বের) বিষয়ে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

৩. আমাদের মধ্যে যে যোগ্য তার জন্য তিনি ফায়সালা (বন্টন) করেন। তার বিরুদ্ধে কোনো ফায়সালা (বন্টন) চলেন না। তিনি যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেন।

কাফিয়া আলিফে আল্লাহর প্রতি কবির অবিচল আস্থা বিশ্বাস, তার অসীম ক্ষমতা ও চিরস্থায়িত্বের কথা উপরিউক্ত এগারোটি ছত্রে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মৃত্যু ও ধ্বংসের বর্ণনা

কবি তার কাফিয়া আলিফের শুরুতেই মৃত্যু ও ধ্বংস সম্পর্কে বলেন,

لم يخلق الخلق الا للفناء معا + تفنى وتبقى احاديث واسماء .

يا بعد من مات ممن كان يلطفه + قامت قيامته والناس احياء .

يقضى الخليل اخاه عند ميتته + وكل من مات اقصته الاخلاء .

১. সৃষ্টিকে কেবল ধ্বংসের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু থেকে যাবে বাণী আর নামসমূহ।

২. হায় আফসোস! যে মৃত্যুবরণ করেছে, তাকে যে স্নেহ করত, সেও মৃত্যুবরণ করেছে। তার কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে অথচ লোকেরা জীবিত।

৩. মৃত্যুর সময় বন্ধু তার বন্ধুকে দূরে ঠেলে দেয়, আর যে মারা যায়, বন্ধুরা তাকে দূরে ঠেলে দেয়।

উপরিউক্ত লাইন তিনটিতে কবি মৃত্যুর বাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন। মৃত্যুর দ্বারা অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বন্ধুত্বতা ছেদ করে চলে যেতে বাধ্য হয়, কবি এ বাস্তব সত্যটি এখানে তুলে ধরেছেন। কবি কাফিয়া আলিফের শেষাংশে মৃত্যু প্রত্যেককে সমান করে দেয়– এ বাস্তব সত্যটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। কবি বলেন,

ان الطبيب بطبه ودوائه + لا يستطيع دفاع مكروه اتى .

ما للطبيب يموت بالداء الذى + قد كان يبرئ منه فيما قد مضى .

ذهب المداوى والمداوى والذى + جلب الدواء وباعه ومن اشترى .

১. ডাক্তার তার চিকিৎসা ও ঔষধ দ্বারা আগত সমস্যাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় না।

২. ডাক্তারের কী হলো, ইতঃপূর্বে যে রোগ ডাক্তার নিরাময় করেছে, সে রোগেই ডাক্তার মৃত্যুবরণ করে।

৩. ঔষধদাতা, গ্রহীতা, বহনকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী সবাই মৃত্যুবরণ করেছে।

কবি আরো বলেন,

يعز دفاع الموت عن كل حيلة + ويعيا بداء الموت كل دواء .

ونفس الفتى مسرورة بنمائها + وللنقص تنمو كل ذات نماء .

Dhaka University Institutional Repository

حلا وتها ممزوجة بمرارة + وراحتها ممزوجة بعناء.

فلا تمش يوما فى ثياب مخيلة + فانك من طين خلقت وماء.

১. তোমার জীবনের শপথ করে বলছি, দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়, তোমার জন্য ধ্বংসশীল ঘরের বিপরীতে মৃত্যুর ঘরই যথেষ্ট।

২. হে আমার প্রিয় ভাই দুনিয়ার প্রতি মত্ত হবে না। কেননা দুনিয়ার প্রতি আশিকদেরকে বিপদে পড়তে দেখা গেছে।

৩. দুনিয়ার মিষ্টতা-তিক্ততার সাথে সংমিশ্রিত, দুনিয়ায় শান্তি-সুখ, দুঃখ-কষ্টের সাথে মিশ্রিত করা হয়েছে।

৪. কাজেই কোনো দিনই অহংকারের বস্ত্র পরিধান করে চলবে না। কেননা তোমাকে মাটি এবং পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

কবি দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনায় আরো বলেন,

المرء آفته هوى الدنيا + والمرء يطغى كلما استغنى.

انى رأيت عواقب الدنيا + فتركت ما اهوى لما اخشى.

فكرت فى الدنيا وجدتها + فاذا جميع جديدها يبلى.

واذا جميع امورها دول + بين الكبرية قلما تبقى.

ما زالت الدنيا منغصة + لم يخل صاحبها من البلوى.

دار الفجائع والهموم دار + البؤس والاحزان والشكوى.

১. মানুষের জন্য বিপদ হলো দুনিয়ার প্রতি মোহ, আর মানুষ যখনি ধনী হয়ে ওঠে, বাড়াবাড়ি করে।

২. আমি দুনিয়ার পরিণাম-পরিণতি দেখেছি তাই খোদাভীরুতার বিপরীতে মনের খেয়াল-খুশিকে আমি বর্জন করেছি।

৩. দুনিয়া এবং তার দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে আমি চিন্তা-ভাবনা করেছি। অতঃপর দেখেছি যে, দুনিয়ার সব নতুনই পুরাতন হয়ে যায়।

৪. মানুষের মাঝে দুনিয়ার সকল বিষয় ও বস্তুই পরিবর্তনশীল, এর খুব কম বিষয়ই পরিবর্তনের বাকি থাকে।

৫. দুনিয়া সব সময়ই অপরিচ্ছন্ন ও আশাহত থাকে দুনিয়ায় বসবাসকারী কেউই বিপদমুক্ত হতে পারে না।

৬. (দুনিয়া হলো) শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট, অভিযোগের ক্ষেত্রস্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

কবি অন্যত্র দুনিয়ার ধ্বংসের বিয়টিকে চাক্তির ঘূর্ণনের সাথে তুলনা করে বলেন,

يا ساكن الدنيا امنت زوالها + ولقد ترى الايام دائرة الرحى .

ওহে দুনিয়ায় বসবাসকারী, তুমি নিরাপদ মনে করেছ যে, দুনিয়া ধ্বংস হবে না। অথচ তুমি দেখছ, কাল বা যুগ চাক্তির মতো ঘুরছে। অর্থাৎ একদিন এ ঘূর্ণন থেমে যাবে আর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

কবি তার কাফিয়ায়ে আলিফের শেষাংশে বলেন,

الا نحن فى دار قليل بقاؤها + سريع تداعيها وشيك فناؤها .

تزوذ من الدنيا التقى والنهى فقد + تنكرت الدنيا وحان انقضاؤها .

غدا تخرب الدنيا ويذهب اهلها + جميعا وتطوى ارضها وسمآؤها .

ترق من الدنيا الى اى غاية + سموت اليها فالتنا يا وراءها .

১. আফসোস, আমরা ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে বাস করছি, যার ধ্বংস অতি দ্রুত এবং যা দ্রুততার সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে।

২. আল্লাহভীরুতা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাকে দুনিয়া হতে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ কর। কেননা, দুনিয়া বিগড়ে গেছে এবং তার ধ্বংস নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

৩. আগামীতে দুনিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তার সকল আদিবাসী চলে যাবে (ধ্বংস হবে) এবং তার জমিন ও আকাশ ভাঁজ করা হবে।

৪. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসায় তুমি যতই উর্ধ্বে ওঠে থাক না কেন, তুমি তা হতে মুখ ফেরাও। কেননা তার পেছনেই রয়েছে মৃত্যু।

৬. কবর ও কবরবাসীর বর্ণনা

কবর হলো মানুষের আখিরাতি জিন্দেগীর প্রথম মঞ্জিল। প্রত্যেককেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কবরবাসী হতে হবে। সেখানে ধনী-গরীব, রাজা-বাদশাহ, গোলাম-মালিক কোনো পার্থক্য থাকবে না। পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ সেখানে বলিষ্ঠ শরীরকে কুড়ে কুড়ে খাবে। হাড়-গোড় সবকিছুই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। কবি বলেন,

يا بانى الدار المعد لها + ماذا عملت لدارك اخرى .

وممهد الفرس الوثيرة + لا تغفل فراش الثرقذة الكبرى .

Dhaka University Institutional Repository

১. ওহে ঘর তৈরিকারী এবং তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী, তুমি তোমার আখিরাতের ঘরের জন্য কী কাজ করেছ?

২. জলুসপূর্ণ, দামি বিছানাসমূহের স্থাপনাকারী তুমি দীর্ঘ সময় অবস্থানকারী বিছানার কথা ভুলবে না।

কবি অন্য এক লাইনে বলেন,

ولقد مررت على القبور فما + ميزت بين العبد والمولى .

এবং আমি কবরসমূহের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; কিন্তু আমি দাস ও প্রভুর কবরের মাঝে পার্থক্য করতে পারছিলাম না। কাফিয়ায়ে আলিফের শেষ দিকে কবি কবর ও কবরবাসীর উপর একটি দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা প্রদান করেছেন।

يا معشر الاموات يا ضيفان ترب + الارض كيف وجدتم طعم الثرى .

اهل القبور محى التراب وجوهكم + اهل القبور تغيرت تلك الحلى .

اهل القبور بنائ دياركم + ان الديار بكم لشاحطة النوى .

اهل القبور لاتواصل بينكم + من مات اصبح حبله رث القوى .

كم من اخ لى قد وقفت بقبره + فدعوته لله درك من فتى .

آاخى لم يفك المنية اذ اتت + ما كان اطعمك الطبيب وما سقى .

أخى لم تغن التمائم عنك ما + قد كنت احذره عليك ولا الرقى .

১. ওহে মৃত্যুবরণকারীগণ, ওহে জমিনের মাটিতে অবতরণকারীগণ (মেহমানগণ) তোমরা মাটির স্বাদ আস্বাদন করলে।

২. হে কবরবাসীগণ মাটি তোমাদের মুখমণ্ডল মুছে দিয়েছে। হে কবরবাসীরা (তোমাদের) ঐসব অলংকার ও সৌন্দর্য পরিবর্তন হয়ে গেছে।

৩. ওহে কবরবাসীরা তোমরা তোমাদের বাসস্থান হতে অনেক দূরে। নিশ্চয়ই তোমাদের ঘরসমূহ অনেক দূরে অবস্থিত।

৪. হে কবরবাসীরা তোমাদের মাঝে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক নাই, যে মারা যায় তার রশি দুর্বল শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সে কর্মক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে হারায়।

৫. আমি আমার কত না ভাইয়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে ওহে যুবক বলে ডেকেছি।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ওহে আমার প্রিয় ভাই মৃত্যুর হাত হতে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, যখন মৃত্যু আসবে, যা তোমাকে ডাক্তার খাইয়েছে এবং পান করেছে।

৭. হে আমার প্রিয় ভাই কোনো তাবিজ ও ঝাড়-ফুঁক আমি যা থেকে তোমাকে ভয় ও সতর্ক করেছি তা হতে বাঁচাতে পারবে না।

চ. পরকাল ও জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের বর্ণনা

পরকালকে স্বীকার করা ঈমানের অংশ। পরকাল অবশ্যই সংঘটিত হবে। কবি পরকালের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন,

امامك يا ندمان دار سعادة + يدوم البقا فيها ودار شقآء.

خلقت لأحدى الغايتين فلاتنم + وكن بين خوف منهما ورجآء.

১. ওহে (লজ্জিত) আফসোসকারী তোমার সামনে দুটি পথ আছে- সৌভাগ্যের স্থল কিংবা দুর্ভাগ্যের স্থল সেখানে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে হবে।

২. তোমাকে উপরের যে কোনো দুটির একটির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই তুমি ঘুমাবে না। সুতরাং তুমি আশা ও নিরাশার মাঝামাঝি অবস্থান কর।

কবি মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে বলেন,

حياتك انفاس تعد فكلما + مضى نفس منها نقصت بها جزءا.

তোমার জীবন হলো নির্দিষ্ট হিসাবের কতগুলো শ্বাস-প্রশ্বাস। কাজেই যখনি কোনো শ্বাস চলে যায় (বেরিয়ে যায়) নির্দিষ্ট শ্বাস হতে তখন তা হতে একটি অংশ কমে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الباء

কবি قافية الباء-তে সর্বাধিক সংখ্যক কবিতা রচনা করেছেন। অন্যান্য কাফিয়ার মতো এতে ও কবি যুহদের নানা শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এতে মোট তিন শত আটষট্টি লাইন রয়েছে। তবে মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী বিষয়ে এ কাফিয়াতে সর্বাধিক আলোচনা হয়েছে বিধায় আমরা এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোচনা করব।

ক. কবি বলেন,

فيا عجبا تموت وانت تبني + وتتخذ المصانع والقبابا ـ

اراك وكلما اغلقت بابا + من الدنيا فتحت عليك بابا ـ

الم تر ان غدوة كل يوم + تريدك من منيتك اقترابا ـ

وحق لموقن الموت ان لا + يسوغه الطعام ولا الشرابا ـ

১. হায় কী আশ্চর্য তুমি মৃত্যু বরণ করছ অথচ তুমি নির্মাণ করছ এবং তুমি বিশাল প্রাসাদসমূহ ও গম্বুজসমূহ নির্মাণ করছ।

২. আমি তোমাকে দেখেছি, যখনি তুমি দুনিয়ার (ব্যস্ততার) একটি দুয়ার বন্ধ কর, তখনি দুনিয়া (ব্যস্ততার) অপর দরজা খুলে দেয়।

৩. তুমি কি দেখ না নিশ্চয়ই প্রতিদিনের সকাল তোমার মৃত্যুকে সন্নিকটে এনে দিচ্ছে।

৪. মৃত্যুকে বিশ্বাস স্থাপনকারীর জন্য ইহাই বাস্তব ও সঠিক যে, তার খাওয়া ও পান করা কোনোটাই সুখকর হয় না।

খ. মৃত্যু অবশ্যই আসবে তার হাত হতে পলায়ন সম্ভব নয়। কবি এ বাস্তব সত্যটিকে قافية الباء-তে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কবি বলেন,

هو الموت الذى لا بد منه + فلا يلعب بك الامل الكذوب ـ

মৃত্যু যা অবিশম্ভাবী কাজেই মিথ্যা আশা যেন তোমাকে নিয়ে খেলায় মত্ত না হয়।

ولقد عجبت لغفلتي ولغرتي + والموت يدعوني غدا فاجيب ـ

আমি আশ্চর্য হয়েছি আমার অলসতা এবং ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকার বিষয়ে অথচ মৃত্যু আমাকে আগামী কল্য ডাকবে এবং আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কবি অন্যত্র বলেন মৃত্যু এবং তৎপরবর্তী অবস্থা হতে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা নেই–

Dhaka University Institutional Repository

يهرب المرء من الموت وهل + ينفع المرء من الموت الهرب .

كل نفس ستقاسى مرة + كرب الموت فللموت كرب .

ايها ذا الناس ما حل بكم + عجبا من سهوكم كل العجب .

وسقام ثم موت نازل + ثم قبر ونزول وجلب .

وحساب وكتاب حافظ + وموازين ونار تلتهب .

وصراط من يقع عن حده + فالى خزى طويل ونصب .

১. মানুষ মৃত্যু হতে পালাতে চায়, পলায়ন কি মানুষকে মৃত্যু হতে বাঁচাতে কোনো উপকারে আসবে।

২. মৃত্যুর যন্ত্রণা একবার প্রত্যেককে পান করানো হবে আর মৃত্যুর রয়েছে যন্ত্রণা।

৩. ওহে লোক সকল! তোমাদেরকে যে ভুল-ভ্রান্তি পেয়ে বসেছে তা দেখে আমি অনেক অনেক আশ্চর্য হই।

৪. অসুস্থতা তারপর অবধারিত মৃত্যু এরপর কবরে সমাধিস্থ করা হবে এবং পুনরুত্থান করা হবে।

৫. এরপর হিসাব করা হবে, সংরক্ষিত কিতাব আমলনামা দেওয়া হবে, আমল ওজন করা হবে এবং লেলিহান আগুন (জাহান্নাম) প্রজ্জ্বলিত থাকবে।

৬. এবং সিরাত পার হওয়ার সময় তার ধারালোর কারণে কেউ হয়ত দীর্ঘ লাঞ্ছিত হতে (জান্নামে) যাবে এবং কেউ শেষ লক্ষ্যে জান্নাতে যাবে।

কবি আরো বলেন,

قد مات ما بين الجنس الى الرضيع + الى الفطيم الى الكبير الاشيب .

অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে গর্ভস্থ ও দুগ্ধপোষ্য অবস্থার মাঝে আবার অনেকে শিশু বয়স হতে চুল পাকা বৃদ্ধ বয়সে।

لدوا للموت وابنوا للخراب + فكلم يصير الى تباب .

لمن نبنى ونحن الى تراب + نصير كما خلقنا من تراب .

الا ياموت لم ار منك بدا + اتيت وما تحيف وما تحابى .

১. তোমরা ঝগড়া ও সংশয়ে লিপ্ত মৃত্যুর বিষয়ে এবং ধ্বংসের জন্য তোমরা নির্মাণ করছ। অতপর তোমরা সবাই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ।

২. আমরা কার জন্য নির্মাণ করব? অথচ আমরা মাটি হয়ে যাব যেমনিভাবে আমাদেরকে মাটি হতে তৈরি করা হয়েছে।

৩. হে মৃত্যু আমি তোমার হাত হতে বাঁচার কোনো উপায় দেখি না। তুমি এমনভাবে এসেছ যে কোনো পার্শে একটু সরে যাচ্ছ না এবং বিচ্ছিন্নও হও না।

Dhaka University Institutional Repository

কবি তার এই কাফিয়ার শেষ দিকে বলেন,

این المفر من القضاء + مشرقا ومغربا .

انظر ترى لك مذهبا + او ملجا او مهربا .

سلم لأمر الله وارض + به وكن مترقبا .

تزداد من حذر المنية + بالفراد تقربا .

১. পূর্বে কিংবা পশ্চিমে মৃত্যু হতে পলায়নের স্থান কোথায়?

২. লক্ষকর তোমার যাওয়ার স্থান, আশ্রয়ের স্থান, পলায়নের স্থান পাও কি না?

৩. আল্লার নির্দেশকে তুমি মেনে নাও স্বাগত জানাও এবং তুমি অপেক্ষাকারী হও।

৪. পলায়নের মাধ্যমে মৃত্যুকে ভয় করা বা মৃত্যু থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা মৃত্যুর নৈকট্যতাকে কেবল বৃদ্ধি করে।

কবি আরো বলেন,

الموت حوض لامحالة دونه + مر مذاقته كريه مشربه .

মৃত্যু হলো এমন এক জলাধার যা থেকে নিকৃতির কোনো ব্যবস্থা নেই যার স্বাদ তিক্ত এবং যা পান করা অপছন্দনীয় ও কষ্টকর।

সবশেষে এ প্রসঙ্গে কবি বলেন,

44924

رأيت المنايا قسمت بين انفس + ونفسى سياتى بعدهن نصيبها .

আমি মৃত্যুসমূহকে প্রাণগুলোর মধ্যে বন্টিত হতে দেখেছি। ঐসব প্রাণসমূহের পর অতি নিকটেই আমার প্রাণের জন্য নির্ধারিত মৃত্যুর অংশ আসবে।

গ. মৃত্যু অতি নিকটবর্তী তাতে কোনো কোনো সন্দেহ নেই। মৃত্যু মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী অবিশ্যম্ভাবী সত্য বিষয়। জুতার ফিতা পায়ের সাথে যেমন জড়িয়ে থাকে মৃত্যু মানুষের জীবনের সাথে তার চেয়েও বেশি লেপটে আছে। কবি এ প্রসঙ্গে বলেন,

المرء فى لهوه وباطله + والموت فى كل ذاك مقترب .

يا خائف الموت زال عنك صبا + والعجب واللهو منك واللعب .

১. মানুষ তামাশা ও খারাপ কাজে লিপ্ত এতদসত্ত্বেও মৃত্যু প্রতিনিয়ত নিকটবর্তী হচ্ছে।

২. হে মৃত্যুর ভয়কারী তোমার কাছ থেকে কৈশরের চপলতা, অহঙ্কার খেল-তামাশা সবকিছুই বিদুরিত হয়ে গিয়েছে।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কবি মৃত্যুর বিষয়ে আরো বলেন,

ايـا اخـوتى آجـالـنـا تـتـقـرب + ونحن مع الأهلين نلهو ونلعب .

اعـدد ايـامى واحـصـر حـسـابـهـا + ومـا غـفـلـتى عـمـا اعد واحسب .

غدا انا من ذا اليوم ادنى الى الفنا + وبـعـد غـد ادنـى الـيـه واقـرب .

১. ওহে ভাই সকল! আমাদের মৃত্যুসমূহ নিকটবর্তী হচ্ছে অথচ আমরা আমাদের পরিবারবর্গ-বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেলাধুলা ও বাজে কাজে মত্ত।

২. আমি দিনসমূহ (বয়স ও কর্ম) গণনা করি, হিসাব করি আমি কি প্রস্তুতি নিয়েছি সে বিষয়ের হিসেবে আমি কতই না অমনোযোগী।

৩. আমি আগামী দিন আজকের দিন হতে ধ্বংসের দিকে বেশি নিকটবর্তী হচ্ছি আগামী দিনের পর আমি মৃত্যুর অধিক নিকটবর্তী হব।

ঘ. দুনিয়ার কুৎসা এবং এতে জীবনযাপনের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির বিষয়ে আলোচনা

কবি দুনিয়া বিমুখতার বর্ণনাকে শক্তিশালী ও জোড়ালো করার জন্য কাফিয়ায়ে باء-তে দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনার পাশাপাশি ইহার ক্ষণস্থায়িত্ব ও দুনিয়া যারা লাভ করতে চায় তাদেরকে সতর্ক করেছেন,

(১) দুনিয়ার চাকচিক্য মরীচিকার মতো, মরীচিকা যেমন পিপাসার্তের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না, তেমনি দুনিয়াও কাউকে পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হয় না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শুরুতেই এগারো ও বারোতম লাইনে বলেন,

كـان مـحاسـن الدنـيـا سراب + واى يـد تـنـاولـت الـسـرابا .

وان يـك مـنـيـة عـجلت بـشـئ + تُـسـرّبـه فـان لـهـا ذهـابـا .

১. দুনিয়ার সৌন্দর্য্য যেন মরিচিকার মতো আর কোন হাত (ব্যক্তি) মরীচিকা লাভ করতে সক্ষম?

২. যদি কোনো বস্তুর মৃত্যু তাড়াতাড়ি আসে তাহলে তা খুশির বিষয় কেননা তাকে তো মৃত্যুবরণ করতেই হবে।

(২) মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরও দুনিয়া লাভে ব্যস্ত। বিশাল প্রাসাদ, বিপুল সম্পদ অর্জন তাদের একমাত্র স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অথচ দুনিয়া হলো একখণ্ড মেঘের ছায়ার মতো কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুই শত সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ এবং দুই শত একচল্লিশ হতে দুই শত চুয়াল্লিশ এবং দুইশত বায়ান্ন লাইনে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ايها البانى قصررا طوالا + اين تبغى هل تريد السحابا .

انما انت بوادى المنايا + ان رماك الموت فيه اصابا .

لو ترى الدنيا بعينى بصير + انما الدنيا تحاكى السرابا .

انما الدنيا كفئ تولى + وكما عاينت فيه الضبابا .

نار هذا الموت فى الناس طرا + كل يوم قد تزيد التهابا .

انما الدنياء بلاء وكد + واكتئاب قد يسوق اكتئابا .

ما ارى الدنيا على كل حى + نا لها الا اذى وعذابا .

১. হে সুউচ্চ প্রসাদ তৈরিকারী তুমি কোথায় উঠতে চাও? তুমি কি মেঘমালা পর্যন্ত উঠার ইচ্ছা করেছ?

২. নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুর উপত্যকায় অবস্থান করছ। যদি সে উপত্যকায় মৃত্যু তোমাকে তীর নিক্ষেপ করে তাহলে তুমি বিদ্ধ হবে।

৩. তুমি যদি গভীর দৃষ্টিকারীর দৃষ্টিতে দেখ (তাহলে তুমি দেখতে পাবে) নিশ্চয়ই দুনিয়া মরীচিকার কাহিনী বর্ণনা করে।

৪. দুনিয়া হলো চলে যাওয়া কোনো ছায়া খণ্ডের মতো অথবা তোমার দেখা কোনো মেঘ খণ্ডের মতো (যা আকাশকে ঢেকে রাখে।)

৫. মৃত্যুর এই আগুন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। প্রতিদিন সে আগুনের প্রজ্জলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. নিশ্চয়ই দুনিয়া হলো বিপদ, কষ্টের স্থান, দুঃখ ও দৈন্যের নাম এবং কখনো কখনো তা দুঃখ ও দৈন্যই নিয়ে আসে।

৭. জীবিত যাকেই দুনিয়া পেয়েছে তাকেই আমি কষ্ট ও শাস্তি দিতে দেখেছি।

(৩) দুনিয়াকে যে ভালোবাসে, দুনিয়াকে যে প্রাধান্য প্রদান করে দুনিয়া তাকে মারাত্মক দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিন শত উনিশতম লাইনে বলেন,

من كانت الدنياء اكبرهمه + نصبت له من حبها ما يتعبه .

দুনিয়া যার একমাত্র চিন্তার বিষয়, ভাববার বিষয় হয় দুনিয়া তাকে ভালোবাসার বিনিময়ে দুঃখ-কষ্ট তার জন্য নির্ধারণ করে দেন। কবি এ কাফিয়ায় সব শেষে তিন শত চুয়ান্নতম লাইনে দুনিয়ার কুৎসায় বলেন,

دار بليت بحبها + خوانة لمحبها .

দুনিয়া এমন একস্থান যার ভালোবাসায় আমি দুর্বল ও ক্ষীণকায় হয়ে পড়েছি (অথচ দুনিয়া) সে তার প্রেমিকের প্রতি খিয়ানতকারিণী।

Dhaka University Institutional Repository

গ. লোভীর কুৎসা ও স্বল্পে তুষ্টের প্রশংসা

কবি তার এ কাফিয়াতে লোভ ও লোভীর কুৎসা-দুর্নাম যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি স্বল্পতুষ্টিরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

(১) লোভ সকল অমঙ্গল ও ধ্বংসের কারণ। লোভী ব্যক্তি কখনো মর্যাদাবান হতে পারে না। স্বল্পে তুষ্টতার মতো তৃপ্তিদায়ক এবং প্রশংসনীয় বস্তু আর কিছুই হতে পারে না। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার আটান্ন হতে একষট্টিতম লাইনে বলেন:

ما طلاب عيش الحريص قط ولا + فارقه التعس منه والنصب .

البغى والحرص والهوى فتن + لم ينج منها عجم ولا عرب .

ليس على المرء فى قناعته + إن هى صحت اذى ولا نصب .

من لم يكن بالكفاف مقتنعا + لم تكفه الارض كلها ذهب .

১. লোভীর জীবন কখনো সুখকর হয় না এবং বিপদ ও ধ্বংস তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

২. অন্যায়, অত্যাচার, লোভ-লালসা ও ইচ্ছেমতো চলা ফিৎনাস্বরূপ। ঐ ফিৎনা হতে আরব আজমের (কোনো অধিবাসী) কেউ মুক্তি পাবে না।

৩. সঠিকভাবে কোনো ব্যক্তি স্বল্পে তুষ্ট হলে তার জন্য দুঃখ ও কষ্ট লাভের কোনো কারণ নেই।

৪. সে ব্যক্তি (সামান্য কিছুতে) স্বল্পে তুষ্ট হয় না তাকে পূর্ণ পৃথিবী স্বর্ণ করে দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না।

(২) কবি কিছু লাভের জন্য হাত পাতাকে ঘৃণ্য চোখে দেখেছেন এবং স্বহস্তে উপার্জনকে উৎসাহিত করেছেন। দুনিয়াতে মানুষ অনেক কিছু লাভের কামনা করে, অথচ ভ্রমণকারীর জন্য যেমন পাথেয় যথেষ্ট, তেমনি দুনিয়ায় সামান্য সম্পদকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুই শত একাত্তর, দুই শত বাহাত্তর ও দুই শত ছিয়াত্তর লাইনে বলেন,

يا نفس لا تتعرضى لعطية + الا عطية ربك الوهاب .

يا نفس هلا تعلمين فانما + فى دار معمل لدار ثواب .

تبغى من الدنيا الكثير وانما + يكفيك منها مثل زاد الراكب .

لا يعجبنك ما ترى فكانه + قد زال عنك زوال امس الذاهب .

১. হে অন্তর তুমি কোন দানের (প্রতিদানের) জন্য নিজকে পেশ করবে না। শুধুমাত্র তোমার দানকারী রবের জন্য নিজকে উত্থাপন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. হে অন্তর তুমি কি জান না, তুমি রয়েছ আমলের জগতে সাওয়াবের (আখিরাতের) জগতে যাওয়ার জন্য।

৩. তুমি দুনিয়া হতে অনেক কিছু কামনা কর অথচ তোমার জন্য ভ্রমণকারীর পাথেয় পরিমাণ (সম্পদই) যথেষ্ট।

৪. তুমি যা দেখছ তা যেন তোমাকে আশ্চর্যান্বিত না করে মনে হয় যেন তা তোমার নিকট হতে দূরে সরে গেছে যেমন গত দিনের প্রস্থানকারী চলে গেছে।

(৩) স্বল্পে তুষ্টি মানুষকে সুন্দর-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে সাহায্য করে। আর লোভ মানুষের দুঃখকে কেবল বৃদ্ধি করে তোলে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুই শত সাতানব্বই ও আটানব্বইতম লাইনে বলেন,

وفى حبل القنوع ينخفض + العيش وبالحرص يعظم التعب .

ان الغنى فى النفوس والعز + تقوى الله لافضة ولا ذهب .

১. সুন্দর ও চমৎকার স্বল্প তুষ্টিতে জীবনধারণ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে আর লোভ-লালসা নিয়ে জীবনধারণ দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

২. ধনাঢ্য (তা হলো অন্তরের বিষয়, আল্লাহর ভয় হলো মর্যাদা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক হওয়ার মধ্যে কোনো) মর্যাদা নেই।

ঘ. কবর ও কবরের আযাবের বর্ণনা

কবর ও কবরের ভয়াবহ অবস্থা কবির কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে কবি উক্ত কাফিয়ার প্রথম দিকে কবরের বর্ণনায় অত্র কাফিয়ার চুরানব্বই ও পঁচানব্বইতম লাইনে বলেন,

مالى مررت على القبور مُسَلِّمًا + قبر الحبيب فلم يرد جوابى .

لو كان ينطق بالجواب لقال لى + اكل التراب محاسنى وشبابى .

১. আমার কি হলো বন্ধুর কবরের পাশ দিয়ে সালাম দিয়ে অতিক্রম করলাম কিন্তু সে আমার সালামের জবাব দিল না।

২. যদি সে উত্তর দিত সে আমাকে বলত মাটি আমার সৌন্দর্য্য ও যৌবন কে খেয়ে ফেলেছে।

কবি অত্র কাফিয়ার একশত নব্বইতম লাইন হতে একশত চুরানব্বইতম লাইনে কবরের নিরুত্তর থাকা ও প্রিয়জনদেরকে মাটির নিচে আচ্ছাদিত করে রাখার বিষয়ে বলেন,

Dhaka University Institutional Repository

ما للمقابر لا تجيب + اذا دعاهن الكئيب .

حفر مسقفة عليهن + الجنادل والكثيب .

فيهن ولدان واطفال + وشبان وشيب .

كم من حبيب لم تكن + نفسى بفرقته تطيب .

غادرته فى بعضهن + مجدلا وهو الحبيب .

১. যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি কবরকে ডাকে কবরসমূহের কি হলো সেগুলো ঐ ডাকে সাড়া দেয় না।

২. (কবরসমূহ) গর্তগুলোর ছাদ দেওয়া হয়েছে বিশাল পাথর ও ধুলো মাটি দ্বারা।

৩. সে কবরসমূহে রয়েছে। শিশুরা, দুগ্ধপোষ্য শিশুরা, যুবক ও বৃদ্ধের লাশ।

৪. কবরে রয়েছে এমন অনেক বন্ধু যাদের বিচ্ছেদ আমার অন্তরে ভালো লাগে না।

৫. ঐসব কবরের কোনো কোনোটিতে কাফন পেচিয়ে রেখে এসেছি বন্ধুদেরকে।

৬. নিজকে ভর্ৎসনার বর্ণনা

কবি নিজকে নিজে ভর্ৎসনা করে নিজের দৈন্যতা ও দুর্বলতার কথা সুন্দরভাবে তার কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার একাশি হতে ছিয়াশিতম লাইনে বলেন,

لا عذر لى قد اتى الشيب + فليت شعرى متى اتوب .

ابليس قد غرنى ونفسى + ومسنى منهما اللغوب .

ولست ادرى اذا اتانى + رسول ربى بما اجيب .

هل انا عند الجواب مني + اخطئ فى القول ام اصيب .

ام انا يوم الحساب تاج + ام لى فى ناره نصيب .

يا ربى جدلى على رجائى + بمنة منك لا اخيب .

১. আমার বৃদ্ধতা চলে এসেছে আমার কোনো অভিযোগ নেই হায় আফসোস কখন আমি তাওবা করব।

২. আমার অন্তর ও ইবলিস আমাকে ধোঁকা দিয়েছে এবং এ দুজনের জন্য আমি দুঃখ-কষ্ট পেয়েছি।

৩. আমি জানি না যখন আমার কাছে আল্লাহর দুত আসবে আমি কি উত্তর দিব।

৪. আমি কি উত্তর দেওয়ার সময় সঠিক উত্তর দেব না ভুল উত্তর দেব।

Dhaka University Institutional Repository

৫. নাকি আমি হিসাবের দিন (কিয়ামত বা বিচার দিবসে) মুক্তি পাব নাকি আমার জন্য রয়েছে জাহান্নামের হিস্যা।

৬. হে আমার প্রতিপালক! আমার আশায় আপনি দয়া করুন যেন আমি আপনার দানে লজ্জিত না হই।

চ. তাওবা বা অনুশোচনার বর্ণনা

কবি এ কাফিয়ার শেষ ভাগে দুই শত পঁচাশি এবং দুই শত ছিয়াশিতম লাইনে বলেন, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা বা তাওবা করার জন্য নিজকে নিজে উৎসাহীত করেছেন,

یا نفس توبی قبل ان + لا تستطیعی ان تتوبی .

واستغفری لذنوبك + الرحمان غفار الذنوب .

১. হে (আমার) আত্মা! তুমি তাওবা করতে অক্ষম হওয়ার পূর্বেই তাওবা বা অনুশোচনা কর।

২. তুমি তোমার গুনাহ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাওবা কর পরম দয়াশীল (আল্লাহর) কাছে যিনি সকল গুনাহের ক্ষমাকারী।

Dhaka University Institutional Repository

قافية التاء

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ তার 'কাফিয়ায়ে তা' এর মধ্যে নিজকে আখিরাতের ভয় প্রদর্শন করা, পৃথিবীর দ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া, মৃত্যু এবং মৃত্যুকে ভুলে থাকার কারণে নিজকে ভর্ৎসনা করা, কবর ও তার ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা, আখিরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও স্বল্পে তুষ্টির বিষয়ে বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও অন্যান্য নসিহত পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত কাফিয়াটি দীর্ঘতম কাফিয়ার অন্যতম। এতে মোট ৩৩৩ (তিন শত তেত্রিশটি) লাইন রয়েছে।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যু সম্পর্কে অত্র কাফিয়ার ছাব্বিশ ও সাতাশতম লাইনে, কবি মনকে, নিজকে মৃত্যুর কথা ভুলে থাকার কারণে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে বলেন,

نسيت الموت فيما قد نسيت + كانى لآ ارى احدا يموت .

اليس الموت غاية كل حى + فمالى ابادر ما يفوت .

১. আমি মৃত্যুকে ভুলে যাওয়ার মতো ভুলে গিয়েছি। মনে হয় যেন আমি কাউকে মৃত্যু বরণ করতে দেখিনি।

২. মৃত্যু কি প্রত্যেক (জীবিতের) প্রাণের শেষ ঠিকানা নয়? (অবশ্যই তা শেষ ঠিকানা) তাহলে যা হাত ছাড়া হয়ে যাবে তা পেতে কেন আমি তাড়াহুড়া করব না।

(২) মৃত্যু অবশ্যই সবাইকে প্রাণহীন করবে– এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ বয়স্ক কেউ তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটাশ হতে ত্রিশতম লাইনে বলেন,

من يعيش يكبر ومن يكبر يمت + والمنايا لا تبالى من اتت .

كم وكم قد درجت من قبلنا + من قرون وقرون قد مضت .

ايها المغرور ما هذا الصبا + لو نهيت النفس عنه لأنتهت .

১. যে জীবিত সে বয়োপ্রাপ্ত ও বৃদ্ধ হবেই আর যে, ব্যক্তি বৃদ্ধ ও বয়োপ্রাপ্ত হবে সে মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যু আগমনকারী কাউকে পরোয়া করে না।

২. আমাদের পূর্ববর্তী যুগ এবং মহাকাল এসেছে ও চলে গিয়েছে।

৩. হে ধোঁকায় লিপ্ত ব্যক্তি এই চপলতা কিসের? যদি তুমি তোমার নফসকে নিষেধ করতে (খারাপ কাজ করতে) তাহলে তা খারাপ কাজ হতে বিরত থাকত।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মুয়াল্লা ইবনে আইউব বলেন, আমি একদা খলিফা মামুনের দরবারে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘন সুন্দর দাড়িওয়ালা, মাথায় সিঁথিকাটা ধবধবে সাদা কাপড় পড়া এক বৃদ্ধের সামনে বসা। তখন আমি খলিফার পত্র লিখক হাসান ইবনে আবী সাঈদের নিকট লোকটির পরিচয় জানতে চাই। হাসান বলল তুমি কি তাকে চেন না? আমি বললাম, আমি চিনলে তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না। সে বলল, উনি হলেন আবুল আতাহিয়্যা। তখন খলিফা তাকে মৃত্যু সম্পর্কে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে বললে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন, যা অত্র কাফিয়ার দুই শত পঞ্চাশ হতে দুই শত চুয়ান্নতম লাইনে সংকলিত হয়েছে:

انساك محياك المماة + فطلبت فى الدنيا الثباتا .

او ثقت بالدنيا وانت + ترى جماعتها شتاتا .

وعزمت منك على الحياة + وطولها عزما بتاتا .

يا من رأى ابويه فيمن + قد رأى كانا فماتا .

هل فيهما لك عبرة + ام خلت ان لك انفلاتا .

১. তোমার জীবদ্দশা তোমাকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। কাজেই তুমি দুনিয়ার স্থায়িত্ব কামনা করছ।

২. তুমি দুনিয়া আঁকড়ে ধরে আছ অথচ তুমি দেখছ দুনিয়ায় একতাবদ্ধতা দলবদ্ধতা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

৩. তুমি জীবন ও জীবনের দীর্ঘতা সম্পর্কে দৃঢ়স্থির চিত্ত রয়েছ।

৪. আফসোস ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার পিতামাতাকে তারই দেখা লোকদের মাঝে দেখে ছিল। অতঃপর উভয়েই মারা গেল।

৫. তোমার পিতামাতার উভয়ের মৃত্যুতে তোমার কি কোনো শিক্ষা রয়েছে, নাকি তুমি ধারণা করছ যে, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

খ. কবর ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে কবি বলেন,

(১) পিতা, পিতামহ, রাজা-বাদশাহ, গরীব-ধনী সবার শেষ ঠিকানা, প্রত্যাবর্তনস্থল হলো কবর। যারা একদা ক্ষমতাধর ছিল ওরা মাটির স্তরের নিচে চাপা পড়া। কবি এ বিষয়ে অত্র কাসিদার একশত পঁয়ত্রিশ হতে একশত সাঁইত্রিশ লাইনে বলেন,

رايت القبور فنادها امواتا + فاذ اجبن فسائل الامواتا .

اين الملوك بنو الملوك فكلهم + امسى واصبح فى التراب رفاتا .

كم من اب وابى اب لك تحت + اطباق الثرى قد قيل كان فماتا .

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি কবর দেখে সজোরে তাকে ডাকো, কবর যদি উত্তর দিতে অক্ষম হয় তাহলে তুমি মৃতদেরকে জিজ্ঞেস কর।

২. রাজা-বাদশাহরা কোথায়? রাজা-বাদশার সন্তানেরা সবাই মাটিতে মুড়মুড়ে হাড্ডি হয়ে সকাল-সন্ধ্যা করছে।

৩. তোমার কতনা পিতা এবং পিতার-পিতা মাটির স্তরের নীচে রয়েছে। যাদের বিষয়ে বলা হয় ওরা ছিল অতপর তারা মারা গেছে।

(২) কবর যিয়ারত মানুষকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই কবি কবর যিয়ারতের উপদেশ প্রদান করেছেন এবং নাফসকে বার বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুই শত উনাশি হতে দুই শত একাশিতম লাইনে বলেন,

نفسی زوری القبور واعتبريها + حيث فيها لمن يزور عظات .

وانظری كيف حال من حل فيها + بعد عز وهم بها اموات .

حرصوا املوا كحرصك يا نفس + ووافاهم الحمام فماتوا .

১. হে আমার প্রাণ তুমি করব জিয়ারত কর এবং তা ভালোভাবে মূল্যায়ন কর কেননা, কবর জিয়ারতকারীর জন্য কবর জিয়ারতে উপদেশ রয়েছে।

২. তুমি দেখ যাদের কবরে দেওয়া হয়েছে তাদের অবস্থা কি? তারা সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার পর তারা কবরে মৃত অবস্থায় আছে।

৩. ওরা লোভ করেছে, আশা করেছে হে নফস তোমার মতো এবং তাদের সাথে করেছে মৃত্যু অতঃপর তারা মৃত্যুবরণ করেছে।

গ. স্বল্প তুষ্টি ও নির্লোভ হওয়ার বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুই শত আটাশি ও দুই শত একাশি লাইনে বলেন,

خير اكتساب الفتى ما كان من عمل + ذاك وصبر على عسر وميسرة .

افضل الزهد زهد كان عن جدة + وافضل العفو عفو عند مقدرة .

لا خير لا خير للانسان فی طمع + يصير منه الی زل ومحقرة .

استغفر الله من ذنبی واساله + عيشا هنيئا باخلاق مطهرة .

Dhaka University Institutional Repository

১. যুবকের আয়ের (কামাইয়ের) উত্তম আয় হলো যা সে নিজে করে এবং সুখে ও দুঃখে ধৈর্যধারণ করা।

২. প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধতা সত্ত্বে ও যুহদ (দুনিয়া বিমুখতা) সর্বোত্তম যহুদ। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা সর্বোত্তম ক্ষমা।

৩. মানুষের জন্য কল্যাণ নেই লোভ ও অতি আশায়। লোভ মানুষকে অপমাণিত ও লাঞ্ছিত করে।

৪. আমি আল্লাহর কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই এবং পূত পবিত্র চরিত্র দ্বারা তার নিকট মুধময় জীবন কামনা করি। প্রার্থনা করি।

ঘ. দুনিয়ার আসক্তিতে নিমজ্জিত না হওয়ার জন্য কবি সকলকে সতর্ক করে অত্র কাফিয়ার তিন শত বাইশতম ও তিন শত তেইশতম লাইনে এবং তিন শত আটাশ হতে তিন শত ত্রিশ পর্যন্ত তিনি বলেন,

يا ساكن الدنيا لقد اوطنتها + وامنتها عجبا كيف امنتها .

وشغلت قلبك عن معادك بالمنى + وخدعت نفسك بالهوى وفتنتها .

يا ساكن الدنيا كانك خلت انك + خالد فجمعتها وخزنتها .

يا ساكن الدنيا طفقت تزين الدنيا + بما لا يستقيم فشنتها .

اذكر احبتك الذين ثكلتهم + اذكر رهونا فى التراب رهنتها .

১. হে দুনিয়ায় বসবাসকারী তুমি দুনিয়াকে বাসভূমি করে নিয়েছ এবং তাকে তুমি নিরাপদ মনে করছ। আশচর্যের বিষয় তুমি ইহাকে কিভাবে নিরাপদ মনে করছ?

২. তুমি আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তোমার অন্তরকে মৃত্যু হতে ফিরিয়ে রেখেছ (মাশগুল করে রেখেছ) এবং তুমি তোমার নফসকে কু-প্রবৃত্তির দ্বারা ধোঁকা দিয়েছ এবং তাকে বিপর্যস্ত করেছ।

৩. হে দুনিয়ায় বসবাসকারী তুমি ধারণা করেছ তুমি চিরস্থায়ী হবে এ জন্য তুমি দুনিয়ার জন্য জমা করছ এবং একত্রিত করছ।

৪. ওহে দুনিয়ায় বসবাসকারী যে দুনিয়া চিরস্থায়ী নয় তা সাজাতে এবং সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করতে তুমি চেষ্টা করে যাচ্ছ এবং ইহাকে তোমার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করেছ।

৫. স্মরণ কর ঐসব বন্ধু-বান্ধবদের যাদেরকে তুমি হারিয়েছ। স্মরণ কর ঐসব বন্ধুসমূহের (মৃতদের) যাদের তুমি মাটির নিচে বন্ধক দিয়েছ।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الثآء

কবি রচিত কাফিয়াসমূহের মধ্যে قافية الثآء অতিছোট। এ কাফিয়ায় কবি রচিত মাত্র এগারটি শ্লোক বা লাইন রয়েছে। এসব লাইনে কবি তার স্বভাবসুলভ বর্ণনায় মৃত্যুকে ভুলে থেকে দুনিয়ায় মত্ত থাকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা নিম্নে অত্র কাফিয়ার তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ লাইন তিনটি লাইন উল্লেখ করছি। কবি বলেন,

يا اخى ما اغرنا بالمنايا + في اتخاذ الاثاث بعد الاثاث .

ليت شعرى وكيف انت اذا ما + ولولت باسمك النسآء الروائى .

ليت شعرى وكيف حالك + فيما هناك تكون بعد ثلاث .

১. সম্পদের পর সম্পদ জমা করার (গ্রহণ করার) বিষয়ে হে আমার ভাই কোন বস্তু আমাদেরকে মৃত্যু হতে ধোঁকা দিয়ে (ভুলিয়ে) রেখেছে।

২. হায় আফসোস তোমার কি অবস্থা হবে যখন তোমাকে তোমার নাম ধরে ধ্বংসশীলা মহিলারা ডাকছে।

৩. হায় আফসোস তিন (দিন) পর সেখানে (কবরে) তোমার অবস্থা কি হবে।

কবি এসব লাইনে শ্রোতার বিবেককে প্রশ্ন করে জাগ্রত করে তুলেছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই একদিন ফেলে অন্ধকার কবরে সবাইকে চলে যেতে হবে। সেখানে কেউ সাহায্যকারী হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الجيم

উক্ত কাফিয়াতে কবির রচিত (৫৪) চুয়ান্ন লাইন কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। এতে কবি কালের ঘূর্ণন, ধৈর্য, স্বল্পে তুষ্টি, দুনিয়ার চাকচিক্যে ধোঁকা খাওয়ার বিষয়ে, সৎ ও অসৎ বন্ধুর গুণ বর্ণনায় এবং দ্রুত দুশ্চিন্তা লাঘবের বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

কবি সত্যবাদীতা ও খোদাভীরুতাকে দুশ্চিন্তা লাঘবের মাধ্যমও সুখি জীবনযাপনের উৎসবলে উল্লেখ করেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার উনিশ হতে তেইশতম লাইনে বলেন,

خليليّ ان الهم قد يتفرج + ومن كان يبغى الحق فالحق ابلج .

وذو الصدق لا يرتاب والعدل قائم + على طرقات الحق والشر اعوج .

واخلاق ذى التقوى وذى البر فى الدجى + لهن سراج بين عينيه مسرج .

ونيات اهل الصدق بيض نقية + والسن اهل الصدق لا تتلجلج .

وليس لمخلوق على الله حجة + وليس له من حجة الله مخرج .

১. হে আমার বন্ধু নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা কখনো কখনো দূরভীত হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি হক বা সত্য খুজে, কামনা করে (সত্য কে পায়) আর সত্য হলো উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

২. সত্যবাদীরা সন্দেহ করে না, ন্যায়পরায়ণতা সত্যের পথসমূহে দাড়িয়ে আছে। আর খারাপ বা অসত্য হলো বক্রতা।

৩. (রাতের) অন্ধকারে নেককার ও খোদাভীরুর চরিত্রসমূহের মধ্যে উজ্জ্বলতাও এমন আলোক বর্তিকা রয়েছে যা তার দুচোখের মাঝে (মুখমণ্ডলে) দীপ্তমান।

৪. সত্যবাদীদের নিয়তসমূহ উজ্জ্বল ও পবিত্র এবং সত্যবাদীদের জিহবাসমূহ (সত্য বলার ক্ষেত্রে) আড়ষ্ট ও কম্পিত হয় না।

৫. আল্লাহর বিরুদ্ধে সৃষ্টির কোনো অভিযোগ নেই এবং সৃষ্টি আল্লাহর বলয় হতে বেড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الحاء

এই কাফিয়াতে কবির (৩৫) পয়ত্রিশ লাইন কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। কবি এসব লাইনে খোদাভীরু লোকদের প্রশংসা এবং তাদের প্রাচুর্য্যপূর্ণ আরামদায়ক জীবনের বর্ণনা প্রদান করেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন,

اذا كف عبد الله عما يضره + واكثر ذكر الله فالعبد صالح .

اذا المرء لم يمدحه حسن فعاله + فليس له والحمد لله مادح .

১. যখন আল্লাহর বান্দা তার জন্য ক্ষতিকর বিষয় হতে দূরে থাকে (বেঁচে থাকে) এবং আল্লাহ তাআলার বেশি স্মরণ করে সেই নেককার বান্দা।

২. মানুষের যখন ভালো কাজের প্রশংসা করা হয় না তখন তার কোনো প্রশংসাকারী থাকে না এবং প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য।

কিতাবুল আগানী গ্রন্থকার বলেন, ইমাম ছওলী আবুল আতাহিয়া হতে বর্ণনা করেন খলিফা হারুনুর রশিদ মাঝি-মাল্লার গান খুব বেশি পছন্দ করতেন যখন তিনি তার প্রমোদতরীতে ভ্রমণ করতেন। কিন্তু তিনি তাদের ভুল উচ্চারণ ও ত্রুটি যুক্ত ছন্দে বিরক্ত হতেন। খলিফা তখন তার সাথে থাকা কবিদের বললেন তারা যেন এসব মাঝি-মাল্লাদের জন্য গান রচনা করে। উপস্থিত কবিরা এ বিষয়ে কবিতা রচনায় অপারগতা প্রকাশ করে এ জন্য কবি আবুল আতাহিয়্যার নাম প্রস্তাব করেন। তিনি সে সময়ে জেলে বন্দী ছিলেন।

তিনি বলেন, খলিফা তখন আমাকে এ বিষয়ে কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু বন্দীদশা হতে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেননি। এ জন্য মনে মনে পণ করলাম আমি এমন কবিতা রচনা করব যা তাকে চিন্তিত করে তুলবে। আমি কবিতা রচনা করে মাঝি-মাল্লাদের দিলাম। খলিফা তাদের কণ্ঠে সে কবিতা ও গান শুনে কাঁদতে লাগলেন। খলিফা উপদেশ পূর্ণবানী শোনার সময় বেশি কান্না করতেন। খলিফার উজীর ফদল ইবনে রাবী যখন তার অত্যাধিক কান্না ও অস্থিরতা দেখলেন তখন মাঝিদেরকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন। খলিফার মাঝিদের জন্য কবি রচিত পনেরো (১৫) লাইনের গানের শেষ তিন লাইনে কবি বলেন,

كل نطاح من الدهر + له يوم نطوح .

نح على نفسك يا + مسكين ان كنت تنوح .

لست بالباقى لتموتن + ولو عمرت ما عمر نوح .

Dhaka University Institutional Repository

১. যুগে যুগে শিং দিয়ে গুতোমারা লোকদের (শক্তিশালী লোকদের) জন্যও গুতো খাওয়ার (নিহত হওয়ার, মৃত্যুবরণ করার) দিন রয়েছে।

২. ওহে মিসকীন তুমি তোমার জন্য কান্নাকর যদি তুমি কাঁদতে চাও।

৩. তুমি বাকি থাকবে না, অবশ্যই তুমি মৃত্যুবরণ করবে; যদিও তুমি নুহ (আ)-এর মতো হায়াত (দীর্ঘ জীবন) লাভ কর।

قافية الخآء

উক্ত কাফিয়াতে কবির কোনো কবিতা তার দেউয়ানে বর্ণিত হয়নি। الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية। নামক কবির সংকলিত দেউয়ানে خآء কাফিয়াতে কোনো কবিতা পাওয়া যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الدال

কবি রচিত دال কাফিয়াতে মোট তিন শত তেরো (৩১৩) লাইন কবিতা রয়েছে। দিওয়ানে আবুল আতাহিয়্যাতে দাল কাফিয়াটি কবির রচিত সুদীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। উক্ত কাফিয়াতে কবি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, দুনিয়ার অসাড়তা, আল্লাহ তাআলার নির্দেশসমূহ আঁকড়ে ধরা, মৃত্যুও তার পরিণতি, দুনিয়ার জীবনের জন্য আফসোস, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, পাপীদেরকে সতর্ক করা, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তবে সকল কবিতাতেই তিনি দুনিয়া বিমুখতা, আখিরাত মুখিতা ও মৃত্যুর কথাকে কোনো না কোনোভাবে উল্লেখ করেছেন।

ক. আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় কবি বলেন–

(১) বর্ণিত আছে যে, কবি একদা দোকানে বসাছিলেন এবং আনমনে এক টুকরা কাগজ নিয়ে তাতে তাৎক্ষণিকভাবে মুতাকারিব ছন্দে আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন, যা অত্র কাফিয়ার ষষ্ঠ হতে দশম লাইনে সংকলিত হয়েছে।

الا اننا كلنا بائد + واى بنى ادم خالد .

وبدءهم كان من ربهم + وكل الى ربه عائد .

فياعجبا كيف يعصى الاله + ام كيف يجحده الجاحد .

ولله فى كل تحريكة + وفى كل تسكينة شاهد .

وفى كل شئ له اية + تدل على انه الواحد .

১. সাবধান– আফসোস নিশ্চয়ই আমরা সবাই ধ্বংসশীল, কোন আদম সন্তানই আর চিরস্থায়ী?

২. তাদের সূচনা (জন্ম হয়েছিল) তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এবং সকলেই তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

৩. অতঃপর কি আশ্চর্য (বনী আদমেরা) কিভাবে আল্লাহকে অমান্য করে অথবা তাকে অস্বীকারকারী কিভাবে তাকে অস্বীকার করে।

৪. প্রত্যেক (নড়াচড়া) দোলাতে এবং স্থিরতায় আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের স্বাক্ষ্য রয়েছে।

৫. এবং প্রত্যেক বস্তুতেই তার নিদর্শন রয়েছে যা প্রমাণ করে যে তিনি এক ও একক।

কবি যখন চলে গেলেন তখন সে স্থান দিয়ে সমকালীন প্রখ্যাত কবি আবু নওয়াস যাচ্ছিলেন। তিনি কবিতার লাইনগুলো দেখে এগুলো কার রচিত জানতে চাইলেন। উপস্থিত লোকেরা বলল এগুলো আবুল

Dhaka University Institutional Repository

আতাহিয়্যা রচিত কবিতা, তখন আবু নওয়াস বললেন– لوددتها لى بجميع شعرى

যদি আমার সকল কবিতার বিনিময়েও এই কয় লাইন কবিতা আমার হতো তাহলে আমি তা কামনা করতাম।

(২) আগানী গ্রন্থকার বলেন, আবুল আতাহিয়্যাকে জিন্দিক অপবাদ প্রদান করা হয়। একদা তিনি খলিল ইবনে আসাদ আন নাওজেসানীর নিকট আসেন এবং বলেন যে, লোকরা আমাকে জিন্দিক বলে অপবাদ দেয় আল্লাহর কসম তাওহীদই আমার ধর্ম। তখন খলীল তাকে বললেন– আপনি এমন কিছু বলুন যাতে আপনার পক্ষ হতে কিছু বলতে পারি। তখন কবি নিম্নোক্ত চার লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন। যা অত্র কাফিয়ার এগারো হতে চৌদ্দতম লাইনে সংকলিত হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসায় বলেন–

لك الحمد ياذا العرش يا خير معبود + ويا خير مسئول ويا خير محمود

شهدنالك اللهم ان لست محدثا + ولكنك المولى ولست بمجحود

وانك معروف ولست بموصوف + وانك موجود ولست بمجدود

وانك رب لا تزال ولم تزل + قريبا بعيدا غائبا غير مفقود .

১. হে আরশের মালিক হে উত্তম মা'বুদ, উত্তম আবেদনের স্থল ও উত্তম প্রশংসিত তোমার জন্য সকল প্রশংসা।
২. হে আল্লাহ আমরা তোমার সাক্ষ্যি দিচ্ছি যে, তুমি নতুন কিছু নও (নবজন্ম) বরং তুমি মালিক এবং তুমি অস্বীকার করার মতো নও।
৩. এবং নিশ্চয়ই তুমি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, তুমি প্রশংসার মুখাপেক্ষী নও নিশ্চয়ই তুমি স্থায়ী ও বর্তমান তুমি নতুন ও (জন্ম নেওয়া) নও।
৪. তুমি এমন এক প্রতিপালক যে দূরভীত হয় না ও হবে না। তুমি নিকটে, দূরে, উপস্থিত, অনুপস্থিত সর্ববস্থায় আছ এবং হারিয়ে যাওয়ার নও।

খ. দুনিয়া সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন, সতর্ক করা এবং আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করতে কবি বলেন–

(১) সকল ক্ষমতাধর, শক্তিশালী একদিন নিঃস্ব হয়ে মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর কাছে চলে যেতে হবে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল এ বিষয়ে তিনি অত্র কাফিয়ার তেত্রিশ হতে সাতত্রিশতম লাইনে বলেন–

رأيت الملوك وان عظمت + فان الملوك لربى عبيد

تنافس فى جمع مال حطام + وكل يزول وكل يبيد .

Dhaka University Institutional Repository

وكم باد جمع اولوا قوة + وحصن حصين وقصر مشيد .

وليس بباق على الحادثات + لشئ من الخلق ركن شديد .

واى منيع يقوت الفنا + اذا كان يبلى الصفا والحديد .

১. আমি রাজাদের দেখেছি তারা যতবড় আর শক্তিশালী হোক না কেন সকল রাজারাই আমার প্রতিপালকের গোলাম।

২. তুমি ধ্বংসশীল সম্পদ একত্রিত করতে প্রতিযোগিতা কর। সবকিছু বিদূরিত হবে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. কত শক্তিশালীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং কত সুরক্ষিত দুর্গ ও সুকঠিন বিশাল প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেছে।

৪. ধ্বংস হতে নিষ্কৃতি বা স্থায়ী থাকা সম্ভব নয় সৃষ্টির কোনো বস্তুরই স্থায়িত্বের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল নেই।

৫. মৃত্যু বা ধ্বংসকে কোনো বস্তু ঠেকাবে যখন সুকঠিন পাথর ও লোহা মুড়মুড়ে হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে?

(২) দুনিয়ার জীবনের প্রতি আফসোস করে কবি অত্র কাফিয়ার সাতান্ন হতে উনষাট এবং বাবট্টিতম লাইনে আরো বলেন–

انى منها غدا مر تحل + او ارانى راحلا من بعد غدا .

اجمع المال لغيرى دائبا + واقاسى العيش منهفى نكد .

لمن المال الذى اجمعه + النفسى ام لاهلى والولد .

انما دنياك يوم واحد + فاذا يومك ولى لم يعد .

১. নিশ্চয়ই আমি আগামীকল্য পৃথিবী হতে (বিদায় করে) চলে যাব। অথবা আগামী দিনের পরদিন (পরশু) আমাকে (প্রস্থানকারী) ভ্রমণকারী হিসেবে দেখব।

২. আমি অন্যের জন্য সব সময় সম্পদ জমা করছি এবং এজন্য কষ্টকর জীবনযাপন করছি।

৩. এটা কার জন্য নিজের জন্য না পরিবারের জন্য না সন্তানের জন্য।

৪. নিশ্চয়ই তোমার দুনিয়ার জীবন একদিনের মতো। যখন তোমার সে দিনটি ফেরত যাবে তখন তা পুনরায় ফিরত আসবে না।

(৩) দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত নয় হতে দুইশত এগারো লাইনে আরো বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

ومن عجب الدنيا يقينك بالفنا + دانك فيها للبقاء تريد .

الم تر ان الحرث والنسل كله + يبيد فمنه قائم وحصيد .

لعمرى لقد بادت قرون كثيرة + وانت كما باد القرون تبيد .

১. দুনিয়ার আশ্চার্যের বিষয় হলো তুমি ইহার ধ্বংসের বিষয়ে নিশ্চিত (হওয়া সত্ত্বেও) তুমি দুনিয়াতে থাকার (স্থায়িত্ব লাভের) ইচ্ছা করছ।

২. তুমি কি জান না ফসলাদি ও পশু-পক্ষী ধ্বংস হয়ে যাবে। কোনটি খাড়া (দাড়ানো) অবস্থায় এবং কোনটি কর্তন করা অবস্থায়।

৩. আমার জীবনের কসম অনেক (যুগ) কাল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তুমি ও ধ্বংস হয়ে যাবে যেমনিভাবে কালসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে।

(৪) দুনিয়ার তিক্ততার বর্ণনায় কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত পঁচিশ হতে দুইশত আটাইশ এবং দুইশত ত্রিশ লাইনে বলেন–

لقد عرفناك يا دنيا بمعرفة + بانت لنا فانقصى إن شئت او زيدى .

انا لفى دار تنغيص وتنكيد + دار تنادى بها ايامها بيدى .

نرى الليالى والايام مسرعة + فينا وفيك بتفريق وتبعيد .

جد الرحيل عن الدنيا وساكنها + يرجو الخلود وما هى دار تخليد .

ان كانت الدار ليست لى بباقية + فما عنائى بتأسيس وتشييد .

১. হে দুনিয়া আমি তোমাকে ভালোভাবেই চিনি। তোমার সবকিছুই আমার কাছে পরিষ্কার। তুমি ইচ্ছে মতো বাড়তে বা কমতে পার।

২. আমরা ক্লেদাক্ত ও ঘোলাটে (ময়লাযুক্ত) পৃথিবীতে আছি। এমন এক পৃথিবী যার যুগ ও কালসমূহ ধ্বংসের প্রতি আহ্বান করছে।

৩. বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব তৈরির মধ্য দিয়ে আমাদের এবং তোমার মাঝে দিন এবং রাতসমূহকে দ্রুত আর্বতিত হতে আমরা দেখছি।

৪. দুনিয়া হতে প্রস্থানকারী ও বসবাসকারী প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, আশা করে চিরস্থায়ীত্বের অথচ পৃথিবী চিরস্থায়ীত্বের স্থান নয়।

৫. যদি পৃথিবী আমার জন্য চিরস্থায়িত্বের বিষয় না হয় তাহলে তাতে কিছু নির্মাণ করা ও কঠিনভাবে তৈরিতে কষ্ট করায় কি লাভ?

Dhaka University Institutional Repository

(৬) কবি এই কাফিয়ার শেষ ভাগে দুনিয়ার কুৎসার নিখুত বর্ণনা প্রদান করেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত আশি, দুইশত একাশি এবং দুইশত চুরাশি হতে দুইশত ছিয়াশি লাইনে বলেন–

وما لت بك الدنيا الى اللهو والصبا + ومن مالت الدنيا به صار عبدها .

اذا ما صدقت النفس الكثرت ذمها + والكثرت شكواها واقللت حمدها .

اذا ذكرتك النفس دنيا دنية + فلا تنس روضات الجنان وخلدها

الست ترى الدنيا وتنغيص عيشها + واتعابها للمكبرين وكدها .

وادنى بنى الدنيا الى العنى والعمى + لمن يبتغى منها سناها ومجدها .

১. পাগলামি ও খেলাধুলায় দুনিয়া তোমাকেও মত্ত করে দিচ্ছে (ঝুকিয়েছে) দুনিয়া যার প্রতি ঝুকে পড়ে সে তার গোলাম হয়ে যায়।

২. তুমি যদি সত্যিকার অর্থে মন থেকে বল তাহলে তুমি দুনিয়ার অধিক কুৎসা করবে এবং অধিক অভিযোগ করবে তার বিরুদ্ধে এবং তার প্রশংসা কম করবে।

৩. নিকৃষ্ট দুনিয়ার কথা যদি তোমাকে অন্তর স্মরণ করিয়ে দেয়। তাহলে তুমি জান্নাতের উদ্যানসমূহও চিরস্থায়িত্বের কথা ভুলে যাবে না।

৪. তুমি কি দুনিয়া এবং দুনিয়ার ঘোলাটে ও ময়লাযুক্ত জীবন-যাপনকে দেখনি? এবং দুনিয়াতে বেশি কামনাকারীকে দুনিয়ার বেশি দুঃখ-কষ্ট দিতে দেখনি।

৫. দুনিয়ার সন্তানেরা (দুনিয়া লোভীরা) যারা দুনিয়ায় মর্যাদা ও উচ্চ শিখরে আরোহণ কামনা করে তারা অন্ধত্ব ও গোমরাহীর নিকটবর্তী হচ্ছে।

গ. মৃত্যু অবিসম্ভাবী, মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই কবি এই কাফিয়াতে এই বিষয়ে প্রচুর কবিতা রচনা করেছেন উদাহরণস্বরূপ নিম্নে আমরা কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি।

(১) মৃত্যুকে ঋণের সাথে তুলনা করে কবি অত্র কাফিয়ার চল্লিশ, একচল্লিশ এবং তেতাল্লিশ ও ছিচল্লিশতম লাইনে বলেন–

ارى الموت دينا له علة + فتلك التى كنت منها تحيد .

تيقظ فانك فى غفلة + يميد بك السكر فيمن يميد .

وكيف يموت المسن الكبير + وكيف يموت الصغير الوليد .

وتنقص فى كل تنفسة + وانت بظنك فيها تزيد .

Dhaka University Institutional Repository

১. আমি মৃত্যুকে দেখি ঋণ হিসেবে আর সে ঋণের কারণও আছে আর সে মৃত্যু হতেই তুমি টালবাহানা করতে।

২. জাগ্রত হও (সচেতন হও) কেননা তুমি অমনোযোগিতা ও অসচেতনাতায় রয়েছ। উন্মাদতা (মাদকতা) তোমাকে অন্যান্যদের মত পেয়ে বসেছে।

৩. কিভাবে মৃত্যুবরণ করে অতি বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোকেরা এবং কিভাবে মারা যায় সদ্যপ্রসূত নবজাতক ও ছোটরা।

৪. প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসেই কমে যাচ্ছে (হায়াত) আর তুমি তোমার ধারণা মতে প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে তোমার হায়াত বৃদ্ধি করছ।

(২) আল মাসউদী বলেন, একদা একজন মুসলমান ইবাদতকারী কোনো খ্রিস্টান পাদ্রীর উপসনালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে উপদেশ দানের জন্য পাদ্রীকে অনুরোধ করলেন। পাদ্রী তখন বললেন আমি তোমাকে উপদেশ দিব? অথচ তোমাদের যাহিদ (দুনিয়া বিমুখ) কবি কিছু দিন পূর্বে মাত্র তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ কথা বলে তিনি আবুল আতাহিয়্যার নিম্নোক্ত পাঁচ লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন। যা অত্র কাফিয়ার পঁয়ষট্টি হতে উনসত্তরতম লাইনে সংকলিত হয়েছে।

الا كل مولود فللموت يولد + ولست ارى حيا لشيئ يخلد .

تجرد من الدنيا فانك انما + سقطت الى الدنيا وانت مجرد .

وافضل شيئ نلت منها فانه + متاع قليل يضمحل وينفد .

وكم من عزيز اذهب الدهر عزة + فاصبح محروما وقد كان يحسد .

فلا تحمدالدنيا ولكن ذمها + وما بال شيئ ذمه الله يحمد .

১. সাবধান (হায় আফসোস)! প্রত্যেক নবজাতকই মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করে। আমি কোনো প্রাণীকে চিরস্থায়ী (জীবন পেতে) দেখিনি।

২. তুমি দুনিয়া হতে খালি ফিরে থাক। কেননা, তুমি দুনিয়ায় শুন্য (হাতে) অবস্থায় প্রেরিত হয়েছ।

৩. দুনিয়া হতে সর্বোত্তম বস্তু তুমি লাভ করেছ তাহলো সামান্য সুখ-সম্পদ যা ফিরে হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

৪. কত পরাক্রমশালী ব্যক্তি যাদের সম্মান-মর্যাদা কালের বিবর্তন বিদূরিত করেছে অতপর সে নিঃস্ব হয়ে গেছে অথচ সে হিংসা করার মতো পরাক্রমশালী ও প্রতিপত্তিবান ছিল।

৫. কাজেই দুনিয়ার প্রশংসা করবে না। বরং তার কুৎসা বর্ণনা কর। ঐ বস্তুর কি অবস্থা হবে আল্লাহ যার বদনাম করেছেন তার প্রশংসা করা হলে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) কবি মৃত্যু সম্পর্কে আরো চমৎকার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

الموت لا والد يبقى ولا ولدا + ولا صغيرا ولا شيخا ولا احدا

للموت فينا سهام غير مخطئة + من فاته اليوم سهم لم يفته غدا

ما ضر من عرف الدنيا وغرّتها + الا ينافس فيها اهلها ابدا .

১. মৃত্যু পিতা-পুত্র, শিশু-বৃদ্ধ এমনকি কাউকে রেহাই দেয় না (জীবন্ত রাখে না)।

২. আমাদের জন্য মৃত্যুর রয়েছে অব্যর্থ তীরসমূহ। আজকে যাকে একটি তীর বিদ্ধ হয়নি আগামী দিন তা আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

৩. যে ব্যক্তি দুনিয়াকে এবং তাকে ধোঁকা দানকারীকে চিনেছে তাকে দুনিয়া কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাহলে দুনিয়া লাভে তারা কখনো পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে না।

(৪) মৃত্যুর যন্ত্রণা, ভয়াবহতা এবং পূর্ববর্তী সকল জাতি গোষ্ঠীর মৃত্যুর হাতে নিঃশ্বেষ হওয়া সম্পর্কে কবি অত্র কাফিয়ার উননব্বই ও নব্বইতম লাইনে বলেন,

المنايا تجوس كل البلاد + والمنايا تبيد كل العباد .

لتنالن من قرون اراها + مثل ما نلن من ثمود وعاد .

১. মৃত্যু প্রত্যেক দেশে (জনপদে) গুপ্তচর বৃত্তি করে। মৃত্যু প্রত্যেক বান্দাহকে ধ্বংস করে।

২. মৃত্যু তার দেখা প্রত্যেক কালকে অবশ্যই পেয়ে বসবে যেমনিভাবে আদ এবং সামুদ জাতিকে পেয়েছে।

(৫) ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেওয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিশাল শক্তিশালী রাজ-রাজাদের বর্ণনা দিয়ে কবি অত্র কাফিয়ার বিরানব্বই হতে আটানব্বই লাইনে বলেন,

هل تذكرت من خلا من بنى الاصفر + اهل القباب والاطواد

هل تذكرت من خلا من بنى ساسان + ارباب فارس والسواد

ايـن داؤد ايـن ايـن سليمان + المنيع الاعراض والاجناد .

راكب الريح قاهر الجن والانس + بسلطانه مذل الا عادى .

ايـن نمرود وابنه ايـن قارون + وهامان ايـن ذو الاوتاد .

ان فى ذكرهم لنا لأعتبارا + ودليلا على سبيل الرشاد .

وردوا كلهم حياض المنايا + ثم لم يصدر واعن الايراد .

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি কি স্মরণে রেখেছ, বনী আসফার (রোমীয় রাজাদের) যারা চলে গেছে (মারা গেছে) ওরা ছিল, গম্বুজ ও তাঁবু তিলকের মালিক (তারা ঐশ্বর্যশালী ও প্রভূত ক্ষমতাধর ছিল)।

২. সাসানীয়, পারসিক ও কৃষ্ণাঙ্গদের কত রাজা-মহারাজা চলে গেছে তা কি তোমার স্মরণে আছে?

৩. কোথায় দাঊদ, কোথায় সোলাইমান বিপুল সৈন্য ও সম্পদের মালিক।

৪. যিনি তাঁর রাজত্বের দ্বারা সকল শত্রুদের পরাভূত করেছেন। বাতাসের উপর আরোহণকারী জিন ও মানুষকে পরাভূতকারী।

৫. কোথায় নমরুদ ও তার ছেলে? কোথায় কারুন এবং হামান কোথায় আওতাদ বা কীলকওয়ালারা?

৬. নিশ্চয়ই তাদের স্মরনিকায় আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং হেদায়েতের পথে আসার প্রমাণ রয়েছে।

৭. ওরা সবাই মৃত্যুর আধার হতে পান করেছে অতপর আর কখনো পান করতে ফিরে আসেনি।

ঘ. আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসার বর্ণনায় কবি অত্র কাফিয়ার একশত আটাশ হতে একশত উনত্রিশ লাইনে বলেন–

الحمد لله الواحد الصمد + فهو الذى به رجائى وسندى .

عليه ارزاقنا فليس مع + الله بنا حاجة الى احد .

১. অমুখাপেক্ষী, একক আল্লাহ তাআলার সকল প্রশংসা। তিনি এমন সত্তা যার কাছে আমার সকল আশা এবং ভরসা।

২. তার হাতে রয়েছে আমাদের রিজিকসমূহ কাজেই আল্লাহ তাআলা থাকতে আমাদের অন্য কারো প্রয়োজন নেই।

ঙ. কবি উপদেশের ছলে গোনাহগারদের এবং সম্পদ জমাকারীদেরকে লক্ষ্য করে অত্র কাফিয়ার একশত উনষাট, একশত ষাট, একশত তেষট্টি এবং একশত চৌষট্টি লাইনে বলেন–

فمالك ليس يعمل فيك وعظ + ولا زجر كانك من جماد

ستندم إن رحلت بغير زاد + وتشقى اذ يناديك المناد

وتب مما جنيت وانت حى + وكن متنبها قبل الرقاد

اترضى ان تكون رفيق قوم + لهم زاد وانت بغير زاد .

Dhaka University Institutional Repository

১. তোমার কি হলো? তোমাকে কোনো উপদেশই কাজ করে না। এমনকি কোনো ধমকি ও ভয় প্রদর্শন কোনো কাজ করে না। মনে হয় যেন তুমি জড় বস্তু।

২. অতি নিকটেই তুমি আফসোস করবে যখন তুমি পাথেয়হীনভাবে পথ চলবে। আহ্বানকারী (আজরাইল) যখন তোমাকে আহ্বান করবে তখন তুমি দুর্ভাগ্যবান হবে।

৩. তুমি যা অন্যায় করেছ তা হতে তুমি জীবিত থাকতেই তাওবা করে নাও এবং তুমি শুয়ে যাওয়ার মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই সতর্ক হয়ে যাও।

৪. তুমি কি এমন একদল লোকের সাথী হতে চাও যাদের পাথেয় রয়েছে আর তোমার কোনো পাথেয় নেই।

চ. কবি তার প্রজ্ঞাময় উপদেশ বাণীতে অত্র কাফিয়ার শেষ দুই লাইন তিনশত বার এবং তিন শত তেরোতম লাইনে বলেন–

وحدة المرء خير من + جليس السوء عنده .

وجليس الخير خير + من جلوس المرء وحده .

১. মানুষের একাকী থাকা খারাপ বন্ধুদেরকে নিয়ে থাকার চেয়ে উত্তম।

২. উত্তম বন্ধুর সাথে বসে থাকা মানুষের একাকী বসে থাকা হতে উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الذال

এই কাফিয়াতে কবির মোট পাঁচ (৫) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে কবি দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা করেছেন এবং দুনিয়ার ধোঁকায় লিপ্তদেরকে সতর্ক করেছেন। দুনিয়ায় যারা আরাম করে জীবন উপভোগ করে তাদেরকেও দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হয় এ প্রসঙ্গে কবি কাফিয়ার দ্বিতীয় লাইনে আলোচনা করেছেন।

قافية الراء

এই কাফিয়াতে কবির মোট ৫০০ (পাঁচশত) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবির দেওয়ানে সংকলিত কাফিয়াসমূহের মধ্যে এটি দ্বিতীয় দীর্ঘতম কাফিয়া। এই কাফিয়াতে কবি পৃথিবীর ধ্বংসের কথা, স্বল্পে তুষ্টি, যুগের বিবর্তন, মৃত্যু, দুনিয়ার ধোঁকা, খোদাভীতি ও তার উপকারিতা, মৃতদের স্মরণ, নিজকে পরকালের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, মানুষের শেষ পরিণতি, দুনিয়ার বিষয়ে মানুষের ধোঁকা খাওয়া বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মানুষদেরকে পরকালের জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, কবরের আযাবের কথা, আখেরাতের জন্য নেক আমল পুঞ্জিভুত করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

১. (ক) কবি দুনিয়া ধ্বংসের বিষয়ে খলীফা হারুনুর রশিদকে লক্ষ্য করে বলেন,

عش ما بدا لك سالما + فى ظل شاهقةالقصور .

তুমি যেমন ইচ্ছে নিরাপদে জীবনযাপন কর উঁচুপ্রসাদসমূহের ছায়াতে।

আসমায়ী বলেন– একদা খলীফা হারুনুর রশিদ সাজসজ্জাপূর্ণ কক্ষে আপ্যায়নের আয়োজন করে কবি আবু আতাহিয়্যাকে দাওয়াত করলেন। কবি আসার পর খলীফা বললেন আমরা যে দুনিয়ার নেয়ামতের মধ্যে রয়েছি তার বর্ণনা প্রদান করুন। তখন কবি উপরিউক্ত লাইনটি আবৃত্তি করেন। খলীফা শুনে বললেন চমৎকার বলেছ তারপর আরো কিছু বলো, তখন কবি বললেন–

يسعى عليك بما اشتهيت + لدى الرواح او البكور .

তুমি যা কামনা কর সকাল-সন্ধ্যা তা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। খলীফা বললেন, চমৎকার হয়েছে আরো বলো। কবি বললেন,

فاذا النفس تقعقعت + فى ظل حشرجة الصدور .

فهناك تعلم موقنا + ما كنت الا فى غرور .

Dhaka University Institutional Repository

১. অতপর অন্তরসমূহ যখন ভীত সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হবে বুকসমূহ হতে মৃত্যুকালীন আওয়াজ বেরুবার সময়ে।

২. সে সময়ে তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে পারবে যে, তুমি যাতে মত্ত ছিল তা কেবল ধোঁকাই ছিল।

কবির শেষ দুই লাইন কবিতা শুনে খলীফা কাঁদলেন। তখন খলীফার প্রধানমন্ত্রী ইয়াইয়া বারমাকী কবিকে লক্ষ করে বললেন আমীরুল মুমিনীন তোমার নিকট লোক পাঠিয়ে তোমাকে এনেছিল তাকে আনন্দিত করা জন্য আর তুমি খলীফাকে চিন্তিত ও ব্যথিত করলে। খলীফা প্রধানমন্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন তাকে বলতে দাও সে হয়ত আমাদের মাঝে গোমরাহি ও অন্ধত্ব দেখতে পেয়েছে তাই তা যেন আর বৃদ্ধি না পায় এ জন্য উপদেশ প্রদান করেছে।

খ. দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে, দুনিয়ার স্বাদ আনন্দ একদিন নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইনে বলেন–

الا انـــما الـدنـــيا عـــلـــيك حصار + فـــيالك فيها ذلة وصـغار .

ومالك فى الدنـيا من الكد راحـة + ولا لك فيها إن عقلت قرار

ومـا عـــيشـها الا لـــيال قــلائـــل + ســـراع وايـــام تـــمر قـــصار .

১. সতর্ক হও দুনিয়া তোমাকে (চার পাশ দিয়ে) অবরোধ করে রেখেছে। সেখানে (দুনিয়ায়) তোমাকে পাবে লাঞ্ছনা ও অপমান।

২. দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে তোমার কোনো শান্তি মিলবে না যদি তুমি নিজকে বেঁধে রাখ তবুও তুমি দুনিয়ার স্থায়ীত্ব পাবে না।

৩. দুনিয়ার জীবন সামান্য দ্রুত ধাবমান কয়েক রাত্রি এবং চলমান সংক্ষিপ্ত কয়েক দিন মাত্র।

গ. দুনিয়ার ধ্বংস ও কুৎসা বর্ণনা করে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত দুই লাইন হতে তিনশত ছয় লাইন পর্যন্ত বলেন–

يـــا دار ويـــحـــــك ايـــن + ارباب المدائن والقصـور .

مـــنـــيتـــنـــا وغـــررتـــنـــا + يـــا دار اربـــاب الـــــرور .

بـــل يـــا مـفـرقـة الجـــيع + ويـــا مــنـغـصـة السـرور .

ايـــن الذين تـبدلوا حفرا + بـــافـــنـــيـــــة ودور .

زرت القـبور فحـيل بـين + الـــزور فـــيـــها والـــزور .

Dhaka University Institutional Repository

১. হে (রব) পৃথিবী (তোমাকে জিজ্ঞাসা করি) শহর আর প্রাসাদসমূহের মালিকেরা আজ কোথায়?

২. আনন্দিত ও উল্লাসিত লোকদের বাসস্থান (দুনিয়া) তুমি আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছ এবং আমাদেরকে আশান্বিত করেছ।

৩. বরং সবার মাঝে (একতার) তুমি বিচ্ছিন্নতা তৈরিকারী এবং আনন্দ উল্লাসকে ঘোলাটেকারী হে নিরানন্দকারী।

৪. যারা গর্ত (কবর)-কে বদল করে নিয়েছিল আঙিনা আর প্রাসাদসমূহের বিনিময়ে তারা আজ কোথায়?

৫. আমি কবরসমূহ জিয়ারত করেছি কিন্তু জিয়ারতকারী ও জিয়ারত কৃতদের মাঝে সে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও ধ্বংসের কথা কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত তেরো হতে তিনশত আঠারো লাইন পর্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরেছেন। কবি বলেন–

لا تأمنن مع الحوادث + عثرة الدهر العور

لو ان عمرك زيد فيه + جميع اعمار النور

او كنت فى زبر الحديد + وكنت من ضم الصخور

او كنت معتصما باعلى + الريح او لجج البحور

لأنت عليك دوائر + الدنيا وكرات الشهور .

১. অনিষ্ট যুগের অনিষ্টতা হতে বিপদাপদে ও যুগের বিবর্তনে তুমি নিরাপদ হতে পারবে না;

২. যদিও তোমার হায়াতকে বৃদ্ধি করা হয় সকল শকুনের বয়স পরিমাণ;

৩. অথবা তুমি যদি লৌহখণ্ড হও অথবা বিশালাকৃতির কঠিন পাথর হও;

৪. অথবা তুমি সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাক বাতাসের উপরে কিংবা সাগরের ঢেউয়ের উপরে;

৫. অবশ্যই তোমাকে পাবে দুনিয়ার বিবর্তন (দুঃখ কষ্ট) এবং মাসসমূহের (দুনিয়ার) আক্রমণ তুমি যেখানে থাক না কেন।

ঙ. দুনিয়ার নিয়ামত নিঃশেষ হয়ে যাবে, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিন শত বাহাত্তর হতে তিন শত চুয়াত্তর লাইনে বলেন–

الا الى الله تصير الامور + ما انت يادنياى الا غرور .

إن امر ايصفو له عيشه + لغافل عما تجمع القبور .

نحن بنو الارض وسكانها + منها خلقنا واليها نصير .

Dhaka University Institutional Repository

১. সাবধান সকল বিষয় ও কাজের (হিসাব-নিকাশ) আল্লাহর কাছে সমর্পিত হবে। হে আমার পৃথিবী তুমি ধোঁকা ব্যতীত অন্যকিছু নও।

২. নিশ্চয়ই কোনো কোনো মানুষ পরিচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন করে অথচ কবর তার জন্য কি (অন্ধকার ও কষ্ট) জমাট করে রেখেছে তা হতে সে উদাসীন।

৩. আমরা পৃথিবীর সন্তানেরা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীগণ এ জমি হতেই সৃষ্ট হয়েছি এবং তাতেই ফিরত নেওয়া হবে।

(২) স্বল্পে তুষ্টি মুমিনের সবচেয়ে বড়গুণ। মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের সকল ধনসম্পদ অন্যের হাতে চলে যায়। ধন-সম্পদ মানুষকে মৃত্যু হতে বাঁচাতে পারে না। তাই কষ্ট করে অতিরিক্ত ধন-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করা, সম্পদ বৃদ্ধির প্রাণান্তকর চেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং স্বল্প তুষ্টিতে সকল ধনাঢ্যতা ও আত্মতৃপ্তির উৎস।

ক. এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তেরো, চৌদ্দ ও বিশতম লাইনে বলেন–

ايها الطالب الكثير ليغنى + كل من يطلب الكثير فقير .

واقل القليل يغنى ويكفى + ليس يغنى وليس يكفى الكثير .

انا اغنى العباد ما كان لى كن + وما كان لى معاش يسير .

১. ওহে ধনী হওয়ার জন্য অধিক কামনাকারী। প্রত্যেক অধিক কামনাকারী ফকির (দরিদ্র)

২. সবচেয়ে কম (বস্তু)ও ধনী করতে পারে যথেষ্ট হতে পারে অধিক (বস্তু)ও যথেষ্ট নয়।

৩. আমার যদি একটি বাসস্থান এবং সামান্য আহারের ব্যবস্থা থাকে তাহলে আমিই (আল্লাহর) বান্দাহদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী।

খ. দিউয়ানে হাসামা রচয়িতা বিখ্যাত কবি ও কবিতা সংকলক আবু তাম্মাম বলেন, 'কবি আবুল আতাহিয়া অত্র কাফিয়ার চুরাশিতম লাইনে আহমাদ ইবনে ইউসুফকে লক্ষ্য করে বলা কবিতাটি তার কবিতার মধ্যে সর্বোত্তম ও চমৎকার কবিতার অন্যতম। এমন কবিতা তার পূর্বে কেউ আবৃত্তি করেনি।'

কবি বলেন–

الم ترا ان الفقر يرجى له الغنى + وان الغنى يخشى عليه من الفقر .

তুমি কি লক্ষ্য করনি দারিদ্রতা হতে ধনী হওয়া কামনা করা যায়। আর ধনাঢ্যতার ক্ষেত্রে দারিদ্রতার ভয় থেকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. স্বল্পে তুষ্টতা সম্পর্কে কবি অত্র কাফিয়ার একশত তেপ্পান্ন হতে একশত পঞ্চান্নতম লাইনে বলেন−

هـو ربـى وحـسـبـى الله ربى + فـلـنعـم الـمـولى ونـعم الـنـصـيـر .

اى شـيئ ابـغـى اذا كـان لى ظـل + وقـوت حـل، وثـوب يـسـيـر .

ما بـاهـل الـكـفـاف فـقر ولـكـن + كـل مـن لـم يقـنـع فـذاك فـقـيـر .

১. তিনি আমার প্রতিপালক (রব) আমার প্রতিপালক আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি কতইনা উত্তম মালিক ও উত্তম সাহায্যকারী।

২. যদি আমার থাকে ছায়া (বাসস্থান) হালাল খাদ্য এবং লজ্জা ঢাকার মতো কাপড় তাহলে আমার আর কি চাওয়ার আছে?

৩. দারিদ্রতা হাতপাতা লোকদের সাথে নয়। (হাতপাতা লোকেরা দরিদ্র নয়) বরং স্বল্পে তুষ্ট হয় না যারা তারাই দরিদ্র।

(৩) মৃত্যু একটি অবিশ্যম্ভাবী বিষয় যা থেকে মুক্তি পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ মহাসত্য কথাটি কবি তার কাব্যে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে পাঠকদের গোচোরীভুত করেছেন।

ক. এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার পঞ্চান্ন ও ছিপ্পান্ন লাইনে বলেন−

الـمـوت بـاب وكـل الـنـاس داخـلـه + يـا لـيـت شعـرى بـعـد الـبـاب مـا الـدار .

الـدار جـنـة خـلـد إن عـمـلـت بـمـا + يـرضـى الا الـه وان قـصـرت فـالـنـار .

১. মৃত্যু এমন এক (দরজা) প্রবেশ পথ, প্রত্যেক মানুষই সে প্রবেশ পথে প্রবেশ করবে। হায় আফসোস এ প্রবেশ পথ অতিক্রম করে কোন ঘর ভাগ্যে জুটবে?

২. (হয়ত) চিরস্থায়ী বেহেশতের ঘর যদি এমন আমল কর যা আল্লাহকে রাজী খুশি করে আর যদি কমতি কর তাহলে জাহান্নাম।

খ. মৃত্যু কার কোথায় সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পঁচাশি ও ছিয়াশিতম লাইনে বলেন−

لـيـت شـعـرى فـانـنـى لـسـت ادرى + اى يـوم يـكـون اخـر عـمـرى .

وبـاى الـبـلاد يـقـبـض روحـى + وبـاى الـبـلاد يـحـفـر قـبـرى .

১. হায় আফসোস কেননা আমি তো জানি না কোনো দিনটি আমার জীবনের শেষ দিন হবে।

২. কোথায় আমার প্রাণ (আজরাইল)-বের করা হবে এবং কোন দেশে, কোন স্থানে আমার কবর খোঁড়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে আহমাদ আবদী (কবির সমসাময়িক একজন সাহিত্যিক) বলেন- 'আমাকে আবুল আতাহিয়্যা বলেছেন- আমার জীবনে আমি কত কবিতা বলেছি উপরিউক্ত দুই লাইন কবিতা আমার কাছে সবগুলো কবিতা হতে অতি প্রিয়।

গ. মৃত্যু কাউকে ছাড় দেয় না। ছোট-বড়, দুর্বল-শক্তিশালী প্রত্যেককেই মৃত্যু আক্রমণ করে ধরাশায়ী করে ফেলে। তবু মানুষ দুনিয়া নিয়েই মত্ত। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত ছিপ্পান্ন হতে একশত আটান্ন লাইনে বলেন–

كل حى الى الممات يصير + كل حى من عيشه مغرور .

لا صغير يبقى على حادث الدهر + ولا يبقى مالك وقدير .

كيف نرجو الخلود او نطمع العيش + وابيات سالفينا القبور .

১. প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রত্যেক জীবিতই তার জীবন ও জীবিকা নিয়ে ধোঁকায় নিমজ্জিত।

২. যুগের বিবর্তনে ক্ষুদ্র বিষয় ও বস্তু যেমন স্থায়ী থাকে না তেমনি রাজ-রাজা ও শক্তিশালীরাও স্থায়ী থাকে না।

৩. কিভাবে আমরা চিরস্থায়ীত্ব আশা করব কিংবা জীবন যাপনের কামনা করব অথচ আমাদের পূর্বসূরীদের ঘরসমূহ (শেষ ঠিকানা) হলো কবর।

ঘ. মৃত্যু অতীত সময়ে কত শহর নগর সৃষ্টিকারী ক্ষমতাশালী রোম-পারস্যের রাজা-বাদশাহকে ধুলার সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এমনকি নবীগণের, নবীগণ বংশধরগণ ও আল্লাহ ভীরুরা কেহই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পায়নি। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত সাতষট্টি লাইন হতে একশত বাহত্তর লাইন পর্যন্ত মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন।

اين القرون وان المبتلون لنا + هذى المدائن فيها الماء والشجر .

اين كسرى انو شروان مال به + صرف الزمان وافنى ملكه الغير .

بل اين اهل التقى والانبياء ومن + جاءت بفضلهم الايات والسور .

اعد ابا بكر الصديق اولهم + وناد من بعد فالفضل ابا عمر

وعد من بعد عثمان ابا حسن + فان فضلهما يروى ويذكر .

لم يبق اهل التقى فيها لبرهم + ولا الجبابرة الاملاك ماعمروا .

Dhaka University Institutional Repository

১. কোথায় (অতীত) মহাকাল (মহাকালের অধিবাসীরা) গাছ-গাছালি ও (সুপেয়) পানিপূর্ণ (সুন্দর) নগরসমূহ আমাদের জন্য নির্মাণকারীগণ আজ কোথায়?

২. কোথায় (চলে গেছে) কেসরা (পারস্যের) বাদশাহ আঁনাওশেরওয়ান কালের বিবর্তন তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কালের পরিবর্তনই তার রাজত্বকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩. বরং কোথায় সে খোদাভীরু আর নবীগণ (সবাই চলে গেছে) যাদের মর্যাদা সম্পর্কে (কুরআনের) আয়াত ও সূরাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

৪. তাদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে প্রথমে গণনাকর তার পর মর্যাদার দিক দিয়ে ওমর (রা) ডাক (গণনাকর)

৫. এবং উসমান (রা) এরপর হাসানের পিতা (আলী (রা)-কে গণনাকর কেননা তাদের উভয়ের মর্যাদা বর্ণনাও স্মরণ করা হয়।

৬. এখানে (দুনিয়ায়) খোদাভীরুগণ খোদাভীরুতার কারণে নেক আমল দ্বারা স্থায়ী হয়নি এবং অত্যাচারী শাসকেরা যা জীবন কাটিয়েছে তা দিয়ে স্থায়ী হতে পারেননি।

ঙ. মৃত্যু সব আনন্দকে মাটি করে দেয়। কখন কার মৃত্যু এসে সুখী ও আনন্দঘন জীবনকে বিষিয়ে তুলবে তা কেউ বলতে পারে না। আবুল আতাহিয়্যার নিকট একদা উমাইয়্যা খলীফা ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের ঘটনা বলা হলো যে, তিনি তার এক পরিচারিকাকে রূপসী-সুন্দরী হওয়ায় অত্যাধিক ভালোবাসতেন। একদা তিনি উক্ত পরিচারিকার সাথে রাত যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাতের প্রথম প্রহরে আনন্দ করে তাকে নিয়ে ডালিম খাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিতভাবে ডালিমের একটি দানা পরিচারিকাটির শ্বাসনালীতে আটকে যায় এবং শ্বাসরোধ হয়ে সে তাৎক্ষণিক মারা যায়। ইয়াজিদ এ ঘটনায় খুব ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং এ আতঙ্ক ও শোকে তিনিও মৃত্যুবরণ করেন। কবি ঘটনাটি শুনে নিচের তিন লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন। যা এই কাফিয়ার চারশত ছয় থেকে চারশত সাততম লাইনে সংকলিত হয়েছে।

يــا راقــد اللـــيـل مــســرورا بـاولـه + إن الـحـوادث قـد يـطـرقـن اسـحـارا .

لا تــــفــرحــن بــلــيــل طلاب اولـه + فــــــرب اخـــر لـــيـــل اجـج الـنـار .

عـادت تـرابـا اكـف الـسـلـهـيـات وقـد + كـانــت تـحـرك عـيـدانـا و اوتـارا .

১. হে রাতের প্রথম প্রহরে আনন্দ সহকারে শয্যাগামী। বিপদ-আপদ কোনো কোনো সময় নির্ঘুম রাত কাটানোর ঘণ্টা বাজায়।

২. সুন্দর আরামদায়ক রাতের প্রথম প্রহরে আনন্দিত হবে না, অনেক রাতের শেষ প্রহর লেলিহান অগ্নি প্রজ্জলন করে।

৩. যেসব হাতে নড়াচড়া করত তীর-বর্শা, ধনুক আজ সেসব হাত মাটিতে ফিরে এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. পরকালের স্মরণ

পরকালের স্মরণ, আখিরাতমুখীতা মানুষকে অন্যায়-অপরাধ হতে বিরত রাখে। মানুষ যত বেশি আখেরাতে বিশ্বাসী ও আখিরাতমুখী হবে সমাজ তত নিরাপদ এবং কুলষমুক্ত হবে।

ক. কবি মানুষদের দুনিয়ার সৌন্দর্যে বিমোহিত স্বল্পেতুষ্টি ও আখিরাতমুখী হওয়ার উপদেশ দান করে কবি অত্র কাফিয়ার বাহাত্তর হতে সাতাত্তর লাইনে বলেন–

يا ساكن الدنيا الم تر زهرة + الدنيا على الايام كيف تغير .

لا تعظم الدنيا فان جميع ما + فيها صغير لو علمت حقير .

نل ما بدأ لك ان تنال من الغنى + ان انت لم تقنع فانت فقير .

يا جامع المال الكثير لغير + ان الصغير من الذنوب كبير .

هل فى يديك على الحوادث قوة + ام هل عليك من السنون خفير .

ام ما تقول اذا ظعنت الى البلى + واذا خلابك منكر ونكير .

১. হে দুনিয়ায় বসবাসকারী তুমি দুনিয়ার সৌন্দর্য্য অবলোকন কর না? কিছু দিন পর তা কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়।

২. তুমি দুনিয়াকে বড় করে সম্মান করে দেখ না কেননা তাতে যা কিছু আছে তা সবই ছোট। হে নিকৃষ্ট তুমি যদি তা জানতে।

৩. তোমার যতখুশি তত ধনাঢ্যতা তুমি লাভ কর। কিন্তু যদি তুমি স্বল্পে তুষ্ট না হও তাহলে তুমি দরিদ্র।

৪. ওহে অন্যের জন্য বিপুল সম্পদ জমাকারী গোনাহ ছোট হলেও তা অনেক বড় গোনাহ।

৫. কালের বিবর্তন (বিপদ-আপদ) দূর করার জন্য তোমার দু হাতে কি শক্তি আছে? নাকি মৃত্যুর হাত হতে মুক্তি দানকারী, আশ্রয়দাতা তোমার কেউ আছে?

৬. অথবা তুমি তখন কি বলবে যখন মৃত্যু মুখে পতিত হবে এবং তোমার সাথে নির্জনে সাক্ষাত করবে মুনকার-নাকির (ফেরেশতা দুজন)।

৫. আল্লাহভীরুতা

তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। আল্লাহর ভয় মানুষকে সব রকম গোনাহ হতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। খোদাভীরু আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে গণ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ক. মানুষের গর্ব করার কিছু নেই, গর্ব করার মতো কিছু থাকলে তা কেবল আল্লাহভীরুদেরই রয়েছে। সামান্য বীর্য হতে তৈরি মানুষ যে, কোনো কিছুই আগে কিংবা পরে করারও ক্ষমতা রাখেন না তার গর্ব করার কি আছে? কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার একশত পয়তাল্লিশ লাইন থেকে একশত উনপঞ্চাশ লাইনে বলেন–

لا فخر الا فخر اهل التقى + غـدا اذا ضمهم الحشر .

ليعلمن الناس ان التقى + والبر كانا خيرما يدخر .

ما احمق الانسان فى فخره + وهو غدا فى حفرة يقبر .

ما بال من اوله نطفة + وجيفة اخره يفخر .

اصبح لا يملك تقديم ما + يرجوولا تاخير ما يحذر .

১. আগামী দিন যখন হাশর তাদেরকে একত্রিত করবে সেদিন কেবল মাত্র খোদাভীরু ব্যতীত অন্য কারো অহঙ্কার করার কিছু থাকবে না।

২. (সেদিন) অবশ্যই লোকেরা জানতে পারবে যে, খোদাভীরুতা এবং নেক কাজ উভয়টিই জমা করা বস্তুর মাঝে উত্তম বস্তু।

৩. মানুষ অহঙ্কারের ক্ষেত্রে কত বোকা অথচ সে আগামী কল্য মাটির গর্তে কবরস্থিত হবে।

৪. তার কি অবস্থা, সে কিভাবে অহঙ্কার করে যার প্রথম (সৃষ্টি) বীর্য হতে আর শেষ (পরিণত) হলো ময়লা আবর্জনা।

৫. (সে এতটাই দুর্বল যে) সে যা আশা করে তা আগে করতে পারে না এবং যা থেকে বেঁচে থাকতে চায় তা পিছিয়ে রাখতে পারে না।

খ. প্রকাশ্যে অপকাশ্যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে গোনাহ হতে বেঁচে থাকা মুমিনের জন্য জরুরি কাজ। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিনশত চৌত্রিশ হতে তিনশত ছত্রিশ লাইনে কবি উপদেশের ছলে বলেন।

رأيتك فيما يخطئ الناس تنظر + ورأسك من ماء الخطيئة يقطر .

توارى بجدران البيوت عن الورى + وانت بعين الله لو كنت تشعر .

وتخشى عيون الناس ان ينظروا بها + ولم تخش عين الله والله ينظر .

১. তোমাকে দেখেছি মানুষ অন্যায় ও ভুল করলে তুমি তাকিয়ে থাক অথচ তোমার মাথা হতে গোনাহের পানি টপকে পড়ছে। (নিজের অন্যায় ও গোনাহ চোখে পড়ে না অন্যের দোষ চর্চাকর)

Dhaka University Institutional Repository

২. ঘরসমূহের দেয়ালের মাঝে লোক চক্ষুর অন্তরালে তুমি লুকিয়ে (গোনাহের কাজ কর) রাখ। অথচ (যত লুকিয়ে থাক) তুমি আল্লাহ তাআলার চক্ষুর সামনে রয়েছ যদি তুমি বিষয়টি জানতে বুঝতে।

৩. লোক চক্ষুকে তুমি ভয় কর ওরা যদি তোমার (অপকর্ম) দেখে ফেলে। তুমি আল্লাহর চক্ষুকে ভয় কর না অথচ তিনি তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

৬ কবর এর বর্ণনা

কবর মানুষের আখিরাতের জীবনের প্রথম মঞ্জিল। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাইকে মৃত্যুবরণ করে কবরের বাসিন্দা হতে হয়। কবর এমন এক বাসস্থান যেখানে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কোনোকিছুই কোনো উপকারে আসে না।

ক. কবি কবরের সাথে কল্পনায় কথা বলেছেন। জানতে চেয়েছেন কবর তার উদরস্থলের সাথে কেমন আচরণ করে। এ প্রসঙ্গে কবি এই অত্র কাফিয়ার চারশত আটাশ লাইন থেকে চারশত একত্রিশ লাইনে বলেন–

انى سالت القبر ما فعلت + بعدى وجوه فيك منعفرة .

فاجابنى صيرت ريحهم + تـؤذيك بعد روائح عطره .

واكلت اجسادا منعمة + كان النعيم يهزها نظره .

لم ابق غير جماجم عريت + بيض تلوخ واعظم نخره .

১. আমি কবরকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার পরে তোমার কাছে মাটি মাখা হয়ে ফিরে আসা মুখমণ্ডলসমূহ (মানুষেরা) কি করে?

২. কবর আমার প্রশ্নের জবাবে বলল আমি বন্ধ করে দিয়েছি তাদের জীবন বায়ুকে যা তোমাকে কষ্ট দিত সুখকর জীবন যাপনের পর।

৩. নিয়ামতপ্রাপ্ত (সুখে থাকা) শরীরগুলোকে আমি খেয়ে ফেলেছি যে, সব শরীরগুলোকে সুখ-শান্তি উত্তমভাবে (বিলাসিতার সহিত) দোলা দিত।

৪. নগ্ন সাদা রঙের উজ্জ্বল কতগুলো মাথার খুলি এবং মুড়মুড়ে কতগুলো হাড় ব্যতীত (এখন আর) কিছু বাকি নেই।

খ. যত শক্তিশালীই হোক না কেন, রাজা-বাদশাহ, বীরপুরুষ সবাইকে মৃত্যুর পর মসৃন, আরামদায়ক বিছানা, সুউচ্চ প্রসাদ ছেড়ে কবরে মাটির বিছানায় শায়িত হতে হবে। কবি অত্র কাফিয়ার চারশত ছেষট্টি হতে চারশত উনসত্তর লাইনে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

فلم تغن اجناده حوله + ولا المسرعون الى نظره .

واصبح يعدو الى منزل + سحيق تؤنى فى حفره .

تغلق بالترب ابوابه + الى يوم يؤذن فى حشره .

وخلى القصور التى شادها + وحل من القبر فى قعره .

১. তার চার পাশে থাকা সৈন্য-সামন্ত তার কোনো উপকারে আসেনি এবং তার সাহায্যে দ্রুত আগমনকারীরা ও তার কোনো উপকারে আসেনি।

২. উঁচু প্রাসাদ হতে মাটির গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছে আজ।

৩. সে মাটির গর্তের পথসমূহ (দরজাসমূহ) মাটি দ্বারা বন্ধ করা হবে। হাশরে উঠার আহ্বানের দিন পর্যন্ত ঐ দরজা বন্ধ থাকবে।

৪. তার সাজানো প্রাসাদসমূহ খালি করে দিয়েছে এবং নেমে এসেছে কবরের গহীনে।

৭. জীবনের তিক্ততা

কবি দীর্ঘ জীবন লাভ করাকে জীবনের ভীষণ তিক্ততা অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ যত বেশি দিন বাঁচবে শরীর দুর্বল হয়ে স্বাস্থ্যক্ষীণ হয়ে দুর্ভোগ বাড়িয়ে তুলবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শেষাংশে চারশত উননব্বই হতে চারশত একানব্বই লাইনে বলেন–

المرء يامل ان يعيش + وطول عمر قد يضره .

تفنى بشاشته ويبقى + بعد حلو العيش مره .

وتخونه الايام حتى + لا يرى شيئا يسره .

১. মানুষ দীর্ঘ জীবন বাঁচার আশা করে। আর দীর্ঘ জীবন কোনো কোনো সময় মানুষের জন্য ক্ষতিকর হয়।

২. দীর্ঘ জীবন তার চেহারার উজ্জ্বলতাকে বিনষ্ট করে। মজার জীবনের পর তিক্ত জীবনই বাকি থাকে।

৩. সময় ও যুগ তার সাথে এমন খিয়ানত করে যে, সে আর আনন্দিত হওয়ার মতো কিছু দেখতে পায় না।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الزاء

কাফিয়ায়ে زاء তে মাত্র দুটি লাইন কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে। কবি উক্ত দুই লাইনে চুপ থাকার উপকারিতা ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন।

يخوض اناس فى الكلام ليوم جزوا + وللصمت فى بعض الا حايين اوجز .

فان كنت عن ان تحسن الصمت عاجزا + فانت عن الا بلاغ فى القول اعجز .

১. অনেকেই কথা বা বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত (অথচ ভাব গাম্ভীর্যপূর্ণ)-ভাবে প্রকাশের কৌশল খুঁজে। কোনো কোনো সময় চুপ থাকা অত্যাধিক সংক্ষিপ্ততারই পরিচায়ক।

২. সংক্ষিপ্তাকারে বুঝানোর জন্য যদি চুপ থাকাকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাতে পার তাহলে তুমি সংক্ষেপে তোমার কথা ও ভাব (অন্যকে) পৌছাতে আরো বেশি সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية السين

এই কাফিয়াতে কবির মোট ৯১ একানব্বই লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। মৃত্যুকে নিয়ে এই কাফিয়ার প্রায় সকল কবিতা রচিত হয়েছে।

১. দুনিয়াকে ভালো না বাসার জন্য নিজকে নিজে উপদেশ দিয়ে কবি অত্র কাফিয়ার প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইনে বলেন—

نسيت منيتى وخدعت نفسى

وطال على تعميرى وغرسى .

الا يا ساكن البيت الموشى

ستسكنك المنية بطن رمسى .

رأيتك تذكر الدنيا كثيرا

كثرة ذكرها للقلب يقسى .

১. আমি আমার মৃত্যুর কথা ভুলে গেছি এবং আমাকে ধোঁকা দিয়েছি। আমার কাছে নির্মাণ ও রোপণ (দুনিয়ার কাজ) দীর্ঘ হয়েছে। (বেশি পছন্দনীয় হয়েছে।)

২. হায় সাজগোজ করা- অলঙ্কৃত ঘরে বসবাসকারী, অতি নিকটেই মৃত্যু তোমাকে মাটির পেটে (নিচে) বাস করাবে।

৩. আমি তোমাকে দেখেছি তুমি দুনিয়াকে বেশি স্মরণ কর। (আর) দুনিয়াকে বেশি স্মরণ করা অন্তরকে কঠিন করে ফেলে।

(২) মৃত্যু মানুষের পৃথিবীর জীবনের অবসান ঘটায়। মানুষের শেষ পরিণতি মৃত্যু সকল বন্ধুত্বকে ছিন্ন করে নির্জন করবে নিয়ে যায়। মৃত্যুকে ঠেকানোর কেউ নেই। এসব মহাসত্যকে কবি তার এ কাফিয়াতে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক. মৃত্যুকে রুখবার কোনো শক্তি নেই। এ কথা নির্মম সত্য যে, মৃত্যুর হাতে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এগারো, তেরো, সতেরো, আঠারো এবং ঊনিশতম লাইনে বলেন—

Dhaka University Institutional Repository

ما يدفع الموت ارصاد ولا حرس

ما يغلب الموت لاجن ولا انس .

للموت ما تلد الا قوام كلهم

وللبلى كل ما بنوا وما غرسوا .

اياك اياك والدنيا ولذاتها

فالموت فيها لخلق الله مفترس .

إن الخلائق فى الدنيا لو اجتهدوا

ان يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا .

إن المنية حوض انت تكرهه

وانت عما قليل فيه منغمس .

১. সুরক্ষিত স্থান, কঠিন পাহারা মৃত্যুকে বাধা দিতে পারবে না। জিন-ইনসান কেহই মৃত্যুর উপর বিজয়ী হতে পারবে না।

২. লোকেরা যা জন্ম দিয়েছে তা সবই মৃত্যুর জন্য। তারা যা নির্মাণ করেছে এবং রোপণ করেছে সবই ধ্বংসের জন্য। ওতপেতে থাকা শিকারীর মতো।

৪. দুনিয়ার সকল সৃষ্টি যদি চেষ্টা-তদবির করে তোমার কাছ থেকে মৃত্যুকে আটকে রাখতে (তোমাকে মৃত্যু হতে বাঁচাতে) তারা মৃত্যুকে আটকে (বিরত) রাখতে পারবে না।

৫. নিশ্চয়ই মৃত্যু এমন এক হাউজ (পানাধার) যাকে (যা হতে তুমি পান করাকে) অপছন্দ কর। অথচ তুমি যা কম ও নিকৃষ্টতা তাতেই ডুবে আছ।

খ. সকল ক্ষমতাধর ব্যক্তি, রাজা-বাদশাহ শহর-নগর তৈরি করে ও মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পায়নি। কেউ ভুলে থাকলেও তাকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রিশতম লাইনে বলেন−

اين الملوك الذى حفت مدائنها

دون المنايا بحجاب وحراس

لقد نسيت وكاس الموت دائرة

فى كف لاغافل عنها ولا ناس

Dhaka University Institutional Repository

لا شربن بكاس الموت منجد لا

يوما كما شرب الماضون بالكاس .

১. কোথায় সেসব রাজাগণ যারা তাদের শহরসমূহ (রাজধানীসমূহ) প্রহরী ও দারোয়ানদের দ্বারা ঘিরে রেখেছে (নিরাপদ করেছে) কিন্তু মৃত্যু হতে নিরাপদ করতে পারেনি।

২. (মৃতকে) আমি বেমালুম ভুলে গেছি অথচ মৃত্যুর পেয়ালা হাতের তালুতে ঘুরছে। সে ভুলেও যায়নি অমনোযোগীও হয়নি।

৩. অবশ্যই আমি অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর পেয়ালা একদিন পান করব। যেমন নাকি পূর্ববর্তীগণ মৃত্যুর পেয়ালা পান করেছে।

গ. কোনো বুদ্ধি-কৌশলই মৃত্যুর হাত হতে মুক্তি দিতে পারবে না। যত পাহারাই মানুষ দিক না কেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ছিপ্পান্ন থেকে আটান্নতম লাইনে বলেন–

ولم ينج مخلوقا من الموت حيلة + ولو كان فى حصن وثيق وحراس

وما المرء الا صورة من سلالة + فيشيب ويفنى بين لمح وانفاس

تدير يد الدنيا الردى بين اهلها + كانهم شرب قعود على كاس .

১. কোনো কৌশলই মৃত্যুর হাত হতে সৃষ্টিকে মুক্তি দিতে পারবে না। যদিও ওরা সুদৃঢ় এবং পাহারাদার দুর্গে অবস্থান করে।

২. মানুষ কেবল পোড়া মাটির একটি আকৃতি স্বরূপ। কয়েকটি শ্বাস নিতে না নিতেই মুহূর্তে বৃদ্ধ হয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. দুনিয়া তার হাতে ধ্বংস নিয়েই দুনিয়াবাসীর মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হয়ে যে, ওরা (দুনিয়াবাসীরা) পেয়ালায় বসে (জমে) থাকা পানীয়।

ঘ. আমরা আজকে একজন দাফন করছি কালকে হয়ত একদল লোক আবার আমাদেরকে দাফন করবে। এটা পৃথিবীর চিরায়ত নিয়ম। মোহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল মেহদী ইবনে সাঈদ আনসারী হতে বর্ণনা করেন। আমাদের একজন বয়োজৈষ্ঠ্য ব্যক্তি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন আমরা তার দাফন শেষ করে ফেরার পথে মৃত ব্যক্তির ভাইকে লোকেরা শান্তনা দিতে লাগল। আবুল আতাহিয়্যা ও লোকটির কাছে এলেন এবং লোকটিকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখে তাকে শান্তনা দিয়ে নিম্নের দুটি লাইন আবৃত্তি করলেন–

لا تامن الدهر والبس + لكل حين لباسا

ليدفننا اناس + كما دفنا اناسا .

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি (দুনিয়ার আপদ-বিপদ) যুগের কাছ থেকে নিজাকে নিরাপদ মনে করবে না। সব সময়ের জন্য (মৃত্যুর) পোশাক পড়ে থাক।

২. অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে দাফন করবে কিছু লোকেরা যেমনিভাবে আমরা কতেক লোককে দাফন করেছি।

৬. মৃত্যু কখন হবে তা কেউ জানে না। এ জীবনের এক মুহূর্তের কোনো ভরসা নেই। মৃত্যুর তীর কখনো লক্ষ ভ্রষ্ট হয় না। মৃত্যু ও তৎপরবর্তী কষ্ট হতে মুক্তি পেতে হলে সে জন্য আমল করে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি উক্ত কাফিয়ার সাতষট্টি হতে সত্তরতম লাইনে বর্ণনা করেন।

لا تامن الموت فى طرف ولا نفس + وان تمنعت بالحجاب والحرس .

فما تزال سهام الموت نافذة + فى جنب مدرع منها ومترس .

اراك لست بوقاف ولا حذر + كالحاطب الخابط الا عواد فى الغلس .

ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها + إن السفينة لاتجرى على اليبس .

১. চোখের পলক ফেলা কিংবা একটি শ্বাস নেওয়া (পরিমাণ সময়ও) মৃত্যু হতে (নিজকে) নিরাপদ মনে করবে না। যদি তুমি তাকে (মৃত্যুকে) পাহারাদার ও দারোয়ান দিয়ে বাধা প্রদানের চেষ্টা কর।

২. বর্ম পরিহিত হোক আর ঢাল ব্যবহারকারী হোক মৃত্যুর তীর তাকে বিদ্ধ করা হতে বিরত থাকবে না।

৩. (কিন্তু) আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি তুমি বিরত থাকছ না (গোনাহের কাজ হতে) এবং ভয়ও পাচ্ছ না (উদ্বিগ্ন হচ্ছো না) যেমন নাকি অন্ধকারে লাকড়ি কুড়ানো ব্যক্তি। (সে নির্বিঘ্নে লাকড়ি কুড়িয়ে যাচ্ছে অথচ অন্ধকারের লাকড়ি মনে করে সাপ কুড়িয়ে মৃত্যুবরণ করার ভয় রয়েছে।

৪. তুমি মুক্তি কামনা কর। কিন্তু মুক্তি লাভের পথ তুমি অনুকরণ কর না। নিশ্চয়ই (জেনে রাখবে) নৌকা শুকনা দিয়ে চলে না।

قافية الشين

এই কাফিয়াতে কবি রচিত সর্বমোট তিন লাইন কবিতা রয়েছে। কবি এসব লাইনে প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও শিষ্টাচারের কথা আলোচনা করেছেন। এই তিন লাইনে যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা না থাকায় আমরা দীর্ঘ আলোচনা করা হতে বিরত থাকলাম।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الصاد

এই কাফিয়ায় কবির সাত লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি এসব লাইনে জীবন নিয়ে ধোঁকায় না পড়ার এবং দুনিয়াকে পেতে ব্যস্ত না হওয়ার উপদেশ প্রদান করেছেন। কবি উক্ত কাফিয়ার দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

كيف اغتر بالحياة وعمرى + ساعة بعد ساعة فى انتقاص.

কিভাবে আমি আমার জীবন নিয়ে ধোঁকায় পড়ব। অথচ আমার জীবন ঘণ্টায় ঘণ্টায় (একের পর এক) ক্ষয়ে যাচ্ছে (কমে যাচ্ছে)।

উক্ত কাফিয়ার সাত নম্বর লাইনে (শেষ লাইনে) কবি বলেন।

إن عيشا يكون اخره الموت + لعيش معجل التنغيص.

নিশ্চয়ই জীবনের শেষ পরিণতি হলো মৃত্যু। আর জীবন হলো অতিদ্রুত ক্ষয়ে যাওয়া বস্তু।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الضاد

এই কাফিয়ায় কবির তিপ্পান্ন (৫৩) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এসব কবিতায় তিনি পাঠকদেরকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহদান এবং আখিরাতমুখী হওয়ার উপদেশ প্রদান করেছেন। তাছাড়া দুনিয়ার রূপ সৌন্দর্যে ধোঁকা খাওয়া, স্বল্পে তুষ্টি, আখেরাতের স্মরণ ভুলে থাকার বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

১. নিজকে নিজে পরিশুদ্ধ করা, মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ইত্যাদি বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার প্রথম দিকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

انا لنرجو امورا نستعد لها + والموت دون الذى نرجو لمعترض

لله در بنى الدنيا لقد غبنوا + فيما اطمأنوا به من جهلهم ورضوا

ما اربح الله فى الدنيا تجارة + انسان يرى انها من نفسه عوض

ما بال من عرف الدنيا الدنية + لا ينكف عن غرض الدنيا وينقبض .

১. আমরা যা পাওয়ার আশা করি তা পাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকি এবং মৃত্যু যা আমরা কামনা করি না ইহা অবশ্যই উপস্থিত হয়।

২. আল্লাহর কসম দুনিয়ার সন্তানেরা (দুনিয়াবাসীরা) তাদের অজ্ঞতার কারণে এবং দুনিয়ার প্রতি রাজী খুশি হয়ে পরিতৃপ্ত চিত্তে থেকে ধোঁকায় পড়েছে।

৩. ব্যবসাই যদি ব্যবসার বিনিময় হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির ব্যবসায় আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় কোনো লাভবান করেন না।

৪. ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি? যে নিকৃষ্ট দুনিয়া সম্পর্কে (জানে এবং) চিনে (অথচ সে) দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে হতে হাত গুটিয়ে নেয় না। অর্থাৎ দুনিয়া লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে।

(২) মৃত্যু সম্পর্কে এই কাফিয়ার সতের হতে উনিশতম লাইনে কবি বলেন–

اقول ويقضى الله ما هو قاضى + وانى بتقدير الا له لراضى .

ارى الخلق يمضى واحدا بعد واحد + فيا ليتنى ادرى متى انا ماض .

كأن لم اكن حيا اذا احتث غاسلى + واحكم درجى فى ثياب بياض .

১. আমি (যা বলার) বলি এবং আল্লাহ তাআলা যা ফায়সালা করার তাহাই ফায়সালা করেন। আর আমি অবশ্যই আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত বিষয়ে (তাকদীরে) তুষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

২. আমি দেখছি একের পর এক (সকল) সৃষ্টি চলে যাচ্ছে। অতঃপর হায় আফসোস আমি জানি না কখন আমি (দুনিয়া হতে) চলে যাব।

৩. (আমার মৃত্যুর পর) গোসলদানকারী যখন আমাকে নাড়াচাড়া করবে মনে হবে যেন আমি (কোনো কালেই) জীবিত ছিলাম না এবং আমার লাশকে সাদা কাপড়ের মধ্যে শক্তভাবে বেঁধে দিবে।

(৩) দুনিয়ার সৌন্দর্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার বিশ, বাইশ এবং তেইশতম লাইনে বলেন–

قلب الزمان سواد رأسك ابيضا + ونعاك جسمك رقة وتقبضا .

واذا اتى شيئ اتى لمضيه + وكانه لم يات قط اذا مضى

نبغى من الدنيا الغنى فير يدنا + فقرا ونطلب ان نصح فنمرضا .

১. কালের বিবর্তন তোমার মাথার কালো চুলকে সাদা করে ফেলেছে। ভয় এবং আতঙ্ক তোমার শরীরকে ক্ষীণ করে দিয়েছে।

২. যখন কোনো বস্তু আসে ধ্বংস হওয়ার জন্যই আসে। চলে যাওয়ার পর মনে হয় যেন কোনো বস্তুই যেন আর আসেনি।

৩. দুনিয়া হতে আমরা ধনাঢ্যতা কামনা করি আর তা আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করে। আমরা সুস্থ থাকা কামনা করি অথচ আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

(৪) স্বল্পে তুষ্টি আল্লাহভীরুদের এক মহান গুণ। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ঊনচল্লিশ হতে একচল্লিশতম লাইনে কবি বলেন–

حب الرئاسة اطغى من على الارض + حتى بغى بعضهم منها على بعض

فحسبى الله ربى لاشبيه به + وضعت فيه كلا بسطى ومنقبضى

إن القنوع لزاد إن رايت به + كنت الغنى وكنت الوف العرض .

১. রাজত্ব ও কর্তৃত্বের ভালোবাসার কারণে পৃথিবীবাসী একে অপরের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। এই পর্যন্ত একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

২. অতঃপর আমার জন্য আমার রব আল্লাহই যথেষ্ট, যার কোনো তুলনা নেই। আমার সুবিধা– অসুবিধা (ধনাঢ্যতা ও দারিদ্র্য) উভয়ই (তাঁর হাতে) সমর্পণ করেছি।

৩. স্বল্পে তুষ্টি এমন একটি বিষয়, যদি আমি তা মনে করি যে, আমি তুষ্ট-পরিতৃপ্ত তাহলে আমি ধনী হয়ে যাব এবং আমি বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে যাব।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الطاء

এই কাফিয়াতে মাত্র পনেরো লাইন কবিতা সন্নেবেশিত হয়েছে। এসব লাইনে কবি শ্রোতাদেরকে তাদের শেষ পরিণত ভুলে যাওয়ার বিষয়ে ভর্ৎসনা করেছেন এবং মানুষ দুনিয়াতে যা জমা করার লালসা করে তা যে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

কবি উক্ত কাফিয়ার প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে মৃত্যু সম্পর্কে বলেন-

حتى متى تصبو ورأسك اشمط + احسبت ان الموت فى اسمك يغلط .

ام لست تحسبه عليك مسلطا + وبلى وربك انه لمسلط .

ولقد رأيت الموت يفرس تارة + جثث الملوك وتارة يتخبط .

১. কখন তুমি পরিতৃপ্ত হবে বা (দুনিয়া হতে) কখন তোমার বালকসুলভ চপলতা দূর হবে অথচ তোমার মাথার চুলে পাক ধরেছে। তুমি কি মনে কর মৃত্যু তোমার নাম ভুল করবে যার কারণে তোমার মৃত্যু হবে না।

২. নাকি তুমি মনে করছ যে, মৃত্যু তোমার উপর বিজয়ী হতে পারবে না হ্যাঁ তোমার রবের কসম করে বলছি অবশ্যই মৃত্যু তোমার উপর বিজয়ী হবে।

৩. আমি মৃত্যুকে দেখেছি সে কখনো কখনো রাজাদের দেহকে শিকার করে বা তাদের ঘাড় মটকে দেয় এবং কখনো ছিনিয়ে নেয় বা কঠিন আঘাত হানে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الظاء

এই কাফিয়াতে কবির মাত্র চার (৪) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে এতে কবি নফসে আম্মারাহ বা কু-প্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন।

غلبتك نفسك غير متعظه + نفس مقرعة بكل عظة .

نفس منصرفة مدبرة + مطلوبة فى النوم واليقظة .

نفس متطغيها وساوسها + إن لم تكن منهن محتفظه .

فالله حسبك لا سواه ومن + راع الرعاة وحافظ الحفظه .

১. উপদেশ গ্রহণ নাকারী এবং প্রত্যেক উপদেশ প্রত্যাখ্যান ও অপছন্দকারী তোমার অন্তর তোমার উপর বিজয় লাভ করেছে।

২. অন্তর হলো পরিবর্তনশীল ও বিবর্তনশীল ঘুমে এবং জাগ্রত অবস্থায়। সে কেবল কামনার মধ্যেই থাকে।

৩. যদি তুমি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে না রাখ তাহলে উহার কু-মন্ত্রণাসমূহ তোমার উপর বাড়া-বাড়ি করে বিজয় লাভ করবে।

৪. সকল পাহারাদারের হেফাজতকারী, সকল রাখালকে রক্ষণাবেক্ষণকারীই তোমার জন্য যথেষ্ট অন্য কেউ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

قافية العين

উক্ত কাফিয়াতে কবির মোট তিনশত সতেরো (৩১৭) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এসব লাইনে কবি দুনিয়ার অসারতা, দুনিয়া বিমুখতা, মৃত্যু, স্বল্পে তুষ্টি, দুনিয়া ধ্বংসের কথা, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও তার অসীম ক্ষমতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা প্রদান করেছেন। এই কাফিয়াটি কবির সংকলনের দীর্ঘতম সংকলনসমূহের অন্যতম।

ক. আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও প্রশংসার বর্ণনায় অত্র কাফিয়ার একশত আট হতে একশত এগারোতম লাইনে কবি বলেন– পৃথিবীর সকল বিবর্তন কেবল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়। সকল কিছুর গোপন রহস্য এবং বান্দার জন্য কি উপকারী ইত্যাদি সবকিছুই তিনি ভালো জানেন।

وتصريف هذا الخلق لله وحده + وكـــل الـيـه لا مـحـالـة راجـع .

ولله فى الدنـيـا اعـاجـيـب جـمـة + تــــدل عـلـــى تـدبـيـره بـدائـع .

ولـلـه اسـرار الامـور وإن جـرت + بـهـا ظـاهـرا بـيـن الـعـبـاد الـمـنـافـع .

ولـلـه احـكـام الـقـضـاء بـعـلـمـه + الا فـهـو مـعـط مـا يـشـاء ومـانـع .

১. সৃষ্টির এই বিবর্তন একমাত্র আল্লাহর জন্যই বা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। প্রত্যেকেই অবশ্যম্ভাবীভাবে আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে।

২. দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার অনেক আশ্চার্য বস্তু রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, তিনি সবকিছুই কোনো কিছু অনুকরণ না করেই সৃষ্টি করেছেন।

৩. যদিও বান্দাদের উপকার কোন কোন বিষয়ে প্রকাশ পায় (কিন্তু প্রকৃত পক্ষে) ঐসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার গোপন রহস্য বিদ্যমান।

৪. স্বীয় ইলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার ফায়সালা করার রীতি-পদ্ধতি রয়েছে। তিনি যাকে খুশি দান করেন যাকে খুশি বঞ্চিত করেন।

খ. কবি বন্দুদের বিচ্ছেদ ও বিদায় সম্পর্কে অত্র কাফিয়ার এক নম্বর লাইন হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

عـلـــيـكـــم سلام الله انى مودع + وعـيـنـاى من مـض الـتـفـرق تـدمـع .

فـان نـحـن عـشـنـا يـجـمـع الله بـيـنـنـا + وان نـحـن مـتـنـا فـالـقـيـامـة تـجـمـع .

الـم تـر ريـب الـدهـر فـى كـل سـاعـــة + لـه عـــارض فـيـه الـمـنـيـة تـلـمـع .

ايـابـانـى الـدنـيـا لـغـيـرك تـبـتـنـى + ويـا جـامـع الـدنـيـا لـغـيـرك تـجـمـع .

Dhaka University Institutional Repository

১. আমি বিদায় গ্রহণকারী এবং বিচ্ছেদের আঘাতে আমার দুচোখে দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক।

২. যদি আমরা জীবিত থাকি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একত্রিত করাবেন। (সাক্ষাত করাবেন) আর যদি আমরা মরে যাই তাহলে কিয়ামত আমাদেরকে একত্রিত (সাক্ষাত) করাবে।

৩. ওহে দুনিয়ার নির্মাণকারী তুমি অন্যের জন্য নির্মাণ করছ। ওহে দুনিয়াকে একত্রকারী তুমি অন্যের জন্য একত্র করছ।

গ. কবি মৃত্যুর ভয়াবহতা, কষ্ট ও মৃত্যু পরবর্তী আযাবের কথা অত্র কাফিয়াতে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন।

(১) কবি অত্র কাফিয়ার শুরুতেই এগারো, বার এবং চৌদ্দতম লাইনে মৃত্যু সত্য, মৃত্যুর কোনো চিকিৎসা নেই, এ প্রসঙ্গে বলেন–

الموت حق لامحالـه دونه + ولكل موت علة لا تدفع .

الموت داء ليس يدفعه الدواء + اذا اتى ولكل جنب مصرع .

واذا كبرت فهل لنفسك لذة + ما للكبير بلذة متمتع .

১. মৃত্যু সত্য, মৃত্যুর হাত হতে নিষ্কৃতির কোনো ব্যবস্থা নেই এবং প্রত্যেক মৃত্যুর কারণ রয়েছে যা রোধ করা যায় না।

২. মৃত্যু এমন রোগ যা কোনো ঔষধ প্রতিরোধ করতে পারে না। যখন সে আসে তখন প্রত্যেক দিক থেকে মৃত্যু (ছেয়ে) আসে।

৩. যদি তুমি বয়োবৃদ্ধ হও তাহলে তুমি কি কোনো স্বাদ (সুখ-শান্তি) অনুভব করবে? বৃদ্ধদের জীবন উপভোগ করার কিছু থাকে না।

(২) মানুষ যত হাজার বছর বাঁচুক না কেন তাকে একদিন মরতেই হবে। এটা বাস্তব সত্য। কাজেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আশি হতে বিরাশিতম লাইনে বলেন–

لو كان عمرك الف حول كامل + لم تذهب الايام حتى تنقطع .

ان المنية لاتزال ملحة + حتى تشتت كل امر مجتمع .

فاجعل لنفسك عدة للقاء من + لو قد اتاك رسوله لم تمتنع .

Dhaka University Institutional Repository

১. যদি তোমার বয়স পূর্ণ এক হাজার বছরও হয় এক সময় তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

২. নিশ্চয়ই মৃত্যু প্রত্যেক জমায়েতকৃত কাজ বা বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করা ব্যতিত যাবে না বা বিরত হয় না।

৩. কাজেই তোমার আত্মাকে ঐ ব্যক্তির (বা বস্তুর) জন্য প্রস্তুত রাখ যা (মৃত্যু) দুত আসলে তাকে তুমি বিরত রাখতে পারবে না।

(৩) মৃত্যুর পেয়ালা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাইকে পান করতে হবে। যে যত চতুরই হোক না জীবন তার জন্য কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। সৃষ্টি জগতকে একের পর এক চলেই যেতে হয়, অথচ এতসব জানার পরও অন্তর মৃত্যুর ভয়ে কম্পিত হয় না এবং খারাপ কাজ হতে বিরত থাকে না। কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত সাতান্ন হতে দুইশত ষাটতম লাইনে এই অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

اما المنايا فغير غافلة + لكل حى من كاسها جرع .

اى لبيب تصفو الحياة له + والموت ورد له ومنتجع .

والخلق يمضى يوما ببعضهم + بعضا فهم تابع ومتبع .

يا نفس مالى اراك امنة + حيث يكون الروعات والفزع .

১. মৃত্যু কখনো ভুলে যাবে না (জীবিতকে মৃত্যু দান করতে) প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হবে।

২. কোন বুদ্ধিমান রয়েছে জীবন যার জন্য পরিচ্ছন্ন (কুসুমাস্তীর্ণ) হয় অথচ মৃত্যু হলো তার অবতরণ স্থল ও শেষ ঠিকানা।

৩. সৃষ্টিকুল প্রতিদিন একের পর এক চলে যাচ্ছে তাদের কেউ অনুসরণকারী এবং কেউ অনুসরণ কৃত।

(৪) মৃত্যু সকল জীবনকে কর্তন করে দেয়, কোনো কিছুই মৃত্যুকে ঠেকাতে পারে না। তবুও মানুষ মৃত্যু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত একানব্বই, দুইশত বিরানব্বই ও দুইশত নিরানব্বই লাইনে বলেন–

لا عيش الا الموت يقطعه + لا شئ دون الموت يمنعه .

والمرء فى شهوات غفلته + والدهر يخفضه ويرفعه .

عجبا لذى عيش تيقن ان + الموت حق كيف ينفعه .

Dhaka University Institutional Repository

১. এমন কোনো জীবন নেই মৃত্যু যার বিচ্ছিন্নতা ঘটায় না। মৃত্যুকে বারণকারী কোনো কিছু নেই।

২. মানুষ তার অমনোযোগিতার কু-প্রবৃত্তিতে লিপ্ত। যুগ তাকে হয় নিম্নগামী বা উর্ধ্বগামী (সম্মানিত বা অপমানিত) করে।

৩. আশ্চর্য জীবনধারীদের জন্য যারা গভীর বিশ্বাস রাখে যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী (অথচ তারপর ওরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না) তাদের এই বিশ্বাস তাদেরকে কিভাবে উপকৃত করতে পারবে।

ঘ. স্বল্প তুষ্টি প্রকৃত মুমিনের একটি আবশ্যকীয় গুণ। মানুষ যখন সামান্য বস্তুতে পরিতৃপ্ত হয় তখন অতিরিক্ত পাওয়ার লোভ জাগ্রত হয় না। ফলে অন্যায়ভাবে উপার্জন করতে গিয়ে পাপাচারে লিপ্ত হতে হয় না।

(১) স্বল্পে তুষ্টি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রকৃত ধনী কেননা সে মুখাপেক্ষিতা অনুভব করে না। মানুষের লোভ তাকে পদস্থলনে কেবল মাত্র সহযোগিতা করে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শুরুতেই পনেরোতম লাইন হতে আঠারোতম লাইনে বলেন–

واذ قنعت فانت اغنى من غنى + ان الفقير لكل مـــن لا يقنع .

واذا طلبت فلا الى مـــتضايف + من ضاق عنك فرزق ربك اوسع .

ان الـــطامع ما علمت مـــزلة + للطامعين واين من لا يـــطمع .

اقـــنع ولا تنكر لربك قـــــدرة + فالله يخفض من يشاء ويرفع .

১. যদি তুমি স্বল্পে তুষ্ট হও তাহলে তুমি ধনীদের চেয়ে অনেক বেশি ধনী, নিশ্চয়ই দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে স্বল্পে তুষ্ট হয় না।

২. তুমি যদি কামনা কর (স্বল্পে তুষ্টি) তাহলে তুমি কোনো সংকট ও সংকীর্ণতায় পড়বে না। যে তোমাকে সংকীর্ণ করে দিবে (স্মরণ রাখবে) তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার রিযিকের অনেক বেশি প্রশস্ততা হবে।

৩. তুমি জান না লোভ-লালসা লোভকারীদের জন্য পদস্থলন স্বরূপ। (কবির জিজ্ঞাসা) লোভ করে না এমন লোক কোথায় (পাওয়া যাবে)?

৪. স্বল্পে তুষ্ট হও এবং তোমার রবের ক্ষমতাকে অস্বীকার করো না। আল্লাহ তাআলা যাকে খুশি ইচ্ছা তাকে উঠান (সম্মান দেন) যাকে খুশি তাকে নামিয়ে দেন। (অসম্মান করেন)

(২) লোভ-লালসা ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তি, এসব খারাপ গুণাবলি মানুষকে নরাধম বানিয়ে ফেলে। ভালো-মন্দের বিচার বিশ্লেষণ করা তখন তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একষট্টি হতে তেষট্টিতম লাইনে বলেন–

الحرص لوم ومثله الطمع + ما اجتمع الحرص قط والورع .

لو قنع الناس بالكفاف اذا + لا تسعوا فى الذى به قنعوا .

للمرء فيما يقيمه سعة + لكنه ما يريد ما يسع .

১. লোভ-লালসা দুটিই ঘৃণ্য বিষয়। লোভ-লালসা ও আল্লাহ ভীরুতা কখনো একত্রিত হতে পারে না।

২. যদি লোকেরা স্বল্পে তুষ্ট হতো তাহলে যে স্বল্প বস্তুতে সে তুষ্ট হয়েছে তাই তার জন্য যথেষ্ট হতো।

৩. মানুষ যা লাভের জন্য চেষ্টা করে তাতেই তার জন্য প্রশস্ততা ও সুখ রয়েছে। কিন্তু সে যা (অন্যায়) কামনা করে তাতে সে প্রশস্ততা লাভ করতে পারে না।

(৩) কবি স্বল্পে তুষ্টির জন্য উপদেশ দান করতে গিয়ে অত্র কাফিয়ার একশত দ্বিতীয় লাইন হতে একশত সাততম লাইনে বলেন–

ويا جامع الدنيا لغير بلاغه + ستتركها فانظر لمن انت جامع .

وكم قد رأينا الجامعين قد اصبحت + لهم بين اطباق التراب مضاجع .

لو ان ذوى الابصار يرعون كلما + يرون لما جفت لعين مدامع .

فما يعرف العطشان من طلال ريه + وما يعرف الشعبان من هو جائع .

وصارت بطون المرملات خميصة + وايتامهم منهم طريد وجائع .

وان بطون المكثرات كانما + تنقنق فى اجوافهن الضفادع .

১. ওহে দুনিয়াকে সীমাহীনভাবে কামাইকারী, অতি নিকটই তুমি সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাহলে তুমি একটু ভাব কার জন্য তুমি তা জমা করছ।

২. দুনিয়ার অর্থ সম্পদ জমাকারী কতলোককে আমরা মাটির স্তরসমূহের নিচে শয্যা গ্রহণ করতে দেখেছি।

৩. যদি চক্ষুষ্মানেরা ও বুদ্ধিমানেরা গভীরভাবে ভাবত এবং যখন যখনি দেখত তাহলে চক্ষু হতে আর অশ্রু শুকাতো না।

৪. যে দীর্ঘ সময় (জীবন) ধরে পরিতৃপ্ততা লাভ করেছে। সে পিপার্সাতের কষ্ট বুঝবে না। পেট পুরে আহারকারী কখনো ক্ষুর্ধাতের কষ্ট অনুভব করবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৫. সুখী ও ধনীদের পেটসমূহ থলের আকারধারণ করেছে অথচ তাদের ইয়াতীমগণ তাদের কাছ থেকে বিতাড়িত ও অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে।

৬. অত্যধিক (খাদ্যগ্রহণকারী ও দুনিয়া কামাইকারীর) পেটসমূহের ভিতরে মনে হয় যেন ব্যাঙসমূহ ঘেনর-ঘেনর করে ডাকছে।

ঙ. দুনিয়ার অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া চিরস্থায়ী নয় অথচ মানুষ এই অস্থায়ী দুনিয়া লাভের জন্য, এতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সত্য-মিথ্যার হালাল-হারামের বিচার না করে অবৈধ পন্থায় সম্পদ সঞ্চয়ে সবাই ব্যস্ত কবি এই বিষয়টি তার কবিতায় গভীরভাবে তুলে ধরেছেন।

(১) প্রত্যেক নতুন বস্তুই পুরাতনে পরিণত হয়। দুনিয়ার নতুন সবকিছুই একদিন পুরাতন হয়ে যাবে। যা মানুষ জমা করে মূলত অন্যেরা তা ভোগ করে। কবি এসব বিষয়ে শ্রোতাদেরকে সতর্ক করে অত্র কাফিয়ার ছত্রিশ, সাইত্রিশ ও চল্লিশ এক চল্লিশতম লাইনে বলেন–

الم تر لذات الجديد الى البلى + الم تر اسباب الحمام تسرع .

الم تر ان الفقر يعقبه الغنى + الم تر ان الضيق قد يتوسع .

ايا بانى الدنيا لغيرك تبتنى + ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع .

الم تر ان المرء يحبس ماله + ووارثه فيه غدا يتمتع .

১. তুমি কি দেখ না যে, প্রত্যেক নতুনই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। তুমি কি দেখ না মৃত্যুর কারণসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে।

২. তুমি কি জান না যে, দারিদ্রতার শেষ পরিণতি হলো ধনাঢ্যতা, তুমি কি জান না সংকীর্ণতার পর কখনো কখনো প্রশস্ততা আসে।

৩. ওহে দুনিয়া তৈরিকারী (দুনিয়ায় ভিত্তি মযবুতকারী) তুমি অন্যের জন্য সবকিছু জমা করছ।

৪. তুমি কি দেখ না মানুষ তার মাল-সম্পদকে (জমিয়ে রাখে) আটকে রাখে অথচ তার ওয়ারিশরা আগামী দিনই বিলি-বন্টন করে ভোগ করতে থাকবে।

(২) মানুষের কাছে মজাদার খাবার, প্রচুর সম্পদ, বিশাল প্রাসাদ ইত্যাদি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। অথচ গরীব-ধনী, সবল-দুর্বল কেহই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত একচল্লিশ হতে একশত চুয়াল্লিশতম এবং একশত ছেচল্লিশতম লাইনে বলেন–

حبب الاكل و الشراب الينا + وبناء القصور والتجسيع .

وصنوف اللذات من كل لون + والفنا مقبل الينا سريع .

Dhaka University Institutional Repository

ليس ينجو من الفنا فاخالبيت + ولا السفله الدنى الوضيع .

كل حى سيطعم الموت كرها + ثم خلق السمات يوم فظيع .

نجمع الفانى والقليل من المال + وننسى الذى اليه الرجوع .

১. আমাদের কাছে খাদ্য ও পানীয় এবং প্রাসাদ নির্মাণ ও সম্পদ জমা করা পছন্দনীয় করা হয়েছে।

২. এবং প্রত্যেক প্রকারের নানা রকমের স্বাদযুক্ত বস্তু পছন্দনীয় করা হয়েছে অথচ ধ্বংস ও মৃত্যু আমাদের প্রতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

৩. ঘর-বাড়ি নিয়ে অহঙ্কারকারী এবং নিম্ন শ্রেণীর নিকৃষ্ট ব্যক্তি কেহই ধ্বংসের হাত হতে মুক্তি পাবে না।

৪. প্রত্যেক জীবিতই (ব্যক্তি) অপছন্দনীয় হলেও মৃত্যুবরণ করবে। তারপর মৃত্যু হলে রয়েছে ভয়ঙ্কর দিন।

৫. আমরা ধ্বংসশীল ও সামান্য সম্পদ একত্রিত করার জন্য চেষ্টা করি অথচ যার নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে তাকে আমরা ভুলে গেছি।

চ. মাল-সম্পদ মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর পর কোনো কাজে আসবে না। বরং রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারিশরা বিলি-বন্টন করে নিবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত দুই এবং দুইশত নয় ও দশ নম্বর লাইনে বলেন–

اما بيوتك فى الدنيا فواسعة + فليت قبرك بعد الموت يتسع

يا جامع المال فى الدنيا لوارثه + هل انت بالمال بعد الموت تنتفع

لا تمسك المال واسترض الا له به + فان حسبك منه الرى والشبع .

১. দুনিয়ায় তোমার ঘর-বাড়িসমূহ (অনেক) প্রশস্থ। হায় মৃত্যুর পর যদি তোমার কবরখানি প্রশস্থ হইত।

২. হে ওয়ারিশদের জন্য দুনিয়ায় মাল-সম্পদ জমাকারী। তুমি কি মৃত্যুর পর তোমার সম্পদ দ্বারা উপকৃত হবে।

৩. তুমি সম্পদকে (কৃপণতাসহকারে) আঁকড়ে রাখবে না। এ বিষয়ে তুমি আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় রাজি-খুশি থাক। কেননা সম্পদের মধ্য হতে তোমার জন্য খাদ্য-পানীয় হিসেবে যতটুকু দরকার ততটুকুই যথেষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الغين

কবি আবুল আতাহিয়্যাহ রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে قافية الغين ক্ষুদ্র একটি কাফিয়া। এতে মাত্র পাঁচটি লাইন সংকলিত হয়েছে। কিতাবুল আগানী গ্রন্থকার আবদুল্লাহ ইবনে হাসান হতে বর্ণনা করেন যে, কবি আবুল আতাহিয়্যাহ একদা আমার কার্যালয়ে আসলেন এবং কথায় কথায় তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, অন্যান্য কবিদের মতো আপনি অপরিচিত শব্দাবলি আপনার কবিতায় ব্যবহার করেন কি না? তিনি বললেন না। আমি অপরিচিত বা কঠিন শব্দাবলি ব্যবহার করি না। আমি তাকে বললাম যে, আমার মনে হয় সহজ কাফিয়া অধিক চর্চার কারণে এটা আপনার জন্য সম্ভব হয়েছে। তখন তিনি বললেন বলুন কোন কঠিন ছন্দে আমি কবিতা রচনা করব। আমি তাকে একটি একটি কঠিন ছন্দ বেধে দিলে তিনি সাবলীলভাবে উক্ত কাফিয়ায় কবিতা রচনা করেন। যা এই قافية الغين এর পাঁচ লাইনে সংকলিত হয়েছে।

এই পাঁচ লাইনে কবি সামান্য বস্তুতে তুষ্ট হওয়া বিষয়ে এবং যুগের বিবর্তন যে কবির বুদ্ধিবৃত্তি, সম্পদ, যৌবন, সুস্বাস্থ্য ও আরাম সবকিছুর সাথে ধোঁকা দিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অত্র কাফিয়ার সর্বশেষ লাইনে কবি বলেন–

غبنتنى الايام عقلى ومالى + وشبابى وصحتى وفراغى .

আমাকে ধোঁকা দিয়ে যুগের বিবর্তন ধ্বংস করে দিয়েছে আমার জ্ঞান বুদ্ধি, সম্পদ, যৌবন, স্বাস্থ্য এবং আমার অবসর সময়।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الفاء

উক্ত কাফিয়াতে কামিল, বাসিত, তাবীল ও ওয়াফির ছন্দে মোট চুয়াত্তর লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে কবি নিজকে ভর্ৎসনা, আল্লাহ তাআলার অনুসন্ধান করা, স্বল্পে তুষ্টি, দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকওয়াকে কঠিনভাবে গ্রহণ করা, দুনিয়ার বিবর্তন ও কবরের বিবরণ নিয়ে সাবলীলভাবে কবিতা রচনা করেছেন।

ক. স্বল্পে তুষ্টি মুমিনের একটি মহৎ গুণ। মানুষ যত ধনীই হোক না কেন স্বল্পে তুষ্টি ব্যতীত আত্মতৃপ্তি অর্জন করা সম্ভব নয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আঠারো হতে বিশ লাইনে বলেন–

طلبت الغنى فى كل وجه فلم اجد + سبيل الغنى الا سبيل التعفيف .

اذا كنت لا ترضى بشئ تناله + وكنت على ما فات حم التلهف .

فلست من الهم العريض بخارج + ولست من الغيظ الطويل لمشتف .

১. আমি ধনাঢ্যতা কামনা করেছি বা খুঁজেছি সকলভাবে কিন্তু হারাম হতে দূরে থাকা বা বেঁচে থাকা ব্যতীত ধনী হওয়ার কোনো পথ খুঁজে পাইনি।

২. তুমি যা লাভ করেছ (পেয়েছ) তাতে যদি খুশি না হও তাহলে তুমি যা হারিয়েছ তা না পাওয়ার দুশ্চিন্তার উত্তাপে দগ্ধ হও।

৩. তাহলে তুমি দীর্ঘ দুশ্চিন্তার (বলয় হতে) বাহির হতে পারবে না এবং দীর্ঘ রাগ ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি পাবে না।

খ. কবি দুনিয়ার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে উনত্রিশ হতে একত্রিশ লাইনে বলেন–

১. যুবকের জন্য আল্লাহ তাআলাকে ভয় করাই তার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট। হে দুনিয়া তোমার বান্দারা (গোলামেরা) অধিক মর্যাদাসম্পন্ন নয়।

২. হে ঘর (দুনিয়া) আমরা তোমার মাঝে কত (স্মৃতি) চিহ্ন দেখছি। এসব চিহ্নসমূহ ধ্বংস ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে রাজা-বাদশাহদের জন্য (মৃত্যু) বিলাপ করছে।

৩. আমাদের পূর্বসূরীদেরকে জামানা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং আমাদের উত্তরসূরী করেছে এবং অতি নিকটেই (সামান্য কিছু দিন পরেই) একদা আমাকে আমার পূর্বসূরীদের সাথে সাক্ষাত করাবে।

গ. দুনিয়ার জীবন মানুষকে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনায় নিমজ্জিত করে রাখে মানুষ ভালো-মন্দের বিবেচনা না করে দুনিয়া অর্জনে প্রলুব্ধ হয়। কবি এ প্রসঙ্গে দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা করতে গিয়ে অত্র কাফিয়ার আটচল্লিশ

Dhaka University Institutional Repository

হতে একান্ন লাইনে বলেন–

فنون رداك يا دنيا + لعمرى فوق ما اصف .

فانت الدار فيك الظلم + والعدوان والصرف .

وانت لدار فيك الهم + والاخزان والاسف .

وانت الدار فيك الغدر + والتنغيص والكلف .

১. আমার প্রাণের কসম করে বলি, হে দুনিয়া তোমার নানা রকম নিকৃষ্টতা আমার বর্ণনার অতীত।

২. তুমি এমন এক স্থান তোমার মধ্যে রয়েছে অন্যায়, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন।

৩. তুমি এমন এক স্থান যাতে রয়েছে নানা রকম চিন্তা, দুশ্চিন্তা ও আফসোস।

৪. তুমি এমন এক জায়গা যাতে রয়েছে গাদ্দারি, দুঃখ-কষ্ট ও পরিবেশ বিঘ্নতা।

ঘ. কবর মানুষের পৃথিবীর জীবনের শেষ মঞ্জিল এবং আখেরাতের জীবনের প্রথম মঞ্জিল। ধনী-গরিব, আমির-ফকির, রাজা-প্রজা সবাইকে ঐ ঘরের বাসিন্দা হতে হয়।

كم من عزيز عظيم الشان فى جدث + مجدل بتراب الارض ملتحف .

لله اهل قبور كنت اعهدهم + اهل القباب الرخاميات والغرف .

يا من تشرف بالدنيا وزينتها + حسبت الفتى بتقى الرحمان من شرف .

১. অনেক পরাক্রমশালী ও বিশাল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কবরে কঠিন পাথরের নিচে জমির মাটির সাথে মিশে চাপ পড়ে আছে।

২. আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কবরবাসীদের সাথে সাক্ষাত করেছি যারা দামী (রুখামিয়্যাত) পাথরে তৈরি গম্বুজের নিচে কিংবা কক্ষে বসবাস করত।

৩. আফসোস যারা দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য্য দ্বারা মর্যাদা অর্জন করেছে। যুবকের জন্য আল্লাহভীরুতা দ্বারা মর্যাদা অর্জন করাই যথেষ্ট।

ঙ. মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে কবি অত্র কাফিয়ার তেষট্টি হতে পঁয়ষট্টি এবং আটষট্টিতম লাইনে বলেন–

اتبكى لهذا الموت ام انت عارف + بمنزله تبقى وفيها المتالف .

كانك اذا غيبت فى اللحد والرى + فتلقى كما لاقى القرون السوالف .

Dhaka University Institutional Repository

ارى الموت قد افنى القرون التى مضت + فلم يبق ذو إلف ولم يبق آلف .

وغودر فى لحد كريه حلوله + وتعقد من لبن عليه السقائف .

১. তুমি কি কান্না করছ এই মৃত্যুর জন্য নাকি তুমি চিরস্থায়ী স্থানকে চেন যেখানে লোকেরা একত্রিত হবে।

২. নিশ্চয়ই তোমাকে যখন কবরে মাটি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হবে তখন তুমি মুখোমুখি হবে যেমনভাবে পূর্ববর্তী সময়ে লোকেরা (ভয়াবহ অবস্থার) মুখোমুখি হয়েছিল।

৩. আমি মৃত্যুকে দেখেছি চলে যাওয়া যুগসমূহের লোকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কোনো স্নেহকারী ও স্নেহের সম্পর্ক তৈরিকারী কাউকেই জীবিত রাখেনি।

৪. তোমাকে রেখে আসা হবে এমন এক কবরে যাতে অবতরণ করা অপছন্দনীয় এবং এমন ইট-পাথর দিয়ে আটকে দেওয়া হবে যার উপর থাকবে (মাটির) ছাদ।

Dhaka University Institutional Repository

قافية القاف

উক্ত কাফিয়াতে কবি তাবীল, মাদীদ, রমল, খাফীফ, বাছীত, কামিল ও ওয়াফির ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়াতে কবির একশত আটত্রিশ (১৩৮) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে কবি আখিরাতের জন্য নেক আমল করা, মানুষের আখিরাত বিমুখ হয়ে থাকা, যুগের বিপদ-আপদ, মৃত্যু, নিজকে ভর্ৎসনা, সৎকর্মের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

ক. মৃত্যুর অবিসম্ভাবী সত্যতা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি অত্র কাফিয়ার কয়েক স্থানে মৃত্যুর আলোচনা করেছেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ কয়েক লাইন উল্লেখ করব।

(১) কবি অত্র কাফিয়ার আঠারো এবং উনিশতম লাইনে বলেন–

قطع الموت كل عقد وثيق + ليس للميت بعده من صديق .

من يمت يعدم النصيحة والاشفاق + من كل ناصح وشفيق .

১. মৃত্যু প্রত্যেক সুদৃঢ় বন্ধনকে কর্তন করেছে। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির কোনো বন্ধু থাকে না।

২. যে মৃত্যুবরণ করে সে উপদেশ ও অনুগ্রহ প্রত্যেক উপদেশ দানকারী ও অনুগ্রহকারী হতে বঞ্চিত হয়।

(২) অত্র কাফিয়ার উনচল্লিশতম লাইনে কবি মৃত্যু সম্পর্কে বলেন–

والموت حوض كريه انت وارده + فانظر لنفسك قبل الموت يا مذق .

এবং মৃত্যু হলো অপছন্দনীয় একটি হাউজ তুমি তাতে অবশ্যই অবতীর্ণ হতে হবে। কাজেই মৃত্যুরপূর্বে তোমার জন্য ভাব ওহে স্বাদ গ্রহণকারী।

(৩) এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একষট্টিতম লাইনে বলেন–

كم من عزيز اذل الموت مصرعه + كانت على رأسه الرايات تختفق .

কত পরাক্রমশালীকে মৃত্যু তার মৃত্যু স্থলে অপমানিত করে ছেড়েছে। যার মাথার উপর পতাকাসমূহ পতপত করে উড়ত।

৪. মৃত্যু মানুষের শেষ পরিণতি, তার হাত হতে রক্ষা পাওয়া কারো জন্যই সম্ভব নয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটাত্তুর লাইনে বলেন–

والموت غاية من مضى + منا وموعد من بقى .

আমাদের মধ্যে যারা চলে গেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন) মৃত্যু তাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল এবং আমাদের মধ্যে যারা (জীবিত) আছেন তাদের নির্ধারিত স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মৃত্যুকে কবি অত্র কাফিয়ায় ভ্রমণের সাথে তুলনা করেছেন। মৃত্যু হলো ধ্বংসশীল জগত হতে অবিনাশী জগতে যাত্রার মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ঊনাশিতম লাইনে বলেন–

وما الموت الا رحلة غير انها + من منزل الفانى الى المنزل الباقى .

মৃত্যু ভ্রমণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তবে তাহল ধ্বংসশীল জগত হতে চিরস্থায়ী জগতে যাত্রা।

৬. মৃত্যুর স্বাদ অবশ্যই সবাইকে গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় রয়েছে আর রক্ত ও দিন সে নির্ধারিত সময়ের জন্য প্রতিযোগিতা করে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত চার ও একশত পাঁচ লাইনে বলেন–

رويدك لاتنس المقابر والبلى + وطعم حسى الموت الذى انت ذائقه .

وما الموت الا ساعة غير انها + نهار وليل بالمنايا تساوقه .

১. সাবধান তুমি ধ্বংস হওয়া এবং কবরসমূহকে ভুলিও না। মৃত্যু পানীয়ের স্বাদ যা তুমি আস্বাদন করবে তা তুমি ভুলিও না।

২. মৃত্যু একটি মুহূর্ত বা নির্ধারিত সময়ে হবে তবে দিন এবং রাত ঐ মৃত্যু আসার জন্য প্রতিযোগিতা করে।

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা কবির চিরায়ত অভ্যাস। কবি অত্র কাফিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

১. অত্র কাফিয়ার শেষাংশে محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء-এর লিখক বর্ণনা করেন একদা উজীর রাবীয় আবুল আতাহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, كيف اصبحت কেমন সকাল করলেন? জবাবে কবি নিম্নোক্ত দুই লাইন আবৃত্তি করলেন,

اصبحت والله فى مضيق + فهل سبيل الى طريق .

اف لدنيا تلاعبت لى + تلاعب الموج بالغريق .

১. আল্লাহর কসম আমি সংকীর্ণতার মধ্যে সকাল করেছি। অতপর এই সংকীর্ণতা (দুঃখ দৈন্য) হতে মুক্তির কি কোনো পথ আছে।

২. হায় আফসোস দুনিয়ার জন্য। দুনিয়া আমাকে নিয়ে খেলছে যেমনিভাবে (সাগরের) তরঙ্গ ডুবন্ত ব্যক্তিদের নিয়ে খেলে। (বিদ্রূপ করে)

Dhaka University Institutional Repository

(২) মানুষ তার নির্ধারিত রিযিকের বেশি কিছুই গ্রহণ বা ভোগ করতে পারে না। তবুও মানুষ দুনিয়া লাভের মিথ্যা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। মানুষ পৃথিবীতে যত সুদৃঢ় প্রাসাদ তৈরি করুক না কেন তা একদা ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং এতে যা কিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ছত্রিশ হতে আটত্রিশতম লাইনে বলেন–

فيجهد الناس فى الدنيا منافسة + وليس للناس شئ غير ما رزقوا .

يامن بنى القصر فى الدنيا وشيده + اسست قصرك حيث السيل والغرق .

لا تغفلن فان الدار فانية + وشربها غصص او صفوها رنق .

১. দুনিয়াতে মানুষ (দুনিয়া লাভের জন্য) প্রনান্তকর প্রতিযোগিতামূলক চেষ্টা করে। অথচ মানুষ তার জন্য যে রিযিক বণ্টিত আছে তার চেয়ে বেশি পাবে না।

২. হায় আফসোস যে, ব্যক্তি দুনিয়ায় সুদৃঢ় প্রাসাদ তৈরি করল। তুমি এমন এক স্থানে তোমার প্রসাদ তৈরি করলে যেথায় বন্যা এবং ভূমিকম্প রয়েছে।

৩. তুমি ভুলে যেও না যে এ পৃথিবী ধ্বংসশীল। দুনিয়ার পানীয় গলায় আটকে থাকে আর তার স্বচ্ছ পানিও হয় ঘোলাটে। (দুনিয়ার কোনো কিছুই সর্বশেষ মঙ্গল কর নয়)

(৩) দুনিয়া থেকে সবাইকে প্রস্থান করতে হবে এ মহাসত্যটিকে কবি অত্র কাফিয়ার উনষাটতম লাইনে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন–

تستوطن الارض دارا للغرور بها + وكلنا راحل عنها ومنطلق .

দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আমরা দুনিয়াকে বাসস্থান বানিয়েছি। অথচ আমরা সবাই দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যাব এবং প্রস্থান করব।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الكاف

উক্ত কাফিয়াতে কবি রচিত মোট একশত আশি লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাবীল, কামিল, মোনছারাহ, হাজয, মুতাকারির, বাদীদ, ওয়াফির ইত্যাদি ছন্দে অত্র কাফিয়ার কবিতাসমূহ রচিত হয়েছে। কবি এসব কবিতায় পৃথিবীর ধ্বংসের কথা, মৃত্যু, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন, কবরে গমন, কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করা, ধন-সম্পদের প্রতি লোভ না করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ক. মৃত্যু সম্পর্কে অত্র কাফিয়ায় কবি অনেক লাইন রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে উদারণ স্বরূপ হৃদয়গ্রাহী কয়েকটি লাইন উদ্বৃত করছি।

(১) নিঃসন্দেহে সবাই মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যু হতে রক্ষা পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। একমাত্র রাজাধিরাজ চিরঞ্জীব আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং থাকবেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শুরুতেই প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

نموت جميعا كلنا غير ما شك + ولا احد يبقى سوى مالك الملك .
ايا نفس انت الدهر فى حال غفلة + وليست صروف الدهر غافلة عنك .

১. আমরা সবাই নিঃসন্দেহে মৃত্যুবরণ করব। রাজাধিরাজ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ (বাকি) জীবিত থাকবে না।

২. হে (আমার) আত্মা তুমি যুগ (যুগ) ধরে অমনোযোগিতা ও অন্য-মনস্কতায় লিপ্ত রয়েছ অথচ যুগের বিবর্তন তোমাকে ভুলে যায়নি।

(২) মৃত্যুর যন্ত্রণা সকলকে ভোগ করতে হবে। মানুষ যে পথে চলুক, যেখানেই থাকুক মৃত্যু সেখানে উৎপেতে আছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আঠারো হতে বিশতম লাইনে বর্ণনা করেন।

يا سكرة الموت انت واقعة + للمرء فى اى آفة سلكا .
يا سكرة الموت قد نصبت لهذا + الخلق فى كل مسلك شركا .
اخى ان الخطوب مرصدة + بالموت لا بد منه لى ولكا .

১. হে মৃত্যুর যন্ত্রণা তুমি অবশ্যই আসবে (ঘটবে)। প্রত্যেক মানুষের জন্যই যে অবস্থাতেই সে চলুক না কেন।

২. হে মৃত্যুর যন্ত্রণা তুমি সৃষ্টি জগতের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছ, ঠিক করে রেখেছ মৃত্যুকে প্রত্যেক রাস্তায় যে পথেই সে চলুক না কেন।

৩. প্রিয় ভাই (জেনে রাখ) নিশ্চয়ই বিপদ-আপদসমূহ (এই পৃথিবীতে) মৃত্যু দিয়ে পাহারা বসিয়ে রেখেছে। যে পাহারায় আমাকে-তোমাকে অবশ্যই পড়তে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মানুষ মৃত্যু অবধারিত জেনেও হাসি-তামাশা ও বিলাস কর্মে ব্যস্ত থাকে অথচ মৃত্যু কিন্তু রাজা-প্রজা, আমির-ফকির কাউকে ভুল করেও ছাড় দিবে না। কবি এ বিষয়টি অত্র কাফিয়ার তেইশতম ও সাতাশতম লাইনে তুলে ধরেছেন।

ما اعجب الموت ثم اعجب منه + مؤمن موقن به ضحكا .

ان المنايا لا تخطئن ولا + تبقين لا سوقة ولا ملكا .

১. মৃত্যু কতই না আশ্চর্যজনক অতপর তার চেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক হলো মৃত্যুকে বিশ্বাসী ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী হাসি-খুশি মত্ত। (অথচ তারা মৃত্যু ভয়ে বিমর্ষ ও হতাশ হয়ে থাকার কথা।

২. নিশ্চয়ই মৃত্যু (সমূহ) ভুল করে না এবং রাজা-প্রজা (কৃষক) কাউকে বাকি রাখে না (মৃত্যুর হাত হতে কেউ রক্ষা পায় না)।

(৪) যে সেখানেই অবস্থান করুক মৃত্যু তার সামনেই রয়েছে কিন্তু মানুষ এ বিষয়ে বেখবর। মানুষের অজান্তেই মানুষ মৃত্যুর হাতে বন্ধকিপ্রাপ্ত যার হাত হতে মুক্তি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পঞ্চান্ন ও তেষট্টিতম লাইনে বলেন–

انظر لنفسك فالمنية حيث ما + وجهت واقفة هناك حذاكا .

يا جاهلا بالموت مرتهنا به + احسبت ان لمن يموت فكاكا .

১. হে (পাঠক) তুমি নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তুমি যেদিকেই মুখ ফেরাবে মৃত্যুকে তোমার (বরাবর) সামনা-সামনি দেখতে পাবে।

২. মৃত্যুর হাতে বন্ধককৃত ওহে অজ্ঞ ব্যক্তি তুমি কি ধারণা করেছ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে সে মৃত্যুর বন্ধকীর হাত হতে মুক্তি পেয়েছে।

(৫) মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে বিচরণ করে যেন সে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী অথচ মৃত্যু একদিন পরিবার-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন করে কবরে নিয়ে যাবে সেদিন মৃত্যুর হাত হতে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

اتطمع ان تخلد لا ابالك + امنت من المنية ان تنالك .

اما والله ان لها رسولا + واقسم لو اتاك لما ابالك .

تنظر حيث كنت قدوم موت + يشتت بعد جمعهم عيالك .

১. তুমি পিতৃহীন ও (তোমার জন্য আফসোস) তুমি (পৃথিবীতে) চিরস্থায়ীত্বের আশা করছ। তুমি মৃত্যু হতে নিরাপদ হয়ে গেছ এই মনে করে যে, মৃত্যু তোমাকে পাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২. সাবধান জেনে রাখ যে, মৃত্যুর দূত রয়েছে এবং আমি কসম করে বলছি যদি মৃত্যু দূতে তোমার কাছে আসে তোমাকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না।

৩. তুমি যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যুর আগমনের অপেক্ষা কর। তোমার পরিবারের সবাই একত্রিত হওয়ার পর মৃত্যু তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

খ. দুনিয়া বর্জন করা

(১) দুনিয়া হলো আখেরাতের ফসলি জমির মতো। কাজেই দুনিয়াকে যে আখিরাতের জন্য কাজে লাগাতে পারে না সেই প্রকৃত দুর্ভাগা। মানুষ যা নেক আমল করবে তাই তার জন্য আখেরাতে পুঁজি হয়ে থাকবে। আর তার ফেলে যাওয়া সম্পদ উত্তরসুরীরাই বিলি বন্টন করে নিবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ষোল এবং সতেরতম লাইনে বলেন–

من لم يصب من دنيا آخرة + فليس منها بمدرك دركا .

للمرء ما قدمت يداه من + الفضل وللوارثين ما تركا .

১. যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাত অর্জন করতে পারল না। সে দুনিয়া হতে পাওয়ার মতো কিছুই পাইল না।

২. মানুষ দুই হাতে মর্যাদা অর্জন করে যা অগ্রবর্তীভাবে প্রেরণ করেছে সে তারই মালিক আর সে যা রেখে যাবে তার মালিক হলো ওয়ারিশগণ।

(২) দুনিয়া বর্জন করা জরুরি। কারণ দুনিয়াতে যারা ছিল তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাদের পথ ধরে উত্তরসুরীদেরকে চলে যেতে হবে। কবি এ জন্য পাঠকদেরকে দুনিয়া বর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পঞ্চাশ ও একান্ন লাইনে বলেন–

لا تنس واذكر سبيل من هلكا + تسلك المسلك الذى سلكا .

انت سيخلو المكان منك كما + اخلاه من كان فيه قبل لكا .

১. তুমি ভুলে যাবে না। যারা ধ্বংস হয়ে গেছে (মৃত্যুবরণ করেছে) তাদের রাস্তা (কথা) স্মরণ কর। তুমিও অতি নিকটেই (কিছু দিন পর) তাদের পথের পথিক হবে।

২. তুমি অতি নিকটেই তোমার স্থান খালি করে দিবে যেমনিভাবে তোমার পূর্ববর্তী লোকেরা তোমার জন্য স্থান খালি করে দিয়েছে।

(৩) দুনিয়ার জীবনের জন্য সামান্য কিছুই যথেষ্ট। বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তার বেশি কামনা করা উচিত নয়। অত্র কাফিয়ার শেষ দিকে কাসেম ইবনে ঈসা আল আজালী বলেন আমি হজ্জে গিয়ে আবুল আতাহিয়্যাকে একটি মাইল পোস্টের ছায়ায় একজন বেদুঈনের সাথে কথা বলতে দেখলাম তার মাথায় একটি বড় রুমাল ছিল। কবি বেদুঈন লোকটিকে বললেন তুমি সজীব ও সবুজভূমি ছেড়ে বিরান পাথুরে ভূমিকে বসবাসের জন্য কেন নির্বাচন করলে? লোকটি বলল আল্লাহ তাআলা যদি তার কিছু বান্দাহকে

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্ট অঞ্চল দিয়ে সন্তুষ্ট না করতেন তাহলে উত্তম ভূমিতে সকল বান্দাদের স্থান সংকুলান হতো না। তিনি বললেন, তোমরা কিভাবে জীবিকা নির্বাহ কর? লোকটি বলল, আপনাদের মতো হাজীদের দান থেকেই আমাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। তিনি বললেন, আমরা তো বৎসরে একটি নির্ধারিত সময়ে সামান্য কিছু দিনের জন্য আসি বাকি সারা বছর তোমাদের জীবিকা কিভাবে চলে? অতপর বেদুঈন লোকটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি আপনাকে কি বলব বুঝতে পারছি না। আমরা যেখান থেকে রিযিক পাইব বলে আশা করি তার চেয়ে বেশি পাই ওখান থেকে যেখান থেকে রিযিক পাওয়ার কোনো চিন্তাই করি নাই। বেদুঈনের কথা শুনে কবি নিম্নের তিন লাইন কবিতা আবৃত্তি করে চলে গেলেন।

هب الدنيا تواتيكا + اليس الموت ياتيكا .

الا يا طالب الدنيا + دع الدنيا لشانيكا .

وما تضع بالدنيا + وظل الميل يكفيكا .

১. তুমি দুনিয়া বর্জন কর সে যেন তোমার কাছে আসতে না পারে। মৃত্যু কি তোমার নিকট আসবে না?

২. ওহে দুনিয়া সন্ধানকারী তুমি দুনিয়াকে তোমার শত্রুর জন্য ছেড়ে দাও।

৩. তুমি দুনিয়া দিয়ে কি করবে? একটি মাইল পোস্টের ছায়াই তোমার জন্য যথেষ্ট।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়ার ধোঁকাবাজি হতে নিরাপদ হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। ইতঃপূর্বে যারা দুনিয়ায় বসবাস করত দুনিয়া তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। দুনিয়াতে যারা ছিল ওরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। পৃথিবীর কুৎসা বর্ণনায় সকলেই একমত কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় হলো কেউ দুনিয়াকে বর্জন করে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত, একশত এক এবং একশত তিন ও চার লাইনে বলেন−

لا تامن الدنيا على غدرها + كم غدرت من قبل امثالكا .

كم سترى فى الناس هالك + وهالك حتى ترى هالكا .

اصبحت الدنيا لنا عبرة + والحمد لله على ذالكا .

قد اجمع الناس على ذمها + ولا ارى منهم لها تاركا .

১. দুনিয়ার ধোঁকা দান হতে নিজকে নিরাপদ মনে করো না। দুনিয়া তোমার মতো কত লোককে ইতঃপূর্বে ধোঁকা প্রদান করেছে।

২. তুমি শীঘ্রই অনেক লোককে ধ্বংস হতে দেখবে এমনকি ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই দেখবে না।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দুনিয়া আমাদের জন্য শিক্ষণীয় (বস্তু) হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। আর এ জন্য সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার।

৪. লোকেরা দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনায় একমত হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের দুনিয়া বর্জন করতে দেখিনি।

(২) দুনিয়া দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ধোঁকাদানকারী আর দুনিয়া কখনো কাউকে পূর্ণ খুশি করতে পারে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত তেতাল্লিশ হতে একশত পয়তাল্লিশ লাইনে বলেন–

الم تــــر يا دنيا تصرف حالــك + وغـــــدرك يا دنيـا بنا وانــتقالك .

فلست بدار يـــتـم بك الرضــــا + ولو كنت فى كف امرى بكـنا لك .

حرامك يا دنيـا يقود الى العنا + وذو اللب فينا مشفق من حلالك .

১. হে দুনিয়া তুমি কি তোমার অবস্থার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ না। আমাদের সাথে তোমার ধোঁকাবাজী ও বিবর্তন কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না।

২. তুমি এমন কোনো স্থান নও যার উপর সন্তুষ্টি পূর্ণতা লাভ করতে পারে যদিও তুমি কোনো মানুষের হাতের মুঠোয় পূর্ণাঙ্গভাবে থাক।

৩. হে দুনিয়া তোমার হারাম বস্তুসমূহ ধ্বংস ডেকে আনে আর আমাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান তারা তোমার হালাল বস্তুকে ভয় করে।

ঘ. দুনিয়ার বিবর্তন অবিস্যম্ভাবী এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার শেষাংশে রাইয়্যাশী হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন- একদা রোমের বাদশাহর পক্ষ হতে একজন দুত খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে এলো। দুতটি খুব ভালো আরবী জানত। লোকটি আবুল আতাহিয়্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে তাকে কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো হলো। লোকটি ফিরে গিয়ে রোমীয় সম্রাটকে কবির কথা জানালে সম্রাট খলিফার নিকট পুনরায় দুত পাঠিয়ে কবিকে রোমে পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। খলিফা কবিকে রোমের সম্রাটের নিকট যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ চাইলে কবি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে খলিফা জানতে পারেন যে, রোমের সম্রাট কবির রচিত নিম্নের দুটি লাইন তার দরবার হলে দরজাসমূহে এবং শহরে ফটকের মুখে উৎকীর্ণ করে রাখতে সংশ্লিষ্ট লোকদের নির্দেশ দেন।

ما اختلف الليـل والنهار ولا + دارت نجوم الســماء فى الفلك .

الا لنقل الســلطان عن مـلك + قـــد انقضى ملكه الى ملك .

১.২/ দিবা-রাত্রির এই আবর্তন এবং মহাকাশে তারকা-নক্ষত্রসমূহের ঘূর্ণন হয় না কেবল মাত্র এই জন্যই হয় যে, কোনো রাজার রাজত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তা অন্য রাজার দায়িত্বে অর্পণ করার জন্যই তা আর্বর্তিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

قافية اللام

লাম কাফিয়াটি কবির দেউয়ানের সবচেয়ে দীর্ঘ কাফিয়া। এতে সর্বমোট সাতশত সাতাশটি (৭২৭) লাইন সংকলিত হয়েছে। এতে কবি বাসিত, কামিল, সারীয়, ওয়াফির, তাবীল, রমল, খাফীফ, মাদীদ ইত্যাদি ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতায় কবি মানুষকে নেক কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন, দুনিয়ার ধোঁকা প্রদান, দুনিয়ার বিবর্তন ও দুনিয়া হতে দূরে থাকা, আখিরাতমুখী হওয়া, স্বল্পে তুষ্টি, তাওবা, মৃত্যু, দুনিয়া বিমুখতা, কু-প্রবৃত্তির কুফল, লোভের কুৎসা, সৎকাজে সম্পদ ব্যয় করা, আল্লাহ তাআলার ভয়, কবরের বর্ণনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে উপদেশমূলক কবিতা রচনা করেছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ এসব বিষয়ের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক বিষয়ের হৃদয়গ্রাহী লাইনসমূহের উদ্ধৃত নিম্নে প্রদান করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) যেখানেই যে থাকুক না কেন মৃত্যু তার তরবারিকে উন্মুক্ত করে রেখেছে সময় হওয়া মাত্রই মৃত্যু তা দিয়ে আঘাত করবে। মৃত্যু তার জন্ম হতেই যার জন্য মৃত্যু নির্ধারিত তাকে ভুলে না। মৃত্যু অবিশ্যম্ভাবী কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই ষোল হতে আঠারোতম লাইনে বলেন–

وليس من موضع ياتيه ذو نفس + الا وللموت سيف فيه مسلول .

لم يشغل الموت عنا مذ امد لنا + وكلنا عنه بالذات مشغول .

ومن يمت فهو مقطوع ومجتنب + والحى ما عاش مغشى وموصول .

১. কোনো প্রাণী এমন কোনো স্থানে গমন করে না যেখানে মৃত্যু তার তরবারিকে কোষমুক্ত করে রাখে না।

২. যেদিন থেকে মৃত্যুকে আমাদের জন্য তৈরি বা প্রস্তুত করা হয়েছে সেদিন থেকে সে আমাদেরকে ভুলেনি। আমরা সবাই দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনে মৃত্যুকে ভুলে আছি।

৩. যে ব্যক্তি মারা যায় সে ব্যক্তি সম্পর্ক কর্তিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর জীবিতরা যতক্ষণ বেঁচে থাকে (দুনিয়ার ঝামেলায়) লেগে থাকে এবং ডুবে থাকে।

(২) বর্ণিত আছে যে, আবুল আতাহিয়্যা মৃত্যু সংক্রান্ত নিম্ন উল্লেখিত লাইনগুলো আবৃত্তি করার পর উজীর ফদল ইবনে রাবী তা খুব পছন্দ করলেন এবং কবিকে পুরস্কৃত করলেন। হাসান ইবনে সহলকে দশ হাজার দেরহাম, দশটি কাপড় এবং প্রতি মাসে তিন দিরহাম করে কবিকে দান করার জন্য নির্দেশ দেন। অত্র কাফিয়ার দুইশত পয়ত্রিশ হতে দুইশত বেয়াল্লিশতম লাইনে উক্ত কবিতা বর্ণিত হয়েছে। আমরা উদাহরণ

Dhaka University Institutional Repository

স্বরূপ দুইশত ছয়ত্রিশ হতে দুইশত আটত্রিশ এবং দুইশত বেয়াল্লিশতম লাইন উদ্ধৃত করলাম:

للموت غول فكن ما غشت ملتمسا + من هوله حيلة ان كنت محتالا .

ولست حقا بهول الموت منقلبا + حتى تعاين بعد الموت اهوالا .

امليت اكثر مما انت مدركه + والعمر لا بد ان يفنى وان طالا .

كم من ملوك مضى ريب الزمان بهم + قد اصبحوا عبرا فينا وامثالا .

১. মৃত্যুর রয়েছে যন্ত্রণা ও কষ্ট। যদি তুমি বুদ্ধিমান বা চতুর হও তাহলে যতদিন তুমি বাঁচবে ততদিন মৃত্যুর ভয় হতে বাঁচার বুদ্ধি নিয়ে চলবে।

২. মৃত্যুর আতঙ্ককে তুমি পরিবর্তন করতে সক্ষম নও যতক্ষণ না তুমি মৃত্যুর পর ভয় ও আতঙ্কসমূহ স্বচক্ষে অবলোকন না করবে।

৩. তুমি যা লাভ করেছ তার চেয়ে বেশি আশা করেছ অথচ জীবন অবশ্যই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও তা দীর্ঘ জীবন হয়।

৪. কত রাজা-বাদশাহর জীবনের উপর দিয়ে কালের মৃত্যু বয়ে গেছে। ওরা (এখন) আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ও উদাহরণ হয়ে রয়েছে।

(৩) আহমদ ইবনে যুহাইর বর্ণনা করেন আমি মুসআব ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি 'আবুল আতাহিয়্যা সবচেয়ে বড় কবি'। আমি তাকে বললাম কি কারণে এই মর্যাদার যোগ্য বিবেচিত হলেন? তখন তিনি অত্র কাফিয়ার দুইশত বাহাত্তর হতে দুইশত ছিয়াত্তরতম লাইন আবৃত্তি করে বললেন।

هذا الكلام لا حشو فيه ولا نقصان يعرفه العاقل ويقربه الجاهل .

এটা এমন এক কথা যাতে কোনো বাড়তি কমতি নেই। জ্ঞানী তা বুঝতে পারবে মূর্খ তার স্বীকৃতি দেবে। কবিতার লাইনগুলো নিম্নরূপ।

تمسكت بامال + طوال بعد آمال

واقبلت على الدنيا + بعزم اى اقبال

وما تنفك ان تكدح + اشغالا باشغال

فيا هذا تجهز + لفراق الاهل والمال

ولا بد من الموت + على حال من الحال .

১. আমি একের পর এক দীর্ঘ আশা ও প্রত্যাশাসমূহ আঁকড়ে ধরে আছি।

২. আমি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে (নগ্নভাবে) এগিয়ে এসেছি দুনিয়ার প্রতি এগিয়ে আসার মতো।

Dhaka University Institutional Repository

৩. তুমি কঠিন ও কষ্টকর ব্যস্ততা হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। একের পর এক ব্যস্ততা লেগেই থাকবে।

৪. ওহে (পাঠক) তুমি পরিবার ও সম্পদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য প্রস্তুতি নাও।

৫. যে কোনো অবস্থাতেই অবশ্যই তোমার মৃত্যুবরণ করতে হবে।

(৪) সম্পদ কম হোক বা বেশি হোক তাতে কিছু যায় আসে না। ধনী ব্যক্তি সম্পদের কারণে দেরিতে মৃত্যুবরণ করবে না এবং দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্যতার কারণে সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করবে না। কিন্তু সকলেই এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধোঁকায় নিমজ্জিত রয়েছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিনশত একষট্টি হতে তিনশত তেষট্টি লাইনে বলেন–

قل لاهل الا كثار والا قلال + كلكم ميت على كل حال .

ما ارى خالدا على قلة المال + ولا باقيا لكثرة مال .

عجبا لى ولا غترارى بدار + لست ابقى لها ولا تبقى لى .

১. বেশি সম্পদের মালিক এবং কম সম্পদের মালিককে বলে দাও তোমাদের প্রত্যেকেই সর্ববস্থা মৃত (মৃত্যুবরণ করতে হবে)।

২. কম সম্পদের অধিকারীকে আমি চিরস্থায়ী হতে দেখিনি এবং অধিক সম্পদের মালিককে মৃত্যু হতে রক্ষা পেতে দেখিনি।

৩. আমি নিজকে নিজেই আশ্চর্য বোধ করি এবং আমার ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়ে থাকা এমন এক স্থান নিয়ে যার জন্য আমি স্থায়ী নই এবং সেও আমার জন্য স্থায়ী নয়।

খ. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা

আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাকার একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা খোদাভীরুদেরকে তাই ভালোবাসেন।

(১) আল্লাহভীরু ব্যক্তির কথা ও কাজ একই রকম হয়। সে আল্লাহর সাথে যেসব কাজ করা ও না করার ওয়াদা করে সে অনুযায়ী তার জীবনকে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। আর তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে অতি মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আটত্রিশ হতে চল্লিশতম লাইনে বলেন–

واذا بحثت عن التقى وجدته + رجلا يصدق قوله بفعال .

واذا اتقى الله امرؤ واطاعه + فيداه بين مكارم ومعال .

وعلى التقى اذا ترسخ فى التقى + تا جان تاج سكينة وجلال .

Dhaka University Institutional Repository

১. যখন আমি মুত্তাকী (খোদাভীরু) লোক অনুসন্ধান করি (তখন ঐ ব্যক্তিকেই) মুত্তাকী হিসেবে পাই যার কথা ও কাজে মিল রয়েছে।

২. যখন কোনো মানুষ আল্লাহকে ভয় করে এবং তার আনুগত্য করে তখন তার দুইহাত (সে নিজে) থাকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে।

৩. মুত্তাকী যখন তার তাকওয়াকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরে তখন তার জন্য দুটি মুকুটের ব্যবস্থা হয় একটি হলো প্রশান্তি বা আত্মতৃপ্তির অন্যটি মর্যাদার।

(২) আল্লাহ তাআলার ভয় হলো সর্বোত্তম কাজ। কেউ যখন তার সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করে তখন প্রকৃত অর্থে তার তাকওয়া পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত উনাশি এবং তিনশত নব্বই লাইনে বলেন–

فان اتقيت فان تقوى + الله من خير النقل .

واذا اتقى الله الفتى + فيما يريد فقد كمل .

১. যদি তুমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহকে ভয় করা হলো সর্বোত্তম কাজ।

২. যুবক যখন (যে কেউ) আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যে কাজ করার সে ইচ্ছা করে সেই কাজে তখন সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করে।

(৩) মানুষ সবাই আখেরাতের যাত্রী। পৃথিবী তার বসবাসের জন্য ক্ষণিকালয়। এখান থেকে আখেরাতের সফরে সবাইকে পাথেয় সংগ্রহ করে যেতে হবে। তাকওয়া হলো আখেরাতের উত্তম পাথেয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ছয়শত আটচল্লিশ এবং উনপঞ্চাশতম লাইনে বলেন–

تزود من الدنيا بزاد من التقى + فكل بها ضيف وشيك رحيله .

وخذ للمنايا لا ابالك عـــــدة + فان المنايا من اتت لا تقيله .

১. দুনিয়া হতে (আখেরাতের সফরে) তাকওয়ার পাথেয় গ্রহণ কর। কেননা দুনিয়ায় সবাই মেহমান যেখান থেকে সবার প্রস্থান হবে দ্রুত।

২. (হে পাঠক) তুমি মৃত্যুর জন্য (অতি জরুরিভাবে) প্রস্তুতি গ্রহণ কর। কেননা যার মৃত্যু উপনীত হয় সে তাকে কোনো অবকাশ দেয় না।

গ. দুনিয়ার কুৎসা

দুনিয়াতে কেউ স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারবে না। এখান থেকে সবাইকে প্রস্থান করে যেতে হবে। দুনিয়ার জীবনে বিপদ-আপদ ইত্যাদি নিত্য সঙ্গী। মানুষকে দিন দিন ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

কবি অত্র কাফিয়ার পঁচাশি হতে সাতাশি এবং উননব্বইতম লাইনে বলেন–

سلم على الدنيا سلام مـودع + وارحل فقد نوديت بالترحال .

ما انت يا دنيا بدار اقامـة + مـا زلت يا دنيا كفى ظلال .

وخففت يا دنيا بكل بليـة + ومـزجت يا دنيا بكل وبال .

حولت يا دنيا جمال شبيبتي + قبحا فمات لذاك نور جمال .

১. বিদায় গ্রহণকারী সালামের মতো তুমি দুনিয়াকে সালাম দাও বা বিদায় গ্রহণ কর এবং দুনিয়া হতে যাত্রা কর কেননা তোমাকে যাত্রা করার জন্য আহবান করা হচ্ছে।

২. হে দুনিয়া তুমি অবস্থানের স্থান নও হে দুনিয়া তুমি মেঘমালার ছায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী।

৩. হে দুনিয়া তুমি প্রত্যেক বিপদকে হালকাভাবে গ্রহণ করেছ এবং সকল বিপদের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছ।

৪. আমার যৌবনের সৌন্দর্যকে হে দুনিয়া তুমি পরিবর্তন করেছ অসুন্দর ও নিকৃষ্টতা দিয়ে আর এজন্যই আমার সৌন্দর্য্যতার আলো মৃত্যুবরণ করেছে।

ঘ. স্বল্পে তুষ্টি

মুমিনের মহান গুণ হলো স্বল্পে তুষ্টি। স্বল্পে তুষ্ট ব্যক্তি কখনো কোনো অভাব বোধ করে না। বেশি সম্পদের দ্বারা আত্মতৃপ্তি অর্জিত হয় না। আত্মতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন হলো স্বল্পে তুষ্টি। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ছিয়ান নব্বই ও সাতানব্বইতম লাইনে বলেন–

لما حصلت على القناعة لم ازل + ملكا يرى الا كثار كالا قلال .

ان القناعة بالكفاف هي الغنى + والفقر عين الفقر في الاموال .

১. আমি যখন স্বল্প তুষ্টি অর্জন করি তখন আমি এমন রাজা হয়ে যাই (বা নিজকে এমন রাজা মনে করি) যে নাকি বেশিকে স্বল্পের মতোই মনে করে।

২. যথেষ্ট মনে করাই হলো স্বল্পে তুষ্টি আর ইহাই প্রকৃত ধনাঢ্যতা। সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যতা বোধ করাই প্রকৃত দারিদ্র্য।

ঙ. দুনিয়া বর্জন করা

দুনিয়া বর্জন করা প্রকৃত মুমিনের একান্ত কর্তব্য। দুনিয়াকে সব সময় প্রাধান্য প্রদান করা আখিরাতকে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করারই নামান্তর। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়াতে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আমরা উদাহরণত কয়েকটি লাইন উল্লেখ করব:

Dhaka University Institutional Repository

(১) আমরা সবাই এ দুনিয়ায় ক্ষণিকের পথ যাত্রী। দুনিয়া নামক সরাইখানার বাসিন্দা আমরা এ কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। দুনিয়াতে কেউ সুখি নয় একভাবে না একভাবে সবাই অসুখি। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুই শত দশ, দুই শত বারো ও দুই শত তেরোতম লাইনে বলেন–

يا ساكن القبر عن قليل + ماذا تزودت للرحيل .

انا لمستوطنون دارا + نحن بها عابر واسبيل .

دار الذى لم يزل عليل + يشكو اذا ها الى عليل .

১. কিছু সময় (সামান্য দিন) পরে ওহে কবরে বসবাসকারী তুমি তোমার (আখিরাতের) সফরের জন্য কি পাথেয় তৈরি করেছ?

২. আমরা এমন একস্থানকে স্থায়ী নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছি যেখানে আমরা নিজেরাই পথিক মাত্র।

৩. (দুনিয়া হলো) দুঃখ কষ্টের স্থান। এখান থেকে অসুস্থতা এবং দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার নয় এখানে এক দুঃখী অপর দুঃখীর নিকট (অযথা) তার কষ্টের অভিযোগ ব্যক্ত করে।

(২) দুনিয়া বর্জন করা হোক বা না হোক প্রত্যেক মানুষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং ঐ সময় চলে যাওয়ার পর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলকে দুনিয়া বর্জন করতে হবে। ধীরে ধীরে সবাই ক্ষয়ে ক্ষয়ে দুনিয়া হতে বিদায়ের পথে ধাবিত হচ্ছি। কেউ এ জগতে থাকতে পারবে না। কবি এ বাস্তব সত্যাটিকে অত্র কাফিয়ার দুইশত পঞ্চাশ হতে দুইশত বায়ান্ন এবং দুইশত চুয়ান্ন ও দুইশত পঞ্চান্ন লাইনে বর্ণনা করেছেন।

وما خلق الانسان الا لغاية + ولم يترك الانسان فى الارض مهملا .

كفى عبرة انى وانك يا اخى + نصرف تصريفا لطيفا ونبتلى .

كانا وقد صنا حديثا لغيرنا + نخاض كما خضنا الحديث لمن خلا .

ولست بابقى منهم فى ديارهم + ولكن لى فيها كتابا مؤجلا .

وما الناس الا ميت وابن ميت + تساجل حى منهم او تعجلا .

১. মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষ এই পৃথিবীতে অযথা ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

২. হে আমার বন্ধু উপদেশ পাওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা এবং তোমরা প্রতিনিয়তই সুক্ষভাবে বিবর্তন হয়ে যাচ্ছি এবং পরীক্ষিত হচ্ছি।

৩. মনে হয় যেন আমরা অন্যদের জন্য কথা (ইতিহাস, আলোচনায় বিষয়) হয়ে থাকব আমাদের বিষয়ে খোঁজ করা হবে যেমনিভাবে পূর্ববর্তীদের ইতিহাস নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছি।

Dhaka University Institutional Repository

৪. তারা তাদের ঘরবাড়ি বাসস্থানে যতদিন ছিল আমি তার চেয়ে স্থায়ী হব না বরং আমার সেখানে থাকার জন্য নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ করা আছে।

৫. মানুষ আর কিছুই নয় নিজে মৃত এবং আরেক মৃতের পুত্র তাদের কেউ আগে আর কেউ পরে মৃত্যুবরণ করে।

(৩) যে যত মর্যাদাসম্পন্নই হোক না কেন তাকে দুনিয়া ছেড়ে একদিন কাফনের কাপড় পড়ে কবরের বাসিন্দা হতে হবে। মানুষ দুনিয়া লাভের জন্য ভীষণ প্রতিযোগিতা করে আর এই প্রতিযোগিতায় মত্ত থাকতে থাকতেই একদিন তাকে চলে যেতে হয়। কবি এ বিষয়টিকে অত্র কাফিয়ার দুইশত সাতষট্টি হতে দুইশত উনসত্তরতম লাইনে তুলে ধরেছেন।

وكم من عظيم الشأن فى قعر حفرة + تلحف فيها بالثرى وتسربلا .

ايا صاحب الدنيا وثقت بمنزل + ترى الموت فيه بالعباد موكلا .

تنافس فى الدنيا لتبلغ عزها + ولست تنال العز حتى تذللا .

১. কত বিশাল মর্যাদাসম্পন্ন লোককে কাফনের পোশাক পড়িয়ে গর্তের (কবরের) গভীরে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।

২. ওহে দুনিয়া লোভী মানুষ তুমি এমন এক স্থান (দুনিয়াকে) আঁকড়ে ধরে আছ (অথচ) মৃত্যুকে তুমি তথায় প্রত্যেক বান্দার জন্য সুনির্দিষ্ট করা দেখতে পাচ্ছ।

৩. তুমি দুনিয়ায় দুনিয়ার ইজ্জত সম্মান লাভের জন্য প্রতিযোগিতাকর (অথচ দুনিয়ায়) তুমি লাঞ্ছিত হওয়া ব্যতীত সম্মান অর্জন করতে পারবে না।

(৪) ইমাম হাসান বসরী বলতেন হে বনী আদম তোমরা দুনিয়ায় বাদী স্বরূপ। তুমি এর স্বাদ আস্বাদন নিয়ে তুষ্ট অথচ তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এর নিয়ামত নিয়ে ব্যস্ত আছ যা চলে যাবে এবং তার রাজত্ব নিয়ে যা একদিন হারিয়ে যাবে কাজেই তোমার নিজের জন্য গোনাহ কামাই করবে না। আর পরিবার-পরিজনের জন্য সম্পদ উপার্জন করবে না। কবি আবুল আতাহিয়্যার অত্র কাফিয়ার তিনশত একত্রিশ হতে তেত্রিশ লাইনে এ কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে:

ابقيت مالك ميراثا لوارثه + فليت شعرى ما ابقى لك المال .

القوم بعدك فى حال تسرهم + فكيف بعدهم دارت بك الحال .

ملوا البكاء فما يبكيك من احد + واستحكم القيل فى الميراث والقال .

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি কি তোমার সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য বাকি রেখে যাবে অতপর হায় আফসোস তোমার জন্য সম্পদ চিরস্থায়ী হবে না।

২. তোমার (মৃত্যুর) পর লোকেরা (তোমার সম্পদ নিয়ে) খুশি হবে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর তোমার উপর কি অবস্থা আবর্তিত হবে।

৩. ক্রন্দন তাদের কে কষ্ট দিবে তোমার জন্য কেউ ক্রন্দন করবে না বরং মিরাস নিয়ে অনেক কথা হতে থাকবে।

চ. লোভ না করা

লোভ পাপের প্রসূতি। লোভী লোক কখনো তুষ্ট হতে পারে না। আর অনেক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও লোভের কারণে লাঞ্ছিত অপমাণিত হয়। লোভ একটি নিকৃষ্ট রিপু যা হতে দূরে থাকা প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য জরুরি। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিনশত চৌচল্লিশ হতে তিনশত ছেচল্লিশতম লাইনে বলেন–

كم من عزيز قد رأيت + الحرص صيره ذليلا .

فتجنب الشهوات واحذر + ان تكون لها قتيلا .

فلرب شهوة ساعة + قد اورثت حزنا طويلا .

১. আমি কত ক্ষমতাবান (মর্যাদাবান) ব্যক্তিকে দেখেছি লোভ তাকে অপমানিত করে ছেড়েছে।
২. কাজেই কু-প্রবৃত্তি ও রিপুর (অনুসরণ) হতে বেঁচে থাক এবং রিপুর হাতে হত্যাকৃত হওয়ার ভয়ে থাক।
৩. কতক্ষণিকের কামনা, রিপুর তাড়না, দীর্ঘ মেয়াদী দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়।

ছ. আখিরাতের জন্য উৎসাহিত করা

কবি নিজকে নিজে লক্ষ করে উপদেশ প্রদান করেছেন যেন আখিরাতের সামান নিয়ে যাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত ছয় লাইন হতে চারশত নয় লাইনে বলেন–

يا نفس قد ازف الرحيل + واظلك الخطب الجليل .

فتاهبى يا نفس لا + يلعب بك الامل الطويل .

فلتنزلن بمنزل + ينسى الخليل به الخليل .

وليركبن عليك فيه + من الثرى ثقل ثقيل .

১. হে (আমার) আত্মা বিদায় (প্রস্থান) অত্যাসন্ন। বিশাল (গুনাহ) অন্যায় তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
২. অতপর হে নফস্ তুমি ভয় কর। তোমাকে নিয়ে যেন দীর্ঘ আশা খেলায় মত্ত না হয়।
৩. অতঃপর অবশ্যই তুমি এমন এক স্থানে নীত হবে, যেখানে বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যায়।
৪. এবং সেথায় তোমার উপর ভারী মাটি চাপিয়ে দেওয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জ. কবরের অবস্থা বর্ণনা

কবর অতি নির্জন ও নির্দয় আবাসস্থল। যার চারপাশে মাটি-পাথরের আস্তরণ। যেখানে সঙ্গী-সাথী পোকা-মাকড়। সে ঘরের বাসিন্দা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সকলকে হতে হবে। কবর ও কবরবাসীর বর্ণনা কবি অত্র কাফিয়ার ছয়শত উনসত্তুরতম লাইন হতে ছয়শত বাহাত্তুর লাইনে প্রদান করেছেন।

ما حال من سكن الثرى ما حاله + امسى وقد قطعت هناك حباله .

امسى ولا روح الحياة تصيبه + يوما ولا لطف الحبيب يناله .

امسى وحيدا موحشا متفردا + متشتتا بعد الجميع عياله .

امسى وقد درست محاسن وجهه + وتفرقت فى قبره اوصاله .

১. মাটির তলায় যে বসবাস করছে (ঘুমিয়ে আছে) তার অবস্থা কি? সে সন্ধ্যা করেছে সেখানে অথচ তার সকল রশি কাটা (তার মুক্তির কোনো পথ নেই)

২. সে সন্ধ্যা করেছে অথচ আজ তার কাছে জীবনের প্রাণ পৌঁছেনি এমনকি বন্ধুর অনুগ্রহ ও ভালোবাসা তার কাছে পৌঁছায়নি।

৩. একাকী নির্জনে সন্ধ্যা করছে সে অথচ পরিবারে সে সবার সাথেই ছিল।

৪. সে সন্ধ্যা করেছে অথচ তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যতা মুছে গেছে এমনি কবরে তার গোশতের টুকরাসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الميم

এই কাফিয়াটি কবির সংকলিত কাফিয়াসমূহের দীর্ঘতমগুলোর অন্যতম। এতে মোট দুইশত আট (২০৮) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। খাফীফ, বাসীত, কামিল, তাবীল, রজয, হজয, ওয়াফির ইত্যাদি ছন্দে এতে কবিতা রচিত হয়েছে। এই কাফিয়ায় স্বল্পে তুষ্টি, আল্লাহর আনুগত্য, কবর ও মৃতের বর্ণনা, নিজকে উপদেশ দান, দুনিয়ার ধ্বংসের বিষয়, আল্লাহর ভয়, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, মৃত্যু, পুনরুত্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবি কবিতা রচনা করেছেন।

ক. স্বল্পে তুষ্টি

এটি মানুষের অন্যতম মহৎ গুণ। স্বল্প তুষ্ট মানুষ সর্বদাই পরিতৃপ্ত থাকে। কবি অন্যান্য কাফিয়ার মতো অত্র কাফিয়ার শুরুতেই তৃতীয় হতে পঞ্চম লাইনে বর্ণনা করেন।

واذا مـــــــا الفقير قنعه الله + فـــــــيان بؤسه والنعيم .

من ارا دالغنى فلا يــــــــــال + الناس فان السوال ذل ولوم .

ان فى الصبر والقنوع غنى الدهر + وحرص الحريص فقر مقيم .

১. আল্লাহ তাআলা যখন দরিদ্র্যকে স্বল্পে তুষ্টি দান করেন তখন তার কাছে সুখ-দুঃখ, আরাম ও কষ্ট এক রকমই মনে হয়।

২. যে ব্যক্তি ধনাঢ্যতা কামনা করে সে যেন মানুষের নিকট না চায়। কেননা মানুষের কাছে হাতপাতা লাঞ্ছনা ও অপমানের বিষয়।

৩. ধৈর্যধারণ ও স্বল্পে তুষ্টিতে রয়েছে এক পরিমাণ যুগের ধনাঢ্যতা আর লোভীর লোভ হলো স্থায়ী দারিদ্র্যতা।

খ. কবরের বর্ণনা

(১) কবরবাসীরা চির দিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে। কোনো কথার উত্তর সেখানে মিলে না। রাজা-প্রজা, আমির-ফকির সবার হাড়ই মুড়মুড়ে হয়ে কবরে ছড়িয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চৌদ্দ, পনের, আঠারো ও একুশতম লাইনে বলেন–

اهل القبور عليكم منى السلام + انـــــى اكلمكم وليس بكم كلام .

لا تحسبوا ان الا حبة لم يســـغ + من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام .

سالت اجداث الملوك فاخبرتنى + انـــــــهم فيهن اعضاء وهام .

يا صاحبتى نسيت دار اقامتى + وعـــمرت دارا ليس لى فيها مقام .

Dhaka University Institutional Repository

১. হে কবরবাসী আমার পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি সালাম। আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি অথচ তোমরা কথা বলছ না।

২. এটা মনে করবে না যে তোমাদের প্রিয়জনেরা তোমাদের মৃত্যুর পর খাদ্য পানীয় বর্জন করছে। (বরং তারা তা আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে)

৩. আমি রাজা-বাদশাহদের কবরগুলোকে জিজ্ঞাসা করেছি। কবরগুলো আমাকে সংবাদ দিয়েছে যে, রাজা-বাদশাহগণ সেখানে হাড়-হাড্ডি হয়ে পোকা-মাকড়ের সাথে রয়েছে।

৪. ওহে আমার সাথী (আফসোস) আমি আমার চিরস্থায়ীত্বের স্থানকে ভুলে আছি এবং আমি এমন একস্থানকে আবাদ করেছি যেখানে আমার স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা নেই।

(২) মুহাম্মদ ইবনে ফদল বর্ণনা করেন তাকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহায়াব আল ফাযারী বলেন, একদা আবুল আতাহিয়্যা প্রথম জীবনে তার অভ্যাস মতো পোড়া মাটির পাত্রাদি নিয়ে কুফার রাস্তায় বিক্রির জন্য চলছিলেন। চলতি পথে কতগুলো যুবককে কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে দেখলেন। তিনি তাদেরকে সালাম দিলেন এবং পোড়া মাটির পাত্র রাখার খাঁচাটি নামিয়ে তাদের পাশে বসে বললেন ওহে যুবকেরা তোমাদেরকে কবিতা চর্চা করতে দেখলাম আমি তোমাদেরকে একটি কবিতাংশ বলব তোমরা যদি তা পূর্ণ করে দিতে পার তাহলে তোমাদেরকে পুরুস্কার স্বরূপ দশ দেরহাম দেওয়া হবে। আর যদি এতে তোমরা সক্ষম না হও তাহলে তোমরা আমাকে দশ দেরহাম দিবে। যুবকেরা তার কথাকে তুচ্ছ মনে করে হাসল এবং তাকে উপহাস করল। তখন যুবকেরা তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল এবং তাকে কবিতাংশ বলার জন্য আহ্বান জানাল। কবি তখন বললেন, ساكنى الا جداث انتم কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও তারা পরবর্তী লাইনে তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। কবি তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে নিলেন এবং তাদেরকে পাল্টা উপহাস করে নিম্নের দুই লাইন কবিতা আবৃত্তি করেন।

ساكنى الا جداث انتم + مثلنا بالامس كنتم .

ليت شعرى ما صنعتم + اربحتم ام خسرتم .

১. ওহে কবরবাসীরা তোমরা গত দিন আমাদের মতো আমাদের মাঝে ছিলে।

২. হায় আফসোস (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন) তোমরা কি করেছ তোমরা কি লাভবান হয়েছ নাকি তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছ।

গ. খোদাভীরুতা

(১) তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হলো সর্বোত্তম সম্পদ যা নিয়ে গর্ব করা যায়। তাই একজন মুমিনের প্রার্থনা হওয়া উচিত আল্লাহ তাআলা যেন মৃত্যু পর্যন্ত তাকওয়ার উপর রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার সত্তর হতে বাহাত্তর লাইনে বলেন–

الا ان تقوى الله اكبر نسبة + تسامى بها عند الفخار كريم .

فيا رب هب لى منك عزما على التقى + اقيم به ما عشت حيث اقيم .

اذا ما اجتنبت الناس الا على التقى + خرجت من الدنيا وانت سليم .

১. সাবধান আল্লাহর ভয় হলো সর্ববৃহত সম্পর্ক, গর্ব করার সময় যা নিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।

২. অতপর হে আমার রব আমাকে আপনি তাকওয়ার উপর দৃঢ়তা দান করুন। যে দৃঢ়তার উপর আমি যেথায় থাকব, যেভাবে থাকব যতদিন বাঁচব দৃঢ় থাকব।

৩. তুমি যখন তাকওয়ার কারণে মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকবে তখন তুমি দুনিয়া হতে বেরিয়ে যাবে (মৃত্যুবরণ করবে) নিরাপদে।

(২) আল্লাহর ভয় হলো সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় আর দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ফল হলো অপমান আর লাঞ্ছনা। যে যত নিকৃষ্ট পেশাই করুক না কেন মুত্তাকী বান্দার জন্য তা অপমানের কিছুই নেই।

الا انما التقوى هى العز والكرم + وحبك للدنيا هو الذل والعدم .

وليس على عبد تقى نقيصة + اذا صحح التقوى وان حاك او حجم .

১. সাবধান নিশ্চয়ই তাকওয়া হলে সম্মান এবং মর্যাদা আর দুনিয়ার ভালোবাসা হলো কেবল অপমান ও না পাওয়া।

২. কুম্ভকার কিংবা রক্ত মোক্ষম যাই হোক না কেন আল্লাহর ভয় পূর্ণ মাত্রায় হলে কোনো মুত্তাকীর জন্য কোনো অপূর্ণতা থাকে না।

(৩) আল্লাহর ভয়ের সকল শাখা যখন কোনো বান্দা পরিপূর্ণ মাত্রায় অর্জন করতে পারে তখন তার সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গতাই অর্জন হয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত সাতাশি ও একশত অটাশিতম লাইনে বলেন–

واذا امرؤ كملت له شعب + التقوى فقد كملت مكارمه .

والصدق حصن دون صاحبه + بنيت على رشد دعائمه .

১. কোনো মানুষের তাকওয়ার সবগুলো শাখা পূর্ণ হয়ে গেলে তাহার সকল সৎগুণগুলো (স্বাভাবিকভাবেই) পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

২. আর সত্যবাদীর জন্য সত্যবাদিতা হলো দুর্গ স্বরূপ। যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে (হেদায়েতের বা) সত্য পথের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

দুনিয়া প্রতারণার স্থান। মানুষ এর সৌন্দর্য্য দেখে প্রতারিত হয়। কবি তাই মানুষকে দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক করে অত্র কাফিয়ার একশত একান্ন হতে একশত চুয়ান্ন লাইনে বলেন–

تفكر قبل ان تندم + فـــانك ميت فاعلم .

ولا تغتر بالدنيا + فان صحيحها يسقم .

وإن جديدها يبلى + وان شـــبابها يهرم

وان نعيمها يفنى + فترك نعيمها احزم .

১. লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বেই তুমি ভাবনা কর কেননা তুমি জেনে রাখ যে, তুমি মৃত্যুবরণ করবে।

২. দুনিয়া দ্বারা তুমি ধোঁকা খাবে না কেননা দুনিয়ায় যা সুস্থ ও সবল (দেখতে পাও তাও একদিন) অসুস্থ ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. দুনিয়ায় যা নতুন তা পুরাতন হয়ে যাবে এবং দুনিয়ার যৌবন-বৃদ্ধতা (নিয়ে আসবে)

৪. দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে কাজেই দুনিয়াকে বর্জন করা এবং তার (নিয়ামত) সুবিধাসমূহ বর্জন করা বুদ্ধিমানের কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

قافية النون

উক্ত কাফিয়াটিতে কবির চারশত একষট্টি (৪৬১) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এটি দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। কবি এ কাফিয়াতে মাদীদ, কামিল, ওয়াফির, তাবীল, খাফীফ, বাসিত, রমল, সারীয় ও মুনসারাহ ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। যহুদ, মৃত্যুর বর্ণনা, সমকালীন লোকজনের অন্যায় অত্যাচার, কুপ্রবৃত্তি, কবর ও তার আযাব, দুনিয়ার ধোঁকা, দুনিয়ার কুৎসা ও ভৎসনা, আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, স্বল্পে তুষ্টি, নিজ আত্মাকে উপদেশ, তাকওয়া, সবর, আখেরাতকে ভুলে থাকা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

ক. যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা সম্পর্কিত কবিতা

(১) দুনিয়া হলো বিপদ-আপদ জানান দেওয়ার স্থান। এ স্থানে কোনো কিছুই স্থায়ী হওয়ার নয়। পূর্ববর্তী সকলেই ধোঁকা খেয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে। কাজেই দুনিয়া বিমুখ হয়ে আখিরাতমুখী হওয়া একান্ত কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শুরুতেই দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম লাইনে বলেন–

نحن فی دار یخبرنـــــا + عـــن بلاها ناطق لـــن .

دار سؤلم یدم فـــــرح + لاغـــــری فیها ولا حزن .

عجبا من معشر سلفوا + ای غـــبن بـــین غبنوا .

وفروا الدنیا لغیر هـــم + وابتنوا فیها وما سکنوا .

کل حی عند میتـــتـه + حـــظه من ماله الکفن .

১. আমরা এমন এক (স্থানে) জগতে রয়েছি যার বিপদ-আপদ সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য দানকারী রয়েছে (যে দুনিয়া একটি মন্দ স্থান)

২. এমন একটি খারাপ স্থান যাতে আনন্দ ও বেদনা কোনোটাই কারো জন্য স্থায়ী হয় না।

৩. আশ্চর্য মনে হয় ইতঃপূর্বে চলে যাওয়া লোকদের জন্য তারা কতই না প্রকাশ্য ধোঁকা খেয়েছে।

৪. অন্যের জন্য তারা দুনিয়া বিপুলভাবে কামাই করেছে তারা এতে প্রাসাদ নির্মাণ করেছে কিন্তু বসবাস করেনি। (করতে পারেনি)

৫. প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই তার মৃত্যুকালীন সময়ে তার সম্পদ হতে কেবল কাফনের অংশটুকু প্রাপ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(২) মুসা ইবনে সালেহ সাহারজুরী বলেন আমি একদা কবি সুলমানখাসীরের নিকট গেলাম এবং বললাম আপনার কিছু কবিতা আবৃত্তি করুন। তিনি বললেন না বরং আমি ইচ্ছে করলে জিন ও ইনসানের মধ্যকার বড় কবি আবুল আতাহিয়্যার কবিতা শোনাব। একথা বলে তিনি নিম্নের লাইনগুলো আবৃত্তি করলেন। যা অত্র কাফিয়ার নয় হতে এগারোতম লাইনে সংকলিত হয়েছে–

إن مال المرء ليس له + منه الا ذكره الحسن

ما له مما يخلفه + بعد الا فعله الحسن

فى سبيل الله انفسنا + كلنا بالموت مرتهن .

১. মানুষের সম্পদের কিছুই তার উপকারে আসবে না। তার জন্য কেবল উত্তম স্মরণই কাজে লাগবে।

২. সে যা রেখে যাবে তার মৃত্যুর পর তার কিছুই সে পাবে না কেবল সৎ কর্ম ব্যতীত।

৩. আমাদের প্রাণ আল্লাহর রাহে সমর্পিত। আমরা সবাই মৃত্যুর কাছে বন্ধকী প্রাপ্ত।

খ. পূর্ববর্তী উম্মতের ধ্বংসের বর্ণনা

পৃথিবীতে অনাদি কাল হতে অগণিত বনী আদমের জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে রাজা-বাদশাহ, আমীর-ফকির, পরাক্রমশালী ও দুর্বল সকল শ্রেণীর মানুষ ছিল। কিন্তু তারা সবাই বর্তমানে অতীত। আজকের যা বর্তমান তাও অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। কবি আফসোস করে চলে যাওয়া জাতিদের স্মরণে অত্র কাফিয়ার পঁচিশ হতে সাতাশ নং লাইনে বলেন–

اين القرون بنى القرون + وذو والمدائن والحصون .

وذوو التجبر فى المجالس + والتكبر فى العيون .

كانوا الملوك فايهم + لم يفنه ريب المنون .

১. কোথায় মহাকাল আর মহাকালের সন্তানেরা কোথায় শহরের বাসিন্দারা কোথায় দূর্গসমূহের মালিকেরা।

২. মজলিশে যারা অহঙ্কার করে বসত যাদের চোখ দিয়ে অহঙ্কার ঠিকরে পড়ত তারা আজ কোথায়।

৩. ওরা সবাই রাজা ছিল তাদের কাকে মৃত্যু যন্ত্রণা ধ্বংস করেনি (সকলকেই মৃত্যু ধ্বংস করেছে)

গ. সমকালীন বন্ধুদের আচরণের বর্ণনা

মানুষ পেতে আগ্রহী দিতে আগ্রহী নয়। ইহা মানুষের স্বভাবজাত চরিত্র। অনেকেই এমন আছে পাওয়ার পর কোনো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। সুসময়ে বন্ধুত্বের দাবিতে নিকটবর্তী হয়। দুঃসময়ে তাদের ছায়া ও

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায় না। কবি নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অত্র কাফিয়ার আটত্রিশ হতে চল্লিশতম লাইনে তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ:

وان نالهم رفدى فلا شكر عندهم + وان انا لم ابذل لهم شتمونى

وان وجدوا عندى رخاء تقربوا + وان نزلت بى شدة خذلونى

وان طرفنى نكبة فكهوا بها + وان صحبتنى نعمة حسدونى .

১. যদি তারা আমার দান-দক্ষিণা পায় তারা কোনো শুকরিয়া করে না। আর যদি আমি তাদের জন্য ব্যয় না করি তারা আমাকে গালা-গালি করে।

২. যদি তারা আমার সুসময় প্রত্যক্ষ করে আমার নিকটবর্তী হয়। যদি আমি কোনো কষ্ট ও অনটনে পড়ি তখন তারা আমাকে অপমাণিত করে।

৩. যদি কোনো বিপদ-আপদ আমাকে পেয়ে বসে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি সুসময় ও শান্তি আমার ভাগ্যে জুটে ওরা তখন হিংসা করে।

ঘ. যুগের ধোঁকা ও বিবর্তন

মানুষ সব সময় আশার কুহকে নিমজ্জিত থাকে আর অন্যের সুবিধার জন্য মূলত নিজে পরিশ্রম করে যায়। বেশি ভোগের জন্য মানুষ অক্লান্ত শ্রম দিয়ে যায় অথচ স্বল্পে তুষ্ট হওয়া যায় তাহলে স্বল্প উপার্জনই যথেষ্ট হতো। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পঞ্চাশ হতে তিপ্পান্নতম লাইনে বলেন–

خدعتنا الامال حتى طلبنا + وجمعنا ولغيرنا وسعينا .

وابتنينا وما نفكر فى الدهر + وفى صرفه غداة ابتنينا .

وابتغينا من المعاش فضولا + لو قنعنا بدونها لا كتفينا .

১. আশা-আকাঙ্ক্ষাসমূহ আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এ ধোঁকায় পড়েই আমরা অন্যের জন্য সম্পদ জমানোর ক্লান্তিকর চেষ্টা করে যাচ্ছি।

২. আমরা (প্রসাদ) তৈরি করি। অথচ তৈরি করা আরম্ভের দিন সকালে ও আমরা যুগের বিবর্তন বিষয়ে ভাবি না।

৩. আমরা জীবন ও জীবিকার জন্য অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করি। যদি আমরা অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা না করে স্বল্পে তুষ্ট হতাম তাহলে তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কবরের বর্ণনা

(১) কবর আখিরাতের জিন্দিগীর প্রথম মনজিল। চারপাশে মাটির আবদ্ধ ঘর। যে একবার তাতে প্রবেশ করে তাকে কেয়ামত পর্যন্ত থাকতে হয়। কবি তার রচনায় বিভিন্ন স্থানে কবরের হৃদয়গ্রাহী ও ভীতিকর বর্ণনা প্রদান করেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার চুয়াত্তর হতে সাতাত্তরতম লাইনে বলেন–

ان القبور سجون + ما مثلهن سجون .

لم فى القبور قرون + من مضى وقرون .

ما فى المقابر وجه + عن التراب مصون .

لتفنينا جميعا + وان كرهنا المنون .

১. নিশ্চয়ই কবর হলো জেলখানার মতো। যার সাথে তুলনীয় কোনো জেলখানা নেই।
২. যুগ-যুগ ধরে কত ক্ষমতাধর ব্যক্তিগণ কবরগুলোতে চলে গিয়েছে।
৩. কবরসমূহে এমন কোনো মুখমণ্ডল নেই মাটি হতে সুরক্ষা পেয়েছে।
৪. আমরা সবাই নিঃশেষ হয়ে যাব (মৃত্যু)-বরণ করব যদিও আমরা মৃত্যুকে পছন্দ করি না।

(২) কবি পাঠকদেরকে মানুষের শেষ আবাসস্থল কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে অত্র কাফিয়ার দুইশত সাত হতে দুইশত দশতম লাইনে বলেন–

يا ساكن محجرات ما + لك غير قبرك مسكن .

اليوم انت مكاثر + ومفاخر تتزين .

وغدا تصير الى القبور + محنط ومكفن .

১. হে সুরৌম্য কুঠুরীতে বসবাসকারী! তোমার কি হলো (তুমি কি জান না) কবর ব্যতীত তোমার বসবাসের কোনো স্থান নেই।
২. আজ তুমি বেশি সম্পদের ও গৌরবের পসরা সাজিয়েছ।
৩. আগামী দিন তুমি সুগন্ধি মাখিয়ে কাফন পড়িয়ে কবরে নীত হবে।
৪. তুমি তোমার রবের নিকট নতুন করে তাওবা কর। আর এই তাওবা করার পথ তোমার জন্য সম্ভব ও সহজ।

(৩) পৃথিবীতে বিচরণকারী সবাইকে একদিন মাটির নিচে চলে যেতে হবে। যারা আমাদের দুনিয়ায় একদিন চলাফেরা করত তারা আমাদের মাঝে নেই। সবাই এখানে সংক্ষিপ্ত সময়ের ভ্রমণে আসে। সময় শেষ হওয়া মাত্রই আখিরাতের প্রথম মাঞ্জিল কবরে যেতে হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চার শত

Dhaka University Institutional Repository

ছাপ্পান্ন হতে চারশত আটান্ন ও চারশত একষট্টিতম লাইনে বলেন–

ذوى الود من اهل القبور عليكم + سلام اما من دعوة تسمعونها .

سكنتم ظهر الارض حينا بنضرة + فما لبثت حتى سكنتم بطونها .

وكنتم اناسا مثلنا فى سبيلنا + تغضنون بالدنيا وتسحنونها .

وللناس آجال قصار ستنقضى + وللناس ارزاق سيستكملونها .

১. প্রিয় কবরবাসীরা তোমাদের জন্য সালাম। তোমরা কি কোনো আহ্বান শুনতে পাচ্ছ।

২. তোমরা একটি সময়ে পৃথিবীতে বিলাসী ও আরামদায়ক জীবন-যাপন করেছ। কিন্তু দীর্ঘদিন তা ভোগ করতে পারনি তারপর তোমরা জমির পেটে (কবরে) ঢুকে পড়েছ।

৩. আমরা যেমন রাস্তায় চলাচল করি তোমরাও তেমনি চলতে। দুনিয়া নিয়ে তোমরা কৃপণতা করেছ এবং তাকে সাজাতে চেষ্টা করেছ।

৪. মানুষের সংক্ষিপ্ত সময় (হায়াত) রয়েছে যা অতি দ্রুত ও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। আর মানুষের রয়েছে রিযিকসমূহ যা মানুষ পরিপূর্ণ করবে।

চ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

১. দুনিয়ায় মানুষ যাই তৈরি করুক না সবই একদিন ফেলে চলে যেতে হবে। এই আবহাওয়া এই পথ এই রাস্তা সবই ঠিক থাকবে। কিন্তু চলে যাবে শুধু মানুষেরা দুনিয়ার ধোঁকায় পরে মানুষেরা আখিরাতের কথা ভুলে আছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত হতে একশত দুই লাইনে বলেন–

يا عامر الدنيا ليسكنها وليست + بالذى يبقى لها سكان .

تفنى وتبقى الارض بعدك مثلما + يبقى المناخ ويرحل الركبان .

اهل القبور نسيتكم وكذالك + الانسان منه السهو والنسيان .

১. ওহে দুনিয়ায় বসবাস করার জন্য আবাদকারী (নির্মাণকারী) এতে কোনো বসবাসকারী চিরস্থায়ী হতে পারেনি।

২. তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে (মৃত্যুবরণ করবে) অথচ তোমার মৃত্যুরপর পৃথিবী ও পৃথিবীর আবহাওয়া, প্রকৃতি আগের মতোই রয়ে যাবে। আরোহীরা কেবল প্রস্থান করবে।

৩. হে কবরবাসীগণ আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি। ঠিক তেমনিভাবে লোকেরা ও তোমাকে ভুলে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়ার জন্য মানুষ কতকিছু করে। তৈরি করে সুদৃশ্য ইমারত। পরিকল্পনার জাল বুনে ভবিষ্যৎ জীবনের কিন্তু সবকিছু কোনো প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই পার্থিব ও ভ্রমণকারীর মতো তাকে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হয়। কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত দুই ও তিনশত তিন লাইনে এ প্রসঙ্গে বলেন:

جمعوا فما اكلوا الذى جمعوا + وبنوا مساكنهم فما سكنوا .

فكانهم ظعن بها نزلوا + لما استرجوا ساعة ظعنوا .

১. লোকেরা দুনিয়ায় টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ যাকিছু জমা করার জমা করেছে তারা তাদের ঘর-বাড়ি তৈরি করেছে কিন্তু তারা বসবাস করতে পারেনি।

২. (মনে হয় যেন) ওরা দুনিয়ায় কোনো (উষ্টারোহী) পথিক বা ভ্রমণকারী। ক্ষণিক সময়ের জন্য পৃথিবীতে অবকাশ যাপনের পর তারা আবার ভ্রমণে বেরিয়েছে।

ছ. দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ

(১) দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও টান মানুষের স্বভাব জাত। এই আকর্ষণ না থাকলে মানুষ দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারত না। তাই বলে আখিরাতকে পুরোপুরি ভুলে গিয়ে দুনিয়ার পিছনে অন্ধভাবে ছুটে চলা মুমিনের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত সাত হতে নয় নম্বর লাইনে বলেন–

عجبا عجبت لغفلة الانسان + قطع الحياة بعزة وامانى .

فكرت فى الدنيا فكانت منزلا + عندى كبعض منازل الركبان .

وعزاء جمع الناس فيها واحد + فقليلها وكثيرها سيان .

১. আমি মানুষের ভুলে থাকা (আখিরাতের প্রতি অমনোযোগিতা দেখে) অনেক আশ্চর্য হই। (মানুষ) তার জীবন কাটিয়েছে মর্যাদা (লাভ) আর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার মাঝে।

২. দুনিয়া নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেছি। (যার ফলাফল হিসেবে) আমার নিকট দুনিয়া ভ্রমণকারীর মনজিলসমূহের একটি মাঞ্জিলের মতো ক্ষণস্থায়ী আবাসস্থল (সরাইখানা)।

৩. দুনিয়ায় সকল মানুষের ধৈর্যধারণ করা বা পারিবারিক সম্পর্ক একই চাই তা কম হোক বা বেশি হোক তা একই রকম।

(২) আমরা প্রায় সবাই দুনিয়ার কুৎসা বা বদনাম করি কিন্তু দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা আমাদের দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ দুনিয়ার ভালোবাসা আমাদের পূর্বসূরী কাউকে বাঁচাতে পারেনি। তাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে যে তারা যে পৃথিবীতে বসবাস করত তার স্মৃতি চিহ্নটুকু ও অবশিষ্ট নেই। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত আটত্রিশ একশত উনত্রিশ এবং একশত বত্রিশ ও

Dhaka University Institutional Repository

একশত তেত্রিশতম লাইনে বলেন–

كلنا يكثر المذمة للدنيا + وكل يحبها مفتون

لتنالنك المنايا ولو انك + فى شاهق عليك الحصون

اين اباؤنا واباؤهم قبل + واين القرون اين القرون

كم اناس كانوا فافنتهم + الايام حتى كانهم لم يكونوا .

১. আমরা সবাই বেশি বেশি দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা করি অথচ আমরা সবাই আবার দুনিয়ার ভালোবাসায় বা প্রীতিতে বিপর্যস্ত।

২. (হে পাঠক) অবশ্য অবশ্যই মৃত্যুসমূহ তোমাকে পাবে যদিও তুমি সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান কর।

৩. আমাদের এবং তাদের পিতৃপুরুষেরা কোথায় যারা ইতঃপূর্বে ছিল। কোথায় বিগত কালের বসবাসকারীরা এবং বিগত কাল।

৪. অগণিত কত লোকজন পৃথিবীতে ছিল তাদের সকলকে যুগ ধ্বংস করে দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে এ রকম করে দিয়েছে যে, (বিস্মৃত করেছে) তারা দুনিয়ায় কখনো ছিল না।

জ. আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

মরমি কবি আবুল আতাহিয়্যা জীবন সায়াহ্নে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সারা জীবনের গোনাহকে স্মরণ করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাওবা ও এস্তেগফারে করে কবি মৃত্যুর বিছানায় যে সর্বশেষ কবিতা আবৃত্তি করেছেন তা অত্র কাফিয়ার একশত সাতান্ন হতে একশত চৌষট্টি লাইনে সংকলিত হয়েছে। আমরা নিম্নে প্রথম ছয় লাইনের উদ্ধৃতি প্রদান করলাম।

الهى لا تعذبنى فانى + مقر بالذى قد كان منى

ومالى حيلة الا رجائى + وعفوك ان عفوت وحسن ظنى

فكم من زلة لى فى البرايا + وانت على ذو فضل ومن

اذا فكرت فى ندمى عليها + عضضت انامل وقرعت سنى

يظن الناس بى خيرا وانى + لشر الناس ان لم تعف عنى

اجن بزهرة الدنيا جنونا + وافنى العمر فيها بالتمنى .

Dhaka University Institutional Repository

১. হে আমার প্রভু আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। কেননা আমার কাছ থেকে ঘটে যাওয়া অপরাধের আমি স্বীকৃতি প্রদান করছি।

২. আমার আশা-ভরসা, সৎ ও সুন্দর ধারণা। আর আপনি যদি মাফ করেন আপনার ক্ষমা ব্যতীত আমার (মুক্তির) অন্য কোনো বুদ্ধি ও কৌশল আমার নেই।

৩. আমি আমার অজান্তেই কতনা গুনাহের কাজ করেছি। আর আপনি আমার উপর দয়া, করুণা ও রহমত দানকারী।

৪. আমি যখন আমার গোনাহের কথা চিন্তা করে লজ্জিত হই তখন আমি আমার আঙ্গুল (কর্তন করি) দাঁত দিয়ে কাটি এবং দাঁত কড়মড় করি।

৫. মানুষ আমাকে ভালো জানে (প্রকৃতপক্ষে) আমি (হব) নিকৃষ্ট মানুষ যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন।

৬. আমি দুনিয়ার সৌন্দর্য ও রূপে পাগল হয়ে গিয়েছি। একেবারে মত্ত হয়ে গিয়েছি আর দুনিয়ার পিছনে পাওয়ার জন্য (লোভের জন্য) ঘুরেই আমার জীবনকে ধ্বংস করেছি।

ঋ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) দুনিয়াবাসীরা বাড়ি–ঘর প্রসাদ নির্মাণে ব্যস্ত অথচ মৃত্যু নির্মাণকারী কাউকে তাদের প্রাসাদে স্থায়ীত্ব দেয় না। আর প্রত্যেকেই মৃত্যু সম্পর্কে অবগত আছে অথচ কেউ এ বিষয়টিকে কোনো গুরুত্ব প্রদান করতে চায় না। মৃত্যু- যখন যার কাছে আসে তার কাছ থেকে কোনো পূর্ব অনুমতি নেয় না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুইশত বাইশ হতে দুইশত চব্বিশ লাইনে বলেন–

يا ساكن الدنيا اتعمر مسكنا + لم يبق فيه مع المنية ساكن۔

الموت شئ انت تعلم انه + حق وانت بذكره متهاون۔

ان المنية لا تؤامر من اتت + فى نفسه يوما ولا تستاذن۔

১. হে দুনিয়ায় বসবাসকারী তুমি কি প্রাসাদ নির্মাণ করেছ? ঐ প্রসাদে মৃত্যুর কারণে কোনো বসবাসকারী স্থায়ী হয়নি।

২. মৃত্যু এমন এক জিনিস তুমি জান যে তা অবিশ্যম্ভাবীভাবে আসবে অথচ তুমি মৃত্যুর স্মরণে হাস্যরস ও তুচ্ছ জ্ঞানকারী।

৩. নিশ্চয়ই মৃত্যু যার কাছে আসে তার কাছ থেকে একদিনের জন্যও নিরাপদ নয় আর মৃত্যু আসার সময় কোনো অনুমতি নেয় না।

Dhaka University Institutional Repository

(২) মানুষ যেখানেই যাকনা কেন মৃত্যু তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। মৃত্যু তার গোপন চোখ দ্বারা সকলকে দৃষ্টিতে রাখে। সময় পূর্ণ হওয়া মাত্রই মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায় কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুই শত সাতত্রিশ ও দুই শত চল্লিশতম লাইনে বলেন–

ارى الموت لى حيث اعتمدت كمينا + اصبحت مهوما هناك حزينا

علينا عيون للمنون خفية + تدب دبيبا بالمنية فينا .

১. আমি যেখানেই গমন করি না কেন মৃত্যুকে আমার অনুসরণ করতে দেখি অতি গোপনে, আর আমি সেথায় দুশ্চিন্তা ও শঙ্কাগ্রস্ত অবস্থায় সকাল করি।

২. মৃত্যুর গুপ্তচরেরা আমাদের বিরুদ্ধে অতি সর্ন্তপনে চলাফেরা করছে আমাদের মাঝে মৃত্যুকে নিয়ে।

(৩) মৃত্যুর দুশ্চিন্তা কবিকে নির্ঘুম করেছে। অথচ অনেকেই এমন আছে যারা মৃত্যুর বিষয়ে একটু ভাবনার সময়ও পায় না। মৃত্যুর সময়ে কেউ সাহায্যকারী আসবে না তাই মৃত্যুর জন্য আমাদের পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিনশত সাতাত্তুর হতে তিনশত উনাশিতম লাইনে বলেন–

انى ارقت وذكر الموت ارقنى + وقلت للدمع اسعدنى فاسعدنى .

يا من يموت فلم يحزن لميتته + ومن يموت فما اولاه بالحزن .

تبغى النجاة من الاحداث محترسا + وانما انت واللذات فى قرن .

১. আমি রাতে ঘুমাতে পারিনি। মৃত্যুর স্মরণই আমাকে নির্ঘুম করেছে। আমি আমার চোখের অশ্রুকে বললাম আমাকে তুমি সম্মানিত কর অতপর সে আমাকে সম্মানিত করেছে। (অর্থাৎ অশ্রু ঝরানো দ্বারা গোনাহের ক্ষমা চেয়েছে।)

২. হায় আফসোস যারা মৃত্যুবরণ করবে তারা মৃত্যুর জন্য কোনো চিন্তিত হয় না, আর যাদের মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিত তাদের জন্য চিন্তা ব্যতীত আর কি উত্তম হতে পারে।

৩. তুমি (বিপদ-আপদ) মৃত্যু হতে প্রহরী দ্বারা পাহারা বসিয়ে মুক্তি পেতে চাও অথচ তুমি এবং তোমার ভোগের রিপুসমূহ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

Dhaka University Institutional Repository

ঞ. স্বল্পে তুষ্টি

(১) স্বল্পে তুষ্টি এক মহান গুণ। ইহা মানুষকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে। স্বল্পে তুষ্ট ব্যক্তি কখনো দারিদ্রতা ও হীনমন্যতায় ভুগে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুইশত একাননব্বই ও দুইশত বিরানব্বই লাইনে বলেন–

لازين الا لراض عن تقلله + ان القنوع لثوب العز والزين .

الدار لو كنت تدرى يا اخا مرح + دار امامك فيها قرة العين .

১. সৌন্দর্যতা কেবল স্বল্পেতুষ্টির মধ্যে রয়েছে। নিশ্চয়ই স্বল্পে তুষ্টিতা মর্যাদা ও সৌন্দর্য্যের পোশাকের মতো। (স্বল্প তুষ্টি দ্বারা মর্যাদা লাভ করতে পারে)

২. হে আমার অহঙ্কারী ভাই তুমি যদি জানতে প্রকৃত আবাস্থল কোনটি। প্রকৃত বসবাসস্থল হলো যা তোমার সামনে রয়েছে। যা দেখে তোমার চক্ষুশীতল হবে।

(২) অন্যের যত বেশি ধন-সম্পদ থাকুক স্বল্পতুষ্ট ব্যক্তি সেদিকে কোনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। কারণ বেশি সম্পদ মানুষকে সুখি করতে পারে না। কবি অত্র কাফিয়ার চার শত ও চার শত এক লাইনে বলেন–

رضيت باقلالى فعش انت موسرا + فان قليلى عن كثرك يغنينى .

وما العز الا عز من عز بالتقى + وما الفضل الافضل ذى الفضل والدين .

১. আমি আমার কম নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। কাজেই তুমি তোমার সচ্ছলতা নিয়েই জীবন-যাপন কর। কেননা, আমার কম সম্পদই তোমার বেশি সম্পদের বিপরীতে আমার জন্য যথেষ্ট হব।

২. যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করেছে সম্মান কেবল তারই আর মর্যাদা কেবল মর্যাদাশীলের এবং ধর্মভীরুদের জন্য।

চ. নিজেকে সতর্ক করা

কবি মাঝে মধ্যে তার কবিতায় নিজকে লক্ষ করে উপদেশ দান করেছেন আবার নিজকে গোনাহ ও গর্হিত কাজ থেকে সতর্ক করেছেন। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলার কাছে আত্মসমর্পণ করে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত তেষট্টি হতে তিনশত ছেষট্টি ও তিনশত উনসত্তর লাইনে বলেন–

فالى متى انا غافل + يا نفس ويحك خبرينى .

والى متى انا ممسك + بخلا بما ملكت يمينى .

يا نفس لا تتضايقى + وثقى بربك واستعينى .

يا نفس انت شحيحة + والشح من ضعف اليقين .

وتفكرى فى الموت + احيانا لعلك ان تلينى .

১. আমি কত দিন কত সময় ধরে আর গাফিল (দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে আখিরাত ভুলের) থাকব। হে আমার আত্মা তোমার জন্য আফসোস আমাকে তুমি সে দিনক্ষণ জানিয়ে দাও।

২. আমার ডানহাত যা কামাই (উপার্জান) করেছে তা কৃপণতা করে আমি আর কতদিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে থাকব?

৩. হে আমার আত্মা, তুমি আমার সাথে সংকীর্ণতা (আচরণ) করো না। তুমি তোমার রবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আমাকে (এ কাজে) সহযোগিতা কর।

৪. হে আমার অন্তর তুমি বড়ই কৃপণ আর কৃপণতা বিশ্বাসের দুর্বলতা হতেই জন্ম লাভ করে।

৫. হে আমার আত্মা তুমি মাঝে মধ্যে মৃত্যুর কথা চিন্তা কর ভাবো তাহলে তুমি একটু মৃত্যুর ভয়ে নরম হবে (এবং গোনাহ কম করবে)

ছ. আল্লাহর ভয়

আল্লাহভীরু ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে অতি সম্মানিত ও অতি মর্যাদাবান বলে বিবেচিত। আল্লাহভীরুতা মানুষকে সকল অপরাধ ও অপকর্ম হতে মুক্তি দান করে। আর ফল হলো একমাত্র জান্নাত। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চারশত চব্বিশ এবং চারশত পঁচিশতম লাইনে বলেন–

اذا ما اتقى الله امرؤ فى امــــوره + وكان الى الفردوس جل حنينه .

سعى يبتغى عونا على البر والتقى + ليبتاعه من ماله بثمينه .

১. কোনো মানুষ যখন সকল কাজে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে তখন তার কাজের সবটুকু প্রভাব জান্নাতুল ফেরদাউস পর্যন্ত পৌঁছে।

২. চেষ্টা করে সে কামনা করে সৎ কর্ম ও আল্লাহভীরুতায় সাহায্য নিতে যেন সে তার সম্পদকে চড়া মূল্যে বিক্রি করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ট. দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক করা

কবি মানুষকে দুনিয়া ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দুনিয়া থেকে সতর্ক থাকার উপদেশ প্রদান করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ঊনপঞ্চাশ ও পঞ্চাশতম লাইনে বলেন–

ايا جامعى الدنيا لمن تجمعونها + وتبنون فيها الدور لا تسكنونها .

وكم من ملوك قد رأينا تحصنت + فعطلت الايام منها حصونها .

১. ওহে দুনিয়ায় ধন-সম্পদ জমাকারী তুমি এসব কার জন্য পুঞ্জিভুত করছ এবং তুমি দুনিয়ায় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করছ যাতে তুমি বসবাস করতে পারছ না।

২. কত রাজা-বাদশাহদেরকে দেখেছি ওরা সুদৃঢ় দুর্গ তৈরি করেছে। অথচ যুগের বিবর্তন তাদের সেসব দুর্গ হতে ছুটি প্রদান করেছে। (অর্থাৎ ওরা মৃত্যুবরণ করেছে)

Dhaka University Institutional Repository

قافية الهاء

এই কাফিয়াতে মোট একশত ছিয়াননব্বই লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবির দেউয়ানে এটি একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য কাফিয়া। কবি উক্ত কাফিয়ায় খাফীফ, কামিল, তাবীল, মাদীদ, মুতাকারীব, সারীয়, ওয়াফির, বাসিত, রমল ইত্যাদি ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। কবির স্বভাব অনুযায়ী তিনি অত্র কাফিয়াতে ও বৃদ্ধতার, অহঙ্কার না করা, দুনিয়ার বিষয়ে মানুষের ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকা, ইনসাফ ও ধৈর্যধারণ করা, কু-প্রবৃত্তি, আখিরাত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা, দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যুর বর্ণনা, স্বল্প তুষ্টি, আশার কুহকে নিমজ্জিত থাকা, তাকওয়া এবং নিজকে নিজে নসিহত করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ যুহদ সম্পর্কিত কিছু লাইনের উদ্ধৃতি প্রদান করব।

ক. দুনিয়া সম্পর্কে মানুষের ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকা

(১) যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে দুনিয়া তাকে সরল পথ হতে বিচ্যুত করে ছাড়ে। দুনিয়ার সুখ-শান্তি ভোগের জন্য সে মিথ্যা ও তঞ্চকতার আশ্রয় নেয়। দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষকে স্বৈরাচারী করে তোলে। মানুষ তখন ভালো-মন্দের প্রার্থক্য ও বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। কবি তাই দুনিয়ার ধোঁকা হতে বাচার জন্য দুনিয়াকে বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ছেষট্টি হতে আটষট্টিতম লাইনে বলেন–

من احب الدنيا تجبر فيها + واكتسى عقله التباسا وتيها .

ربما اتبعت بينها على ذاك + فدعها وخلها لبنيها .

علل النفس بالكفاف والا + طلبت منك فوق ما يكفيها .

১. যে দুনিয়াকে ভালোবাসে সে দুনিয়ায় স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। (অথবা সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে যায়) তার চিন্তা ও চেতনায় অস্থিরতা ও সিদ্ধান্তহীনতার পর্দা কঠিনভাবে পড়ে যায়।

২. এ অবস্থায় দুনিয়ার সন্তানেরা (দুনিয়াপ্রেমিকগণ) দুনিয়ার অনুসরণ করতে থাকে কাজেই দুনিয়া বর্জন করো এবং তা দুনিয়ার সন্তানদের জন্যই রেখে দাও।

৩. স্বল্প তুষ্টি দ্বারা তুমি তোমার নফসকে অভ্যস্ত করে নাও নতুবা সে তোমার কাছে যা যথেষ্ট তার চেয়েও বেশি কামনা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) মানুষ পৃথিবীর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে কত কিছু করে। জমিজমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভালো চাকরি, টাকা-পয়সা জমায়েত করা ইত্যাদি কাজে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ ব্যস্ত। উচ্চাশার ধুম্রজালে মানুষ আখেরাতকে ভুলে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত ছেচল্লিশ হতে একশত আটচল্লিশতম লাইনে বলেন–

ابتنى الناس من البنيان + ما لم يسكنوه.

جمع الناس من + الا موال ما لم ياكلوه.

طلب الناس الآمال + ما لم يدركوه.

১. মানুষ অনেক প্রাসাদ বানিয়েছে (সুখে-শান্তিতে বসবাসের জন্য) অথচ মানুষ সেসব প্রাসাদে বসবাসের কোনো সুযোগ পায়নি (তার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে)

২. মানুষ মাল-সম্পদ, টাকা-পয়সা জমা করেছে অথচ সে তা ভোগ করতে পারেনি।

৩. মানুষ অনেক আশাকে (বাস্তবায়নের) পথ খুঁজেছে কিন্তু আশাগুলোর নাগাল পায়নি। (তার আশাপূর্ণ হয়নি)

খ. উপদেশপূর্ণ বানী

(১) কবি স্বল্প কথায় অনেক মূল্যবান উপদেশমূলক বাক্য পাঠকদেরকে উপহার দিয়েছেন। কু-প্রবৃত্তি মানুষকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়। মানুষের চরিত্রহনন করে অপকর্মে উৎসাহিত করে। মানুষ যেদিন মৃত্যুবরণ করে ঐদিন পর্যন্ত নানা রকম ধোঁকায়, ব্যস্ততায় ডুবে থাকে। আর সে গাফিল থাকা অবস্থায়ই তার অজান্তে মৃত্যু তা১ ষ্টিম রোলার চালিয়ে তাকে দুনিয়া হতে চির বিদায় দেয়। কবি অত্র কাফিয়ার চৌদ্দ, পনেরো, আঠারো ও উনিশতম লাইনে এ প্রসঙ্গে বলেন–

ياذا الهوى مه لا تكن + من تعبده هواه

واعلم بان المرء مرتهن + بما كسبت يداه

قد كان مغترا بيوم + وفاته حتى اتاه

الناس فى غفلاتهم + والموت دائرة رحاه.

১. হে কু-প্রবৃত্তির মালিক ও (অনুসরণকারী), তুমি তার মতো হইও না, যে তার কু-প্রবৃত্তির গোলামি করে।

২. জেনে রাখ মানুষ হলো তার দু হাতের কামাইয়ের নিকট বন্ধকি প্রাপ্ত। (অর্থাৎ মানুষ যা নিজে কামাই করবে আমল করবে তাই পাবে)

Dhaka University Institutional Repository

৩. মানুষ তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (দুনিয়ার) ধোঁকায় ডুবে থাকে এবং সন্দিহান থাকে তার মৃত্যু নিয়ে এ পর্যন্ত যে তার মৃত্যু চলে আসে।

৪. মানুষ মৃত্যুকে ভুলে আছে। (ডুবে আছে তার ব্যস্ততার মধ্যে) অথচ মৃত্যু তাকে ভুলেনি সে তার চাকতিকে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। (যে চাকতির মধ্যে পড়ে গম ও শস্যদানার মতো মানুষ তার প্রাণ হারাচ্ছে)

(২) কবি মানব সন্তানদেরকে সতর্ক হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। যেন তারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে যায়। অনেক বুদ্ধিমান ও চতুর লোককেও তিনি সতর্ক হতে না দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাত চল্লিশ হতে উনপঞ্চাশতম লাইনে বলেন–

الا يا بنى ادم استنبهـــــــــــــــرا + اما قد نهيتم فلا تنتهرا ـ

ابا عجبا من ذوى الا عتبـــــارى + ما منهم اليوم مستنبـــه ـ

طغى الناس حتى رايت اللبيب + فى غى طغيانهم يعـــــه ـ

১. সাবধান হে বনী আদমেরা তোমরা (আখিরাত সম্পর্কে) সতর্ক হও। তোমাদের কে কি (অনেক নিষিদ্ধ কর্ম হতে) নিষেধ করা হয়নি? অথচ তোমরা ঐসব নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত হওনি।

২. বড়ই আশ্চর্য ও আফসোস চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষের জন্য আজ তাদের মাঝেও সচেতন ও সতর্ক হওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩. মানুষ আজ সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে পড়েছে। (আল্লাহর নির্দেশ ও নিষেধের সীমা কেউ মানতে চায় না) এমনকি আমি অনেক বুদ্ধিমান, চতুর লোককেও তাদের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির অন্ধকার গলিপথে ধোঁকায় নিমজ্জিত হতে পথভ্রষ্টতায় ঘুরতে দেখেছি।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) কবি আলী ইবনে ইয়াযিদ আল খাযরাজী বলেন আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে বারীয় বলেন একদা আবু উবাইদুল্লাহ খলীফা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া পূর্ব থেকেই ক্ষিপ্ত ছিলেন। কবি আবুল আতাহিয়্যা ঐ মজলিশে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা আবু উবাইদুল্লাহকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে লোকটিকে পায়ে ধরে টেনে হিচড়ে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেন। তারপর খলীফা দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে রইলেন। কবি যখন দেখলেন খলীফা শান্ত হয়েছেন তখন নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন:

ارى الدنيا لمن هى فى يديه + عـــذابا كلما كثرت لديه ـ

تهين المكرمين لها بصغر + وتكرم كل من هانت عليه ـ

اذا استغنيت عن شئ فدعـه + وخـــذما انت محتاج اليه ـ

Dhaka University Institutional Repository

১. আমি দুনিয়াকে দেখতে পেয়েছি সে যখন কারো দু হাতের মধ্যে (করায়ত্তে) থাকে আযাব হিসেবেই থাকে। আর যত বেশি সময় ধরে থাকে তত বেশি শাস্তি ও কষ্ট বৃদ্ধি করে।

২. সম্মানিত লোকেরা যখন তার কাছে ছোট হয় (দুনিয়া লাভের চেষ্টা করে) সে তখন তাদেরকে অপমানিত করে। যে তার কাছ থেকে যত দূরে সরে যায় সে তাকে ততবেশি মর্যাদা দান করে।

৩. (কাজেই) তুমি যখন কোনো বস্তু হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও তখন তা বর্জন কর এবং যার প্রতি তুমি মুখাপেক্ষী বা যা তোমার প্রয়োজন তা গ্রহণ কর।

খলীফা মেহদী কবির উপরিউক্ত কবিতা শুনে মুচকি হাসলেন এবং কবিকে বললেন তুমি চমৎকার বলেছ। তখন আবুল আতাহিয়্যা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললেন আমীরুল মুমিনীন আল্লাহর কসম করে বলছি একটু আগে যে লোকটিকে পা ধরে টেঁছে নেওয়া হলো তার মতো দুনিয়াকে সম্মানকারী, দুনিয়াকে সুরক্ষাকারী এবং অত্যাধিক কৃপণ আমি আর কাউকে দেখিনি।

আমি এবং ঐ লোকটি এক সাথেই আমিরুল মুমিনীনের দরবারে আসলাম সে আমার চেয়ে অনেক মর্যাদাবান অথচ ক্ষণিক পরেই লোকটিকে দেখলাম সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে। যদি সে যতটুকু তার জন্য প্রয়োজন ও যথেষ্ট দুনিয়ার ততটুকু গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকত তাহলে তার এমন করুণ দশা হত না। খলীফা কবির কথা হেসে ফেললেন এবং লোকটিকে দরবারে হাজির করার নির্দেশ দিলেন। লোকটিকে আনা হলে খলীফা তাকে মার্জনা করে দিলেন। লোকটি এ কারণে সারা জীবন কবির কৃতজ্ঞায় পঞ্চমুখ ছিলেন।

(২) দুনিয়ার বিষয়ে জানা না থাকার কারণে, দুনিয়ার পরিণতি সম্পর্কে অবগত না হওয়ায় অনেকেই তার পিছু পিছু ছুটে অবশেষে ধোঁকায় নিমজ্জিত হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত চৌদ্দতম লাইনে বলেন–

تغتر للجهل بالدنيا وزخرفها + ان الشقى لمن غرته دنياه .

মানুষ মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে দুনিয়া এবং তার রূপ সৌন্দর্য্যতায় মুগ্ধ হয়ে ধোঁকায় নিপতিত হয়। আর ঐ ব্যক্তিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাকে তার দুনিয়া ধোঁকা প্রদান করেছে।

ঘ. স্বল্পে তুষ্টি

স্বল্পে তুষ্টি একটি মহৎ গুণ। স্বল্পতুষ্ট ব্যক্তি কখনো দরিদ্রতা ও হীনমন্যতায় ভুগে না। যতবেশি স্বল্পে তুষ্ট থাকা যাবে ততবেশি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকা যাবে। আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য যা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন ততটুকুতে সন্তুষ্ট থাকা সুখে থাকার চাবিকাঠি। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

চুয়াত্তর হতে ছিয়াত্তরতম লাইনে বলেন–

رأيت اقل الناس هما اشدهم + قنوعا وارضاهم بما هو عليه .

فطوبى لمن لم يقض امر قضى له + به الله الا سره ورضيه .

ولا خير فى من ظل يبغى لنفسه + من الخير ما لا يبتغى لاخيه .

১. যে যতবেশি স্বল্পে তুষ্ট থাকে তত কম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমি দেখতে পেয়েছি এবং সে অধিক সন্তুষ্ট যা তার জন্য বরাদ্দ রয়েছে।

২. তাই সুসংবাদ ও আনন্দের বিষয় ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার বন্টিত ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট হয়েছে এবং খুশি হয়েছে।

৩. যে ব্যক্তি কেবল সব সময় নিজের কল্যাণ কামনা করে অথচ অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করে না তার মাঝে কোনো কল্যাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৬. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যু অবশ্যই মানুষের সাথে সাক্ষাত করবে। কারো সাথে সকালে কারো সাথে রাতে, সন্ধ্যা কিংবা দুপুরে। কেউ ইচ্ছে করলে মৃত্যু কাছে আনতে বা দূরে ঠেলে দিতে পারবে না। মানুষ দুনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কত প্রানান্তকর চেষ্টা করে যায় অথচ মৃত্যুর ডাকে সবকিছু ফেলে প্রস্থান করতে হয়। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত একুশ হতে একশত চব্বিশতম লাইনে বলেন–

تلهوا وللموت ممسانا ومصبحنا + من لم يصبحه وجه الموت مساه .

كم من فتى قد دنت للموت رحلته + وخير زاد الفتى للقبر تقواه

كم نافس المرء فى شئ وكا برفيه + الناس ثم مضى عنه وخلاه .

ما اقرب الموت فى الدنيا وابعده + وما امر جنى الدنيا واحلاه .

১. তোমরা খেলা-ধুলায় ও বৃথা কাজে ব্যস্ত আছ অথচ আমরা মৃত্যুর জন্যই সকাল অথবা সন্ধ্যা করি। মৃত্যুর মুখ যাকে সকালে সাক্ষাৎ করেনি বিকালে তার সাথে সাক্ষাত করবে।

২. কত যুবকের সফরের বাহন মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হয়েছে (মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে) আর যুবকের কবরে সবচেয়ে বড় পাথেয় হলো তার আল্লাহভীরুতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোনো বস্তু ও বিষয় লাভের জন্য মানুষ কত প্রতিযোগিতা ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে অথচ ঐ বস্তু ত্যাগ করে খালি হাতেই তাকে চলে যেতে হয়।

৪. দুনিয়ার জীবন হতে কেউ মৃত্যুকে নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী করতে পারবে না নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যু আসবে। দুনিয়া কামাই করা কতই না তিক্ততার! তার মিষ্টতাও তিক্ত।

(২) মৃত্যু চিন্তাকারীর নিকট দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি সবকিছুই তুচ্ছ ও বিস্বাদ মনে হয়। মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন মৃত্যু সেখানেই তার মুখোমুখি হয়। কবি সুলম আল খাসের আবুল আতাহিয়্যা হতে এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত লাইনসমূহ বর্ণনা করেছেন যা অত্র কাফিয়ার একশত সাতাত্তর হতে একশত উনাশি এবং একশত একাশি লাইনে সংকলিত হয়েছে। কবি বলেন–

نغص الموت كل لذة عيـــــــش + يا لقومى للموت ما اوحاه .

عجبا انه اذا مات ميـــــــت + صد عنـــه حبيبه وجفاه .

حيثما وجه امرؤ ليفـــــــوت + الموت فالموت وقف بحذاه .

من تمنى المنى فاغرق فيها + مات من قبل ان ينال مناه .

১. জীবনের সকল স্বাদ ও মজাকে মৃত্যু বিস্বাদ করে ছেড়েছে। হে আমার জাতির লোকেরা যদি মৃত্যু সম্পর্কে অবগত করানো না হতো (ভালো হতো)

২. আশ্চার্যের বিষয় হলো যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায় তখন তার বন্ধুরাই তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাকে ঘৃণা করে।

৩. মানুষ যেদিকে খুশি যাক না কেন মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সেখানেই মৃত্যু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

৪. যে ব্যক্তি আশা-ভরসা করে সে আশা-ভরসার মাঝে ডুবে থেকেই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার কোনো আশাই পূর্ণ হয় না।

চ. আল্লাহভীরুতার বর্ণনা

আল্লাহভীরুতা সকল সৎকর্মের, নেক আমলের ভিত্তি স্বরূপ। যে যতবেশি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে ততবেশি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবে। আল্লাহ তাআলা বলেন– ان اكرمكم عند الله اتقاكم

তোমাদের মধ্যে যে যতবেশি আল্লাহভীরু সে আল্লাহর কাছে তত সম্মানিত।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাকওয়াকে আখেরাতের উত্তম পাথেয় বলে বর্ণনা করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শেষাংশে একশত চুরাশি হতে একশত সাতাশিতম লাইনে বলেন–

حتى متى ذو التيه فى تيهه + اصلحه الله وعافاه .

يتيه اهل التيه من جهلهم + وهم يسرتون وان تاهوا .

من طلب العز ليبقى به + فان عز المرء تقواه .

لم يعتصم بالله من خلقه + من ليس يرجوه ويخشاه .

১. উদভ্রান্ত লোক আর কতকাল পর্যন্ত তার উদ্‌ভ্রান্ততায় থাকবে। কখন আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক করে দিবেন (সঠিক বুঝ দিবেন) এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

২. মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে উদভ্রান্তের তাদের উদভ্রান্ততা নিয়ে চলে ওরা যত সঙ্কিণ্ণতা ও উদভ্রান্ততায় থাকুক (একদিন) মৃত্যুবরণ করবে।

৩. সম্মান ও মর্যাদার জন্য যারা চিরস্থায়িত্ব কামনা করে তাদের জন্য তাকওয়া অর্জন করা জরুরি কেননা তাকওয়ার মাঝে সম্মান রয়েছে যা চিরস্থায়ী।

৪. আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মাঝে কেবল ওরাই সুদৃঢ় আস্থা রাখতে পারে না যারা আল্লাহর কাছে কামনা করে না বা আল্লাহকে ভয় করে না।

Dhaka University Institutional Repository

قافـيـة الـواو

উক্ত কাফিয়াটিতে মাত্র একুশ (২১) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে কামিল, তাবীল ও মুনশারাহ ছন্দে মোট তিনটি কবিতা রয়েছে। এসব কবিতায় কবি নিজের জীবনের শেষ বয়সের বর্ণনা, দুনিয়ার কাজে বিভোর থাকায় মানুষের কুৎসা, দুনিয়া ধ্বংসের কথা এবং আল্লাহর জন্য আমল করার বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

ক. শেষ জীবনের বর্ণনা

বৃদ্ধ জীবন মানুষের জন্য বোঝা স্বরূপ। তখন নানা রকম চিন্তা ও শারীরিক দুর্বলতা ঘুম কেড়ে নেয়। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার প্রথম পাঁচ লাইন আবৃত্তি করেছেন। আমরা এখানে উদ্ধৃতি স্বরূপ চতুর্থ ও পঞ্চম লাইন উল্লেখ করব।

واذا المشيب رمى بو هنته + وهت القرى وتقارب الخطو .

واذا استحال باهله زمـــن + كـثر القذى وتكدر الصفو .

১. বৃদ্ধতা যখন দুর্বলতা নিক্ষেপ করে (নিয়ে আসে) তখন শক্তি দুর্বল ও নিঃশেষ হয়ে পড়ে এবং পদাঙ্কসমূহ নিকটবর্তী হয়ে যায়। (অর্থাৎ বৃদ্ধতার কারণে দুর্বলতার কারণে এক পা অপরটির সাথে লেগে যায়)।

২. কোনো মানুষের জন্য যুগ বা কাল যদি প্রতিকুলে চলে যায় তখন দুঃখ-কষ্ট বেড়ে যায় এবং স্বচ্ছতা ও ঘোলাটে আকারধারণ করে।

খ. মানুষের কুৎসা বর্ণনা

মানুষ সৃষ্ট জীবের মাঝে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি অকৃতজ্ঞ প্রাণী। ওরা সব সময় খেল তামাশায় মত্ত থেকে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণের সময় তাদের হয়ে উঠে না। কিন্তু তারা আবার এ দাবি করে যে, আমরা আল্লাহকে পেতে চাই। আল্লাহর রহমত লাভ করতে চাই। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ছয় ও সাত নম্বর লাইনে বলেন−

ايا عجبا للناس فى طول ما سهوا + وفى طول ما اغتروا وفي طول ما لهوا .

يقولون نرجو الله ثم افتروا بـــه + ولـــو انهم يرجون خافوا كما رجوا .

১. হায় আফসোস ও আশ্চর্য মানুষের জন্য কত দীর্ঘ সময় ধরে ওরা ভুলে নিমজ্জিত, কত দীর্ঘ সময় ধরে তারা ধোঁকায় লিপ্ত এবং কত দীর্ঘ সময় ধরে ওরা খেল-তামাশা ও আনন্দ উচ্ছ্বাসে মত্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. ওরা (মুখে) বলে আমরা আল্লাহকে চাই (কামনা করি) অতপর ওরা তাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা যদি সত্য সত্যই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করত তাহলে আল্লাহ তাআলাকে যেমনটি ভয় করার কথা তেমন ভয় করত।

গ. আখিরাত ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

আমরা এ সুন্দর ভুবন ছেড়ে একদিন চলে যাব যেমনিভাবে আমাদের পূর্বসূরিগণ চলে গেছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে থেকে তার সন্তুষ্টি কামনা করার সার্বিক চেষ্টা করা আমাদের প্রয়োজন। অথচ আমরা পরকালের জন্য কোনো পাথেয় অর্জন করছি না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এগারো হতে তেরতম লাইনে বলেন–

مضى قبلنا قوم قرون نعدهم + ونحن وشيكا نمضى كما مضوا .

الا فى سبيل الله اى ندامة + نموت كما مات الاولى كلما خلوا .

ولم تتزود للمعاد وهو لـه + كزاد الذين استعصموا الله واتقوا .

১. আমাদের পূর্বে কত অগণিত মানুষ চলে গেছে যাদেরকে আমরা গণনা করি (আলোচনা করি) এবং আমরাও এক সময় মৃত্যুবরণ করে চলে যাব যেমনিভাবে ওরা চলে গেছে।

২. আল্লাহর রাহে (চলে যেতে) কিসের লজ্জা বা শঙ্কা আছে। আমরা মৃত্যুবরণ করব পূর্বসূরিদের মতো যেমনিভাবে ওরা খালি করে চলে গেছে।

৩. অথচ আমরা আখিরাতের জন্য এবং তার ভীতিকর অবস্থার জন্য কোনো পাথেয় গ্রহণ করিনি যেমনিভাবে আল্লাহভীরুগণ চান এবং আল্লাহ তাআলাকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরা (বিশ্বাসীগণ) পাথেয় গ্রহণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الياء

কবির দিওয়ানের সর্বশেষ কাফিয়া এটি। এতে মোট একশত ত্রিশ (১৩০) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। ওয়াফির, খাফীফ, তাবীল, মাদিদ, বাসিত ও রজয, ছন্দে এতে কবিতা রচিত হয়েছে। অত্র কাফিয়ায় কবি নিজের মৃত্যু। কাফন-দাফন যুগের বিবর্তন, মানুষের মিথ্যা আশার পিছনে ঘুরাঘুরি দুনিয়ার ধোঁকা, তাকওয়া, মৃত্যু, যৌবনের বিদায়, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা ও উপদেশ বাণীকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ক. কবির নিজের মৃত্যু ও দাফন বিষয়ে কবিতা

কবি আবুল আতাহিয়্যা নিজে মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই তার মৃত্যুকালীন অবস্থা ও দাফন-কাফনের পরিবেশ নিয়ে ভাবনা ও কল্পনার জগতে যে চিত্র এঁকেছেন তাই কবিতার ভাষায় অত্র কাফিয়ার শুরুতেই বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার প্রথম থেকে পঞ্চম লাইনে বলেন–

كان الارض قد طويت علـيـا + وقـد اخرجت مـا فى يديا .

كانى يوم يحشر الترب قومى + مهيلا لم اكن فى الناس حيا .

كأن القوم قد دفنوا و ولـوا + وكـل غـير ملتفت اليـا .

كان قد صرت منفردا وحيـدا + ومـرتـهـنـا هناك بـمـا لديا .

كان الباكيات على يومـا + وما يغنى البكاء على شيئا .

১. মনে হয় যে, জমিন আমার উপর মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর আমার দুহাতে (আমার কাছে) যা ছিল আমি তা বের করে দিয়েছি।

২. লোকেরা যেদিন আমার উপর ধুলা-মাটি ছিটিয়ে (চাপিয়ে) দিবে সেদিন মনে হবে যেন আমি তাদের মাঝে কোনো দিন জীবিত ছিলাম না।

৩. মনে হয় যেন লোকেরা আমাকে দাফন করে (বাড়ি) ফিরে গেছে এবং তাদের কেউ আমার দিকে ফিরে তাকায়নি।

৪. আমি যখন নিভৃত ও একাকী পরে থাকব। আর সেখানে (কবরে) যাকিছু আছে তার কাছে বন্ধকী হয়ে পড়ে থাকব।

৫. একদা আমার উপর ক্রন্দনকারীরা ক্রন্দন করবে অথচ তাদের কান্না আমার কোনো উপকারে আসবে না।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যুর স্বাদ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাইকে আস্বাদন করতে হবে। কত ভাই মাটির তলায় শুয়ে আজ পোকা-মাকড়ের খাদ্য হয়েছে অথচ একদিন তারা বিলাসী খাদ্য গ্রহণ করত। আর মানুষ যখন দৃষ্টির অন্তরালে চলে যায় তখন অতি পরিচিতজনেরাও তাকে বিস্মৃত হয়ে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দ হতে উনিশতম লাইনে বলেন–

علمى بانى اذوق الموت نغص لى + طيب الحياة فما تصفو الحياه ليا .

كم من اخ تغتذى دود التراب به + وكان صبا بحلو العيش مغتذيا .

يبلى مع الميت ذكر الذاكرين له + من غاب غيبة من لا يرتجى نسيا .

من مات مات رجاء الناس منه فولوه + الجفاء ومن لا يرتجى جفيا .

১. আমি জানি, আমাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমার জন্য দুনিয়ার জীবনের মজা বিস্বাদ হয়ে যাবে অতপর আমার জন্য জীবন আরামপ্রদ হবে না।

২. আমার কত ভাইয়ের শরীর (লাশ) হতে মাটি পোকা-মাকড়েরা খাদ্য গ্রহণ করছে (তারা ওদের শরীরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে) যিনি জীবিত অবস্থায় নানা রকম মজাদার খাদ্য দিয়ে বিলাসীভাবে জীবন যাপন করেছেন।

৩. মৃতের মৃত্যুর সাথে সাথে স্মরণকারীদের স্মরণও দিন দিন পুরোনো হয়ে যায়। সে এমন প্রস্থান করে যে, তার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই তাকে ভুলে যাওয়া হয়।

৪. যে মারা যায় তার সাথে সাথে মানুষের তার প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষাও বিদূরিত হয়ে যায়। মানুষ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

(২) মৃত্যু সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল কর্তন করে ফেলে এবং মৃত্যু মানুষকে কান্না করতে শেখায়। যত ভুলে থাকা মানুষ আছে মৃত্যু কিন্তু তাদেরকে ভুলে না। প্রতি দিনই মৃত্যুর ডাক আমরা শ্রবণ করি। কবি এসব মহাসত্য কথাগুলো অত্র কাফিয়ার পয়ত্রিশ হতে আটত্রিশতম লাইনে বর্ণনা করেছেন।

حسمت المنى ياموت حسما مبرحا + وعلمت ياموت البكاء البواكيا .

ومزقتنا ياموت كل ممزق + وعرفتنا ياموت منك الدواهيا .

الا ياطويل السهو اصبحت ساهيا + واصبحت مغترا واصبحت لاهيا .

وفى كل يوم نحن نلقى جنازة + وفى كل يوم منك نسمع ناديا .

Dhaka University Institutional Repository

১. হে মৃত্যু তুমি সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খোলাখুলি কঠিনভাবে কর্তন করেছ এবং হে মৃত্যু তুমি আমাকে কান্নার মতো কান্না করতে শিখিয়েছ।

২. হে মৃত্যু তুমি আমাদেরকে ছিন্ন-ভিন্ন করার মতো ছিন্ন-ভিন্ন করেছ এবং হে মৃত্যু তুমি আমাদেরকে বিপদ-আপদ ও দুর্যোগের সাথে পরিচিত করেছ।

৩. ওহে দীর্ঘকাল ধরে ভুলে থাকা ভুলোমন তুমি তোমার ভুলোমন নিয়ে সকাল করেছ তুমি ধোঁকাগ্রস্ত ও খেল-তামাশা করা অবস্থায় সকাল করেছ।

৪. প্রতিদিনই আমরা কোনো না কোনো জানাযার সাক্ষাত লাভ করি এবং প্রতিদিনই তোমার পক্ষ হতে আহ্বানকারীর আহবান শুনতে পাই। (যে ওমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে।)

(৩) কবি মৃত্যুর পরিনাম পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার তেতাল্লিশ ও চৌচল্লিশতম লাইনে বলেন–

فلو انا اذا متنا تركنا + لكان الموت راحة كل حى .

ولكنا اذا متنا بعثنا + ونسال بعده عن كل شيئ .

১. যদি আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করার পর এমনি এমনি ফেলে রাখা হতো তাহলে মৃত্যু (সবার জন্যই) প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই শান্তিদায়ক হতো।

২. বরং আমরা যদি মৃত্যুবরণ করি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে এবং তারপর প্রত্যেক বস্তু (বিষয় ও কর্ম সম্পর্কে) আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে।

গ. যুগের বিবর্তন

কালের বিবর্তন ও পরিবর্তন অবিশ্যম্ভাবী। শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ, দরিদ্র কৃষক কেহই এই পরিবর্তনের হাত হতে মুক্তি পায়নি। এক কালের জমজমাট শহর কালের বিবর্তনে পরিত্যক্ত বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার উনসত্তর লাইন হতে পচাত্তরতম লাইনে বলেন–

ايـن القرون الماضية + تركوا المنازل خالية .

فاستبدلت بهم + ديارهم الرياح الهاوية .

وتشتت عنها الجموع + وفارقتها الغاشية .

فاذا محل للوحوش + وللكلاب العادية .

درحوا فما ابقت صروف + الدهر منهم باقيه .

فلئن عقلت لتبكينهم + بعين باكية .

لم يبق منهم بعدهم + الا العظام البالية .

Dhaka University Institutional Repository

১. বিগত যুগ ও যুগের বসবাসকারীগণ কোথায়? তারা তাদের ঘর-বাড়িসমূহ শূন্য ফেলে চলে গেছে।

২. ভয়ানক ক্ষতিকর বাতাসসমূহ তাদের ঘর-বাড়ি ও আবাসস্থলসমূহকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

৩. তাদের একত্রিত হয়ে থাকাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে বিকট আওয়াজ (ধ্বংসলীলা)

৪. বর্তমানে তাদের আবাসস্থল চতুষ্পাদ বন্যজন্তুর এবং চিৎকারকারী কুকুরসমূহের আবাস স্থলে পরিণত হয়েছে।

৫. তারা যুগের বিবর্তনে মুড়মুড়ে হয়ে গিয়েছে কাজেই যুগের বিবর্তন তাদের কাউকে ছেড়ে দেয়নি। (স্থায়ী হতে দেয়নি)

৬. যদি (পাঠক) তুমি তা বুঝতে ক্রন্দনশীল চক্ষুদ্বারা তুমি তাদের জন্য ভীষণভাবে ক্রন্দন করতে।

৭. বর্তমানে তাদের ধ্বংসশীল হাড়সমূহ ব্যতীত অন্যকিছু আর অবশিষ্ট নেই।

ঘ. জ্ঞানপূর্ণ বাণী ও উপদেশ

কবি তার দেউয়ানের বিভিন্ন কাফিয়ায় জ্ঞানপূর্ণ বাণী ও উপদেশ প্রদান করেছেন। যা অনেকের জন্য পাথেয় হয়েছে। কবি নিজের অভিজ্ঞতা হতে পাঠকদেরকে অত্র কাফিয়ার শেষ দিকে একশত ষোল লাইন হতে একশত ছাব্বিশ লাইনে এই উপদেশ প্রদান করেছেন। যা নিম্নরূপ :

رغيف خبز يابس + تاكله فى زاوية

وكوز ماء بارد + تشربه من صافيه

وغرفة ضيقة + نفسك فيها خالية

او مسجد بمعزل + عن الورى فى ناحية

تدرس فيه دفترا + مستندا بسارية

معتبرا بمن مضى + من القرون الخالية

خير من الساعات فى + فى القصور العالية

تعقبها عقوبة + تصلى بنار حامية

فهذه وصيتى + مخبرة بحانية

طوبى لمن يسمعها + تلك لعمرى كافية

فاسمع لنصح مشفق + يدعى ابا العتاهية .

Dhaka University Institutional Repository

১. শুকনো রুটির টুকরা তুমি যা তোমার ঘরের কোণে বসে খাবে।

২. এবং এক কলসি স্বচ্ছ ঠাণ্ডা পানি যা তুমি পান করবে।

৩. একাকী নির্জনে তোমার একটি (সংকীর্ণ) ছোট কক্ষই (তোমার জন্য যথেষ্ট)।

৪. অথবা লোকজন হতে দূরে ঘরের কোণে নামাযের স্থান।

৫. তুমি সেখানে পুঁথি-পাঁজি পড়বে কোনো না কোনো খুঁটির সাথে ঠেস দিয়ে।

৬. স্মরণ করে বিগত দিনের চলে যাওয়া লোকদের ও সময়ের।

৭. এগুলো সবই উঁচু প্রসাদের ছায়ায় দীর্ঘ সময় বসবাস করার চেয়ে উত্তম।

৮. তার পিছনে রয়েছে শাস্তি যেখানে অত্যাধিক গরম জাহান্নামে তাদের প্রবিষ্ট করানো হবে।

৯. অতপর এটা হলো আমার ওয়াসিয়াত (নছিহত) যা উত্তম সংবাদ প্রদানকারী।

১০. সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে আমার নসিহত শুনল। আমার প্রাণের কসম করে বলছি তার জন্য এই উপদেশই যথেষ্ট হবে।

১১. অতপর দয়াশীল ও প্রিয় ব্যক্তির উপদেশ শোন যাকে লোকেরা আতাহিয়্যা বলে ডাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

কবি আবুল আতাহিয়্যার কবিতাসমূহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংকলন الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে তা অনুসরণ করে আমরা উক্ত দিওয়ানের প্রথম অংশের উপর গবেষণামূলক আলোচনা প্রথম ইতোমধ্যে উপস্থাপন করেছি। কেননা, উক্ত দেউয়ানের প্রথম অংশেই কেবল যুহদিয়্যাত (زهديات) সংক্রান্ত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা আলোচনার শুরুতে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছি।

কবির উক্ত দেউয়ানের শেষ অংশে দ্বিতীয় খণ্ডে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে। সংকলকের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে ছয়টি বিষয়ের কবিতাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এতে امثال، هجاء، وصية، عقاب، مديح এবং رثاء সংক্রান্ত কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে। যেহেতু দ্বিতীয় অংশে যুহদ বিষয়ক কোনো কবিতা সংকলিত হয়নি সেহেতু আমরা দ্বিতীয় অংশের কোনো কবিতা নিয়ে আলোচনা করব না।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

আবুল আ'লা আল মা'আররীর লুযূমিয়্যাত কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা

لزوميات

কবি আবুল আ'লা আল মা'আররী রচিত لزوميات এবং سقط الزند কাব্যদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের সংকলনসমূহ অপ্রতুল বিধায় উক্ত কাব্যদ্বয়ে কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও যুহদিয়্যাতের স্বরূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। লুযুমিয়্যাত কাব্যে কবির দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উক্ত কাব্যের দুইজন ব্যাখ্যাকার ড. ওয়াহিদ কাবাবা ও হাসান হামদ বলেন,

اكثر لزومياته متين اللفظ فخم الاسلوب يعج بالمصطلحات العروضية والصرفية والفقهية والطبية والفلسفية ويحوى من الامثال السائرة والحكم.[১]

তার রচিত লুযুমিয়্যাত কাব্য অধিকাংশ জুড়েই সুক্ষ্ম শব্দ, কঠিন বর্ণনা পদ্ধতি, ছন্দ প্রকরণ, শব্দ প্রকরণ, ফিকহী ও চিকিৎসা বিষয়ক ও দর্শন বিষয়ের পরিভাষায় ভরপুর এবং প্রচলিত (উপমা) প্রবাদ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী দ্বারা পরিপূর্ণ।

লুযূমিয়্যাত কাব্যের অনেকেই ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাখ্যাকার হলেন, البطليوسى।[২] তিনি لزوميات-এর প্রথম (৭১) একাত্তর লাইনের ব্যাখ্যা রচনা করেছেন।[৩]

দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যাখ্যা রচনা করেছেন- ড. ত্বাহা হোসাইন এবং ইবরাহিম আল আবইয়ারী তাদের ব্যাখ্যায় শাব্দিক বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে ড. কামাল আল ইয়াজেযী لزوميات-এর ব্যাখ্যা রচনা করেন।

চতুর্থ পর্যায়ে ড. ওয়াহিদ কাবাবা ও হাসান হামদ উক্ত কাব্যের নাতিদীর্ঘ মননশীল একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন।

আমরা শেষোক্ত ব্যাখ্যা সম্বলিত কাব্যগ্রন্থ لزوميات-কে অনুকরণ করে এর তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করব।

---

১. মুকাদ্দামায়ে শরহে লুযুমিয়্যাত, পৃ. ১০।
২. আব্দুল ওয়াহাব সাবুনী শোয়ারাওয়ালাওয়াবীন ২২৮ পৃ. মুকাতাবাতুদারিশ শিয়ক্ বৈরুত- ১৯৭৮।
৩. মুকাদ্দামায়ে শরহেলুয়ামিয়াত দারুল কুতুব আল আরাবি বৈরুত, ১৯৯৬ পৃ. ১২-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

لـزومـيـات কাব্যটি দুই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। কাব্যটিকে হরফে মু'জামের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী কাফিয়াতে সাজানো হয়েছে। আমরা নিম্নে সকল কাফিয়ার কবিতার সংকলিত লাইনের সংখ্যাও ফসল সংখ্যার একটি তালিকা উপস্থাপন করলাম।

ক্রমিক	কাফিয়ার নাম	ফসলের সংখ্যা	ফসলের লাইন সংখ্যা
০১	قافية الهمزية	৩০	২৬০
০২	قافية الألف	০৬	১০১
০৩	قافية الباء	১৪৫	৫৩৭
০৪	قافية التاء	৫৫	৪৬৭
০৫	قافية الثاء	১৬	৪৫
০৬	قافية الجيم	৩৮	২১৩
০৭	قافية الحاء	২৯	১৭৭
০৮	قافية الخاء	০৯	৩০
০৯	قافية الدال	১৩৫	৭৮৫
১০	قافية الذال	১৩	৩৩
১১	قافية الراء	২৪৩	১৮৯১
১২	قافية الزاء	২৩	১১১
১৩	قافية السين	১৯	৫৬৩
১৪	قافية الشين	১৭	৬৪
১৫	قافية الصاد	১২	৩৮
১৬	قافية الضاد	১২	৫৩
১৭	قافية الطاء	২৪	৯১
১৮	قافية الظاء	০৮	২০
১৯	قافية العين	৩৪	২০৯
২০	قافية الغين	০৬	১৪
২১	قافية الفاء	৩২	২৪৪
২২	قافية القاف	৫৭	৩৮৩
২৩	قافية الكاف	৫৪	৩৪৭
২৪	قافية اللام	১৬২	১১২৪
২৫	قافية الميم	১৭০	১০০০
২৬	قافية النون	১১০	৯১৭
২৭	قافية الهاء	৪০	৪৪১
২৮	قافية الواو	০৬	২৭
২৯	قافية الياء	২০	১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

قافية الهمزة

لزوميات কাব্যের প্রথম কাফিয়া قافية الهمزة-তে কবির (২৬০) দুই শত ষাট লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে মোট (৩০) ত্রিশটি কসল রয়েছে। কবি এ কাফিয়ায় তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, মোনসারাহ, খাফীফ, সারীয়' ছন্দের কবিতা রচনা করেছেন।

উক্ত কাফিয়াতে কবি দীন ইসলামের জন্য উৎসাহিতকরণ, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিবরণ, খারাপ রিপুসমূহ বর্জনের উপদেশ, মৃত্যুর বর্ণনা, দুনিয়ার প্রতি লোভ, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, তাকদীর, আল্লাহকে ভয় করা, যুগের বিবর্তন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন আমরা এখানে যহদ বা দুনিয়া বিমুখ ও তার সাথে সম্পর্কিত কবিতার কিছু লাইন উদ্ধৃতি হিসেবে বর্ণনা করব।

ক. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়া কাউকে ছাড় দেয় না। রাজা-প্রজা, নবী-উম্মত, ধনী-গরিব, সবাই দুনিয়ার বিবর্তনে নির্মমভাবে আক্রান্ত হন। দুনিয়া সর্বত্র তার বাহিনীকে একের পর এক পরিচালিত করে মানুষকে সমস্যাগ্রস্ত করার জন্য। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চার নম্বর অনুচ্ছেদের দুই হতে পাঁচ লাইনে বলেন–

فقالوا هى الايام لم يخل صرفها + مليكا يفدى او تقيا نبيا .

ارى فلكا ما زال بالخلا دائـر + لـه خبرعنا يصان ويخبا .

فلا تطلب الدنيا وان كنت ناشئا + فـانى عنها بالاخلاء اربا .

وما نوب الايام الا كـتـائـب + تبث سرايا او جيوش تعبا .

১. অতপর ওরা বলল যুগের বিবর্তন, দুনিয়ার হায়াত, রাজা-বাদশাহ, মুত্তাকী, নবী-রাসূল কাউকেই তার আস্বাদন হতে মুক্তিপ্রদান করেনি।

২. আমি বিচরণশীল তারকাসমূহকে কক্ষপথে অবিরত বিচরণ করতে দেখছি ওরা আমাদের সংবাদ গ্রহণ করে গোপনভাবে সংরক্ষণ করছে।

   (অর্থাৎ, দুনিয়ার ঘুর্ণনের বিবর্তনের কারণ মানুষের কাছে অজানা রয়েছে। যার কারণ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।)

৩. কাজেই তুমি দুনিয়ায় দীর্ঘ বসবাস করলেও দুনিয়া কামনা করবে না। অথচ বন্ধুদেরকে দুনিয়া লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

৪. যুগের বিবর্তন, বিপদ-আপদ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের মতো একের পর এক দলে দলে আসতে থাকে। সে তার বিপদ-আপদকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীর মতো ছড়িয়ে রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়া হলো হায়েযা মহিলার মতো যাকে উপভোগ করা স্বামীর জন্য সম্ভব হয় না। যে দুনিয়ায় সম্পদ জমাতে চায় সে কেবল দুঃখ-কষ্টেই পড়ে শিক্ষিত-মুর্খ, জ্ঞানী-পণ্ডিত সবাই দুনিয়াকে পেতে ব্যস্ত হয়ে যায়। আমি নিজের নফসকে দুনিয়ার প্রতি ঝুকতে বাধা দিলে সে আরো উৎসাহিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবি চৌদ্দতম অনুচ্ছেদের চৌদ্দ হতে সতেরো লাইনে বলেন–

ووجدت دنيانا تشابه طامثـــــا + لا يستقيم لنا كم إقراؤها .

هويت ولم تسعف وراح غنيهـــا + تعبا وفاز براحة فقرأوها .

وتجادلت من حبها فقهاؤهـــــا + وتـقرأت لتنالها قرأؤها .

واذا زجرت النفس عن شغف بها + فكان زجر غويها اغراؤها .

১. দুনিয়ার উদাহরণ আমার কাছে হায়েজা মহিলার মতো যার স্বামী তার কাছে আসার কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

২. দুনিয়াকে যে ভালোবাসে এবং তাতে সম্পদ জমা করে সে নিজে কষ্ট পায় এবং অন্যকে কষ্ট দেয়। আর যে ব্যক্তি, যিনি দুনিয়া বর্জন করে সে নিজে শান্তি পায় এবং অন্যকেও শান্তি দেয়।

৩. দুনিয়ার ভালোবাসায় ফকীহগণ (ঝগড়া) পরস্পর বিবাদ করে এবং কারীগণ কেরাত পাঠ করে (এসবই তার দুনিয়ার উপর লোভের প্রমাণ)।

৪. আমি যদি অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার কারণে ধমকি দেই কিংবা গালাগালি দেই তখন মনে হয় এই ধমকি তাকে দুনিয়ার ভালোবাসা আরো বাড়িয়ে দেয়।

(৩) দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনায় কবি দুনিয়াকে চতুষ্পাদ জানোয়ারের সাথে তুলনা করেছেন। কিংবা দুনিয়া হলো বিষাক্ত সাপ যা সকাল-বিকাল ছোবল হানার জন্য প্রস্তুত থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ষোলোতম অনুচ্ছেদের সতেরো হতে উনিশতম লাইনে বলেন–

ووجد الزمان اعجم فظـــــا + وجبار فى حكمها العجماء .

إن دنياك من نهار وليـــــل + وهـــى فى ذالك حية عرماء .

والبرا يا حازوا ديون منايا + سوف تقضى ويحضر الغرماء .

১. যুগের বিবর্তন ও চতুষ্পাদ জন্তু উভয়কে আমি একই রকম পেয়েছি ওরা যে, অন্যায় ও অপরাধ করে সে জন্য তাদের কোনো হিসাব-জবাবদেহী করতে হয় না।

২. দুনিয়া তোমার নিকট রাত-দিনের বিবর্তনে সাদা-কালো দাগ (চিহ্ন) ওয়ালা সাপের মতো, যাকে ইচ্ছা তাকে ছোবল মারে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. দুনিয়াবাসী মুখোমুখী হয়ে আছে মৃত্যুর ঋণ আদায়ের জন্য। অতি নিকটেই ঐ ঋণ আদায় করে দেয়া হবে এবং ঋণগ্রস্তদের উপস্থিত করানো হবে।

খ. মৃত্যু ও কবরের বর্ণনা

(১) কবি লোকদেরকে দুনিয়াপ্রীতির জন্য তিরস্কার করেছেন এবং নিজেকেও ভর্ৎসনা করে কিছুদিন পর মৃত্যুবরণ করে মাটির নিচে চলে যাওয়ার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পাঁচ নাম্বার অনুচ্ছেদের এক ও দুই নাম্বার লাইনে বলেন,

بنى الدهر مهلا ان ذممت فعالكم + فـــانى بنفســى لامحاله ابدأ .

متى يقضى الوقت، والله قـــادر + نسـكن فى هذا التراب ونهدأ .

১. যুগের সন্তানেরা (কালের দুনিয়ার ভক্তেরা) আমি যে (তোমাদেরকে) তোমাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছি তা বাদ দাও (কিছু মনে করো না) কেননা আমি নিজকে নিজেই প্রথম সমালোচনা শুরু করব।

২. আমার জীবনের সময় যখন শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতাবান যে তিনি আমাদেরকে এই মাটির নিচে বসবাস করাবেন। আমরা কবরবাসী হয়ে যাব।

(২) দুনিয়ার কোনো মানুষই ধনী নয়। সবাই গরীব কেননা ওরা তাদের সম্পদের মালিক নয়। আল্লাহ তাআলার বাণী– الله الغنى وانتم الفقراء .

আল্লাহই ধনী তোমরা সবাই গরীব। কবির এ কথায় তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর জীবনকে আমরা মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসি বলেই মৃত্যুবরণ করতে চাই না। অথচ পৃথিবীতে কোনোভাবে সময় শেষ হলে অবস্থান করা যাবে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এগারোতম অনুচ্ছেদের দশ হতে বারোতম লাইনে বর্ণনা করেন।

وجدت الناس كلهم فقـــيـــر + ويــــعدم فى الانام الاغنيـاء .

نحب العيش بغضا للمنايا + ونحن بما هوينا الا شقياء .

يسرت إلمرء ليس له صفــى + وقـــبل اليوم عز الاصفيـاء .

১. আমি সকল মানুষকে দারিদ্র্য ও নিঃস্ব পেয়েছি। মানুষদের মাঝে যারা ধনী তারাও নিঃস্ব হয়ে যাবে। (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষই দারিদ্র্য কেননা সে সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় বিধায় মৃত্যুর পর সম্পদ নিয়ে যেতে পারে না)

Dhaka University Institutional Repository

২. আমরা মৃত্যুকে ঘৃণা করি বলেই জীবনকে ভালোবাসি। আমরা নিকৃষ্ট লোকেরা যা কামনা করি (অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া) তাহাই কামনা করি।

৩. মানুষ যখন মারা যায় তখন তার কোনো প্রকৃত বন্ধুও বন্ধু থাকে না অথচ আজকের দিনের পূর্বেও (মৃত্যুর আগের দিনও) বন্ধুরা তাকে সম্মান করত।

গ. নারী শিক্ষা

নারীদের উচ্চশিক্ষিত না করার জন্য কবি পাঠকদেরকে উৎসাহিত করেছেন। সামান্য কিছু শিক্ষা যা দিয়ে ধর্ম-কর্ম চলে এমন শিক্ষা নারীদেরকে প্রদানের জন্য তিনি উপদেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অত্র কাফিয়ার বিশতম অনুচ্ছেদের এক থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

علموهن الغزل والنسج والردن + وخلوا كتابه وقرأة .

فصلاة الفتاة بالحمد والا خلاص + تجزى عن يونس وبراءة .

تهتك الستر بالجلوس امام + الستر، ان غنت القيان وراءه .

১. তোমরা তোমাদের কন্যা সন্তানদের সূতা কাটা, বুনন এবং ঘর-কন্যার কাজ শিক্ষা দাও তাদেরকে লিখা-পড়া শিক্ষা দিও না।

২. কন্যা সন্তানদের (যুবতীদের) নামায সূরা ফাতিহা ও এখলাছ দিয়েই যথেষ্ট হয়ে যায়, সূরায়ে ইউনুস ও তাওবার বিপরীত।

৩. নতর্কীরা যদি পর্দার অন্তরালে থেকে গান করে তবুও নারীদের গান শোনা বিপর্যয় ডেকে আনবে।

ঘ. আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার বর্ণনা

যে জ্ঞান মানুষকে অন্যায় থেকে বাঁচতে শেখায় না তা কোনো জ্ঞান নয়। আর আল্লাহ তাআলা যা ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে রাখেন সেখানে কোনো হাকীমের হেকমত কাজে আসে না। মানুষ শত কোটি চেষ্টা করেও তার রবের কর্তৃত্ব হতে মুক্তি পাবে না। তাকেও অন্যের কাধে করে লাশের খাটিয়ায় উঠে দুনিয়া হতে প্রস্থান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার বাইশ অনুচ্ছেদের প্রথম থেকে চতুর্থ লাইনে বলেন–

اذا كان علم المرء ليس بدافع + ولا نافع فالخسر للعلماء .

قضى الله فينا بالذى هو كائن + فتم وضاعت حكمه الحكماء .

وهل يابق الانسان من ملك ربه + فيخرج من ارض له وسماء .

ستتبع اثار الذين تحملوا + على ساقة من أعبدوا ماء .

Dhaka University Institutional Repository

১. মানুষের ইল্ম (জ্ঞান) যদি তার প্রতিকার বা উপকারে না আসে তাহলে আলেমদের জন্য তা উপকারী নয় (বরং ক্ষতিকর)

২. যা হওয়ার তা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য বন্টন করে রেখেছেন এবং এ বন্টন পূর্ণ হয়েছে এবং ভেঙ্গে গেছে বুদ্ধিজীবীদের কৌশলসমূহ।

৩. মানুষ কি আল্লাহ তাআলার সম্রাজ্য হতে পালাতে পারবে? যে পলায়নের দ্বারা আল্লাহর জমিনে এবং আকাশ থেকে বের হয়ে যাবে।

৪. আমরা সবাই দাস-দাসীর মতো। আমাদের লাশ অন্যেরা বহন করে নিবে যখন আমরা পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে (কবরে) চলে যাব।

৬. আল্লাহর উপর ভরসা

তাকদীরে বিশ্বাস করা মৌলিক আকীদার অংশ। রিযিক, হায়াত, দৌলত সবকিছুর মালিকই মহান আল্লাহ তাআলা। কবি নিজকে নিজে ভর্ৎসনা করে আল্লাহ তাআলার উপর কঠিনভাবে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়ে অত্র কাফিয়ার পঁচিশ নাম্বার অনুচ্ছেদের এক থেকে চার লাইনে বলেন–

اوصيت نفسى، وعن ونصحت لها + فـــــا اجابت الى نصحى وايصائى .

والرمل يشبه فى أعدا ده خطئـــى + فـــــا احـــم لـــه يوما باحصاء .

والرزق ياتى، ولم تبسط اليه يدى + ســـيـــان فى ذاك ادنائى واقصاى .

لو انه فى الثريا والســـماك + والشعرى العبور او الشعرى العبصاء .

১. আমি আমার অন্তরকে উপদেশ দিয়েছি আর একান্ত ভালোবেসেই তাকে উপদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু সে আমার আদেশ-উপদেশের কোনো জবাব (সাড়া) দিল না।

২. আমার গোনাহ সংখ্যায় বালু কনিকার মতো। যা গণনা করার কথা কোনো দিন চিন্তা করিনি (কেননা তা গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়)

৩. রিজিক আপনা-আপনি আসে আমি তার জন্য আমার হাত বাড়াই না (কোনো চেষ্টা করি না) এতে আমার নিকটবর্তী দূরবর্তী হওয়া একই কথা। কেননা রিযিক আল্লাহর পক্ষ হতে বণ্টিত)।

৪. রিজিক যদি সুরাইয়া, সামাক কিংবা আবুর ও উমাইছ তারকার নিকট (অতি দূরে) অবস্থান করুক আল্লাহ তা আমার কাছে নিয়ে আসবেন (কাজেই রিজিক নিয়ে ভাবনা করার কিছু নেই)।

Dhaka University Institutional Repository

চ. তাকওয়া ও কিয়ামতের বর্ণনা

তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা মুমিনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার একশত সাতানব্বই নম্বর আয়াতে বলেন– تزودوا فان خير الزاد التقوى 'তোমরা (পরকালের) পাথেয় গ্রহণ করো। আর আল্লাহভীরুতাই হলো সবচেয়ে উত্তম পাথেয়।' কবি তাই তাকওয়া অর্জন করতে এবং কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে উপদেশ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার উনত্রিশতম অনুচ্ছেদের প্রথম হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

تقواك زاد فاعتقدانه + افضل ما اودعته فى السقاء.

اه غدا من عرق نازل + مهجة مولعة بارتقاء.

ثوبى محتاج الى غاسل + وليت قلبى مثله فى النقاء.

موت يسير معه رحمة + خير من اليسر وطول البقاء.

১. তুমি তোমার (পান) পাত্রে যা সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখেছ, জেনে রাখ, তার চেয়ে অতি উত্তম যে আল্লাহভীরুতা তুমি পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করেছ।

২. আফসোস (আগামী দিন) কিয়ামতের মাঠে ভয়ে সকলের শরীর হতে ঘাম বেরিয়ে যাবে, তারা আশা করবে যেন তার রূহসমূহ উর্ধ্বস্থানে আল্লাহর কাছে পৌঁছে।

৩. আমার কাপড় ধৌত করার জন্য ধৌতকারীর প্রয়োজন হয় ময়লা পরিকার করার জন্য। হায় আফসোস, আমার অন্তর পরিষ্কার করার জন্য কোনো ব্যবস্থা হতো!

৪. যে মুত্যুর সাথে আল্লাহর রহমত আছে এমন সামান্য মৃত্যু। ধন-সম্পদ ও আয়েশ সহকারে দীর্ঘজীবন লাভের চেয়ে উত্তম।

Dhaka University Institutional Repository

قافــية الألف

আল মায়াররী রচিত لـزومـيـات কাব্যের দ্বিতীয় কাফিয়া হলো قـافـيـة الألـف এতে মোট ছয়টি ফছল ও একশত একটি লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে তিনি তাবীল, ওয়াফির, হায্‌জ, মুতাকারিব এই চারটি ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়ায় কবি মৃত্যুর বর্ণনা, মানুষের দুনিয়া প্রীতি, আখিরাতের বর্ণনা, কবর ও তার আযাবের বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) কবির প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই মৃত্যু ও পরকালের বর্ণনা রয়েছে। মৃত্যু মানুষকে দুনিয়ার যন্ত্রণা হতে মুক্তি দান করে আখিরাতের প্রথম মঞ্জিলে নিয়ে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একত্রিশ নম্বর ফছলে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

قضـى اللـه ان الادمى معـــذب + الـــى ان يقـول العـالــون بـه قـضى .

فـهـنـئ ولاة الـمـيـت يـوم رحـيـلـه + اصـابـوا تـراثـا واسـتـراح الـذى مـضـى .

১. আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনকে শাস্তির স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এ পর্যন্ত যে, আলেমরা বলেন যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে।

২. তার চলে যাওয়ার দিনে, মৃত্যুর দিনে, মৃতের অভিভাবক ও নিকটজনেরা তাকে বিদায় জানায়। ওয়ারিশরা তার সম্পত্তি পায়। আর যে চলে যায় মৃত্যুবরণ করে সে দুনিয়ার শাস্তি হতে শান্তি লাভ।

(২) মানুষ দুনিয়ার জীবনে লাভবান হতে চায়। মূলত, লাভ কোথায়? মানুষ দুনিয়া কামাইয়ের চিন্তা করলে লোকসান আর ক্ষতির মধ্যেই নিপাতিত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন– ان الانـــسـان لـفى خـسـر 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ (লোকসানে) ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।' মৃত্যুকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই মৃত্যু উপনীত হলে তাকে স্বাগতম জানানো উচিত। কবি এসব বিষয়ে অত্র কাফিয়ার চৌত্রিশতম অনুচ্ছেদের সতেরো ও উনিশতম লাইনে বলেন–

وتـرجـو الـربـا فـايـن الــربـــاح + ونـعـتـك فـى نـفـسـك الـخـيـسـرى .

فـهـون عـلـيـك لـقـاء الـمـنـون + وقـــد حـيـن تـطـرق اطـرق كـراى .

১. তুমি (দুনিয়ায়) লাভ কামনা কর। তুমি কোথায় লাভ দেখছ অথচ তোমার পরিচয় ও প্রশংসা করা হয়েছে লোকসানের মধ্যে নিপতিত বলে।

২. কাজেই তোমার নিকট মৃত্যুর সাক্ষাৎকে সহজতর করে দাও এবং যখন রাতের আধারে মৃত্যু সাক্ষাত করতে আসে তখন তাকে স্বাগত জানাও।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মৃত্যু কত রাজা-বাদশাহদেরকে সিংহাসন হতে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে। কত আমীর উমরাহদের কবরের মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে তার কোনো ইয়াত্তা নেই। কাজেই মৃত্যু নামক অতিথি আগমন করলে প্রাণ দিয়ে তার আপ্যায়ন সম্পন্ন করা উচিত যেমন মেহমানকে পাথেয় দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চৌত্রিশতম কছলের বাইশ হতে চব্বিশতম লাইনে বলেন–

وكم نزل القيل عن منبر + فعاد الى عنصر فى الثرى .

واخرج عن ملكه عاريا + وخلف مملكة بالعرا .

اذا الضيف جاءك فابسم له + وقرب اليه وشيك القرى .

১. হিমইয়ারী বাদশাহসহ সকল রাজারাই তাদের সিংহাসন ও প্রাসাদ ছেড়ে মৃত্যুবরণ করে কবরে চলে এসেছে এবং এক পর্যায়ে কবরের মাটির সাথে মিশে মাটির অংশ হয়ে গিয়েছে।

২. তাদেরকে তাদের রাজত্ব ও সাম্রাজ্য হতে নগ্ন করে (কপর্দকহীনভাবে) বের করে দেওয়া হয়েছে। কবরের বিনিময়ে রাজ্য ফেলে রেখে এসেছে।

৩. মেহমান যখন তোমার কাছে আসে (মৃত্যু) তুমি তাকে মুচকি হেসে গ্রহণ কর এবং তার জন্য দ্রুত আপ্যায়নের ব্যবস্থাকর (অর্থাৎ তাকে প্রাণ সমর্পণ করে আপ্যায়ন কর কেননা মৃত্যুর খাদ্য হলো মানুষের আত্মা)

(৪) আমাদের পিতৃ-পুরুষরা সবাই ইচ্ছায়– অনিচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী ছেড়ে, চলে গেছে। আমাদেরকে তাদের পথে চলে যেতে হবে। অথচ দুনিয়ার ঋতুচক্র, তারকাসমূহের আবর্তন নিয়ম মাফিক চলতেই থাকবে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকা একটি কষ্টকর কাজ, মৃত্যু ও একটি কষ্টকর কাজ অতি নিকটেই দ্বিতীয় কষ্টটি (মৃত্যু) আমাকে পেয়ে বসবে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌত্রিশততম অনুচ্ছেদের আট চল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ এবং পঁয়ত্রিশ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে বলেন–

نزول كما زال اجدادنا + ويبقى الزمان على ما ترى .

نهار يضئ، دليل يجئ + ونجم يعوذ ونجم يرى .

حياة عناء، وموت عنا + فليت بعيد حسام دنا .

১. আমাদেরকে কবরে প্রবেশ করতে হবে যেমনিভাবে দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা চলে গিয়েছেন। যুগ বা কাল সেভাবে স্থায়ীভাবে চলবে যেমন তুমি দেখছো।

২. দিন আলো দিতে থাকবে, রাত আসবে (যাবে) তারকারাশি চক্রাকারে বির্বতিত হতে থাকবে। (পৃথিবী পূর্বের মতোই রয়ে যাবে)।

৩. জীবনটা একটা কষ্টকর স্থান, মৃত্যু ও একটি কষ্টের বিষয়। অতপর (একদিন) দেখতে পাবে মৃত্যু অতি নিকটেই উপস্থিত হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. দুনিয়ার প্রতি লোভ

দুনিয়ার প্রতি লোভ ও ভালোবাসার কারণে মানুষ সবসময় দুনিয়া লাভের জন্যই মাশগুল থাকে। সম্পদের প্রতি লোভ তাকে এমন ব্যস্ত করে দেয় যে আখিরাত নিয়ে ভাবার কোনো সময়ই পায় না। আমীর ফকির, রাজা-প্রজা সবাইকে একই ব্যস্ততায় পেয়ে বসেছে। কবি এই মহাসত্য কথাটি অত্র কাফিয়ার চৌত্রিশ নাম্বার অনুচ্ছেদে প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বর্ণনা করেছেন।

سرينا وطال بنا هاجع + وعند الصباح حمدنا السرى

بنو ادم يطلبون الثراء + عند الثريا وعند الثرى

فتى زارع وفتى دارع + كلا الرجلين غدا فامترى .

১. আমরা রাতের বেলায় সফর শুরু করেছি (যে কারণে) ঘুমন্ত ব্যক্তিরা আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছে। সকাল বেলায় আমরা আমাদের রাতের সফর নিয়ে প্রশংসামূলক আলোচনা করেছি।

২. আদম সন্তানেরা (কেবলমাত্র) সম্পদ তালাশ করে চাই তা সুদূর সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটে থাকুক কিংবা মাটিতে (পাতালে)।

৩. কিছু যুবক (মানুষ) কৃষি কাজে ব্যস্ত কিছু যুবক (মানুষ) যুদ্ধ-বিগ্রহে মত্ত। প্রত্যেকেই তার নিজের ও পরিবারের রিযিকের খোঁজে ব্যস্ত। (যত কঠিন পেশা হোক তা দিয়েই সে তার পরিবারের রিযিকের ব্যবস্থা এবং সম্পদ জমানোর চেষ্টা করে)

গ. কবরের বর্ণনা

কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। মানুষকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর কাছে চলে যেতে হবে। কবরের আযাব ভয়াবহ যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। মানুষ দুনিয়া নিয়ে এতটা ব্যস্ত এবং কবরের আযাব বিষয়ে এতটা উদাসীন যে, কবর থেকে কেউ বের হয়ে কবরের আযাবের বিবরণ দিলেও কিছু সংখ্যক তা বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌত্রিশতম অনুচ্ছেদের চৌত্রিশ এবং পয়ত্রিশতম লাইনে কবি বলেন–

فهل قام من جدث ميت + فيخبر عن مسمع اومرى

ولو هب صدقه معشر + وقال اناس طغى وافترى .

১. কোনো কবর থেকে কি মৃত ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে বেরিয়ে এসেছে? (বেরিয়ে আসেনি) মানুষকে কবরে যা দেখেছে যা শুনেছে তা বলার জন্য।

২. যদি কেউ কবর থেকে বেরিয়ে এসে কবরের অবস্থা বর্ণনা করত। মানুষ তা শুনে কেউ বিশ্বাস করত আবার অনেকে অবিশ্বাস করে তাকে মিথ্যার অপবাদ দিত।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الباء

লুযুমিয়্যাত কাব্যের দ্বিতীয় কাফিয়ার قافية الباء -তে মোট (১৪৫) একশত পয়তাল্লিশটি ফছল ও (৫৩৭) পাঁচ শত সাইত্রিশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। একটি লুযূমিয়্যাত কাব্যের দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। কবি অত্র কাফিয়ায় তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, সারীয়', মুনসারাহ, খাফীফ, মুজতাস, মুতাকারিব ও রজয ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন।

বিভিন্ন ফছলে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে এমনকি একটি ফছলে কয়েকটি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। কিছু দার্শনিক চিন্তার বিরুদ্ধে, কিছু ধর্মমত ও আকীদার বিরুদ্ধে, মদ পানের বিরুদ্ধে, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ন্যায় উপদেশ, কু-রিপুর বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ও দৃপ্তকণ্ঠে কবিতা রচনা করেছেন।

এসবের পাশাপাশি মৃত্যু ও দুনিয়ার কুৎসা, দুনিয়ায় বসবাসের কাঠিন্যতা, নিজকে উপদেশ দান, মানুষের দুনিয়া প্রীতি, কবরের বর্ণনা, কালের বিবর্তন ও দুযোর্গ, দারিদ্র্যতা, সৎ গুণাবলির প্রশংসা, দুনিয়া বিমুখতা, সমকালীন মানুষের অবস্থা, জীবনের তিক্ততা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আমরা এখানে যুহদের সহিত সম্পর্কিত কবিতাসমূহ হতে কেবলমাত্র সামান্য কিছুসংখ্যক লাইন উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উল্লেখ করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

অত্র কাফিয়ার যুহদিয়্যাত অংশে মৃত্যুর বর্ণনা সবচেয়ে বেশি প্রদান করা হয়েছে। আমরা নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) মৃত্যু সবার জন্য কঠিনভাবে সত্য তা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কঠিন অবস্থাকে জয় করেই দুনিয়াতে সফলতা লাভ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব। মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের সকল অংশই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমরা মাটির সাথে মিশে যাব। পুনরায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জীবিত করে হিসেবের মুখোমুখি করবেন। পৃথিবী এমন এক স্থান যেখানে থেকে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষকে বিদায় জানিয়েছি আবার আমাদের উত্তরসুরীরা আমাদের বিদায় জানাবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একবারে শুরুতেই সাইত্রিশতম ফছলের এক থেকে চার লাইনে বলেন–

يدل على فضل الممات وكونه + اراحة جسم أن مسلكه صعب

الم تر أن السجد تلقاك دونه + شد اند من امثالها وجب الرعب

اذا فـرقت اجزائنا حط ثقلنا + وتحمد عينا حين يلتئم الشعب

وأمس توى راعيك ومهو مودع + ولو كان حيا قام فى يده قعب .

Dhaka University Institutional Repository

১. মৃত্যুর পথ ও পন্থা কঠিন হলেও এটা শরীরের জন্য শান্তিদায়ক আর এটাই প্রমাণ করে যে, জীবনের উপর মৃত্যুর মর্যাদা বেশি।

২. তুমি কি লক্ষ করনি যে ব্যক্তি কঠিন শ্রম দেয় না এবং ভয়ানক অবস্থার মুখোমুখি হয়ে তাকে জয় করে নেয় না সে মর্যাদা ও সম্মানের উচ্চাসনে পৌঁছতে সক্ষম হয় না।

৩. মৃত্যুর পর যখন কবরে মানুষের অঙ্গসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে থেকে যাবে শুধু হাড়হাড্ডিসমূহ। কবর হতে পুনরুত্থান সময়ে আবার অঙ্গসমূহকে একত্রিত করে গোনাহের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

৪. দুনিয়ায় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের বিদায় জানাই (কবরস্থ করি) এবং আমাদের সন্তানেরা আমাদেরকে বিদায় দিবে। অথচ আমরা যতদিন জীবিত থাকব লোভ-লালসা আমাদের নিদর্শন হয়ে থাকবে।

(২) মানুষ কেউ গায়েবের সংবাদ দিতে পারে না এবং এই সম্পর্কে অবগত নয়। মৃত্যুর পরই তার অনেক অজানা বস্তু জানা হয়ে যাবে। স্বভাবগতভাবেই মানুষ দুনিয়ায় বসবাস করতে আগ্রহী। মৃত্যু কেউ কামনা করে না অথচ মৃত্যু কাউকে সাক্ষাৎ দিতে ভুল করে না। যার মৃত্যুর সময় হয়ে যাবে কোনো নিমন্ত্রণ ছাড়াই মৃত্যু হাজির হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তেতাল্লিশতম ফছলের এক থেকে তিন লাইনে বলেন–

بقيت وما ادرى بما هو غائب + لعل الذى يمضى الى الله اقرب.

تود البقاء النفس من هيبة الردى + وطول بقاء المرء سم مجرب.

على الموت يجتاز المعاشر كلهم + مقيم باهليه ومن يتغرب.

১. আমি জীবিত আছি এবং আমি গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানি না নিশ্চয়ই (সম্ভবত) যে আল্লাহর কাছে চলে যায় (মৃত্যুবরণ করে) সে গায়েব জানার বিষয়ে অধিক নিকটবর্তী।

২. মৃত্যুর ভয়ে নফস চিরস্থায়ী জীবন কামনা করে। অথচ মানুষের জন্য দীর্ঘ জীবন পরীক্ষিত বিষের ন্যায় (অর্থাৎ দীর্ঘ জীবন কখনো সুখকর হয় না)।

৩. মৃত্যুর জন্য আবশ্যকীয় হলো প্রত্যেক লোককে জিয়ারত করা। সাক্ষাত দান করা। চাই সে তার পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করুক কিংবা দূরে কোথাও সফরে থাকুক।

(৩) মৃত্যু কোনো না কোনোভাবে ঘটবেই তীর-ধনুকের আঘাতে কিংবা তলোয়ারের আঘাতে, দুর্ঘটনায় কিংবা নিরাপদ অবস্থায়। ভূপৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রত্যেক প্রাণীকেই একদিন মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ষাটতম কছলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে বলেন–

طعان كل حين او ضراب + يموت به طعين او ضريب .

وارض لا تحسن بمن عليها + ولا يبقى بها منهم عريب .

১. তরবারি বা বর্শা দ্বারা যেকোনো সময়ে যে কারো মৃত্যু হতে পারে এ জন্য নির্দ্দিষ্ট কোনো ব্যবস্থা নির্ধারিত নেই।

২. ভূপৃষ্টের উপর কারা চলাচল করে ভূপৃষ্ট তা কিছুই অনুভব করে না। ভূপৃষ্টের উপর কোনো চৌকস ব্যক্তিই জীবিত থাকবে না। (অর্থাৎ জমিনের উপর কেবা কারা চলাচল করে জমিন তার প্রতি কোনো লক্ষ করে না। সবাই মৃত্যুবরণ করবে কেউ জীবিত থাকবে না।

৪. ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া সকল বড় বড় ডাক্তার, দার্শনিক বহু শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে। মৃত্যু তাদেরকে কোলে তুলে নিয়েছে। মৃত্যু দুর্বল আর শক্তিশালী কাউকে কোনো রকম ছাড় দেয়নি। কবি অত্র প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পচাত্তরতম কছলে ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম লাইনে বলেন–

اين بقراط والمقلد جالينوس + هيشات أن يعيش طبيب .

وجرى الحتف بالقضاء فما يسلم + ليت ولا غزال ربيب .

يطلع الوافد المبغض والعيش + الى هذه النفوس حبيب .

১. কোথায় (চলে গেছে) বোকরাত (প্লেটো) কোথায় তার অনুসারী (বিশ্বখ্যাত) জালিনুস হয়ে আফসোস যদি ডাক্তার জীবিত থাকত।

২. মৃত্যু (আল্লাহর পক্ষ হতে) সুনির্দিষ্টভাবে চালু আছে সুতরাং মৃত্যুর হাত হতে (শক্তিশালী) সিংহ ও (দুর্বল) হরিণ শাবক কেহই মুক্তি পাবে না।

৩. মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং জীবনকে প্রাধান্য প্রদান করে সকলেই কিন্তু মৃত্যু কাউকে ছাড় দেয় না।

(৫) মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে কোনো প্রাণই পছন্দ করে না। কিন্তু কেউ কি আর তা পান না করে থাকতে পারে? যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তবুও তাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার অষ্টাশিতম কছলের সপ্তম, অষ্টম ও দশম লাইনে বলেন–

وللموت كاس تكره النفس شربها + ولا بد يوما ان نكون لها شربا .

من السعد فى دنياك ان يهلك الفتى + بهيجاء يغشى اهلها الطعن والطربا .

ولى شرق بالحتف ما هو مغرب + أيست شرقا فى السالك او غربا .

Dhaka University Institutional Repository

১. মৃত্যুর পেয়ালা রয়েছে যে পেয়ালা পান করতে মন অপছন্দ করে। অথচ একদিন না একদিন অবশ্যই আমাদেরকে সে পেয়ালা পান করতে হবে।

২. বর্শা ও তরবারির আঘাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা যুবকের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় (ঘরের কোণে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে)।

৩. আমাকে মৃত্যু আক্রান্ত করবেই তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোনো বাধাই মৃত্যুর হাত হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও আমি পৃথিবীর পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করি না কেন!

(৬) মানুষ মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে বা মৃত্যুর সাথে দেখা হলে প্রথমে ভয় করে। কিন্তু পরবর্তীতে তা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হয়। মৃত্যু পর লাশ যখন কবরে রাখা হয় তখন জীবিতদের জন্য তা সর্বোত্তম উপদেশ হিসেবে গণ্য হয়। মৃত্যুর তো কাউকে বেছে বেছে আক্রান্ত করে না। যুবক, বৃদ্ধ, শিশু যখন যাকে নেওয়ার তাকে নিয়ে নেয়। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার একশত ছয়তম ফছলের এক থেকে পাঁচ লাইনে বলেন–

زاره حتفه نقطب للمرت + والقى من بعدها التقطيبا

زودوه طيبا ليلحق بالناس + وحسب الدفين بالترب طيبا

نام فى قبره ووسد يمناه + فخلناه قام فينا خطيبا .

للمنايا حواطب لا تبالى + أهشيما جرت لها ام رطيبا .

صر فتكاسها فلم تستق شربا + مرة خالصا واخرى قطيبا .

১. মানুষ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন প্রথমে একটু ভয় পায় এবং খারাপ বোধ করে তারপর তার অপছন্দতা বিদুরিত হয়ে চিরস্থায়ী শান্তির প্রতি সে রাজি-খুশি হয়ে যায়।

২. লোকেরা তাকে গোসল দিয়ে কবরবাসীদের সাথে (কবরে) দেওয়ার জন্য আতর ও সুগন্ধি মাখায় অথচ এ সুগন্ধির কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা কবরের মাটিই তার সুগন্ধির জন্য যথেষ্ট ছিল।

৩. মানুষ যখন মারা যায় এবং তাকে কবরে রাখা হয়। তখন সে কবর আমাদের জন্য চমৎকার উপদেশদাতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪. মৃত্যু লাকড়ি কুড়ানো ব্যক্তির মতো কাঁচা ও শুকনা লাকড়ি সংগ্রহের বিষয়ে কোনো প্রার্থক্য করে না। (অর্থাৎ বৃদ্ধ ও শিশুকে মৃত্যু কোনো রকম প্রার্থক্য করে মৃত্যু দেয় না)।

(৭) কবি মৃত্যুকে অপছন্দ করেন না। কেননা তার পছন্দ অপছন্দে কিছু যায় আসে না। সুকঠিন দুর্গে থাকুক আর নিরাপত্তাহীন স্থানে অবস্থান করুক মৃত্যু আসবেই। বিছানায় শুয়ে ধীরে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে কবির কাছে দ্রুততম সময়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত আটতম ফছলের

Dhaka University Institutional Repository

এক, দুই এবং দশ ও বারোতম লাইনে বলেন–

إن يقرب الموت منى + فلست أكره قربه
وذاك امنع حصن + يصير القبر دربه
والنزع فوق فراش + اشتق من الف ضربه
يا ساكن اللحد عرفنى + الحمام واربه .

১. কবি বলেন, যদি মৃত্যু আমার নিকটবর্তী হয় আমি এই নিকটবর্তী হওয়াকে অপছন্দ করি না।

২. সুরক্ষিত দুর্গ মৃত্যুকে বাধা দিতে পারে না এবং তার আসার পথকে রোধ করতে পারে না।

৩. বিছানার উপর ধীর গতিতে মৃত্যু যুদ্ধ ক্ষেত্রে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে অনেক কঠিন।

৪. ওহে কবরবাসী আমাকে মৃত্যুর কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত কর। (কবি কবরবাসীর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চান)

(৮) মৃত্যু কারো ইচ্ছাধীন নয়। মৃত্যু ইচ্ছাধীন হলে কেউ সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় পোকামাকড় যুক্ত মাটির ঘর কবরের বাসিন্দা হতো না। মৃত্যু বর্ষার অবিরত বর্ষণমুখর মেঘমালার মতো যা একের পর এক আসতে থাকে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত একচল্লিশতম কছলের দ্বিতীয় হতে পঞ্চম লাইনে বলেন–

ولم ارد المنية باختيارى + ولكن او شك الفتيان سحبى
ولو خيرت لم اترك محلى + واسكن فى مضيق بعد رحب
وجدت الموت ينتظم البرايا + يسحب منه فى اعقاب سحب
فاوصيكم لدنياكم هوانا + فانى تابع اثار صحبى .

১. মৃত্যুকে আমার ইচ্ছাধীন করা হয়নি এবং ভাগ্য আমার জন্য তা আবশ্যক করে দিয়েছে এবং রাত দিনের ঘূর্ণায়মান চক্র আমাকে আরো নিকটবর্তী করে দিচ্ছে।

২. যদি আমাকে মৃত্যুর বিষয়ে (মরা না মরার) ইচ্ছাধীন করা হতো তাহলে আমি (মৃত্যুর পর) সংকীর্ণ স্থানে (কবরে) প্রসস্ত স্থানে (দুনিয়ায়) বসবাসের পর বসবাস করতাম না।

৩. আমি মৃত্যুকে সকল সৃষ্টি জগতের শৃঙ্খলা করতে দেখেছি। মৃত্যুর মেঘমালা একের পর এক ক্রমাগত আসছে। (মৃত্যুকে মেঘমালার সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

৪. কাজেই আমি তোমাদেরকে দুনিয়া লাঞ্ছিত করার মর্যাদা না দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি কেননা আমি আমার সাথীদের অনুসরণকারী। (যারা দুনিয়া হতে চলে গেছে (মৃত্যুবরণ) করে আমি তাদের অনুসরণ করে দুনিয়া হতে চলে যেতে হবে)।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) শহর কিংবা গ্রাম সব স্থানেই মৃত্যুর হাতছানি। মৃত্যুর হাত হতে মুক্তি দেওয়ার মতো কোনো কৌশল ও প্রযুক্তি কিছুই নেই। ইরাক, সিরিয়া দূর প্রাচ্য-প্রতীচ্য সর্বত্রই মৃত্যুর অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার একশত বাষট্টিতম ফছলের চার হতে সাত নাম্বার লাইনে বলেন–

عقل الحين فى الحضارة بالجدر + وفى البدو شد بالأطناب

لا تدرع من القضاء فما سيف + المنايا عن الدروع بنابى

زارت الشام والعراق وكل الارض + ما جانبت قطين الجناب

كل علم الطبيب عن عرض الموت + وقد ناب فيه كل مناب.

১. মৃত্যু শহুরে এলাকায় চার দেয়ালের মাঝে যুক্ত আর গ্রামীণ এলাকায় তাবুর রশির সাথে যুক্ত রয়েছে। (অর্থাৎ শহর ও গ্রাম সর্বত্রই মৃত্যু বিদ্যমান। মৃত্যু গ্রাম্য বেদুঈন আর শহুরের মাঝে কোনো প্রার্থক্য করে না)।

২. হে মানুষ কোনো কিছুই তোমাকে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই মৃত্যুর তরবারির হাত হতে কোনো লৌহবর্মই রক্ষা পাবে না।

৩. মৃত্যু সারা পৃথিবী চষে বেড়ায় চাই তা সিরিয়া হোক কিংবা ইরাক এবং এমনকি আশপাশে বসবাসকারী প্রতিবেশী কাউকে ছাড়ে না।

৪. ডাক্তার ব্যর্থ হয়েছে সকল জ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি।

(১০) মৃত্যুর চিকিৎসা আবিষ্কার করতে ডাক্তার অপারগ হয়ে গেছে। যে যত শক্তিশালী সৈনিক ও ঘোড় সাওয়ার হোক মৃত্যুর কাছে তাকে পরাভুত হতে হবেই। যে যুবকের গানে পৃথিবী মেতে উঠত মৃত্যু তার কণ্ঠ চেপে স্তব্ধ করে দিবেই। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত সত্তুরতম ফছলের পাঁচ হতে নয় নাম্বার লাইনে বলেন–

والموت طب ليس يبرئه + الحكيم وان تطبب.

يا طرف ان بت الاقب + وصم حافرك المقبب.

وجبت فى الجرى الخيول + وكنت من وضح مبحبب.

فليدر كنك مرة + ما ادرك الخرق المربب.

والصمت يلزمه الفتى + من بعد ما غنى وشبب.

Dhaka University Institutional Repository

১. ডাক্তার তার চিকিৎসা বিদ্যা যতই পারদর্শী হোক মৃত্যু এমন এক রোগ যার চিকিৎসা করা কোনো ডাক্তারের দ্বারাই সম্ভব নয়।

২. ৩. ৪. হে চৌকস অশ্বারোহী তুমি যতই উচ্চবংশীয় হওনা কেন, তুমি যদিও সকল ঘোড় সাওয়ারকে পরাজিত করে এগিয়ে যাও তবুও তোমাকে মৃত্যু পেয়ে বসবে ধনী বোকা ব্যক্তিকে যেভাবে মৃত্যু পেয়ে বসে। মৃত্যু সবাইকে পাবে।

৫. যে যুবক তার গান, গযল ও কৌতুক দিয়ে পৃথিবী মাতিয়ে রেখেছে তাকেও অবশ্যই একদিন মৃত্যু পেয়ে বসবে এবং স্তব্ধ করে দিবে।

খ. দুনিয়ার কুৎসা

(১) দুনিয়া নানাভাবে তার নিকৃষ্টতার প্রকাশ ঘটায় কিন্তু দুনিয়া লোভী মানুষেরা তা একটুও বুঝতে পারে না, কিংবা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এর কাজ হলো অন্যের বিপদে বিদ্রুপের হাসি প্রকাশ করা। কেবলমাত্র বোকারাই দুনিয়া লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পয়তাল্লিশ নাম্বার ফছলের তিন থেকে পাঁচ নাম্বার লাইনে কবি বলেন–

وما زالت الدنيا باصناف السن + تبين غير الجميل وتعرب

اذا اعزبت يوما برزء على الفتى + فليست على نفسى بما حم تغرب

وجربتها ام الوليد لطامع + ويباس من ام الوليد المجرب .

১. দুনিয়া লোকজনের সামনে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাতে রয়েছে বহু প্রকার নিকৃষ্টতা, ধ্বংস ও অসুন্দর বস্তু।

২. দুনিয়া (যুবকের) মানুষের বিপদ-আপদে বিদ্রুপের হাসি-হাসে। কিন্তু সে আমাকে দেখে শুধু বিদ্রুপের হাসি-হাসে না কেননা আমি দুনিয়ার এ সকল কোনো আচরণকে কোনো পরওয়া করি না।

৩. আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি দুনিয়া হলো লোভীদের জন্য। আর লোভীরা নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই দুনিয়ার পিছনে ঘুরে। কিন্তু যারা দুনিয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত তারা দুনিয়াকে বর্জন করে এবং তারাই বুদ্ধিমান।

(২) দুনিয়ার প্রতি লোভের কারণে আমরা স্থায়ী ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। প্রত্যেকেই জীবনের কষ্ট ও দুঃখ দৈন্য অভিযোগ করে কিন্তু দুনিয়া এই কষ্ট ও দৈন্যতা হতে শক্তিশালী ও দুর্বল কাউকেই রক্ষা দেয় না। আমি আমার দীর্ঘজীবনে দুঃখ ও কষ্ট ছাড়া কিছুই দেখিনি।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌবট্টিতম ফছলের এক থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

رغبنا فى الحياة لفرط جهل + وفقد حياتنا حظ رغيب

وشكا خزز حوادثها دليت+ فما رحم الزئير ولا الضغيب

شهدت فلم اشاهد غير نكر + وغيبني السنى فمتى أغيب .

১. আমরা জীবনের প্রতি ঝুকে পড়েছি দুনিয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত অজ্ঞতার কারণে। আমরা কামনা করি যে, যেন তা সব সময় থাকে।

২. খরগোস ছানা এবং সিংহ (দুর্বল এবং সবল) উভয়ই দুনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুনিয়া সবল-দুর্বল কাউকেই ছাড় দেয়নি।

৩. আমি দেখেছি আমার দীর্ঘ জীবনে দুনিয়াকে কেবল অপছন্দনীয়ই দেখেছি দুনিয়ায় কোনো আশাই চিরস্থায়ী হয়নি। অতঃপর কখন আমার মৃত্যু হবে– সে অপেক্ষায় আছি।

(৩) দুনিয়া এমন একস্থান যেখানে কেবল অসুস্থতার জন্ম হয়। এখানে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে তার পরিণতি হলো মৃত্যু। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব দুনিয়া বর্জন করে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ কর। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার নব্বইতম ফছলের দুই থেকে চার লাইনে বলেন–

لقلت تلك بلاد نبتها سقم + وماؤها العذب سم للفتى ذابا

هى العذاب فجدوا فى ترلكم + الى سواها وخلوا الدار اعذابا

وما تهذب يوم من مكارهها + او بعض يوم فحثوا السير اهذابا .

১. আমি অবশ্যই বলব ইহা (পৃথিবী হলো) এমন এক দেশ (স্থান) যার গজানো উদ্ভিদসমূহ হলো বিষ (স্বরূপ) আর তার মিষ্টি পানি হলো যুবকের জন্য বিষ তুল্য যা তাকে টেনে আনে।

২. দুনিয়াটা হলো একটা আযাব (এর স্থান) কাজেই দুনিয়া ছাড়া অনত্র প্রস্থানের জন্য প্রানান্তকর চেষ্টা কর এবং দুনিয়াকে বর্জন করার মতো বর্জন কর।

৩. দুনিয়া একদিন ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে (সভ্য হয়নি) বিরত থাকেনি এমনকি দিনের আংশিক সময়ও বিরত থাকেনি। কাজেই তার কাছ থেকে দূরে থাকার বিষয়ে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

(৪) দুনিয়াকে মানুষেরা তার ক্ষতির কারণে নিকৃষ্টতার মাতা উপাধি দান করেছে লোকেরা উপদেশ দানকারী বক্তার বক্তৃতা শোনার চেয়ে গাছের মগডালে বসে কবুতরের গান গাওয়াকে বেশি পছন্দ করে। দুনিয়া আমাদের জন্য বিষ মিশ্রিত পানীয় ব্যতীত আর কিছুই নয়।

Dhaka University Institutional Repository

دنياك تكنى بام دفر + لم يكنها الناس ام طيب

فاذن الى هاتف مجيد + قام على غضه الرطيب

يكون عند اللبيب منا + ابلغ من واعظ خطيب

يحلف ما جادت الليالى + الا بسم لنا قطيب .

১. মানুষেরা তোমরা দুনিয়াকে (উম্মে দাফর) নিকৃষ্টতার মাতা বলে নামকরণ করেছে। লোকেরা কিন্তু তাকে (উম্মে তাইয়্যেব) উত্তমতার প্রসূতি হিসেবে নামকরণ করেনি।

২. ৩. গাছের মগডালে কবুতরের আওয়াজ শুনতে সবাই পছন্দ করে এবং তার উপদেশই ভালোবাসে একজন উপদেশ দানকারী বক্তার বক্তৃতার চেয়ে।

৪. ঐ গাছের ডালে বসে নেপথ্যের বক্তা আমাদেরকে শপথ করে বলছে যে, দুনিয়া মানুষের জন্য বিষমিশ্রিত পানীয় ব্যতীত অন্যকিছুই উপহার দেয়নি।

গ. সমকালীন লোকদের অবস্থা ও দুনিয়া প্রীতি

(১) মানুষ অনেক সময় অপরকে সম্মান করে কিন্তু নিজেদের আত্মসম্মানের কথা বেমালুম ভুলে যায়। মানুষ চাই আমীর বা ফকির হোক তার মধ্যে দোষণীয় ত্রুটিসমূহ বিদ্যমান থাকে। সৃষ্টি জগতের অন্যান্য সৃষ্টি যদি মানুষের অপকর্মসমূহ সম্পর্কে অবগত হতো তাহলে ওরা আশ্চর্য হতো। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার বিয়াল্লিশতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন−

اذا كان اكرامى صديقى واجبا + فاكرام نفسى لامحالة اوجب .

واحلف ما الانسان الا مذمم + اخو الفقر منا والمليك المحجب .

أيعقل بحم الليل او بدر تمه + فيصبح من افعالنا يتعجب .

১. যদি আমার জন্য আমার বন্ধুর সম্মান করা আবশ্যকীয় হয় তাহলে আমার নিজকে নিজে সম্মান করা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি আবশ্যকীয়।

২. আমি কসম করে বলতে পারি মানুষ প্রত্যেকেই দোষযুক্ত চাই সে আমাদের দরিদ্র ভাই হোক কিংবা পাহারা বসানো ধনী মানুষ।

৩. যদি আকাশের তারাসমূহ অথবা পূর্ণিমার চাঁদের বোধশক্তি (জ্ঞান থাকত) তাহলে সে আমাদের কর্মকাণ্ড দেখে আশ্চর্যবোধ করত।

Dhaka University Institutional Repository

(২) যে যাই করুক কিয়ামতের দিন তার আমল সম্পর্কে জানতে পারবে। মানুষ স্বভাবগতভাবেই নেক আমল করতে চায় না। অথচ আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মুক্তি কামনা করে। অনেক মানুষই তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা অন্যদেরকে ধোঁকা দেয়। মানুষ যুবক বৃদ্ধ যাই হোক না কেন কিছু না কিছু গোনাহে লিপ্ত হয়। লোকদের বড় বোকামি হলো ওরা দুনিয়াকে ভালোবাসে কিন্তু দুনিয়া তাদেরকে ক্রমাগত ধোঁকা দিয়ে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পঞ্চান্নতম ফছলের প্রথম হতে পঞ্চম লাইনে বলেন–

نفوس للقيامة تشرئب + وغى فى البطالة متلئب

تابى أتجئ الخير يوما + وانت ليوم غفران تئب

ولا يغررك بشر من صديق + فان ضميره إحن وخب

وان الناس طفل او كبير + يشيب على الغراية او يشب

تحب حياتك الدنيا سفاها + وما جادت عليك بما تحب .

১. নফস কিয়ামত সম্পর্কে ভালোভাবেই জানে অথচ নফসের মালিক (মানুষ) বিপর্যয়, খামখেয়ালী ও খেলাধুলায় মত্ত।

২. সে ভালো কাজকে বর্জন করে (নেক আমল করতে চায় না) অথচ সে আল্লাহর কাছ থেকে (তারকৃত কর্মের জন্য) ক্ষমা কামনা করে।

৩. তোমার বন্ধুর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তোমাকে যেন ধোঁকা না দেয়। কেননা তার অন্তরে লুকায়িত আছে হিংসা এবং ধোঁকা। (কাজেই বন্ধুর সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারে ধোঁকা খাবে না)

৪. মানুষ শিশু হোক বা বৃদ্ধ, ছোট হোক কিংবা বড় হোক প্রত্যেকেই গোনাহে নিপতিত হয়। তাদের অনেকেই আবার গোনাহ নিয়ে বৃদ্ধতায় পৌঁছে আবার কেউ কেউ গোনাহ হতে তাওবা করে নেয়।

৫. (হে পাঠক!) তুমি তোমার দুনিয়ার জীবনকে বোকামির কারণে ভালোবাসো। দুনিয়া তোমাকে তুমি যা ভালোবাস পছন্দ কর তা তোমাকে প্রদান করবে না।

(৩) মানুষের অপর চরিত্র হলো প্রদর্শন প্রিয়তা, লোক দেখানো কর্ম করা। তাদের কারো চরিত্রের সাথে কারো চরিত্রের কোনো মিল নেই। প্রত্যেকেই তার স্বীয় স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে যাতে একটুও কমতি না হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার সত্তুরতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

يحسن مراى لبنى ادم + وكلهم فى الذوق لا يعذب

ما فيهم بالبر ولا ناسك + الا الى نفع له يجذب

افضل من افضلهم صخرة + لا تظلم الناس ولا تكذب .

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রত্যেক মানুষকে বাহ্যত একই রকম দেখা যায় (মনে হয়) অথচ প্রত্যেকেই গুণ ও অবস্থার দিক দিয়ে (মিষ্ট) ভালো ও শিষ্ট হয় না। বরং লেন-দেন ও কারবারে প্রত্যেকের ভিন্নতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

২. মানুষের মধ্যে যে যতই সৎকর্মশীল ও ইবাদতকারী হোক না কেন প্রত্যেকেই নিজের কল্যাণের দিকে টানে অন্যের ভালো-মন্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

৩. কঠিন বিশাল পাথর ও উত্তম মানুষের চেয়ে উত্তম কেননা তা মানুষকে অত্যাচারও করে না, মিথ্যা ও বলে না।

(৪) আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব-চরিত্রের পরিবর্তনের জন্য নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। অথচ মানুষ কয়েকভাবে বিভক্ত হয়ে নবী-রাসূলদের বিষয়েই বিতর্ক জুড়ে দিয়েছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত সাতত্রিশতম ফছলের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

جاء النبى بحق كى يهذبكم + فهل احس لكم طبع بتهذيب؟

عود بصدق اوغر يكذب + او مرددبين تصديق وتكذيب

ولو علمتم بداء الذيب من سغب + اذا تسامحتم بالشاة للذيب .

১. নবী সত্যসহকারে তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের সে সভ্যতা শেখাতে অথচ তোমাদের কোনো স্বভাব কি রাসূলের উন্নত চরিত্রে সাড়া দিয়েছে।

২. তুমি মানুষকে তিনভাগে বিভক্ত দেখতে পাবে। বড়রা তাকে বিশ্বাস করে ছোটরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বাকিরা সত্য ও মিথ্যার মাঝা-মাঝি দোলাচালে থাকে।

৩. তোমরা যখন জান যে, চিতা বাঘের শিক্ষা তার স্বভাবজাত এবং সে বকরিকে হামলা করবেই। অসৎ চরিত্রবানের জন্য অসৎ চরিত্র তার প্রকৃতি জাত অভ্যাস। এতে মূলত তার কোনো হাত থাকে না।

(৫) মানুষের আরেকটি অন্যতম চরিত্র হলো দুনিয়ায় মর্যাদা লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করা। দুনিয়ার বিষয়ে যারা অজ্ঞ দুনিয়া তাদেরকে ধোঁকা প্রদান করে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত একাশিতম ফছলে (সর্বশেষ ফছলে) বলেন–

تنافس قوم على تبة + كأن الزمان يديم الرتب .

ودنياك غربها جاهل + فتبت على كل حال وتب .

فكم من بغير قضى دهره + بشد البطان وعض القتب .

১. তুমি (হে পাঠক) লোকদেরকে দেখতে পাবে তারা মর্যাদা লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। (তাদের এ প্রতিযোগিতা দেখে মনে হয় যেন পৃথিবী এবং কাল সব সময় অনুকূলে থাকবে।) অথচ তা কারো জন্যই স্থায়ী নয়।

Dhaka University Institutional Repository

২. এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। সে দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞদেরকে ধোঁকা দেয়। কাজেই ধ্বংস ও অকল্যাণ তাদের জন্য সব সময় যারা দুনিয়া দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩. (মানুষকে উটের সাথে পরোক্ষ তুলনা করে কবি বলেন) কত (সব) উটই বোঝা আর হাওদা টেনে বেড়ায় তার পর মৃত্যুবরণ করে। সে জানে কেবল বোঝা টানার কথাই (ঠিক তেমনিভাবে মানুষ সারা জীবন কিছু পাওয়ার আশায় ছুটে বেড়ায় আর আশার পিছনে দৌড়াতে-দৌড়াতেই তার মৃত্যু একদিন তার অজান্তে চলে আসে।)

ঘ. কবরের বর্ণনা

(১) কবর মানুষের জীবনের শেষ ঠিকানা। আখিরাতের জীবনের প্রথম মাঞ্জিল। এ মাটি হতেই আমাদের জন্ম এবং এ মাটিতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى .

'এ মাটি থেকেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং এ মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিব এবং এ মাটি হতে তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব।' এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাতান্নতম কছলের এক হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

تراب جسرمنا وهى التراب + اذا ولى عن الاغتراب

تراع اذا تحس الى ثراها + إيابا وهو منصبها القراب

وذاك اقل للادواء فيها + وإن صحت كما صح الغراب

هسوم بالهواء معلقات + الى التشريد أنفسها طراب .

১. আমাদের দেহের মাটি ও তো (কবরের) মাটিতে তৈরি। আমরা যখন আমাদের পরিবার ছেড়ে চলে যাব ঐ মাটি আমাদেরকে (কবরে) বেষ্টন করবে।

২. ভয় পাই ঐ সময়কে যখন আমাদেরকে কবরে নিয়ে যাওয়া হবে যে মাটি হতে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই মাটিতেই।

৩. নিশ্চয়ই মৃত্যু সবচেয়ে সহজ রোগ (যার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না) শরীর নিরোগ থাকা একপ্রকার অশুভ লক্ষণ যেমনিভাবে কাকের চিরসুস্থ থাকা অশুভ লক্ষণ।

৪. আমাদের শরীরসমূহ বাতাসে ভেসে বেড়ানো দুশ্চিন্তার সাথে তুলনীয় তা সব সময় নেচে উঠে এবং অনুপ্রাণিত হয় সম্মান ও মর্যাদার প্রতি।

Dhaka University Institutional Repository

(২) মৃত্যুর কারণে কান্না করা ও কবরের জন্য চিৎকার করে কাঁদার মধ্যে কোনো লাভ নেই। মানুষকে প্রশস্থ দুনিয়া ছেড়ে অবশ্যই সংকীর্ণ ও অন্ধকার জীবনের জন্য কবরের বাসিন্দা হতে হবে। মানুষ ছেড়া কাপড়ের মতো মূল্যহীনভাবে মৃত্যুর পর টেনে-হেঁচড়ে কবরে নীত হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার উনষাটতম ফছলের এক হতে তিন লাইনে বলেন–

الاعدى بكاء او نحيبا+ فمن سفه بكاؤك والنحيب

محل الجسم فى الغبراء ضنك + ولكن عفو خالقنا رحيب

وسيان ابن ادم حين يدعى + به للغسل والهدم السحيب.

১. সাবধান (মৃত্যুর কারণে) চিৎকার করে কিংবা নিম্নস্বরে কান্না করা হতে বিরত থাক। তোমার এই চিৎকার ও কান্না বোকামির বহিঃপ্রকাশ। (কেননা তোমার কান্না করা বা চিৎকার কোনোটাই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে পারবে না)

২. মাটিতে সংকীর্ণ স্থানে (কবরে) হবে এই শরীরের স্থান। কিন্তু আমাদের স্রষ্টার ক্ষমা আশা করি অনেক প্রশস্থ হবে।

৩. মৃত্যুর পর মানুষের শরীর যখন ধৌত করার জন্য নেওয়া হয় তখন তার মাঝে এবং পুরাতন কাপড়ের মাঝে (যা মাটি দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নেওয়া হয়) কোনো প্রার্থক্য থাকে না।

(৩) মানুষ যখন কবরস্থ হয় তখন তার জন্য সবকিছুই এক রকম হয়ে যায়। পূবালী বা পশ্চিমা বাতাস, উত্তরী বা দক্ষিণা বায়ু কোনোটাই তার জন্য উপকারী হয় না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত ছাব্বিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

اذا غيبونى لم ابال متى هفا + نسيم شمال او نسيم جنوب

تنوب الرزايا اعظمى لا اصونها + يستخذ من عرعر وتنوب.

১. যখন ওরা আমাকে (কবরে) ঢেকে দেবে তখন কি উত্তরী বা দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত হলো এতে আমার কিছু যায় আসে না। (মৃত্যু ব্যক্তির নিকট কোনো বস্তুর ভালো-মন্দে কিছু যায় আসে না।)

২. নিশ্চয়ই ধ্বংস ও বিপদ-আপদ তার হাড়-হাড্ডিকেও আক্রান্ত করে মুড়মুড়ে করে দিয়েছে কোনোভাবেই আমি রক্ষা করতে পারিনি। আর এবং তানুব বৃক্ষ দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি।

৬. কালের বিবর্তন ও কুৎসা

(১) আমরা ইচ্ছা করে কালের সাথী হই না। কাল তার বন্ধুদেরকেও হত্যা করতে সামান্য রকম কুণ্ঠাবোধ করে না। আমরা যদি দুনিয়ায় জন্ম না নিতাম তাহলে বোধ হয় সেটাই আমাদের জন্য কল্যাণকর হতো। দুনিয়াতে হাসার মতো আনন্দ করার মতো কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত চার ফছলের এক, দুই, তিন ও চার লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

قد صحبنا الزمان بالرغم منا + وهو يردى كما علمت الصحابا .

وحللنا الضيق ثم أتينا الرحب + لو دام تركنا والزحابا.

قد رضينا الشحوب لو كان صرف + الدهر يرضى للاوجه الا شحابا .

وضحكنا وليس ما يوجب الضحك + لدينا بل ما يهيج انتحاحا .

১. যুগ বা কাল জোর করে আমাদের সাথে সখ্যতা ও বন্ধুত্ব রাখছে। আমার জানামতে কালের কোনো বন্ধু নাই বরং সে বন্ধুদেরকে হত্যা করে।

২. (আমাদের মৃত্যুর পর) আমাদেরকে সংকীর্ণ কবরে অবতরণ করানো হবে আর আমাদের রূহসমূহ প্রশস্থ স্থানে (আল্লাহর দরবারে) চলে যাবে। হায় আফসোস যদি আমরা দুনিয়ায় না আসতাম। (কতই না ভালো হতো)

৩. আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অসুস্থতাকে মেনে নিয়েছি। আর তাতে চেহারার লাবণ্যতা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। যদি যুগের পরিবর্তন এই অসুস্থতাতেই সন্তুষ্ট থাকত (তাহলে বা আমাদের জন্য কল্যাণকর হতো।

৪. কোনো কারণ ব্যতীতই আমরা দুনিয়াতে হাসি-খুশি ও আনন্দে আছি। আমাদের আনন্দের কোনো কারণ নেই। বরং দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ড আমাদেরকে তাদের তিক্ততার কারণে কাঁদায়।

(২) যুগ তার চলমান অংশ দ্বারা পিছনের (অতীতের) সময়কে ভুলিয়ে দেয়। আর তা আমার দুঃখ-কষ্টকে কেবল বাড়িয়ে দেয়। জীবনের সমস্যা চিরন্তন। বড় বড় চিকিৎসক, দার্শনিক কেউ যুগের নির্মম হত্যা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত ত্রিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

الدهر ينسخ اولاه اواخره + فلا يطيلن بهذا اللوم اقصابى .

داء الحياة قديم، لا دواء له + لم يخل بقراط من سقم وأوصاب .

১. যুগের প্রথম অংশ (বর্তমান) শেষাংশ (অতীতকে) মুছে দেয়। নতুন যুগ অতীত যুগকে পুরাতন করে দেয়। সুতরাং সে আমার দুঃখ কষ্টকে বৃদ্ধি করে না।

২. জীবনের কষ্ট, দুঃখ, চিরন্তন, তার কোনো সমাধা (চিকিৎসা) নেই। বিখ্যাত ডাক্তার বোকরাতও যুগের কষ্টদায়ক ধাবা হতে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। (যুগের বিবর্তন ও নির্মম পরিহাস থেকে কেউ মুক্তি পায়নি)।

চ. যহুদ ও দারিদ্র্যের মর্যাদা বর্ণনা

(১) কাল বা যুগে মানুষকে তার বিবর্তনে যা দান করে তার সবকিছুই আবার ভবিষ্যৎকালে (মৃত্যুর সময়ে) ছিনিয়ে নেয়। কেউ তার কোনো সম্পদ নিয়ে যেতে পারে না। আমির-ফকির, রাজা-প্রজা এ

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে সবার অবস্থা একই। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত বিশতম ফছলের এক ও দুই লাইনে বলেন–

اجل هبات الدهر ترك المواهب + يمد لما اعطاك راحة ناهب

وافضل من عيش الغنى عيش فاقة + ومن زى ملك رائق زى راهب .

১. মানুষকে যুগ যাকিছু দান করে তা অবশ্যই ফিরিয়ে নিবে। ছিনতাইকারীর মতো কিছু দিন পরই প্রদত্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিতে যুগ তার হাত প্রসারিত করবে।

২. (কাজেই দুনিয়ার দান গ্রহণ করার চেয়ে) ধনাঢ্যতার জীবনের চেয়ে দারিদ্রতা ও নিস্বঃতার জীবন উত্তম। রাজ-রাজাদের ঝলমলে পোশাকের চেয়ে ইবাদতকারী, দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তির (জীর্ণবস্ত্র) পোশাক উত্তম।

(২) দুনিয়ার পোশাক পরিধান করবে না। কারণ দুনিয়ার মধ্যে রয়েছে যত সব অসুস্থতা, দুর্বলতা ও ধোঁকা। দুনিয়ার অনিষ্ঠতা হতে নিশ্চিত্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, অনেকেই দুনিয়া পাওয়ার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে। কেউ ধন পেয়েছে, কেউ নিঃস্ব হয়েছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত তিপ্পান্নতম ফছলের এক হতে তিন এবং সপ্তম লাইনে বলেন–

لا تلبس الدنيا فان لباسها + سقيم وعر الجسم من اثوابها .

انا خائف من شرها، مترقع + إكا بها لا الشرب من اكوابها .

فلتفعل النفس الجميل لانه + خير واحسن لا لاجل ثوابها .

جبت فلاة للغنى فاصابه + نفر وصبن الغيب عن جوابها .

১. (দুনিয়া থেকে যুহদ বা বিমুখ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন) দুনিয়াকে তুমি পরিধান করবে না। কেননা, দুনিয়া নামক পোশাকের নাম হলো অসুস্থতা। কাজেই তুমি তোমার শরীরকে দুনিয়ার পোশাক হতে (নগ্নকর) মুক্তকর।

২. আমি দুনিয়ার অনিষ্টতার ভয় করছি। তার বিপদ-আপদ মানুষের উপর আপতিত হওয়ার বিষয়ে আমি নিশ্চিত। দুনিয়ার পানপাত্র হতে পানীয় পান করতে সে কাউকে দেয় না।

৩. কাজেই কল্যাণকর কাজকে কল্যাণকর ও উত্তম হওয়ার কারণেই করে যাও। সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়।

৪. বহুলোকেরা রিযিকের সন্ধানে চেষ্টা-তদবীর চালিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের কেউ ধনী হয়েছে আবার অন্যেরা অনেক চেষ্টা করেও লাভ করতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

قافية التاء

উক্ত কাফিয়া لزوميات কাব্যের দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। এতে (৫৫) পঞ্চান্নটি ফছলে (৪৬৭) চারশত সাতষট্টিটি লাইন রয়েছে। কবি এতে তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, সারীয়, মুনশারাহ, মুতাকারিব ইত্যাদি ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতায় যুহদ, দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যু, কবর, স্বল্পে তুষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ের পাশা-পাশি নারী চরিত্রের নানাদিক বিশেষত, নারীদের কুৎসা ও নিন্দাকে কাফিয়ার দীর্ঘ অংশ জুড়ে আলোচনা করেছেন। আমরা অত্র কাফিয়া হতে যুহদ ও তৎসম্পর্কিত কবিতাসমূহের যৎসান্য অংশ উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃতি প্রদান করব।

ক. যুহদের বর্ণনা

দুনিয়া বিমুখতা একটি মুমিনের জন্য মহৎগুণ। যে যত বেশি দুনিয়ার লোভ-লালসা ও প্রীতি বর্জন করতে পারবে সে তত বেশি আখিরাত অর্জন করতে পারবে। যারা মোটা কাপড় পরিধান করে, মোটা রুটি ভক্ষণ করে এবং সাধারণ জীবনযাপন করে তাদের মানসিক শান্তি দুনিয়াদারদের চেয়ে অনেক বেশি হয়। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই একশত বিরাশিতম ফছলের ছয় ও সাত লাইনে কবি বলেন–

يعيش اناس لا تمس جسو مهم + شفوف ولا يحذى لأقدامهم سبت .

رقدت زمانا ثم ارقدنى الونى + وألهيت دهرا ثم ادركنى الهيت .

১. অনেক মানুষ এমন রয়েছে যাদের শরীরে কোনো দিন পাতলা ও হালকা কাপড় (পোশাক) লাগেনি এবং তাদের পায়ে কখনো (দাবাগত করা) প্রক্রিয়াকৃত চামড়ার জুতা লাগেনি। (ওরা দুনিয়া বিমুখ নিঃস্ব ব্যক্তি)।

২. আমি দীর্ঘ সময় ঘুমে ছিলাম অতঃপর আমার দুর্বলতা আমাকে জাগ্রত করেছে (আমি সত্য পথ লাভে ভুলে গিয়েছিলান। (অমনোযোগী ছিলাম) এভাবেই আমার শরীরের দুর্বলতা এসে গেছে। আমি দীর্ঘ সময় গর্ব ও অহংকার করে চলেছি এ পর্যন্ত যে, আমাকে দুর্বলতা ও অক্ষমতা পেয়ে বসেছে।

(২) দরিদ্র লোকেরা যদি তাদের দারিদ্রতার জন্য ধৈর্যধারণ করত। লোকেরা যদি রিযিকের জন্য উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে না বেড়াত। যদি তারা যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতার পথ অনুসরণ করত তাহলে ওরা ফেরেশতাদের মতো হতো।

এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত নব্বইতম ফছলের এগারো হতে তেরোতম লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

لا يصبرن فقير تحت ناقته + ان السباريت جابتها السباريت .

ناس اذا نسكوا عدوا ملائكة + وإن طغوا فهم جن عفاريت .

لا تطرينى فلى نفس مجربة + تسروجدا اذا بالسين أطريت .

১. ধৈর্যধারণ করে না দরিদ্র ব্যক্তি কেবল তার উট দ্বারাই। নিশ্চয়ই দারিদ্র দারিদ্রকেই টেনে আনে। (অর্থাৎ দরিদ্রতার তাদের দারিদ্রের প্রতি কঠিনভাবে সেটে বসে থাকে এবং তারা এতে সন্তুষ্টচিত্ত হয় না বরং তাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট রকমের তারা রিযিকের সন্ধানে (চুরি করার জন্য) দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করে)

২. ঐ সব লোকেরা যদি খোদাভীরুতা ও ধর্মভীরুতা অবলম্বন করত তাহলে তারা ফেরেশতাদের মতো হয়ে যেত। (বরং তাদের অবস্থা হলো তার বিপরীত) যদি তারা বাড়াবাড়ি করে কিংবা যুলুম করে তাহলে তারা নিকৃষ্ট জিন হিসেবে গণ্য হবে।

৩. তোমরা আমাকে ধৈর্যশীল ও যাহিদ হিসেবে অপবাদ দিও না। কেননা আমার অন্তর পরীক্ষীত দুনিয়া সম্পর্কে সে অভিজ্ঞতা নিয়েছে। প্রশংসাকারীগণ অন্তরে রাগ ও হিংসাপোষন করে যদিও বাহ্যত ওরা প্রশংসা করে।

(৩) কবি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে একজন উঁচুমানের যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি ছিলেন। মোটা কাপড় ও মোটা রুটি তার জীবন চলার পদ্ধতি ছিল। কবি তার এই যাহিদ জীবন নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ও আত্মতৃপ্ত ছিলেন এবং যারা তার এই দর্শনের বিপরীত চলতেন কবি এমন সম-সাময়িক লোকদেরকে পূর্ণ বর্জন করতেন। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার দুইশত বাইশতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

الحمد لله قد اصبحت فى دعة + ارضى القليل ولا اهتم بالقوت .

وشاهد خالقى أن الصلاة له + اجل عندى من درى وياقوتى .

ولا اعاشر اهل العصر انهم + إن عوشروا بين محبوب وممقوت .

১. কবি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করে বলেন– আল্লাহর প্রশংসা যে তিনি আমাকে স্বল্পতুষ্ট করেছেন এবং আমি আমার খাদ্যের বা রিযিকের জন্য কোনো চিন্তা করি না।

২. আমার স্রষ্টা একথার সাক্ষী দান করেন যে, তার নিকট নামাযের মর্যাদা ও স্থান মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের চেয়েও অনেক মূল্যবান।

৩. আমি সমসাময়িকদের সাথে বসবাস করি না। কেননা ওরা ভালো ও মন্দ মিলিয়ে বসবাস করে। এজন্য তাদের ক্ষতি হতে বাঁচার জন্য আমি দূরে থাকি।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যু দ্বারা মানুষ দুনিয়ার জীবনের ইতি ঘটিয়ে আখিরাতের জীবনের সূচনা করে। দুনিয়ার হায়াত শেষ হওয়ার পরপরই মৃত্যু এসে মানুষের জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেয়। কবি বলেন মৃত্যু মানুষে সকল সুনাম ও কীর্তি মুছে দেয় তখন থেকে যায় আখিরাতে আযাবের ভয় ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার একশত উনব্বই ফছলের দুই লাইনে বলেন–

اذا اتانى حمامى ما حيا شبحى + وما صنعت، فعيشى كله عنت .

لعل قوما يجازيهم مليكهم + اذا لقوه بما صاموا وما قنتوا .

১. যখন আমার মৃত্যু আসবে তখন আমার জীবনের ব্যক্তিত্ব ও জ্যোতিসমূহ মুছে দিবে কাজেই আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই আযাব ও দুঃখ-কষ্ট ব্যতীত।

২. হয়ত বা মালিক আল্লাহ তাআলা যদি চান তিনি মানুষ যা করছে (অন্যায় ও গোনাহ) তা রোযা ও ইবাদতের বিনিময়ে মাফ করে দিবেন।

(২) মৃত্যুর কারণে লোকেরা বন্ধু-বান্ধবেরা কান্নাকাটি করে অথচ তা আল্লাহর কাছে থাকা অনন্ত সুখ লাভের মাধ্যম। আর মৃত্যু যখন উপনীত হয় তখন ঔষধ, ডাক্তার, তাবীজ, ঝড়-ফুঁক কোনো কিছুই রক্ষা করতে পারে না। বরং দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে পারাই কল্যাণ। কেননা এতে দ্রুত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একশত চুরাননব্বইতম ফছলের সাত থেকে বারোতম লাইনে বলেন–

تركت الدار خالية لغيرى + ولو طال المقام بها شقيت .

وما يدريك باكيتى عسانى + لسكنى الفوز فى الاخرى انتقيت

رقتنى الراقيات وحم يومى + فغادرنى كانى ما رقيت

هبينى عشت عمر النسر فيها + وكان الموت اخر ما لقيت .

فقيرا فاستضمت بلا اتقاء + لربى او اميرا فاتقيت

ومن صنع المليك الى انى + تعجلت الرحيل فما بغيت .

১. আমি (ঘর) পৃথিবীকে অন্যের জন্য অন্যের জন্য খালি করে ছেড়ে যাচ্ছি। যদি আমি দীর্ঘ সময় দুনিয়ায় অবস্থান করি তাহলে আমি কেবল দুর্ভাগ্যবান ও বেশি আযাবপ্রাপ্ত হব।

২. ওহে আমার মৃত্যুর জন্য ক্রন্দনকারীগণ তোমরা আমার মৃত্যুর জন্য কেন হাস না। হয়ত বা আল্লাহ তাআলা আমাকে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে বসবাসের জন্য বাছাই করেছেন। তাহলে আমি এতে বিশাল সফলতা অর্জন করতে পারব।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সে দিন আমার মৃত্যু আসবে সেদিন ঝড়-ফুঁক দেওয়া, তাবীজ প্রদান আমাদের মৃত্যুর হাত হতে বাঁচাতে পারবে না। সেখানে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া না দেওয়া এক কথাই।

৪. যদি আমি শুকুনের মতো দীর্ঘ জীবন ও লাভ করি দুনিয়ায় তবুও মৃত্যু হবে আমার সর্বশেষ অবস্থা।

৫. অতিসত্বর মৃত্যু আমাকে পেয়ে বসবে চাই আমি ফকির হই কিংবা আমীর হই আমি তা প্রতিরোধ করতে পারব না।

৬. আমার উপর আল্লাহ তাআলার বড় ইহসান হলো যে আমি দ্রুত মৃত্যুবরণ করেছি এবং আমাকে দীর্ঘ হায়াত দান করা হয়নি।

(৩) দুনিয়ায় মানুষ তার নাম ও সুখ্যাতি বিস্তার করতে আগ্রহী থাকে। অথচ পৃথিবীর কত সম্মানিত, বুদ্ধিমান মানুষ চলে গেছে যাদের নাম পৃথিবীবাসীর নিকট গোপন রয়ে গেছে। মৃত্যু কোনো সম্মানিত মানুষকে ছাড় দেন। বংশীয় মর্যাদা এখানে কোনো কাজে আসে না। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুই শততম ফছলে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

اترغب فى الصيت بين الانام + وكم خمل النابه الصيت .

وحسبك الفتى انه مائت + ومل يعرف الشرف السبت .

১. (হে পাঠক) তুমি কি মানুষের মাঝে নিজের নাম প্রচারে আগ্রহ পোষণ কর। অথচ কত বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত লোক রয়েছে যাদের নাম গোপন রয়েছে।

২. হে যুবক তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে। মৃত্যুর কাছে কি কোনো মর্যাদার মূল্য আছে। বরং প্রত্যেকেই মৃত্যু ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

(৪) কবি বলেন, প্রথম জীবনে আমি মৃত্যুকে ভয় করতাম। কিন্তু এখন আর আমি তা ভয় করি না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুইশত পনেরোতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

قد يساكرهت الموت والله شاهد + وقد عشت حتى اسمحت لى قرونى

واحسبه لو جاءنى لأبيته + ومن عند ربى لصرنى ومعوتى

واذا أنا وارانى التراب فخلنى + وما انا فيه قد كفيت مؤونتى .

১. পূর্বে (শৈশবে) আমি মৃত্যুকে অপছন্দ করতাম। (বর্তমানে আমি মৃত্যুর প্রতি রাজী) আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য যে, আমি দীর্ঘকাল জীবন যাপনের পর মৃত্যুকে পছন্দ করছি।

২. আমি মনে মনে ইচ্ছা করছিলাম যে, যদি আমার মৃত্যু আসে আমি তা (অস্বীকার করব) এড়িয়ে যাব। আল্লাহ তাআলা আমাকে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাহায্য করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩. যখন আমি কবরস্থ হবো। তখন আমি যে অবস্থায় থাকব সে অবস্থায় আমাকে রেখে আসবে। কেননা তখন আমার আশাকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে।

গ. সম্পদ ও দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) ধন-সম্পদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। যে যখন মারা যায় তখন খালি গায়েই তাকে কবরস্থ করে দেওয়া হয়। সাথে কোনো সম্পদই প্রদান করা হয় না। মানুষ তার সম্পদ হতে যা ভোগ করে তাহাই তার অংশ। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত নব্বইতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

لا خير فى المال اعطاه واجمعه + اذا عريت فما حزت عريت .

وما انتفاعى اذا اصبحت ذافرة + وانما أنا رسل الضرع صربت .

وصاغنى الله من ماء وها اناذا + كالماء اجرى بقدر كيف جريت .

১. সম্পদের মাঝে আমার জন্য কোনো কল্যাণ নিহিত নাই। চাই আমি তা জমায়েত করি কিংবা দান করি আমি যখন মারা যাব ঐ সম্পদ আমার জন্য বাকি থাকবে না।

২. মানুষ ধনাঢ্যতা হতে যা ভোগ করে তাই তার উপকারে আসে। যেমন নাকি ছাগলের ওলানে সংরক্ষিত দুধ উপকারে আসে।

৩. আমি কিভাবে (চলব) পায়ে হাটব আমি আল্লাহর কুদরতে ভ্রমণে আছি। তিনি আমাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং পানির মতোই তিনি আমাকে চলমান করেছেন।

(২) দুনিয়ার নিকৃষ্টতা সম্পর্কে সকল মানুষ ঐকমত্য হয়েছে। অনেক সতী-সাধ্বী মেয়েকেও মৃত্যু ছার দেয়নি। দুনিয়া নিয়ে যত আশা-ভরসাই থাকুক না কেন দুনিয়া কোনো আশাই পূর্ণ হতে দেয় না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত চৌত্রিশতম ফছলের প্রথম থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

من صفة الدنيا اجمع + الناس عليها انها ما صفت .

كم عفة ما عف عنها الردى + وكم ديار لاناس عفت .

التفت الامال منابها + وقد مضى املها ما التفت .

১. দুনিয়ার গুণাবলি সম্পর্কে লোকেরা ঐকমত্য হয়েছে যে নিশ্চয়ই দুনিয়া কারো জন্য কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক নয়।

২. কতই না নেককার ও সতী স্ত্রী লোককে মৃত্যু তাদেরকে একটুও দয়া করেনি মানুষ যে বাড়ি-ঘর ও প্রসাদ-শহর নির্মাণ করে তাও ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. দুনিয়ার আমাদের আশা-ভরসা নানা রকমের। সবকিছুই দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত। প্রত্যেক আশা-ভরসাই দুনিয়া ধোঁকায় পর্যবসিত করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. কবর ও কবরের আযাবের বর্ণনা

(১) কবর আখিরাতের মাঞ্জিল। আমির-ফকির একসাথেই কবরে সমাহিত হবে। কবর হলো আদুরে মায়ের মতো। সে কামনা করে প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন মৃত্যুবরণ করে তার কোলে ফিরে যায়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত তেইশতম কছলের এক থেকে তিন লাইনে বলেন–

إدفن أخا الملك دفن المرء مفتقا + ما كان يملك من بيت ولا بيت .

إن التوابين، اجداث مكررة + فجنب القوم سجنا فى التوابيت .

وارده الى الام شبحا طال معهدها + بضمه وهى لا ترجى لتربيت .

১. রাজা ও প্রজা, আমির ফকির দাফনের সময় একেইভাবে দাফন হয়। যে ব্যক্তি ঘরের মালিক এবং যে ব্যক্তি এক বেলার খাবারের ও মালিক নয় তাদের অবস্থা একই।

২. নিশ্চয়ই লাশের বাক্সসমূহ নির্ধারিত কবরের মতো। কাজেই লোকদের বাক্সের কবরে বন্দী করা হতে বিরত থাক।

৩. কবি মনে করেন, জমি মানুষের জন্য দয়ার্দ্র জননীর মতো। মা যেমন সন্তানকে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরে তেমনি জমি ও তার উপর বিচরণকারী মানুষদেরকে তার অভ্যন্তরে কবরে ফিরে পেতে চায়।

(২) কালের পর কাল চলে গেছে মানুষ তাদের কবরে বিদ্যমান। মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথেই দেহ হতে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত পঁচিশতম কছলের এক থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

مر الزمان فاضحنى فى الثرى جسد + فهل تملى رجال بالملاوات .

والروح ارضية فى راى طائفة + وعند قوم ترقى فى السماوات .

تمضى على هياة الشخص الذى سكنت + فيه الى دار نعمى او شقاوات .

১. যুগ চলে গিয়েছে মানুষেরা (একের পর এক) কবরে চলে গেছে। তারা কি তাদের জীবনকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পেরেছে।

২. কেউ কেউ মনে করে রূহ জমিনে শরীরের সাথে মিশে যাবে। কেউ কেউ আবার মনে করে রূহ আকাশে চলে যায়।

৩. রূহ আকাশে তার (মালিকের) মানুষের আকৃতিতেই উঠে যায় অতপর তার ঠিকানা হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) নিকৃষ্ট লোকদের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে কবরের মাটিতে শুয়ে যাওয়া অনেক উত্তম। যারা মারা যায় ওরা আরামে অবস্থান করে। আর মানুষের জীবন হলো একটা সফরের মতো। মুসাফিরকে বিদায়ের সময় যেমন সাথীরা কাঁদে তেমনি কবরের বাসিন্দাদের বিদায়ের সময় তার বন্ধুর কাঁদে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত ছাব্বিশতম ফছলের দুই থেকে চার নং লাইনে বলেন–

لين الثرى للجرم خير + من صحبة العالم الجفاة.

قد خفت القوم فاستراحوا + اه من العنت والخفاة.

لم يبق للظاعنين عين + تبكى على الاعظم الرفات.

১. নিকৃষ্টতম মানুষের সংসর্গ হতে (কবি মনে করেন) কবর মানুষের জন্য অত্যাধিক উপকারী স্থান।

২. যে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করে সে প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু সমস্যা হলো ঐসব লোকদের নিয়ে যারা জীবিত অবস্থায় চুপ করে থাকে।

৩. (কবির মতে) জীবনটা হলো একটা সফর। যেখানে মুসাফিরগণ তার বন্দুদের জন্য কান্না করে যারা তার পূর্বে চলে গিয়েছে। মৃত্যুরপর যারা মুড়মুড়ে হাড় হয়ে গেছে।

৬. স্বল্পেতুষ্টি

স্বল্পেতুষ্টি মুমিনের সবচেয়ে বড় গুণ। স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তি তার স্বীয় সম্পদে পরিতৃপ্ত থাকে বলে কোনো সময় দারিদ্রতা অনুভব করে না। রাসূল (স) এ জন্যই বলেছেন, انما الغنى غنى النفس। অন্তরের ধনাঢ্যতাই বড় ধনাঢ্যতা। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত ছিয়াননব্বইতম ফছলের বারো ও তেরোতম লাইনে বলেন–

وهى النفوس اذا تميز بينها + فاعزها فى العيش مقتنعاتها.

ومتى طردت امورها بقياسها + فاحقها بمذلة طمعاتها.

১. তুমি যদি মানুষের নফসসমূহকে মর্যাদার ভিত্তিকে প্রার্থক্য করতে চাও তাহলে দেখতে পাবে অন্তর (মানুষের জন্য) স্বল্পতুষ্টিই হলো প্রকৃত অর্থে মর্যাদা।

২. যদি তুমি কোনো বিষয়কে তার মৌলিকত্বের হিসেবে যাচাই কর। কেননা লোভ-লালসা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করে। যত বেশি লোভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে অপমানের মাত্র তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

চ. দুনিয়া বর্জন

বুদ্ধিমান লোক, যাহিদ ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের পরিবর্তে দুনিয়া বর্জনের নীতি অবলম্বন করে। যত বেশি দুনিয়া বর্জন করা যাবে দুনিয়ার জীবন তত ঝঞ্ঝাটমুক্ত ও আরামের হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত তিনতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

ان شئت ان ترزق الدنيا ونعمتها + فخل دنياك تظهر بالذى شيتا .

أنشات تطلب منها غير مسعفة + ومالها ايها الانسان أنشيتا .

১. তুমি যতই দুনিয়াকে কামনা কর সে তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে না। মূলত তোমাকে দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الثاء

উক্ত কাফিয়াটি لزوميات কাব্য গ্রন্থের ক্ষুদ্রতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। অত্র কাফিয়ার সর্বমোট (৪৫) পঁয়তাল্লিশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এতে মোট ষোলোটি ফছল বিদ্যমান। তাবীল, বাসীত, সরীয়, মুতাকারির, কামিল, ওয়াফির, মুনসারাহ ইত্যাদি ছন্দে কবি এতে কবিতা রচনা করেছেন। অন্যান্য কাফিয়ারর মতো যুহদ, মৃত্যু, আখিরাত ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

ক. যুহদ বা আখিরাতমুখিতা

মানুষ যা পরিধান করে তা কাফন সদৃশ। তার প্রকৃত ঘর ও ঠিকানা হলো কবর। মৃত্যুই হলো তার শেষ পরিণতি। মানুষ যতই সাজ-গোজ করুক তাকে অবশ্যই দুনিয়াকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার একেবারে শুরুতেই দুইশত সাত্রিশতম ফছলে প্রথম থেকে চতুর্থ লাইনে বলেন–

ثيابى اكفانى ورمسى منزلى + وعيشى حمامى والمنية لى بعث .

تحلى باسنى الحلى واحتلبى الغنى + فافضل من امثالك النفر الشعث .

يسيرون بالاقوام فى سبل الهدى + الى الله حزن ما توطان او وعث .

وما فى يد قلب ولا اسوق برى + ولا مفرق تاج ولا اذن رعث .

১. কবি নিজের জীবদ্দশাতেই নিজকে মৃত কল্পনা করে বলেন– আমার পরিধেয় বস্ত্র আমার কাফন, আমার বাসস্থান আমার কবর। আমার জীবনই আমার মৃত্যু, আর মৃত্যুই আমার পূর্ণ জীবন লাভের মাধ্যম।

২. কবি নিজকে লক্ষ করে বলেন, তুমি সুন্দর অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হও এবং ধনাঢ্যতার সকল উৎস খুঁজে বের কর (কিংবা অন্য যাই কর) আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, দরিদ্র দুনিয়া বিমুখ লোকেরা তোমার চেয়ে উত্তম।

৩. ঐ সকল যাহিদগণ মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন সেদিকে আহ্বান করে। চাই তাদের সে চলার পথ কঠিন হোক কিংবা সহজ।

৪. যাহিদগণের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেন, তারা তাদের হাতগুলোকে চুড়ি দ্বারা, পাগুলোকে মল বা গেড়ি দ্বারা, মাথাকে মুকুট দ্বারা এবং কানসমূহকে অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে না।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যুর বর্ণনা কবির প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতে বিদ্যমান। মৃত্যুকে স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া কিংবা আনন্দিত হওয়ার মধ্যে কোনো লাভ নেই। মাটিতে রাখার সাথে সাথেই তা মিশে যাবে। যুগের পর যুগ একের পর এক জাতি-গোষ্ঠী-মানুষ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কবরবাসী হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত উনচল্লিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে এবং দুইশত চল্লিশতম

Dhaka University Institutional Repository

কছলের তৃতীয় লাইনে বলেন–

ايا جسدى لا تجزعن من البلى + اذا صرت فى الغبراء تحشى وتنبث .

وان كان هذا الجسم قبل افتراقه + خبيثا فان الفعل شر واخبث .

اودى رداه باجيال فكم حفرت + اجداث قوم ولم يحفر له جدث .

১. ওহে আমার দেহ তুমি মৃত্যুকে ভয় পাবে না এবং মৃত্যুর পর তোমার দেহ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার ভয় করো না। মৃত্যুর পর লোকেরা তোমাকে দাফন করবে এবং তোমাকে সেখান থেকে পুনরুত্থান করা হবে।

২. দেহ যদি নিকৃষ্ট ও খারাপ হয় কবরে নামানোর পূর্বে। তাহলে ঐ দেহের মালিকের কাজ-কর্ম হবে তার চেয়েও খারাপ।

৩. মৃত্যু কত মানুষকে দুনিয়া হতে বিদায় করে দিয়েছে একের পর এক প্রজন্মকে। আর মৃত দেহ রাখার জন্য কতনা কবর খোড়া হয়েছে। কিন্তু যুগ বা কাল এমন যে তার কোনো ধ্বংস ও মৃত্যু নেই এবং তা জন্য কেউ কবর খুঁড়ে না।

(২) বুদ্ধিমান লোকেরা মৃত্যুকে ভয় করে না। কেননা জীবন হলো দুঃখ-কষ্ট ও দুর্বিসহ অবস্থার নাম। কোনো মানুষই যুগের নির্মম আচরণ হতে মুক্ত হতে পারে না। আমার মৃত্যুর পর দুনিয়ার অবস্থা কি হবে তার নিয়ে আমার ভাবনার কিছু নেই। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত তেতাল্লিশতম কছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে এবং দুইশত চৌচল্লিশতম কছলের প্রথম লাইনে বলেন–

لا يرهب الموت من كان امرأ فطنا + فان فى العيش ارزاء واحداثا

وليس يامن قوم شر دهر هم + حتى يحلوا ببطن الارض اجداثا

اذا مت لم احفل بما الله صانع + الى الارض من جدب وسقى غيرث .

১. নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা মৃত্যুকে ভয় করে না। কেননা জীবনের মধ্যে রয়েছে মুসিবতসমূহ, অবনর্ণীয় ও অগণিত কষ্টসমূহ যা থেকে মৃত্যুই মুক্তি দিতে পারে।

২. কালের বিবর্তন ও ক্ষতি হবে মুক্তি অর্জন করা, কিংবা বেঁচে থাকা কারো দ্বারাই সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত মৃত্যু না আসে এবং মানুষ কবরস্থ না হয়।

৩. যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আল্লাহ তাআলা যেসব বিপদ-আপদ অবতীর্ণ করেন ভূপৃষ্ঠে তা নিয়ে আমার ভাববার বা দুশ্চিন্তা করার কি আছে? চাই ভূপৃষ্ঠ খরা বা উর্বর, দুভিক্ষ বা সুদিন যাই থাকুক না কেন।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الجيم

উক্ত কাফিয়াটি লুযুমিয়্যাত কাব্যের স্বল্প দৈর্ঘ একটি কাফিয়া। এতে মোট (৩৮) আটত্রিশটি কছলে (২১৩) দুইশত তেরো লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যু ও তার ভয়ানক অবস্থা, নফসের বর্ণনা, দুনিয়া বিমুখতা, স্বল্পে তুষ্টি, আল্লাহভীরুতা, দুনিয়ার উত্থান-পতন, যুগের ধোঁকা, যুগের পরিবর্তন, নারীদের প্রতি খেদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্র কাফিয়ার কবিতা রচনা করেছেন। তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, রজয, সারীয় ও মোতাকারীব ছন্দে এতে কবিতাসমূহ সংকলিত হয়েছে। আমরা এখানে অত্র কাফিয়ার কেবল যুহদ সংশ্লিষ্ট কবিতাসমূহের কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃতি প্রদান করব।

ক. দুনিয়ার কুৎসার বর্ণনা

(১) দুনিয়া এমন এক স্থান যার লোভে মানুষ নিমজ্জিত হলে তা সবকিছু হারাতে হয়। দুনিয়াদার কেবল দুনিয়াকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু মনে করে। দুনিয়া কাউকে সম্পদের পাহাড় গড়তে সাহায্য করে। কাউকে আবার নিঃস্ব করে ছাড়ে। দুনিয়া সুন্দরী নারী হলেও কেউ তাকে বিয়ে করতে চাইত না কেননা সে তার বহু স্বামীকে (ভালোবাসার লোককে) পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই দুইশত চুয়ান্নতম কছলের এক থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته + فقير معرى او امير مدوج .

وقد يرزق المجدود اقوات امة + ويحرم قوتا واحد وهو احوج .

ولو كانت الدنيا عروسا وجدتها + بما قتلت ازواجها لا تزوج .

১. শীত এসেছে আমাদের মাঝে। আর শীতের মধ্যে রয়েছে পোশাক-আশাকহীন দরিদ্র লোক এবং ধনী আমীর উমরাহ যারা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি হতে মুক্তি পেতে সক্ষম।

২. কোনো কোনো সময় রিযিক ও কল্যাণ জাতির জন্য অবারিতভাবে আসে এবং তা একজনের নিকট পুঞ্জিভুত হয়ে সকল বস্তুর এমনকি খাদ্য-পানীয়ের মুখাপেক্ষী লোকটি বঞ্চিত হয়।

৩. যদি দুনিয়া সুন্দরী মিষ্টি নববধু হয় তবুও তাকে বিয়ে করা কামনা করা হতো না। কেননা তাকে সারা বিয়ে করেছে ইতোপূর্বে কিংবা ভালোবেসেছে সে তাদেরকে অধিক সংখ্যায় হত্যা করেছে।

খ. দুনিয়া নিকৃষ্টতম স্থান

দুনিয়ার বিদায়ে, দূরীভুত হওয়ায় আমাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। দুনিয়া কারো জন্য স্থায়ী ও সুন্দরভাবে চিরদিন ঠায় দাড়িয়ে থাকবে না। এ সম্পর্কে কবি অত্র কাফিয়ার একশত তেষট্টিতম কছলের

Dhaka University Institutional Repository

চৌদ্দ ও পনেরোতম লাইনে বলেন–

فلا اس للدنيا اذا هى زايلت + فما كنت فيها لا سنانا ولا زجا .

وقد خلقت عوجاء مثل هلالها + يكون واياها القيامة معرجا .

১. কবি বলেন, তিনি দুনিয়ার দূরীভুত হওয়ায় কোনো চিন্তিত নন। এটা তার জন্য বড় বা ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ই নয়।

২. এই পৃথিবী স্থির ও স্থায়ী নয়। বরং তা বক্র হয়ে গেছে। যেমন নতুন চাঁদ বক্র হয়ে থাকে। দুনিয়া এবং চাঁদ মৃত্যু পর্যন্ত এরকম বাঁকাই থাকবে।

(৩) দুনিয়া দুঃখ ও কষ্টের স্থান। তাই দুনিয়া থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ। জরা-জীর্ণ জীবন, অসুস্থতা ও সংকীর্ণতার মাঝে জীবন যাপনের চেয়ে, দুনিয়ার নির্মমতা হতে মুক্তির জন্য মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত সাতষট্টিতম ফছলের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

وكان من القت الدنيا عليه اذى + يؤمها تاركا للعيش امواجا .

كاس المنية اولى بى واروح لى + من ان اكا بد اثراء واجواجا .

فى كل ارض صروف غيرها زلة + يلعبن بالناس افرادا وازواجا .

১. দুনিয়া যাকে কষ্ট দেয় তার জন্য সহজ হলো মৃত্যুর রাস্তাসমূহ তালাশ করা এবং তার ইচ্ছা করা। যে ব্যক্তি জীবনের কষ্ট বর্জন করে আরামে জীবন যাপন করতে চায়।

২. কবি বলেন মৃত্যুর পেয়ালা আমার জন্য উত্তম এবং আমার জন্য শান্তিদায়ক দারিদ্র্য ও ধনাঢ্যতা এবং সুস্থতা ও অসুস্থতার পারস্পরিক সংঘাত থেকে।

৩. পৃথিবীটা নানা দুঃখ বেদনা, বিপদ-আপদ ও বিবর্তনে ভরপুর। (মনে হয় যেন) দুনিয়া একক ও সম্মিলিতভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে।

খ. মৃত্যু ও তার ভয়াবহতা

(১) মৃত্যু অবিশ্যম্ভাবী এবং তার পরিণতি ও খুব ভয়াবহ। তাই মৃত্যুকালীন সময়ে মানুষ আল্লাহর সান্নিধ্য কামনা করে এবং ভয়ে অন্তর আত্মা কেঁপে উঠে। মৃত্যু সবকিছুকে ভুলিয়ে দেয় প্রেমিকার প্রেম সুস্থ হয়ে যাওয়া রোগ পুনরায় জেগে উঠে। যে যত বাড়ই মৃত্যুর হাত হতে বেঁচে যাক সবশেষে কিন্তু তাকে মৃত্যুর হাতেই তর্নপিস হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে কবি দুইশত পঞ্চান্নতম ফছলে চার হতে আট লাইনে বলেন–

اؤمل عفو الله والصدر جانش + اذا خلجتنى للمنون الخوالج

هناك تود النفس أن ذنوبها + قليل وأن القدح بالخير فالج

وينسى اخا الا شواق زملة عالج + ويبرئن من هول الردى ما يعالج

سياكل هذا الترب اعضاء بادن + وتورث احجال لها ودمالج

ويعصى الفتى سهم من الدهر صائب + وان صرفت عنه السهام الزوالج .

১. মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা কামনা করে। যখন মৃত্যু সন্নিকটে আসে এবং তার বুক কেঁপে উঠে।

২. মৃত্যুর সময় মানুষ কামনা করে যেন তার গোনাহ কম হয় এবং তার কল্যাণের মাত্রা যেন বৃদ্ধি পায়।

৩. মৃত্যুর আগমন প্রেমিকদেরকে তাদের প্রেমের স্থান ভুলিয়ে দেয়। চিকিৎসা করা হয় এমন রোগও নিরাময় হয়ে যায় মৃত্যুর সামনে।

৪. মোটা ও স্বাস্থ্যবান মানুষ মৃত্যুর পর তার শরীর শ্রীঘ্রই মাটি খেয়ে ফেলবে এবং তার উত্তরাধিকারীরা তারপর সকল সম্পদের মালিক হয়ে যাবে।

৫. মানুষ যদিও বহুবার মৃত্যুর রক্ষা পায়। কিন্তু শেষ বারে অবশ্যই তাকে মৃত্যু তীরে বিদ্ধ হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে।

(২) মৃত্যুর দ্বারা শরীর থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার বাস্তব অবস্থা কারো জানা নেই। আর দুনিয়া বিমুখ মানুষই সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান মানুষ। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত চব্বিশতম ফছলের পাঁচ হতে সাততম লাইনে বলেন–

قالت معاشر يبقى عند جثته + وقال ناس اذا لا فى الردى عرجا .

وليس فى الانس من نفس اذا قبضت + ساف الذين لديها طيبها الأرجا .

واسعد الناس بالدنيا اخوذ هد + نافى يتيها ونادوا اذ مضى درجا .

১. নিশ্চয়ই রূহ শরীরের মাঝে থাকে এবং শরীরের সাথেই ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কারো মতে রূহ মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলার নিকট চলে যায়।

২. (অনেকের মতে) কেউ মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা জানে না। মৃত্যুর পরই সে অবস্থা সম্পর্কে সবাই জানতে পারবে।

৩. দুনিয়ার প্রতি বিমুখ যাহিদ ব্যক্তি অনেক বেশি সৌভাগ্যবান। সে পৃথিবীর মানুষ থেকে দূরে থাকে। আর যখন মারা যায় তখন বলে কেবল মারা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মৃতু ন্যায়বিচারকারী, গরীব-ধনী, রাজা-প্রজা, কাউকে সে ছাড় দেয়নি। যে যতই ধনী হোক প্রকৃত পক্ষে সবাই গরীব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন– الله الغنى وانتم الفقراء

আল্লাহই একমাত্রই ধনী আর তোমরা সবাই দরিদ্র। মৃত্যুর দ্বারা যেহেতু সকল আপদ-বিপদ আসা বন্ধ হয়ে যায় কবি তাই মৃত্যুকে নিরাপদ মনে করেন। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার দুইশত পচাত্তরতম ফছলের তিন হতে পাঁচ লাইনে বলেন–

ما اعدل الموت من ات واستره + فيجيئنى فانى غير مهتاج .

العشير فقر منا كل ذات غنى + والموت اغنى بحق كل محتاج .

اذا حياة علينا للأذى فتحت + بابا من الشر لاقاه بارتاج .

১. মৃত্যুর ন্যায় বিচার দেখে আশ্চর্য হওয়ার মতো। যা ধনী-দরিদ্র, সবল দুর্বল, রাজা-প্রজা, সবাইকে সমান করে দেয় এবং দুনিয়াকে ভর্ৎসনা করে। মৃত্যু কাউকে পরওয়া করে না তার আগমন অবিশ্যম্ভাবী।

২. যত ধনীই হোক না কেন আমরা সবাই ফকির বা দরিদ্র। কেননা আমরা কোনো না কোনোভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী। আর মৃত্যু আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে সকল প্রয়োজনীয়তা হতে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

৩. কবি মৃত্যু ও জীবনের মাঝে তুলনা করতে গিয়ে বলেন– প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যধিক দয়াকারী। কেননা মৃত্যুই দুনিয়ার খুলে দেওয়া অনিষ্টের সকল দুয়ার বন্ধ করে দেয়।

(৪) মৃত্যু কাউকে ছাড় দিবে না। চাই তা শক্তিশালী সিংহ হোক কিংবা চঞ্চল হরিণ হোক। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার দুইশত তিরাশিতম ফছলের দুই হতে তিন লাইনে বলেন–

اصبح فى لحدى على وحدتى + لست الى الدنيا بمحتاج .

ما أسد خفان بمتروكة + فيها ولا غزلان فرتاج .

১. যখন আমি মারা যাব এবং একাকী আমাকে ভোর বেলায় কবরস্থ করা হবে। তখন আমি দুনিয়ার কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবো না।

২. প্রত্যেক সৃষ্টিই নির্ধারিত সময়ের পর মৃত্যুবরণ করবে কাজেই খুফফান ও কারতাজের সিংহ এবং হরিণ কোনোটাই জীবিত থাকবে না।

(৫) মানুষ মারা গেলে শুকিয়ে গিয়ে সুতার মতো হয়ে যায়। প্রত্যেকেই একদিন মরে যাবে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার দুইশত উনাশিতম ফছলের এক ও দুই লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

اذا ما مضى نفس فاحسبنه + كالخيط من ثوب عمر نهج .

وان هاجك الدهر فاصبر له + وعش ذا وقاركان لم تهج .

১. যখন কোনো মানুষ মারা যায়। তখন মৃত্যুর ছোয়ায় তা কাপড়ের সুতার মতো হয়ে যায়। আর সকল কাপড়ই একদিন নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে।

২. যদি কাল তোমার উপর বিজয়ী হয়ে পড়ে এবং তোমার উপর বিপদ-আপদ আপতিত হয় তাহলে তুমি সেই বিপদে ধৈর্যধারণ কর। তুমি এমন ধীরস্থির ও প্রশান্তচিত্তে চলো যেন বিপদ কোনো বিপদই না।

গ. স্বল্পে তুষ্টি

স্বল্পে তুষ্টি একটি মহৎ গুণ। আত্মতৃপ্তির জন্য স্বল্পে তুষ্টি একটি এবং একমাত্র মাধ্যম। তাই পৃথিবীর সকল মহৎ লোক ও ধীমান মানুষেরা নিজেরা স্বল্পে তুষ্ট ছিলেন এবং অন্যকে তা অবলম্বন করতে বেশি বেশি উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাসূল (স)-সহ সকল সাহাবা স্বল্পে তুষ্টির নীতি অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার প্রথম দিকে দুইশত পয়ষট্টিতম ফছলের এক থেকে তিন লাইনে বলেন–

اغنى الانام فقير فى ذرى جبل + يرضى القليل بابى الوشى والتاجا .

وافقر الناس فى دنياهم ملك + يضحى الى اللجب الجرار محتاجا .

وقد علمت المنايا غير تاركة + ليثا بخفان او ظبيا بفرتاجا .

১. ইবাদতকারী যাহিদ দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তি যে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করে সে অধিক ধনী ব্যক্তি। সে দুনিয়ার চাকচিক্য হতে স্বল্পে তুষ্ট হয়।

২. মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি হলো ঐ রাজা যিনি বিশাল সেনাবাহিনীর মুখাপেক্ষী হন এবং নিজকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল সৈন্য ও অস্ত্রের।

৩. আমি ভালো করে জানি যে, মৃত্যু কাউকে ছাড়বে না এবং কাউকে ক্ষমা ও করবে না। চাই তা সিংহ হোক কিংবা হরিণ। (অর্থাৎ সকল হোক কিংবা দুর্বল হোক।)

Dhaka University Institutional Repository

قافيــة الـحـاء

এই কাফিয়াটি লুযুমিয়্যাত কাব্যের স্বল্প দৈর্ঘ্য একটি কাফিয়া। এতে মোট (২৯) উনত্রিশটি ফজলে একশত সাতাত্তর লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি এই কাফিয়াতে তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, সারীয়, মুনশারাহ, খাফীফ, মোতাকারিব ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন।

অত্র কাফিয়ার কবি লোকজনের সংস্পর্শ বর্জন, দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যুর বিবরণ, দার্শনিক বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ, স্বল্পতুষ্টি, কবরের বর্ণনা, বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয় উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা নিম্নে উক্ত কাফিয়াতে তিনি যে সামান্য কবিতা যুহ্দ বিষয়ে রচনা করেছেন তা হতে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি প্রদান করব।

ক. দুনিয়ার কুৎসা ও অসারতা বর্ণনা

(১) দুনিয়া হলো একটি ময়লার আধার কিংবা মৃত প্রাণীর মতো যার চারপাশে মানুষেরা শৃগাল কুকুরের মতো ঘিরে আছে। যে যত বেশি ময়লা যেখান থেকে আহরণ করল সে তত ধ্বংস হলো। ইমাম শাফেয়ী (রহ) সব সময় বলতেন, انـمـا الدنـيـا جـيـفـة وطـالـبـهـا كـلاب

নিশ্চয়ই দুনিয়া হলো ময়লার ভাগার আর তার অনুসন্ধানকারীরা হলো কুকুর (সদৃশ্য) কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার দুইশত বিরানব্বইতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

اصاح هى الدنـيـا تـشـابـه مـيـتـة + ونـحـن حـوالـيـهـا الـكـلاب الـنـوابـح .

فـمـن ظـل مـنـهـا اكلا فـهـو خـاسـر + ومـن عـاد مـنـهـا سـاغـبـا فـهـو رابـح .

ومـن لـم تـبـيـتـه الـخـطـوب فـانـه + سـيـصـبـحـه من حـادث الـدهـر صـابـح .

১. ওহে আমার বন্ধু (চিৎকারকারী) এই দুনিয়া ডাস্টবিন বা মৃত প্রাণীর ভাগারের মতো। আমরা সবাই কুকুরের মতো তার চারপাশে একত্রিত হয়েছি। আমরা (কেউ কেউ) ঝগড়া করছি এবং জয় ছিনিয়ে আনার জন্য পরস্পর মারামারি করছি।

২. যে ব্যক্তি সে ময়লা হতে বিপুল পরিমাণে ভক্ষণ করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আর যে ব্যক্তি ক্ষুর্ধাত অবস্থায় ময়লার ভাগার থেকে ফিরে আসবে সে লাভবান ও বিজয়ী হবে।

৩. বিপদ-আপদ যাকে এখনো পায়নি এবং তাকে নির্ঘুম রাত কাটাতে বাধ্য করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে তাকে বিপদ ও মুসিবত সকাল বেলাতেই পেয়ে বসবে। কাজে দুনিয়ায় দুখ-কষ্ট দ্রুত এবং ধীরে উভয়ভাবেই আসে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়া তার সন্তানদের (তার ভালোবাসাকারীদের) ধোঁকায় নিমিজ্জিত করে রাখে। দুনিয়াকে ভালোবাসার কি আছে সে বারবার ধোঁকা দিয়ে তা প্রমাণ করছে যে, সে কারো কল্যাণকামী বা বন্ধু নয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শেষ দিকে তিনশত দশতম ফছলে, দুই থেকে চার লাইনে বলেন–

لقد غرت الدنيا بنيها بمذقها + وان سحروا من ودها بصريح

أليلى وكل اصبح ابن ملرح + ولبنى وما فينا سوى ابن ذريح

وفى كل حين يونس القوم اية + بشخص قتيل او بشخص جريح .

১. নিশ্চয়ই দুনিয়া তার সন্তানদের ধোঁকা দিয়েছে। কাজেই সে তার প্রকৃত ভালোবাসা কাউকে দেয় না অথচ মানুষেরা উজাড় করে তাকে প্রকৃত ভালোবাসা প্রদান করেছে।

২. হে দুনিয়া আমরা কেন তোমাকে ভালোবাসার? তুমি কি লায়লী আর সবাই কি কায়স বা মজনু নাকি? নাকি তুমি লুবনা আর আমরা সবাই ইবনু যারীহ।

৩. লোকেরা তাকে (দুনিয়াকে) কিভাবে ভালোবাসব? কেননা ওরা প্রতিনিয়তই দুনিয়ার ধোঁকা অবলোকন করছে। কাউকে হয়ত আহত করে কাউকে বা নিহত করে।

খ. মৃত্যু ও দুনিয়ার ধোঁকা

(১) মৃত্যু জীবনের একমাত্র পরিণতি তার হাত হতে বাঁচার কোনো পথ নেই। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কাঁদে, সন্তান কাঁদে কিন্তু মৃত্যু নির্মম ঘোষণা দিয়ে তাদের নিয়ে যায়। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার দুইশত আটাননব্বইতম ফছলের এক হতে তিন লাইনে বলেন–

تجمع اهله زمرا اليه + وصاحت عرضه (اودى) فصاحوا

تخاطبنا بافواه المنايا + من الايام ألسنة فصاح

نصحتكم أهينوا ام دفر + فما يبقى لكم فيها نصاح .

১. (মানুষ যখন মারা যায়) তার চর্তুষ্পার্শে গোল হয়ে লোকেরা জমায়েত হয়ে (কান্নাকাটি করে) তার স্ত্রী ও তার জন্য কান্নাকাটি করে।

২. মৃত্যু স্পষ্ট ভাষায় আমাদেরকে শেষ পরিণতির বিষয়ে অবগত করায়। (যে তার হাত হতে শিশু, বৃদ্ধ, সবল-দুর্বল কেউ রক্ষা পায় না)।

৩. (কবি বলেন) আমি তোমাদেরকে (হে পাঠক) জানাচ্ছি যে, তোমরা দুনিয়াকে অপমাণিতকর। সম্মানিত করো না। এমনিভাবে অপমাণিতকর যাতে তার সাথে তোমাদের হালকা কোনো বাধন বা সম্পর্ক না থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়া ক্লান্তিকর ও কষ্টকর স্থান। এখান থেকে যত দ্রুত মৃত্যুর দ্বারা প্রস্থান করা যাবে ততই কল্যাণ। রোগ-শোক, দুঃখ ও যন্ত্রণা হতে মুক্তির সহজ পথ একটাই মৃত্যুবরণ করা। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত আটতম ফছলের চৌদ্দ ও পনেরোতম লাইনে বলেন-

ومن اليمن للفتى ان يجئ الموت + يسعى اليه سعيا سريحا .

لم يمارس من المقام طويلا + ومضى لا يكابد التبريحا .

১. (জীবন যেহেতু কষ্টকর ও ক্লান্তিদায়ক তাই) মানুষের জন্য সর্বোত্তম হলো দ্রুততার সাথে মৃত্যু আসা, সহজে মৃত্যুবরণ করা।

২. (যুবক বা) মানুষ যখন মারা যায় তখন সকল কষ্টকর ও ক্লান্তিদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পায় এবং দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যায় কষ্ট মোকাবেলা করতে হয় না।

গ. স্বল্পেতুষ্টি

স্বল্পেতুষ্টির মহৎগুণে গুণান্বিত হওয়া প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্ম। পৃথিবীর সকল সম্পদের মালিক হওয়ার পরও কেউ পরিতৃপ্ত হতে পারবে না যদি তার স্বল্পেতুষ্টির অভ্যাস না থাকে। কবি তাই এ মহৎগুণ অর্জনের জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করে অত্র কাফিয়ার তিনশততম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন-

اقنع بما رضى التقى لنفسه + واباحه لك فى الحياة مبيح .

مراة عقلك إن رايت بها سوى + ما فى حجاك أرته وهو قبيح .

১. স্বল্পেতুষ্ট হও এবং সামান্য কিছু নিয়েই জীবন-যাপনকর। যেমনিভাবে মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু লোকেরা স্বল্পেতুষ্ট থাকে। কেবল আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেছেন তার বান্দার জন্য তাই ভোগ করে।

২. তোমার আকল হলো আয়নার মতো। কাজেই কোনো কাজ করার পূর্বে আকল ও জ্ঞানের দ্বারা তা পরীক্ষা করে নাও তাকরা উচিত হবে কি হবে না। যদি তা তোমার আকলে বিপরীত হয় তাহলে মনে করবে তা নিকৃষ্ট কর্ম এবং করা অনুচিত।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الخاء

এই কাফিয়াতে মোট (৯) নয়টি কছল ও (৩০) ত্রিশ লাইন কবিতা রয়েছে। কবি এতে তাবীল, মুনসারাহ, বাসিত, ওয়াফির ও সারীর ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এ কাফিয়ার উপজীব্য হিসেবে ইবাদতের ফজীলত, মৃত্যু, আখিরাতের ভয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন।

ক. ইবাদতের ফযীলত

আল্লাহ তাআলার আনুগত্য দৈনন্দিন ইবাদত আদায়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে বার বার তার ইবাদত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একজন মুমিন আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আত্মতুষ্টি বা আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে পারে না। কিন্তু অনেকেই এই ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হয় না। চল্লিশ বছর বয়স পার হয়ে গেলেও তার আমলের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগিতা লক্ষ করা যায় না। অথচ যেকোনো সময় মৃত্যু তোমাকে পেয়ে বসতে পারে। আর আমল ও ইবাদত না করে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য কামনা করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কবি তিন শত বিশতম কছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন,

تنسكت بعد الاربعين ضرورة + ولم يبق الا ان تقوم الصوارخ .

فكيف ترجى ان تثاب وانما + يرى الناس فضل النسك والمرء شارخ .

১. তুমি চল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইবাদত করা শুরু করেছ। আর তোমার জন্য ইবাদত করা আবশ্যক ছিল। কেননা, তুমি এই বয়সে ইবাদত ব্যতীত অন্য কিছু করা তোমার জন্য সম্ভব নয়। তোমার সামনে এখন কবর বিদ্যমান রয়েছে।

২. তুমি কিভাবে তাহলে উত্তম সাওয়াব কামনা করতে পার। যৌবনের প্রারম্ভে এবং যৌবনে যারা ইবাদত করে কেবল তারাই ইবাদতের মর্যাদা কামনা করতে পারে।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যু মানুষের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুর পর মানুষ হয়ত কতক্ষণ কান্নাকাটি করে তারপরই থেমে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিনশত ছাব্বিশতম কছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

اذا مات ابنها صرخت بجهل + وماذا تستفيد من الصراخ

ستتبعه كفاء العطف ليست + بسهل او كثم على التراخى .

১. যখন মায়ের ছেলে মারা যায় মা অজ্ঞতাবশত চিৎকার করে কান্না করে। এসব কান্নাকাটি আর চিৎকারে কি উপকারে আসবে।

২. সে কেন (মা) কান্না করে কিছু দিন (সময়) পর সেও তো তার ছেলের পথ অনুসরণ করবে কিছু দিন কিংবা পরে। সুতরাং তার কান্নাকাটির কি অর্থ হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الدال

উক্ত কাফিয়াটি লুযূমিয়্যাত কাব্যের দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। এতে মোট (৭৮৫) সাতশত পঁচাশি লাইন কবিতা (১৩৫) একশত পয়ত্রিশটি ফছলে সংকলিত হয়েছে। কবি এই কাফিয়ায় তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, সারীয়, খাফীফ, মুনসারাহ, মুতাকারীব ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়ায় কবির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিগত জীবনের চাল-চলন, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের কঠোরভাবে জবাব দানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। এতে খুব কমসংখ্যক লাইনেই কবির যুহদিয়্যাত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে এই দুনিয়ার কুৎসা ও দুর্নাম, মৃত্যু ও কবরের সামান্য বিবরণ ব্যতীত অত্র কাফিয়ায় অন্য কোনো যুহদিয়্যাতের শাখা বিষয়ে আলোচনা আসেনি। আমরা নিম্নে তা হতে যৎসামান্য উদাহরণ উদ্ধৃত করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

অন্যান্য কাফিয়ার মতো অত্র কাফিয়াতেও মৃত্যুর বর্ণনা তুলনামূলকভাবে বেশি করা হয়েছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করলাম।

(১) সবার অজান্তে রাতের আধারেও মৃত্যু অতি সর্ন্তপনে আসে। লোকেরা কিন্তু থাকে একেবারে গাফেল ও বেখবর। মৃত্যুর পর মানুষ কবরের মাঞ্জিল ধরে আখিরাতের পথ যাত্রী হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তিন শত চল্লিশতম ফছলের চার হতে ছয় লাইনে বলেন–

سرى الموت فى الظلماء والقوم فى الكرى + وقام على ساق ونحن قعود .

وتلك لعمر الله اصعب خطه + كأن حدورى فى التراب صعود .

وان حياتى للمنايا سحابة + وان كلامى للحمام زعود .

১. মৃত্যু রাতের অন্ধকারে (পরিভ্রমণ করে) আসে। আর মানুষেরা ঘুমে গাফিল হয়ে থাকে। মৃত্যু এক পায়ে ঠায় দাড়ানো আর আমরা অমনোযোগী হয়ে বসে আছি।

২. আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি এই সফর (পরিভ্রমণ) অতি কঠিন। মানুষের কবরে চলে যাওয়াটা ও পাহাড়ে আরোহণ করার মতো কঠিন।

৩. আমার জীবন একটি বিস্তৃত মেঘমালার মতো মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান এবং আমার কালাম মৃত্যুর জন্য সন্নিকটে বিদ্যমান।

(২) মানুষের শেষ পরিণতি হলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া। অথচ এরপরও আমরা হিংসাও বিদ্বেষ নিয়ে চলছি। মানুষ তার কাজের ব্যস্ততায় নিমজ্জিত থাকতে থাকতেই মৃত্যু চলে আসে। প্রত্যেকেই মৃত্যুর সামনে

Dhaka University Institutional Repository

সমান সবল-দুর্বল, রাজা-প্রজা সবাই। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত ছিচল্লিশতম ফছলের দুই থেকে চার লাইনে বলেন–

وقد علمنا بانا فى عواقبنا + الى الزوال، ففيم الضغن والحسد

والجيد ينعم اوشيقى ويدركه + ريب المنون فلا عقد ولا مسد

يصارف الظبى وابن الظبى ماضية + من حتفه وكذالك الشبل والاسد .

১. আমরা জানি যে, আমাদের শেষ পরিণতি হলো ধ্বংস। কাজেই আমরা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে একের পিছনে অন্যজন চড়াও হবো না।

২. মৃত্যু যখন উপনীত হবে কোনো বাধন ও রশি দিয়ে বেধে রাখা যাবে না। মৃত্যু ছিনিয়ে নিবেই।

৩. প্রত্যেকই মৃত্যুর সামনে এক রকম হরিণ হোক কিংবা হরিণের রাজা হোক চাই সিংহ হোক কিংবা সিংহ শাবক সবই মৃত্যুর আঘাতের সামনে নিরীহ।

(৩) মানুষের কৌশল ও বুদ্ধিযত বেশিই হোক না কেন দুনিয়া হতে অবশ্যই তাকে বিদায় নিতে হবে। নিজের অজান্তেই মানুষ বৃদ্ধি হয়ে যায়। মানুষের জীবন প্রবাহমান পানির মতো। একের পর এক বিদায় হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত চুয়ান্নতম ফছলের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

وما تبقى سهام المرء كثرتها + فاقض الحياة فانت الصارم الفرد .

والشيب شابوا على جهل ومنقصة + والمرد فى كل امر باطل مردوا

والعيش كالماء تغشاه حوائمنا + فصادرون وقوم إثرهم وردوا .

১. মানুষের (তীর) কৌশল যত বেশি হোক না কেন মানুষ ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছে। তুমি তোমার জীবন পরিচালনা কর। তুমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

২. বৃদ্ধতা তাদের (মানুষের) মাথার চুল সাদা করে দিয়েছে। ওরা মূর্খতা ও ত্রুটির সাথে জীবনধারণ করে। আর যুবকেরা সকল নিকৃষ্ট কাজে নিমগ্ন রয়েছে।

৩. মানুষের জীবন পানির মতো। ইহা আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। যাতে তার পিছনে অন্য আরেক জাতি আসতে পারে।

(৪) আমাদের বন্ধু-বান্ধব, কত আত্মীয়-স্বজন আমাদেরকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে বিদায় নিয়ে গেছে। মানুষের জন্য মৃত্যু এক গোপন রহস্য যা কোনোদিন উন্মোচিত হয়নি। যদি কারো কাছে মৃত্যুর গোপন রহস্য প্রকাশ পেত তাহলে সে সৌভাগ্যশীল হতো। অন্যের মৃত্যু আমাদের জন্য একটি বাস্তব শিক্ষা যে, আমাকেও সে পথ ধরে চলে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত চৌষট্টি ফছলের এক

Dhaka University Institutional Repository

থেকে চার লাইনে বলেন–

اما الصحاب فقد مروا وما عادوا + وبيننا بلقاء السرت ميعاد

سر قديم وامر غير متضح + فهل على كشفنا للحق اسعاد

سير ان ضدان من روح وجسد + هذا هبوط وهذا فيه اصعاد

اخذ المنايا سوانا، وهى تاركة + قبيلنا عظة منها وإيعاد .

১. আমাদের জীবনে অনেক বন্ধু ও সাথী চলে গিয়েছে। ওরা আর ফিরে আসেনি। আমরা এবং আমাদের সাথীরা মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে রয়েছি।

২. অতি প্রাচীনকাল (সনাতন) হতেই মৃত্যু মানুষের গোপন রহস্য। মৃত্যুর সে রহস্য কখনো প্রকাশ পায়নি। যদি আমরা মৃত্যুর রহস্য জানতে পারি আমরা কি সৌভাগ্যবান হবো?

৩. দুটি পথই পরস্পর বিপরীত একটি হলো শরীরের কবরের রাস্তায় চলা। দ্বিতীয়টি হলো রূহের আকাশের দিকে চলে যাওয়ার পথ।

৪. আমরা ছাড়া অন্যান্যদের নিকট মৃত্যু আসা এবং আমাদেরকে ছেড়ে যাওয়া এটা আমাদের জন্য শিক্ষা এবং ভয় প্রদর্শন।

(৫) নফস যেন একটি উন্মুক্ত হরিণীর মতো মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে যাকে আক্রমণ করার জন্য শিকারী (মৃত্যু) উৎপেতে আছে। জয়নব, উসমান যে নামেই যত মানুষ জীবিত প্রত্যেকেই চলে যেতে পৃথিবী ছেড়ে। অন্যের মৃত্যু আমাদেরকে নিজেদের মৃত্যুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত সত্তরতম ফছলের দুই হতে চার লাইনে বলেন–

ونفسك ظبية رتعت بقفر + يراقب اخذها الغوار جعد

وزينب ان اصابتها المنايا + فهند من وسائقها ودعد

جرت عاداتنا بسقوط غيث + تدل عليه بارقة ورعد .

১. (অবশ্যই তোমার নফস মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে) তোমার নফস হলো একটি হরিণীর মতো যা শুণ্য তৃণভূমিতে চড়ে বেড়ায়। যার পাথই রয়েছে একটি অভিজ্ঞ বাঘ যে তার উপর হামলা করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

২. যদি জায়নাবকে মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তার সাথে সাথে হিন্দ এবং দায়াদকেও ছিনিয়ে নিবে (অর্থাৎ মৃত্যু কাউকে ছাড় দিবে না)।

৩. বজ্রপাত ও বৃষ্টির গর্জনের দ্বারা স্বভাবতই আমরা বৃষ্টি বর্ষণের কথা বুঝি (অর্থাৎ অন্যের মৃত্যু দ্বারা আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কেননা এটাই হলো আমাদের মৃত্যু এগিয়ে আসার প্রমাণ স্বরূপ)

Dhaka University Institutional Repository

(৬) মৃত্যুকে কবি সুন্দরভাবে আলিঙ্গন করতে চান। কারণ মৃত্যুর হাত হতে বাচার কোনো ব্যবস্থা ও উপায় নেই। কঠিন জীবন পরিচালনার চেয়ে মৃত্যুই বরং শান্তি কর। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত তেইশতম ফছলে প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

نعم الوسادة يسنى ما بقيت لها + وإن اغيب أوسدها فاتسد .

الترب جدى وساعاتى ركائب لى + والعيش سيرى ومرتى راحة الجسدى .

১. আমার জীবন কাল যতদিন আমি জীবত থাকব কল্যাণ ও উত্তমতার সহিত থাকব এবং যখন মারা যাব আমার জন্য বালিশ ও বিছানার ব্যবস্থা করবে যাতে করে আরামের সাথে ঘুমাতে পারি।

২. মাটি (কবরই) হলো আমার অংশ (প্রত্যাবর্তন স্থল) আমার সময় ও কাল হলো একটি বাহনের মতো যা আমাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে চলে। জীবন হলো একটি কঠিন চলমান পথ। আর মৃত্যুই হলো আমার শরীরের জন্য স্থায়ী শান্তি।

(৭) তোমরা আমার শরীরের কোনো মর্যাদা দিও না। শরীরের কোনো দাম নেই। এর উদাহরণ হলো কাপড়ের মতো। যত দিন যায় তার সৌন্দর্য তত লুপ্ত হতে থাকে। মৃত্যুর পরই শরীর ফেটে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত একষট্টিতম ফছলের প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

لا تكرموا جسدى اذاما حل بى + ريب السنون فلا فضيلة للجسد .

كالبرء كان على اللوابس نافقا + حتى اذا فنيت بشاشته كسد .

واروه من قبل الفساد فانه + جسم اذا فقدت حرارته فسد .

১. তোমরা আমার শরীরের কোনো মর্যাদা দিবে না। যখন আমার মৃত্যু উপনীত হবে। কাজেই মৃত্যুর পর শরীরের কোনো মর্যাদা নেই।

২. (জীবন হলো) একটি কাপড়ের মতো। মানুষ তা পরিধান করতে থাকে তার উজ্জ্বলতা থাকা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তা নিক্ষেপ করে ফেলে।

৩. ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তাকে মাটি ঢেকে নিয়েছে। কেননা শরীর যখন মৃত্যুবরণ করে নষ্ট হয়ে যায় এবং তার দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়া নিকৃষ্ট স্থান। তাতে শুধু অমঙ্গল ও অশুভতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে কেউ তার আশা পূর্ণ করতে পারেনি। বিপদ-আপদ, দুঃখ দৈন্য সব সময় লেগেই আছে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার তিন শত উনচল্লিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

الا انما الدنيا نحوس لاهلها + فما فى زمان انت فيه سعود

يوصى الفتى عند الحمام كانه + يمر فيقضى حاجة ويعود .

১. এই দুনিয়া অমঙ্গল ও অশুভ ব্যতীত অন্যকিছু নয়। দুনিয়াবাসীর জন্য সে কেবল অমঙ্গলই বয়ে নিয়ে আসে। কাজেই যে কাল ও যুগেই আমরা বসবাস করি না কেন তা আমাদের জন্য সুখকর নয়।

২. যুবক (মানুষ) মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করে তার পরিবার-পরিজনের জন্য মনে হয় যেন সে কোনো প্রয়োজন সারতে কোথাও যাচ্ছে। কাজ শেষে সে আবার তার পরিবারে ফিরে আসবে।

(২) দুনিয়া নিকৃষ্ট মাতার মতো যে শুধু কুসন্তান জন্ম দেয়। দুনিয়ার লোভনীয় সবকিছুই ক্ষতিকর। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার চারশততম ফছলের তিন হতে চার লাইনে বলেন–

وام دفر لعمرى شر والدة + وبنتها ام ليلى شر مولوده

فاجلد اخاك عليها إن الم بها + فانها اخذت واللب مجلوده .

১. দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন হলো সকল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। পৃথিবী একটি নিকৃষ্টমাতা আর মদ হলো তার নিকৃষ্ট মেয়ে (যে সকল অপকর্ম তৈরি করে)।

২. কাজেইতুমি তোমার বেত দিয়ে তোমার ভাইকে বেত্রাঘাতকর যদি সে তার দিকে ঝুকে পড়ে। কেননা সে অতি নিকটেই এই দুরবর্তীতার জন্য ক্ষমা ও সুস্থতা পাবে।

(৩) কালের চক্র, দুনিয়ার বিবর্তন মানুষের মাঝে কখনো সুবিচার করে না। কখনো কেউ তার কাছ থেকে ইনসাফ কোনো কালে পায়নি। মানুষ দিনের পর দিন ক্লান্তকর শ্রম দিয়ে যায় কিন্তু সে তার কাজে সফল হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইনে বলেন–

وهو الزمان قضى بغير تناصف + بين الانام فضاع جهد الجاهد

سهر الفتى لمطالب ما نالها + واصابها من بات ليس بساهد .

১. এই সেই কাল যা মানুষের পরস্পরের মাঝে কোনো ইনসাফ বা ন্যায় বিচার করে না। যারা এই ন্যায় বিচারের করেছে তাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

২. কত যুবক রাত জেগে পরিশ্রম করেছে লক্ষ ও উদ্দেশ্যে পৌছার জন্য কিন্তু সে তার উদ্দেশ্যে পৌছতেই পারেনি। আবার অনেক যুবক কোনো কষ্টই করেনি কিন্তু সে তার চাওয়ার চেয়ে বেশি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা

(১) আল্লাহভীরুতা সকল নেক আমলের ভিত্তি তৈরি করে এবং সকল প্রকার গোনাহের কাজ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কবি তার কাব্যের অনেক জায়গায় তাই তাকওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত পঞ্চাশতম ফছলের প্রথম লাইনে বলেন–

صبر عتاداك تقوى الله تذخرها + فما ينبحيك منها السابح العتد.

আখিরাতের সম্বল হিসেবে তুমি তাকওয়াকে সঞ্চয় ও অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ কর। না হয় কোনো শক্তিশালী বাহিনী ও ক্ষমতাধর তোমাকে (আল্লাহর আযাব থেকে) মুক্তি দিতে পারবে না।

(২) মানুষের দুনিয়ার জীবনের শেষ ঠিকানা কবর। তাই উচ্চাশা ও উচ্চাভিলাসিতার কোনো মূল্য হতে পারে না। সামান্য হালাল খাদ্য পানীয় আর কিছু নিম্নমানের কাপড়ে জড়িয়ে আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করে মৃত্যুবরণ করার মতো শ্রেয় আর কি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত আটত্রিশতম কাফিয়ার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

القبر لا ريب منزول فما اربى + الى ارتقاء رفيع السمك مصعود.

قوتى غنائى، وطمرى ساترى وتعى + مولاى كنزى وورد الموت موعود.

১. কবর নিঃসন্দেহে (শেষ) অবতরণ স্থল (ঠিকানা)। কাজেই আমার উঁচু প্রাসাদে উঠার কিংবা বসবাসের কল্পনা করার কি প্রয়োজন?

২. আমার সামান্য খাদ্যপানীয়ই আমার ধনাঢ্যতা (আমার জন্য যথেষ্ট) সামান্য কাপড় আমার লজ্জানিবারণকারী, আর আমার মাওলার (আল্লাহর) ভয় আমার পুঞ্জিভুত সম্পদের মতো। আর আমার শেষ অবস্থা হলো মৃত্যু আগমন।

ঘ. যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা

(১) কবির দুনিয়া বিমুখতার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি দুনিয়ার লোভ ও মোহে কখনো নিবিষ্ঠ হয়ে যাননি। কেউ দুনিয়ায় আশা অনুযায়ী অর্জন করতে পারেন। আবার অনেকের অর্জন হলেও ভোগ করা সম্ভব হয় না। কবি তাই দুনিয়ার সবকিছু থেকে বাঁচার তাগিদে যা দরকার তা ব্যতীত বাকি সবকিছু বর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত সাতাননব্বইতম ফছলের প্রথম ও তৃতীয় লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

حورفت فى كل مطلرب هست به + حتى زهدت فما خليت والزهدا .

وما اظن جنان الخلد يدركها + الا معاشر كانوا فى التقى جهدا .

১. আমি যে কাজের ইচ্ছাই করি না কে প্রত্যয় করি না কে তা হতে কখনো পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারিনি। কাজেই আমি দুনিয়া হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।

২. চিরস্থায়ী জান্নাত লাভ করা আমার ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী সম্ভব নয়। কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে পূর্ণ শ্রম প্রদান করেছে।

(২) আল্লাহর ভয়ে কান্না করা আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র মাধ্যম আন্তরিকতা ও আল্লাহর ভয় মিশ্রিত এক ফোঁটা অশ্রুই জাহান্নামের অগ্নি নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ক্লান্তিকর শ্রম প্রদান করতে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত বায়ান্নতম ফছলের প্রথম থেকে তৃতীয় লাইনে বলেন–

كفى دموعك للتفرق، واطلبى + دمعا يبارك مثل دمع الزاهد .

بقطرة منه بتوح جهنم + فيما يقال حديث غير مشاهد .

خافى الهك واحذرى مذامة + لم يلبسوا فى الدين ثوب مجاهد .

১. (হে নাফস) তুমি বিচ্ছেদের ক্রন্দন হতে নিজকে বিরত রাখ। বরং তুমি এমন কান্না খোঁজে নাও (কান্নাকর) যে কান্না যাহিদের কান্নার মতো বরকতময় (আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের মতো ক্রন্দনকর)

২. ঐ কান্নার একবিন্দু দিয়েই জান্নাত হালাল হবে (পাওয়া যাবে) যদিও বলা হয় যে, স্বচক্ষে দেখা বস্তু কথার মতো হয় না।

৩. (হে নফস) তুমি তোমার প্রভুকে ভয়কর এবং ঐ সকল মানুষের সংস্পর্শ ত্যাগকর যারা দীনের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রম দেওয়ার জন্য অভ্যস্থ নয়।

ঙ. জীবনের প্রতিবীত শ্রদ্ধা

কবি পৃথিবীর নানারকম বিবর্তন, মানুষের আচরণের বিভিন্নমুখিতা ও যুগের চক্রায়ণে ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি অবলোকন করে জীবনের প্রতিবীত শ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং বিশেষত পৌঢ়ত্ব হতে বৃদ্ধতার জীবনকে একটি কষ্টকর সঙ্গী ও বন্ধুহীন সফর মনে করেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার তিনশত আটত্রিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

حياتى بعد الار بعين منية + ووجدان خلف الاربعين فقود

فمالى وقد ادركت خمسة اعقد + ابينى وبين الحادثات عقود .

১. মানুষের জীবন চল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা মৃত্যুর মতোই। আর সে বয়সে বন্ধু জোটা খুবই কঠিন কাজ।

২. আমি আর কি আশা করতে পারি। পঞ্চাশ বছর বয়স অতিক্রম করেছি আমার সাথে কি আর যুগের বিবর্তন ও বিপদ-আপদের কোনো চুক্তি আছে যে, সে আমাকে কোনো কষ্ট বা বিপদে জড়াবে না।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الذال

এই কাফিয়াটি কবির লুযুমিয়্যাত কাব্যের সবচেয়ে ছোট কাফিয়া এতে মাত্র তেরোটি (১৩) ফছল ও তেত্রিশ (৩৩) লাইন কবিতা রয়েছে। এতে বাসিত, ওয়াফির, কামিল, সারীয় ও মোতাকাবির ছন্দ ব্যবহার করে কবি কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতায় কবি পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মৃত্যু, বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দান ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা নিম্নে উদাহরণ হিসেবে সামান্য কয়েকটি লাইন উল্লেখ করব।

ক. পৃথিবীর সকল বস্তু ধ্বংসশীল

আল্লাহ তাআলা যাকিছু সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী তন্মধ্যে একটি বিশাল সৃষ্টি। সকল সৃষ্টি সময়ের ব্যবধানে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যাকিছু আছে, পৃথিবীর বাইরেও যেসব সৃষ্টি জগত আছে সবকিছুই একদিন ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পৃথিবীতে কত শক্তিশালী জাতি গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে, সময়ের প্রার্থক্যে ওরা সবাই বিদায় নিয়েছে কবি এই মহাসত্যটি অত্র কাফিয়ার প্রথম দুই লাইনে চারশত সাতষট্টিতম ফছলে বর্ণনা করেছেন−

ما يعرف اليوم من عاد وشيعتها + وآل جرهم، لا بطن ولا فخذ .

اطارهم شيمة العنقاء دهرهم + فليس يعلم خلق اية اخذ وا .

১. আজ (বিখ্যাত) আ'দ জাতি, জুরহুম জাতি এবং তাদের সাহায্যকারী অনুচর ও বংশীয় কাউকে আর চেনা যাচ্ছে না। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

২. কালের বিবর্তন তাদেরকে নিয়ে উড়ে চলে গিয়েছে যেমন বিশাল আনকা পাখি (হাতী, মানুষ ও অন্যান্য পশু নিয়ে) উড়ে চলে সৃষ্টির কেউ জানে না ঐসব জাতিকে কোথায় নিয়ে গেছে।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর বর্ণনাকারীর প্রতিটি কাফিয়াতেই লক্ষ করা যায়। ক্ষুদ্র তেত্রিশ লাইনের কাফিয়াতে ও কবি তার বর্ণনা দিতে ভুলে যাননি। কবির এ মৃত্যুর স্মরণই তাকে মরমি কবির মর্যাদায় সিক্ত করেছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চার শত চুয়াত্তরতম ফছলের দুই লাইনে বলেন।

تفادى نفوس العالمين من الردى + ولا بد للنفس الشحيحة من اخذ .

ترى المرء جبار الحياة وان دنت + منيته الفيته وهو مستخذى .

১. প্রত্যেকেই মৃত্যুর হাত হতে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু হায় আফসোস মৃত্যুর হাত হতে বাঁচতে চাওয়া প্রত্যেককেই একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে।

২. মানুষকে তুমি শক্তিশালী ও দাপুটে দেখতে পাবে তার দুনিয়ার জীবনে। কিন্তু যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন তাকে, দুর্বল, অনুগত দেখতে পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الراء

এই কাফিয়াটি কবির لزوميات কাব্যের অতি দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম। এতে মোট (২৪৩) দুইশত তেতাল্লিশটি ফছল ও (১,৮৯১) একহাজার আটশত একানব্বইটি লাইন রয়েছে। কবি অন্যান্য কাফিয়ার মতো এখানেও তাবীল, বাসীত, ওয়াফির, কামিল, খাফীফ, সারীর, মনুসারাহ, মুতাকারিব, রকমল ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। এসব কবিতায় তিনি ধর্মের অনুসরণের আবশ্যকতা, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, কবর ও কবরের আযাব, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, স্বল্পে তুষ্টি, দারিদ্রতা, দুনিয়ার জীবনের প্রতি আফসোস, বিনয় ও নম্রতা, কালের বিবর্তন ও তার তিক্ত অভিজ্ঞতা, আরবদের গোষ্ঠী ও গোত্রসমূহের বর্ণনা, দার্শনিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি, সমকালীন লোকদের সঠিক আকীদা হতে বিচ্যুতি, আল্লাহভীরুতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ক. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

কবি প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই এই বিষয়ে কম বেশি কবিতা রচনা করেছেন। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী সে তার রূপ ও চাকচিক্য দিয়ে মানুষকে তার ফাঁদে ফেলে আখিরাত হতে ভুলিয়ে রাখে। কবি তাই তার পুরো কাব্য জুড়ে দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন রূপে। অত্র কাফিয়াতেও কবি এ বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। আমরা উদাহরণস্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করব।

(১) কবি দুনিয়াকে অপবিত্রা নারীর সাথে তুলনা করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পরামর্শ প্রদান করেছেন। দুনিয়ায় জমিনে (কবর) হতে কাউকে ফেরত প্রদান করেনি বরং যারা জমিনের উপরে থাকে তাদেরকে উদরস্থ করে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চারশত তিরাশিতম ফছলের এক হতে তিনতম লাইনে বলেন–

تقنع من الدنيا بلم فانها + لدى كل زوححائض مالها طهر .

متى ما تطلق تعطى مهرا وان تزد + فنفسك بعد الدين والراحة الموت .

ولم نرى بطن الارض يلقى لظهرها + رجالا كما ينفى الى بطنها الظهر .

১. তুমি দুনিরা হতে বেঁচে থাক খুব দ্রুত, কেননা দুনিয়া আমার কাছে (মতে) এমন এক হায়েজা স্ত্রীর মতো অপবিত্রা যে কখনো পবিত্রা হয় না।

২. তুমি যখন তাকে তালাক দিবে (দুনিয়া ছেড়ে যাবে) তাকে তোমার মহরানা আদায় করতে হবে। আর তুমি যদি আরো বেশি প্রদানের ইচ্ছাকর তা হলে তোমার প্রাণ ও ঋণ সব মহর হিসেবে গণ্য হবে আর মৃত্যু তোমার প্রশান্তি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. আমরা কখনো পৃথিবীর পেট (কবর)-কে তার উপরিভাগে জন্য কিছু উদগীরণ করতে দেখিনি (মৃতদের ফেরত দিতে দেখিনি) বরং মৃত্যুর পর উপরিভাগের লোকদেরকে তার পেটে টেনে নিয়েছে।

(২) দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরে বোকারা। আর দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো। সে কাউকে সন্তুষ্ট করে না। কবি তাই দুনিয়াকে বর্জনের আহ্বান জানান। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চারশত আটাশিতম ফছলের তিন ও চারতম লাইনে বলেন–

تزوج دنياه الغبى بجهله + فقد نشزت من بعد ما قبض السهر .

تطهر ببعد من اذاه وكيدها + فتلك بغى لا يصح لها طهر .

১. বোকা ও মূর্খরা দুনিয়াকে ভালোবেসেছে এবং দুনিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে মনে হয় যেন সে দুনিয়াকে বিয়ে করেছে আর দুনিয়া তার অবাধ্যচারী হয়ে তাকে তার মন-প্রাণ সপে দেয়নি। অথচ লোকটি তার সকল মহরানাই বুঝিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়া মানুষের কাছ থেকে নিয়ে নেয় মানুষকে কিছু দান করে না।

২. হে মানুষ! তুমি দুনিয়া হতে দূরে থাক এবং নিজকে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, অপকর্ম, অন্যায় থেকে দূরে রাখ। কেননা দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো। যার পবিত্র হওয়া ও পরিচ্ছন্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

(৩) বোকারা পৃথিবীকে সুখের ও আনন্দের স্থান মনে করে। প্রকৃত অর্থে পৃথিবী কোনো আরাম ও আনন্দের স্থান নয়। অবশ্য যৎসামান্য যে সুখ রয়েছে তা কষ্ট ও বেদনার তুলনায় তেমন কিছু নয়। এখানে পাওয়া না পাওয়া, দুঃখ-কষ্ট আরাম-আয়েশ সবকিছুই একই রকম। অস্থায়ী ও মূল্যহীন। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার চারশত আটানব্বইতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

تسمى سرورا جاهل متخرص + بغيه البرى وهل فى الزمان سرور .

نعم ثم جزء من الوف كثيرة + من الخير والا جزاء بعد شرور .

يسار وعدم واذكار وغفلة + وعن وذل كل ذاك غرورا .

১. মূর্খ আর মিথ্যুকেরা দুনিয়াকে আনন্দের স্থান বলে। (এমন কথা যে বলে) তার মুখে মাটি ছাই। (বলো তো প্রকৃতপক্ষে) দুনিয়াতে কি কোনো আনন্দ আছে?

২. হ্যাঁ, তার এতে রয়েছে কল্যাণের হাজার ভাগের এক ভাগ কল্যাণ। কাজেই একভাগ কল্যাণ হাজার হাজারে অকল্যাণ ও অশুভ অবস্থার মোকাবিলা করে।

৩. নিশ্চয়ই ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা, সতর্কতা ও অসতর্কতা, সচেতনতা ও অসচেতনতা, সম্মান ও অপমান, সবকিছুই একদিন দূরভীত হয়ে যাবে। কাজেই মানুষ এসব যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) মানুষ দুনিয়ার জীবনে দীর্ঘ সফরের যাত্রী। রাত-দিন ক্লান্তিকর সফর করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে। সুন্দরী যুবতীর পাণি প্রার্থী যুবক যেমন কামনা করে আশাহত হয় তেমনি মানুষ দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য আশাহত হয়। মানুষ যখন কালের কর্ম অবলোকন করে তখন তার উপর কাল দারিদ্রতা ও কষ্ট চাপিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার (৫৩২) পাঁচশত বত্রিশতম ফছলের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম লাইনে বলেন–

كأن عمر المرء شقة ظاعن + تسرى بانفاس له وتسار.

وكانما الدنيا كعاب اينا + رجى لها صلة فذاك يسار.

واذا الفتى لحظ الزمان بعينه + هان الشقاء عليه والا عار.

১. মানুষের জীবন যেন দীর্ঘ একটি সফর। রাত-দিনের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন তাকে নিয়ে বয়ে চলে। এ সময় চলতে-চলতে তার জীবন বায়ু ফুরিয়ে যায়।

২. দুনিয়া সুন্দরী তন্বী নারীর মতো। যে তার ভালোবাসার আশা করে এবং তার সাথে মিলনের চেষ্টা করে। সে অতি নিকটেই মারা যাবে। যেমনিভাবে ইয়াসার মৃত্যুবরণ করেছিল। (কথিত আছে আরবে ইয়াসার নামে এক গোলাম তার মনিবের মেয়ের ভালোবাসায় পড়েছিল। মেয়েটি তাকে ভালোবাসার ওয়াদা করে তাকে হত্যা করে।

৩. মানুষ যখন লোকজনের সাথে দুনিয়ার আচরণকে প্রত্যক্ষ করে তখন তার সাথে করা দুনিয়ার আচরণ (দারিদ্রতা ও বিপদ-আপদ) অনেক সহজ বলে মনে হয়।

(৫) দুনিয়াতে যত লোক-জাতি-গোষ্ঠী আগমন করেছে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। দুনিয়া তোমার সাথে ওয়াদা রক্ষা করবে তা কিভাবে তুমি ভাবতে পার। দুনিয়ার ভালো-মন্দ সবকিছুকে মোকাবেলা করেই দুনিয়ায় টিকে থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পাঁচশত সাতত্রিশতম ফছলের আট হতে দশ লাইনে বলেন–

يا انس كم ترد الحياة معاشر + ويكون من تلف لهم اصدار.

اتروم من زمن وفاء مرضيا + ان الزمان كاهله غدار.

إن كان درؤكم يرد فدارئوا + او كان رفقكم يصدر فداروا.

১. হে মানুষ (তুমি কি লক্ষ করেছ) কত লোক দলে-দলে এ পৃথিবীতে এসেছে দুনিয়া তাদেরকে আসনেও নেতৃত্বে বসিয়েছে অতঃপর ওরা ধ্বংস হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

২. তুমি কি আশা কর যে, কাল তোমার সাথে তার ওয়াদা পূর্ণ করবে আনন্দচিত্তে (না তা আশা করা যায় না কেননা) যুগ বা কাল তার সমকালীন অধিবাসীদের মতোই ওয়াদা ভঙ্গকারী এবং ধোঁকা প্রদানকারী।

৩. যদি যুগ তার অপকর্ম ও খারাপ অবস্থাকে মোকাবেলা করে তাহলে তুমি তার মোকাবিলাকর কঠিনভাবে। আর যদি সে কোমল ও নরমভাবে তোমার মুখোমুখি হয় তবুও তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাক এবং নিজকে বাঁচিয়ে রাখ।

(৬) দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসায় আমরা দুনিয়ার কষ্টকেও কষ্ট মনে করি না দুনিয়া কঠিন দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করে দুনিয়ার প্রতি লোভীদের প্রতি। বুদ্ধিমানরা ভালো করেই জানে যে, দুনিয়ার কল্যাণ হতে অকল্যাণ, শান্তি হতে অশান্তিই বেশি। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার পাঁচশত একাত্তরতম ফছলের এক হতে চারতম লাইনে বলেন–

لقد اصبحت دنياك من فرط حبها + ترينا كثيرا من نوائبها نزرا .

ولو ظهرت احداثها لسمعتها + تغيظ او عانيت اعينها خزرا .

تواصلنا رمياوتو سعنا اذى + وتقتلنا ختلا وتلحظنا شزرا .

ولا ريب عند اللب فى ان خيرها + يكى وان امست مصائبها غزرا .

১. দুনিয়ার প্রতি আমাদের কঠিন ও অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণে দুনিয়ার হাজার হাজার বিপদ-আপদ ও সমস্যা আমাদের নিকট স্বল্প বা কম মনে হয়।

২. দুনিয়ার মুসিবতসমূহ যদি তার সামনে প্রকাশ পেত তাহলে তুমি দুনিয়াকে দেখতে পেতে গুরুগম্ভীর ও রাগান্বিত। সে তোমার দিকে হিংসা ও রাগের চোখে তাকিয়ে আছে।

৩. দুনিয়া সব সময় আমাদের দিকে তার মুসিবতসমূহ ছুড়ে মারছে এবং প্রতিনিয়ত সে আমাদেরকে কষ্ট প্রদান করা বৃদ্ধি করছে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে আমাদেরকে ধ্বংস করছে এবং সে আমাদের দিকে শত্রুর ন্যায় হিংসাত্মক বাকা চোখে তাকিয়ে আছে।

৪. এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বুদ্ধিমানেরা মনে করে দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গল যৎসামান্য এবং তার বিপদ-আপদ ও সমস্যা হলো অগণিত।

(৭) দুনিয়া একটি তিক্ত স্থান। দিন-দিন তা এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে। আমাদের নিকৃষ্ট চরিত্রই দুনিয়াকে আমাদেরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। দুনিয়াকে তুমি যতই আপ্যায়ন করো না কেন সে তোমাকে বিপদের বোঝা চাপাতে এবং তোমাকে ধ্বংস করতে সামান্য কুণ্ঠা বোধ করে না। নিরাশ আর হতাশায় ভরা কালের আবর্তন ও একদিন নিঃশ্বেস হয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পাঁচশত ছিয়ানব্বইতম ফছলের এক থেকে চার লাইনে বলেন–

امرت هذه الدنيا ومرت + وامرارا أؤنب لا مرورا .

اغرانا بها طبع لئيم + واعطت من حبائلها غرورا .

قرتك من القرى وقرت بهلكك + واقرت عباها وقرت شرورا .

أيلبث لى فاذكره زمان + فانى خلته نسى السرورا .

১. এ দুনিয়া তিক্ত হয়ে গেছে এবং আমাদের সামন দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি দুনিয়াকে তিরস্কার করি এ জন্য ইহা তিক্ততার স্থান। এ জন্য নয় যে, চলে যাচ্ছে।

২. আমাদের নিকৃষ্ট চরিত্র আমাদের নিকট দুনিয়াকে প্রিয় করে তুলেছে এবং তার ধোঁকা ও প্রবঞ্চনার ফাঁদে আমাদের জড়িয়ে দিয়েছে।

৩. পৃথিবী তোমাকে মেহমানের মতো আপ্যায়ণ করছে এবং ধ্বংস দিয়ে সে তোমাকে আপ্যায়ণ করছে। আরো আপ্যায়ণ করেছে বিপদ-আপদ ও নিকৃষ্টতা দিয়ে।

৪. দুনিয়া কি আমার জন্য স্থায়ী হবে। আমার জন্য কি এক কাল স্থায়ী হবে? কেননা যুগ ও কাল নৈরাশ্যতা আর দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন তাতে কোনো আনন্দ নেই।

(৮) মহিলারা যে বাচ্চা প্রসব করে তারা পরিণত বয়সে অনেকই ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী হয় বা হবে ভেবে জননী-আনন্দিত হয়। কিন্তু তিনি যে, আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল কবরের খোরাক তৈরি করছেন তা চিন্তা করেন না। দুনিয়ার জীবনে দীর্ঘতা কামনা করলে তার মুসিবত সময় সহ্য করার ক্ষমতা ও রাখতে হবে। দুনিয়ার কেউ হত্যাকৃত কেউ বন্দী আবার কেউ অপেক্ষমাণ। কবি উপরিউক্ত বিষয়ে অত্র কাফিয়ার ছয়শত পাঁচতম ফছলের এক থেকে চার লাইনে বলেন–

يا حصان النساء كم فارسا ولدك + مه انما وليدت قبورا .

من اراد البقاء وهو حبيب + فليعدن للحزن قلبا صبورا .

لودرى بالذى علمت بشير + لدعى من اذى الحياة ثبورا .

ما نرى فى الزمان الا قتيلا + او اسيرا لحتفه مصبورا .

১. হে সতীসাধ্বী নারীগণ তোমাদের কত সন্তানেরা ঘোড় সাওয়ার (বীর পুরুষ) হয়েছে। আফসোস তোমরা যাদেরকে জন্ম দিয়েছ তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল কবর।

Dhaka University Institutional Repository

২. যে পৃথিবীকে ভালোবেসে দীর্ঘায়ু কামনা করে সে যেন নিজের জন্য এমন অন্তরকে প্রস্তুত করে রাখে যে, মুসিবতকে বহন করতে পারে এবং এর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারে।

৩. আমি দুনিয়ার বিপদ-আপদ ও সমস্যা সম্পর্কে যা অবগত হয়েছি তা যদি (মক্কার) ছাবীর পাহাড় জানত তাহলে সে নিজের জন্য ধ্বংস কামনা করত।

৪. লোকেরা বর্তমান কালে কেউ কেউ হত্যাকৃত, কেউ বা বন্দী অবস্থায় আছে আবার কেউ হত্যার জন্য অপেক্ষমাণ।

(৯) মানুষ তার জন্ম ও সময় সম্পর্কে অবগত অথচ আখিরাত সম্পর্কে তার প্রত্যাবর্তন স্থল কবর সম্পর্কে কিছুই জানে না। দুনিয়া হতে মানুষ যে যত ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী হোক না কেন বিদায়ের সময় রিক্ত ও শুন্য হাতে তাকে বিদায় হতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শেষাংশে ছয়শত সাতাত্তরতম ফসলের চার হতে সাততম লাইনে বলেন–

ويجوز معرفتى بمسقط هامتى + فى الورد، لا بالقبر فى الاصدار.

داران اما هذه فسيئة + جدا ولا خبر لتلك الدار.

ما جاء منها وافد متسرع + فنقول للنبأ الجديد بدار.

والملك ثبت للقديم وابرزت + بلقيس عارية بغير صدار.

১. মানুষের জন্য উচিত (বৈধ) একথা জানা যে, সে দুনিয়ায় জন্মগ্রহণের সময় তার মাথা প্রথমে কোথায় ঠেকেছিল। সে কোথায় জন্মে ছিল (এবং সে তা জানে ও) কিন্তু সে তার মৃত্যুর স্থান তার কবর সম্পর্কে অজ্ঞ।

২. দুটি পৃথিবী একটি দুনিয়া অপরটি আখিরাত। এ দুনিয়া হলো নিকৃষ্ট সে তার সন্তানদের সাথে অসদাচরণ করে। আর আখিরাতের কোনো সংবাদ তো দুনিয়া হতে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

৩. আর যারা দুনিয়া হতে আখিরাতের দিকে চলে যায় (অর্থাৎ দ্রুত মৃত্যুবরণ করে) আমরা তাদেরকে বলি দ্রুত আখিরাতের দিকে চলে গেল।

৪. রাষ্ট্র ও রাজত্ব সুপ্রাচীন কাল থেকে আল্লাহ্ তাআলা ঠিক রেখেছেন। (অথচ সব রাজা রাজরাই চলে যেতে হয়েছে রিক্ত হস্তে যেমন নাকি)

রাণী বিল কিসের কবর কে উন্মোচন করার পর তার লাশকে কবরে নগ্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে। তিনি কর্পদকহীনভাবে বিদায় নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মৃত্যু

মৃত্যু মানুষের অবিশম্ভাবী বাস্তব বিষয়। কবি তার প্রতিটি কাব্য ও কাফিয়াতে এ বিষয়ে কম-বেশি আলোচনা করেছেন। যাহিদ কবি হিসেবে তিনি আখেরাতমুখী ও পরকাল নির্ভর কবিতাই বেশি রচনা করেছেন। এই কাফিয়াটি কবির দীর্ঘতম কাফিয়া হওয়ায় তাতে এসব আলোচনা আরো বেশি করে এসেছে।

(১) মৃত্যুর হাত হতে বাঁচার যখন কোনো ব্যবস্থাই নেই তখন তাকে ভয় করে কিংবা তা হতে দূরে থাকার কোনো অর্থ হয় না। কেউ কেউ দুনিয়াতে পূর্ণ ভোগ করে মৃত্যুবরণ করে কেউ হয়তো কিছু বুঝে উঠার আগেই চলে যায়। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই চারশত ছিয়াশিতম লাইনে বলেন–

اذا لم يكن بد من الموت فالقه + افض به الفودان ام فرى الخصر .

على مضى من بعد نصر وعزة + وحمزة اودى قبل ان ينزل النصر .

فانى ارى ذرية الشيخ ادم + قديما عليهم بالردى اخذ الاصر .

১. মৃত্যু হতে বাঁচার যেহেতু কোনো উপায় নেই কাজেই মৃত্যুকে ভয় করো না। চাই সে তোমার চুলকে শুভ্র করেদিক অথবা তোমার কোমরকে দৃঢ় করুক। (অর্থাৎ তুমি যুবক বা বৃদ্ধ যাই হও না কেন)
২. আলী (রা) ইসলামের বিজয় ও সাহায্য (আল্লাহর) পাওয়ার পর ইন্তেকাল করেছেন আর বীর কেশরী হামযা (রা) ইসলামের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন।
৩. মৃত্যু হলো আদম সন্তানদের কাছ থেকে নেওয়া একটি ওয়াদা পত্র মাত্র। আমরা সবাই মৃতুর দিকে ধাবমান।

(২) যুগের বিবর্তন ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মানুষেরা তাদের প্রিয়জনকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কবরে নামিয়ে দেয়। জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে যেখানেই যেই থাকুক না কেন তাকে মৃত্যু অবশ্যই আক্রান্ত করবে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পাঁচশত উনপঞ্চাশতম ফছলের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

سار الزمان بهم الى اجداثهم + وكذا الزمان باهله سيار .

كن حيث شئت بلجة او ربوة + او وهدة سينالك التيار .

১. কালের চক্র ও পরাবর্তনের কারণে কবরবাসীদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনরা কবরে রেখে এসেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইহা কলেরই আচরণ। এভাবেই সে পৃথিবীবাসীকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়।
২. তুমি যেখানে ইচ্ছা অবস্থান কর পাহাড় চূড়ায়, সমতল মাঠে, কিংবা তরঙ্গায়িত কোনো সাগরে। অবশ্যই তোমাকে মৃত্যু সাক্ষাত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বয়সের সাথে মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ অল্প বয়সে মরবে না বেশি বয়সে হলে মারা যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কত যুবতীর মৃত্যুর কারণে তার রেখে যাওয়া অলংকার বৃদ্ধারা ব্যবহার করে। মানুষের বয়স যতই বাড়ুক মৃত্যুর হাত হতে বাঁচতে পারবে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পাঁচশত ষাটতম ফসলের চার এবং পাঁচ লাইনে এবং পাঁচশত একষট্টিতম ফছলের তিন ও চারতম লাইনে বলেন–

ليس بالسن تستحق المنايا + كم نجا بازل وعوجل بكر.

وعوان حازت حلى كعاب + فاحاتها من الحوادث بكر.

والفتى والردى كراكب لج + انما نفسه من الموت فتر.

إن يطل عيشه فان المنايا + سوف يقضى لها من العيش وتر.

১. বেশি বয়সের কারণে কেউ মৃত্যুর উপযুক্ত হয় না। কত কর্মঠ দীর্ঘজীবী উট (মানুষ) মৃতুবরণ করে না। আবার কত অল্পবয়সী উট (মানুষ) মৃত্যু তাকে দ্রুত আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছে।

২. কত মধ্যবয়সী (কিংবা বৃদ্ধা) মহিলা যুবতী-তম্বী নারীর অলংকারের ওয়ারিশ হয়েছে। আকস্মিকভাবে মৃত্যুর বিপদ দ্বারা সে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে।

৩. যুবক (মানুষ) এবং মৃত্যুর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তরঙ্গায়িত সমুদ্রে (নৌকায়) আরোহণ করে। তার মাঝে এবং মৃত্যুর মাঝে সামান্য সময় ব্যতীত অন্য কোনো প্রার্থক্য থাকে না।

৪. মানুষের জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন মৃত্যু তার সে জীবন থেকে নিজের অংশপূর্ণভাবেই খুঁজে নিবে।

(৪) মৃত্যুর পর কি হবে তা আমরা কেউ জানি না। আমাদের পরিণতি অতিমন্দ হবে নাকি আনন্দদায়ক হবে। আমাদের পূর্বেও অনেকে মৃত্যুর হাকিকাত জানতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তাআলা কারো জন্যই তা জানার ব্যবস্থা করেননি। আমরা যে যত দিন বাঁচি না কেন সবাইকে একদিন মৃত্যুর পুল অতিক্রম করে আখিরাতের পথে যেতে হবে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার ছয়শত দুইতম ফছলের প্রথম, তৃতীয় ও ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

مالى بنا بعد الردى مخبره + قد أدمت الانف هذى البره.

كم رام سبر الامر من قبلنا + فنادت القدرة لن تسبره.

عشنا وجسر الموت قدا منا + فشمر الان لكى نعبره.

Dhaka University Institutional Repository

১. মৃত্যু পরবর্তী বিষয়ে আমার কাছে কোনো সংবাদ নেই। ইহা আমাকে কষ্ট দেয় যেমন উট তার নাকে বাঁকানো লোহার কারণে কষ্ট পায়।

২. আমাদের পূর্বে ও অনেক মানুষ মৃত্যুর প্রকৃত অবস্থা জানতে চেষ্টা করেছে কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরত ডেকে বলেছে কখনো ও তুমি মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না।

৩. আমরা জীবনধারণ করে চলছি এবং মৃত্যুর পুল আমাদের সামনে দণ্ডায়মান কাজেই সর্বশক্তি ও প্রস্তুতি নিয়ে তা অতিক্রমের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

(৫) মৃত্যু তার আক্রমণের সময়ে ফেরাউন আর মূসা, ভালো মানুষ বা মন্দ মানুষের মধ্যে কোনো প্রার্থক্য করে না। সকল লাকড়ির আগুনেই যেমন পোড়ানোর শক্তি একই রকম মৃত্যুর স্থান-কাল পরিবর্তন হলেও তার প্রভাব একই রকম। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ছয়শত চল্লিশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

ما بين موسى ولا فرعون تفرقة + عند المنون باكبار واصغار .

كانها ذات قر اطعمت لهبا + ما ضمه الحطب من سدر وغار .

১. মৃত্যু নিকট ছোট এবং বড়দের মাঝে, মূসা এবং ফিরাউনের মাঝে কোনো প্রার্থক্য নেই।

২. মৃত্যু যেন শীতের রাতে প্রজ্জ্বলন করা আগুনের মতো। চাই তা সুগন্ধিযুক্ত লাকড়ি কিংবা সাধারণ লাকড়িতে লাগানো হোক তাকে পুড়বেই।

(৬) জীবনটা একটা ব্রীজের মতো। যে ভালোভাবে তা অতিক্রম করতে শিখেছে সে সফলকাম হয়েছে। মৃত্যুটা মর্যাদার বিষয় কিন্তু পথটি বড়ই দুর্গম। মৃত্যু কখনো সহজ ও সুখকর নয় তবুও মানুষকে তা বরণ করে নিতে হয়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার একশত সাতাইশতম ফছলের আট হতে দশতম লাইনে বলেন–

العيش جسر نال من هوجا سر + اوكاد فيه وخاب من لم يجسر .

ويدلنى ان الممات فضيلة + كون الطريق اليه غير ميسر .

لولا نفاسته لسهل نهجه + كاذى الضعيف على لئيم الـكـسر .

১. জীবন যেন একটি পুল। তা কেবল ভোগ করতে পেরেছে (লাভ করেছে) যে পুল আরোহণে পারদর্শী। কিংবা পারদর্শীতার কাছাকাছি গিয়েছে। কিন্তু ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতা কেবল পরাজিত ও ভীতুদের জন্য।

২. মৃত্যু একটি মর্যাদার কাজ একথাতেই প্রমাণিত হয় যে, তার নিকট পৌছার রাস্তা সহজ নয়। (সহজে অতিক্রম যোগ্য নয়)

৩. যদি মৃত্যু উত্তম ও চমৎকার হতো তাহলে তার নিকট পৌছার পথটিও সহজ হতো। যেমন নাকি নিকৃষ্ট জালিমের পক্ষ হতে ফকীর-মিসকীনদেরকে কষ্ট বা আঘাত প্রদান করা সহজ।

Dhaka University Institutional Repository

(৭) মানুষ মৃত্যুর কথা অবলীলায় বলে দেয়। বয়সকালে মৃত্যুর সময় সে ওয়ারিশানদের জন্য খেজুর বাগান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ, কতকি রেখে যায়। অথচ সময়ের ব্যবধানে সবাই তাকে এমনভাবে ভুলে যায় যেন এ নামে ওরা কাউকে চিনত না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শেষাংশে সাতশত বাইশতম কছুলের সাত হতে এগারোতম লাইনে বলেন–

سألنا السعاشر عن خيرهم + فقالوا بغير اكثرات قبر .

وقلنا فكيف اتاه الحمام + اعاجله بغتة ام صبر .

فقالوا تمادى به وقته + وادركه الموت لما كبر .

وغادر فى اهله ثروة + وما لا اذيع ونخلا ابر .

فلا يسقط الدمع سقط اللوى + ولا تذكر خبرة فى حبر .

১. আমি লোকদেরকে তাদের মাঝে কে উত্তম ও ভালো সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি তারা কোনো গুরুত্ব না দিয়ে, চিন্তা না করেই বলল আমাদের ভালো লোকেরা মৃত্যুবরণ করেছে। বর্তমানে আমাদের মাঝে উত্তম কেউ বেঁচে নেই।

২. আমি তাদেরকে বললাম তাদের কিভাবে মৃত্যু হয়েছে? হঠাৎ করে শিশু অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে? নাকি সংগ্রাম ও ধৈর্যের সাথে বেড়ে উঠে দীর্ঘ হায়াতের পর পরিণত বয়সে মৃত্যু হয়েছে?

৩. ওরা আমাকে জবাবে বলল, তারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিল। বৃদ্ধ বয়সেই তাদের মৃত্যু হয়েছিল।

৪. তারা বিশাল সম্পদ রেখে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রচুর সম্পদ ও ফলদার বিশাল খেজুর বাগান বন্টন করে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

৫. বিপুল ধন-সম্পদ রেখে তিনি আখিরাতের পথে রওয়ানা করেছেন অথচ তার রেখে যাওয়া পরিবারের সদস্যরা 'সিকতিল লেওয়া' নামক স্থানে অবস্থান করে তার জন্য একটু কান্না ও করেনি এমনকি তাদের জন্য রেখে যাওয়া নিয়ামতসমূহের একটু স্মরণ ও করেনি।

গ. স্বল্পে তুষ্টি

স্বল্পে তুষ্টি মুমিনের একটি মহৎগুণ। স্বল্পে তুষ্ট ব্যক্তি কখনো উচ্চাভিলাসী হয় না। তাই অনেক গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য সহজ। কবি তার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই এ বিষয়ে স্বল্প-বিত্তর আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(১) মানুষের অনেক সম্পদ থাকার পরও এমনকি প্রচুর বিত্ত-বৈভব থাকার পরও যদি আরো সম্পদ অর্থ কামনা করতে থাকে তাহলে প্রকৃত অর্থে তার দারিদ্র্যতা ও দৈন্যতারই বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চার শত সাতাশিতম ফছলের প্রথম লাইনে এবং ছয় শত পনোরোতম ফছলের পঞ্চাশতম লাইনে বলেন–

اذا زادك المال افتقارا وحاجة + الى جامعيه فالثراء هو الفقر .

ان اقتناع النفس من احسن الغنى + كما ان سؤ الحرص من اقبح الفقر .

১. সম্পদ যদি তোমার দারিদ্র্যতা ও সম্পদ জমাকারীর নিকট তোমার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে তাহলে এই সম্পদ দারিদ্র্যতারই নামান্তর। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্পদে সন্তুষ্ট হয় না প্রকৃতপক্ষেই সে দরিদ্র)

২. স্বল্পে তুষ্ট থাকা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর ধনাঢ্যতা। যেমন নাকি মন্দ লোভ-লালসা নিকৃষ্ট দারিদ্র্যতা। (অর্থাৎ স্বল্পে তুষ্টিই ধনাঢ্যতা আর লোভই দারিদ্র্যতা)

(২) মানুষ নিঃস্ব অবস্থায় জন্ম নেয় অথচ সম্পদ জমানোর জন্য কি ব্যস্ততা তার। যে যেখানেই অবস্থান করি একদিন আমাকে আবার কর্পদকহীনভাবে চলে যেতে হবে। এ জন্য কবি নিজে দারিদ্র্যতা ও ও নিঃস্বতার মাঝে জীবন-যাপনকে বেছে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার ছয়শত পঞ্চাশতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে এবং ছয়শত বারান্নতম ফছলের প্রথম লাইনে বলেন–

رأيت الحتف طوف كل افق + وجاب الارض من مصر وكفر .

وكيف يثمر الانسان وفرا + ولم يخرج الى الدنيا بوفر .

الم ترنى مع الايام امسى + واضحى بين تفليس وحجر .

১. মৃত্যুকে আমি দিক-দিগন্তে ঘুরিয়ে বেড়াতে দেখেছি। এমন কোনো শহর ও গ্রাম নেই যেখানে মৃত্যু অবতরণ করে না।

২. মানুষ কিভাবে বিপুল বিত্ত-বৈভব জমা করে? অথচ সে পৃথিবীতে এসেছে এ অবস্থায় যে, সে যা জমায়েত করেছে তার কোনো কিছুর মালিকই সে ছিল না।

৩. হে পাঠক! তুমি কি আমাকে দেখ না? আমি আমার জীবনকে দারিদ্র্যের মাঝে পরিচালনা করি কিংবা সম্পদ হতে নিজকে বাঁচিয়ে রাখি।

ঘ. আল্লাহভীরুতা

(১) আল্লাহভীরুতা অপকর্ম ও গোনাহ হতে বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলার নিকট তারা বেশি সম্মানিত ও প্রিয় হন। আল্লাহ তাই কোনো মুত্তাকীর নেক কাজকে ধ্বংস হতে দেন না।

Dhaka University Institutional Repository

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার ছয়শতবারতম ফছলের পাঁচ ও ছয়তম লাইনে বলেন–

ولا يضيع الله الساعى فى التقى + فمن يسع فيها لا يخف غبن القسر .

اما قاله الكوفى فى الزهد مثلما + تغنى به البصرى فى صفة الخمر .

১. আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যারা আল্লাহর রাস্তায় কাজ করে আল্লাহ তাদের কষ্টকে বিনষ্ট হতে দেন না। আর যে আল্লাহর পথে কাজ করে শ্রম দেয় সে কোনো প্রকার লাঞ্ছনা ও ক্ষতির ভয় করে না।

২. কুফাবাসী (কবি আবুল আতাহিয়্যা) যুহুদ সম্পর্কে যা বলেছেন তা কি বসরায় বসবাসকারী (কবি যুনাওয়াসের) মতো যা সে মদের প্রশংসায় বর্ণনায় করেছে। (নিশ্চয়ই উভয়ের বর্ণনার মর্যাদা এক নয়)

(২) একদিন প্রাণবায়ু শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সকল মানুষের আত্মাই তার শরীর ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই আল্লাহভীরুতার কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য ইহাই একমাত্র মাধ্যম। কবি এ বিষয়ে এই কাফিয়ার ছয়শত চব্বিশতম ফছলের প্রথম ও তৃতীয় লাইনে বলেন–

لنفسى إن تناى عن الجسم روعة + كروعة انى اجليت عن ديارها .

فغوزوا نفسك فى الحياة وثبتوا + لاقد امكم فى الارض قبل انهيارها .

১. আমার অন্তর তার শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হতে ভয় পায়। যেমনিভাবে নববধু তার পিতৃগৃহ ছেড়ে দূরে স্বামীর বাড়িতে যেতে ভয় পায়।

২. কাজেই তোমাদের উচিত যুহুদ অবলম্বন করা এবং দুনিয়া হতে আল্লাহর ভয় দ্বারা পাথেয় গ্রহণ কর। এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে।

(৩) আল্লাহভীরুতাই প্রধান সম্পদ তাই কবি সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করেছেন। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার ছয়শত একান্নতম ফছলের শেষ লাইনে বলেন–

ومن يذخر لطول العيش مالا + فان تقاى عند الله ذخرى .

অনেকেই দুনিয়ার জন্য মাল-সম্পদ জমায়েত করে আর আমি আল্লাহ তাআলার ভয়কে আখিরাতের পুঁজি হিসেবে জমা করেছি। কবি ছয়শত উনাশিতম ফছলের তৃতীয় লাইনে বলেন–

فعليك بالتقرى ذخيرة ظاعن + ان التقية افضل الاذخار .

তোমার জন্য আখিরাতের মুসাফির হিসেবে পাথেয় ও পুঞ্জীভূত সম্পদ স্বরূপ আল্লাহভীরুতাকে গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা আল্লাহভীরুতাই হলো সর্বোত্তম পুঞ্জীভূত সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

৬. দুনিয়ার জীবনের অসারতা

(১) মানুষ দুনিয়ার জীবনে বাসস্থান তৈরি করে কত মনোরম ও সুন্দর করে অথচ একবারও তারা ভেবে দেখে যে, তাদেরকে এই স্থান হতে খুব কম সময়ের মধ্যেই মুসাফিরের মতো প্রস্থান করতে হবে। মানুষ অন্ধের মতো গোনাহ ও অন্যায়কে দু হাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। কবি এসব বিষয়ে অত্র কাফিয়ার ছয়শত তেষট্টিতম ফছলের এক থেকে তিন লাইনে বলেন–

تخيم يا ابن فى ارتحال + وترقد فى ذراك وانت سارى .

ويامل ساكن الدنيا رباحا + وليس الحى الا فى خسار .

غدا العميان فى شرق وغرب + يعدون العصى من اليسار .

১. হে আদম সন্তান তুমি নিজের জন্য তাবু (ঘর) তৈরি কর অথচ তুমি দুনিয়া হতে চলে যাবে। তুমি তোমার ঘরে নিদ্রা যাও অথচ তোমাকে অবশ্যই অন্ধকার রাতে একদিন প্রস্থান করে যেতে হবে।

২. মানুষেরা এ দুনিয়া হতে লাভবান হওয়া কামনা করে। কিন্তু দুনিয়াতে মানুষ সর্বদাই লোকসানে নিমজ্জিত হয়েছে।

৩. দুনিয়া জুড়ে সকল মানুষ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। কি পূর্বে কি পশ্চিমে। ওরা পাপকর্মকে, খারাপ কাজকে সাধারণ ও সহজ কিছু মনে করে।

(২) মানুষ যৌবন কে ধরে রাখতে চায়। বৃদ্ধতার ছাপকে গোপন রাখতে চায় অথচ বৃদ্ধতা যৌবনেরই ফসল। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার ছয়শত তিয়াত্তরতম ফছলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

الشيب ازهار الشباب فماله + يخفى وحسن الروض بالازهار .

ود الذى هوى الحسان لو اشترى + ظلماء لمته بالف نهار .

১. বৃদ্ধের মাথার শুভ্রতা যৌবনের ফুলস্বরূপ। মানুষের কি হলো যে তারা তা মেহদী রং দিয়ে গোপন করতে চায়। অথচ বাগানের সৌন্দর্য ফুল দিয়ে।

২. নারীর প্রতি ভালোবাসায় মগ্নব্যক্তি কামনা করে তার জীবনের এক হাজার দিনের বিনিময়ে হলেও সে তার কালোচুল কিনে নিবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الزاء

উক্ত কাফিয়াটি কবি রচিত لزوميات কাব্যের মধ্যে একটি ছোট কাফিয়া। এতে মাত্র (২৩) তেইশটি ফছল ও একশত এগারো (১১১) লাইন কবিতা রয়েছে। এই কাফিয়ায় যহুদ সংক্রান্ত কবিতা একেবারেই কম উল্লেখিত হয়েছে। দুনিয়া ও যুগের কুৎসা বর্ণনা করে সামান্য কয়েক লাইন এবং মৃত্যুর উপর কয়েক লাইন কবিতা উদৃত হয়েছে। আমরা নিম্নে এসব কবিতা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করলাম।

ক. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

দুনিয়া কোনো দিন কাউকে তৃপ্ত করতে পারেনি। দুনিয়াতে কেউ সুখ-শান্তি ধারাবাহিকভাবে, নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিতে পারেনি। সে সবাইকে আশার কুহকে রেখেই মৃত্যুর হাত ধরিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় দেয়। এ বিষয়ে কবি তার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই কবিতা রচনা করেছেন।

(১) দুনিয়া কখনো সুন্দরী যুবতী নারীর মতো মানুষকে আকর্ষিত করে। তার রূপ সৌন্দর্যের ধোঁকায় মানুষ নিজের অজান্তেই তার পিছু ছুটতে থাকে। মানুষের জীবন সায়াহ্নে দুনিয়া বৃদ্ধ মহিলার মতো মানুষের নিকট অসুন্দর ও তিক্ত হয়ে উঠে। দুনিয়া যেন মৃত্যুর পথে চলার জন্য সেতু বন্ধন মাত্র। দুনিয়াকে কবি ওয়াদাপূর্ণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাতশত সাতাশতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

لحاك الله يا دنيا خلوبا + فانت الغادة البكر العجوز .

وجدناك الطريق الى المنايا + وقد طال المدى فمتى نجوز .

سئمنا من اذاك فنجزينا + فأن مروة الوعد النجوز .

১. হে দুনিয়া আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক, তোমার চেহারাকে বিকৃত করুক তোমার কুটচক্র ও ধোঁকাবাজির কারণে। তুমি কখনো যুবতী নারী কখনো বৃদ্ধানারীর রূপে আত্মপ্রকাশ কর।

২. তোমাকে (হে দুনিয়া) পেয়েছি মৃত্যুর নিকট পৌঁছার রাস্তা হিসেবে। বর্তমানে আমাদের জীবন দীর্ঘ হয়েছে। কখন আমরা মৃত্যুর নিকট পৌঁছার জন্য এ পথ পাড়ি দিব।

৩. আমরা তোমার কষ্ট ও দুঃখ দানে নিরাশ ও তিক্ত হয়ে গিয়েছি। কাজেই তুমি আমাদের সাথে কৃত ওয়াদাকে পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা পূর্ণ করা ব্যক্তিত্ব ও মানবতার পরিচায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়া যখন কারো কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চায় তখন তার অমঙ্গল আর অশুভ ছাড়া কিছুই হয় না। তাই কবি দুনিয়াকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার আগে বর্শা বা অস্ত্রের আঘাতে তাকে হত্যা করাকেও কোনো ভয় পান না বলে ব্যক্ত করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার সাতশত বত্রিশতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

يا ام دفر لو رحلت عن الورى + كسروا، ولو من آل ضبة كوزا .

انى ذممتك فاشهرى او اشرعى + لا ارهب المفرد والمركوزا .

عشت السليم وما عنيت سلامة + لكن من سمك مرهقا منكوزا .

১. হে দুনিয়া হে বিপর্যয়ের প্রসূতি যদি তুমি কোনো মানুষের কাছ থেকে চলে যাও তখন আরবের রীতি অনুযায়ী তারা তাদের কলসীকে ভেঙে তুমি যেন আর ফিরে না আস তা কামনা করে। যদিও সে লোকটি দাব্বা গোত্রের মতো সম্মানিত কোনো গোত্রের লোক হোক না কেন।

২. হে দুনিয়া আমি তোমার কুৎসা বর্ণনা করেছি। কাজেই তুমি আমার মুখের সামনে খোলা তরবারি স্থাপন কর কিংবা আমার দিকে তোমার বর্শা নিক্ষেপ কর তাতে আমি কোনো ভয় পাই না।

৩. আমি দীর্ঘ জীবন যাপন করেছি হে পৃথিবী তোমার ছোবলের আঘাতে আঘাতে নিরাপদে (তোমার বিষাক্ত ছোবল হতে)।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

কবি তার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই মৃত্যুর কম-বেশি বর্ণনা প্রদান করেছেন। মৃত্যু মানুষের জন্য অবিশ্যম্ভাবী। তার হাত হতে মুক্তির কোনো পথ নেই। কবি এ বিষয়ে তার অত্র কাফিয়ার সাতশত পয়তাল্লিশতম ফছলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে বলেন–

وما انفك يسعى الفتى للضلال + الى ان ثوى او الى أن عجز .

فهل انت محتجز انه + ليوم الحمام تفك الحجز .

১. মানুষ তার দীর্ঘ জীবনে সব সময়ই গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকে। আর যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে কিংবা অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে যায় তখন তুমি তাকে দুনিয়া বিমুখ দেখতে পাবে।

২. তুমি কি মনে কর মৃত্যুর দিনও হাত হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে এবং সে সময়ে তোমার তাওবা কবুল হবে। তুমি কি এ জন্য প্রস্তুত রয়েছে?

Dhaka University Institutional Repository

قافية السين

উক্ত কাফিয়াটি লুযুমিয়্যাত কাব্যের মাঝারী মানের দীর্ঘ একটি কাফিয়া। এতে মোট ঊনাশিটি ফছলে (৫৬৩) পাঁচশত তেষট্টি লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি অত্র কাফিয়ায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসা দার্শনিক তত্ত্ব, প্রকৃতি ও সৌর বিজ্ঞান, ধর্মীয় দর্শন, উপদেশমূলক বাণী, ভিন্ন মতাবলম্বীদের সমালোচনা, নারী জাতির কুৎসা বিষয়ে অধিক কবিতা রচনা করেছেন। যুহ্‌দিয়্যাত বা আখেরাতমুখী কবিতা তার এই কাফিয়াতে খুব সামান্য সংকলিত হয়েছে। তবে কবর, মৃত্যুর বর্ণনা, দুনিয়ার কুৎসার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ তার কয়েকটি উদৃতি উল্লেখ করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

কবি মৃত্যুকে সব সময় তার দু'চোখের সামনে রাখতেন। মৃত্যুর স্মরণই তাকে যাহিদ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই কম-বেশি মৃত্যুর বিবরণ লক্ষ করা যায়।

(১) মানুষের মৃত্যুর কারণে আফসোস করার কিছুই নেই। মৃত্যুর কারণেই মানুষ দুনিয়ায় জঞ্জাল মুক্ত হয়ে শান্ত-সুন্দর আখেরাতি জীবন কামনা করতে পারে। মানুষ দুনিয়ায় ধোঁকায় পরে সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথচ কবরের মাটির ছাদই তার ঘরের প্রকৃত ছাদ হবে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার সাতশত পঞ্চান্নতম ফছলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

نفوس اصابتها المنايا فلا تكن + يؤوسا لعلى الله يوما يؤوسا .

وما برحت اجسادها تطلب العلى + من الدهر حتى زايلتها رؤوسها .

بنت بالظبى ابيات غز فاودعت + بيرت حفيرا عكستها رؤوسها .

১. অন্তরসমূহ (মানুষ)-কে যদি মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তুমি আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবে না। বরং বল যে, এর বিনিময়ে হয়ত আল্লাহ তাকে আখেরাতে কল্যাণ দান করবেন।

২. মানুষের শরীরসমূহ (মানুষ) উচ্চমর্যাদা লাভের বিষয়ে কখনো হতাশ হয়ে পড়ে না, বিরত হয় না। বরং সে যুগের নিকট মর্যাদা লাভের আশায় থাকতে থাকতেই মৃত্যুবরণ করে।

৩. এসব শরীর (মানুষ) তরবারির মতো উজ্জ্বল ও চকচকে করে বিশাল প্রাসাদ তৈরি করে অতঃপর এক সময় সুসজ্জিত কবর ও তার ছাদই এর জন্য বাসস্থান হিসেবে তাকে রেখে আসা হয়।

(২) মানুষ যখন মারা যায় তখন কাফন পড়িয়ে তাকে কবরে নামানো হয়, লাশ আর কাফন দুটিই ধ্বংস হয়ে যায়। কবরের সেই ঘর হতে কেউ মুক্তি পায় না। যুগ যেমন আচরণই করুক না কেন মৃত ব্যক্তির তা থেকে মুক্তির কোনো পথই খোলা থাকে না। মৃত্যু সকল কর্মক্ষমতা দমিয়ে দেয়। কোনো কিছু করারই তার ক্ষমতা থাকে না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাতশত ছিয়াত্তরতম ফছলের প্রথম হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

اذا الحى البس اكفانه + فقد فنى اللبس واللابس .

ويبلى السحيا فلا ضاحك + اذا شردهر ولا عابس .

ويحبس فى جدث ضيق + وليس بمطلقه الحابس .

فما هو فى سلف سائر + ولا هو فى حندس قابس .

১. মানুষ মারা গেলে তাকে কাফন পড়ানো হয় কাফন পরিধানকারী ও কাফন উভয়ই ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে।

২. মৃতের মুখ ধ্বংস হয়ে যাবে যদি যুগ তাকে সৌভাগ্যবান করে তাহলে তুমি তাকে হাসি-খুশি পাবে না। আর যুগ যদি তার উপর যুলুম করে তাহলে তুমি তাকে গোমরা মুখ পাবে না।

৩. মৃত ব্যক্তিকে ছোট ও সংকীর্ণ কবরে রাখা হবে। যারা তাকে কবরে রাখবে দাফনের পর ওরা তাকে মুক্ত করতে পারবে না।

৪. সে যখন মারা যায় তখন পূর্বসূরির পথ ধরে চলতে পারে না এবং সে তার অন্ধকার কবরকে আলোকিত করতে পারে না।

(৩) আমরা আমাদের মৃত পূর্বসূরিদের লাশ মারিয়ে, পায়ে পিষে হেটে যাই। আমাদের উত্তরসূরিরাও আমাদের সাথে এমন আচরণ করা স্বাভাবিক। কত নেতৃস্থানীয় লোক মৃত্যুবরণ করে মাটির সাথে মিশে যায়। কিছু দিন পর তার পরিচয়টুকুও মুছে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত নয়তম কছলের তৃতীয় হতে পঞ্চম লাইনে বলেন–

عجبا لنا ولمن مضى اقدامنا + يمشين فوق جسومهم والأرؤس .

ولسوف يفعله بنا من بعدنا + إن المنون سهامه فى الاقوس .

رأس الفتى زمنا وراس حسامه + فقد الرئيس كانه لم يرؤس .

১. আমাদের এবং চলে যাওয়া পূর্বপুরুষদের আশ্চর্যজনক বিষয় হলো কিভাবে আমরা তাদের শরীর ও মাথাসমূহ পদদলিত করছি।

২. আমাদের মৃত্যুর পর যারা উত্তরসূরি হবে তারাও আমাদের সাথে তেমন আচরণ করবে আমরা পূর্বসূরিদের সাথে যেমন আচরণ করেছি। কেননা মৃত্যু সব সময় তীর নিক্ষেপ ও হত্যার জন্য তার ধনুককে প্রস্তুত রাখে।

৩. মানুষ (যুবক) মৃত্যুর পূর্বে নেতা ছিল অতঃপর তার মৃত্যু আসলে মনে হয় যেন সে একদিনও নেতা ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

কবি তার প্রতিটি কাফিয়াতেই দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা করেছেন। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, দুনিয়া মানুষকে ধোঁকা দেয় এসবকিছুরই বর্ণনা কবি তার কাব্যে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

(১) দুনিয়া নিকৃষ্ট স্থান এখানে আনন্দ খুশি করার মতো কিছু নেই। মানুষ দুনিয়ার বিলাস-ব্যাসনে এতই মত্ত যে, দুনিয়ার ক্ষতি হতে বাঁচার কোনো চেষ্টাই সে করে না। মানুষ পৃথিবীতে স্থায়ী নয় জানার পরও দুনিয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাতশত বাষট্টিতম ফছলের প্রথম ও পঞ্চম লাইনে বলেন–

دينـاك دارشرور لا سرور بـهـا + ولـيـس يـدرى اخـوهـا كـيـف يـحـرس .

صنـع الانـام اعـاجـيـب مـولـدة + لـلأنـس تـزرع كـى يـتـقـى وتـغـتـرس .

১. (হে শ্রোতা!) তুমি জেনে রাখ, দুনিয়া নিকৃষ্ট স্থান এখানে আনন্দ বলতে কিছু নেই। মানুষ তার নিকৃষ্টতা ও ক্ষতি হতে বাঁচার উপায় জানে না।

২. মানুষ আশ্চার্যজনক অসম্ভব কাজ করে। মনে হয় যেন মানুষ দুনিয়ায় চিরস্থায়ী হবে। (মূলত মানুষের চিরস্থায়ী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না) কেননা মানুষদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

(২) দুনিয়া একটি অপছন্দনীয় স্থান। মৃত্যু এখানে মানুষকে আক্রমণ করে বসে কঠিনভাবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার সাতশত একানব্বইতম ফছলের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

غـدت ام دفـر وهـى غـيـر حـمـيـدة + مـغـنـيـة عـوادة فـى الـمـجـالـس .

تـعـود عـلـى مـن لـم يـمـت بـحـمـامـه + وتـغـنـى فـقـيـرا عـد بـعـض الـمـفـالـس .

فـيـالـيـت انـى لـم اكـن فـى بـريـة + والا فـوحـشـيـا بـاحـدى الأمـالـس .

১. দুনিয়া সর্বাবস্থাই প্রশংসা পাওয়ার অযোগ্য। যেমন কোনো গায়িকা গানের মজলিশে কাঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করাকে অপছন্দ মনে করা হয়।

২. মৃত্যু যার সাথে সাক্ষাত করেনি তার সাথে সাক্ষাতের সাথে সাথেই সে মারা যায়। হতদরিদ্র, গরিব ও ধনী সবাইকে গুনে গুনে সে হত্যা কর।

৩. হায় আফসোস আমি যদি মানুষের মাঝে জন্মগ্রহণ না করতাম। হায় আফসোস আমি যদি বন্য জানোয়ার হয়ে কোনো বনে বা দুর্গম স্থানে জন্মগ্রহণ করতাম।

(৩) দুনিয়া তার নিকৃষ্টতাকে সবার মাঝে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে। যে যেই পেশায় থাকুক না কেন অপকর্ম ও অসাধুতা তাদের চেপে ধরেছে। অন্যায় ও পাপাচারে দুনিয়া নিমগ্ন হয়ে আছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র

Dhaka University Institutional Repository

কাফিয়ার আটশত পনেরোতম কছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

قد فاضت الدنيا بادناسها + على براياها واجناسها .

والشر فى العالم حتى التى + مكسبها من فضل عرناسها .

وكل حى فوقها ظالم + وما بها اظلم من ناسها .

১. প্রত্যেক মানুষের উপর দুনিয়া তার বিপর্যয় ও নিকৃষ্টতাকে বিপুল পরিমাণে চাপিয়ে দিয়েছে।

২. যে যেই পেশাতেই থাকুক না কেন প্রত্যেকের মধ্যেই মন্দ বা খারাপ রয়েছে। এমন ঐসব মহিলাদের মধ্যেও যারা চড়কায় সুতা কাটে।

৩. যারা জমির উপর বসবাস করে তারা কোনো না কোনোভাবে মাজলুম। তবে দুনিয়া যে যুলুম বহন করে, চাপিয়ে দেয় তা মানুষের যুলুম থেকে অনেক বেশি কষ্টকর।

গ. কবরের বর্ণনা

কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। এই মঞ্জিলের বাসিন্দা একদিন সবাইকে হতে হবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমরা সবাই সেখানে অতিথি হবো। কবর এক আশ্চার্য স্থান যেখানে নানা রঙের নানা ভাষার নানা বিশ্বাসের লোক একত্রিত হয়েছে। একের পর এক লোক তাতে জমায়েত হচ্ছে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার সপ্তম হতে নবম লাইনে বলেন–

عجبت لقبر فيه ضيف تزاحمت + على الكون فيه العرب والروم والفرس .

متى ياكل الجثمان يسكنه غيره + يد الدهر حرسا جاء من بعده حرس .

وكم درست هذى البسيطة عالما + وعالم جيل من عوانده الدرس .

১. কবরের বিষয়ে আমি আশ্চার্যন্বিত হই। ইহা সংকীর্ণ হওয়ার পর এতে রং ও জাতের প্রার্থক্য সত্ত্বেও রোম, পারস্য ও আরবের লোকেরা একত্রিত হয়ে ভীড় জমায়।

২. কবর তার ভিতরে দেওয়া মৃত দেহকে ধ্বংস করে দেয় তারপর আবার নতুন আরেকজন গ্রহণ করে। এভাবে কালের পরকাল চিরদিন সে তা গ্রহণ করে যাচ্ছে।

৩. অনেক লোক রয়েছে জমিন যাদের স্মৃতি চিহ্নকে মুছে দিয়েছে তাদের তার অভ্যন্তর ভাগে মিলিয়ে নিয়ে এবং কত জ্ঞানী ব্যক্তি যে তার জ্ঞান মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে তাকেও ধ্বংস করে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الشين

এই কাফিয়াতে মোট সতেরোটি ফছল ও চৌষট্টি (৬৪) লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। লুযুমিয়্যাত কাব্যের এটি ক্ষুদ্রতম একটি কাফিয়া। কবি এতে দীর্ঘ জীবনের তিক্ততা, নানা রকমের উপদেশ প্রদান, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করা, পরকাল, দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যু এবং অন্যান্য কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ যুহ্দ সম্পর্কিত কিছু কবিতার লাইন উল্লেখ করব।

ক. আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল

মানুষ তার রিযিকের জন্য, ধন-সম্পদের জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে যায়, মনে হয় যেন আল্লাহ তাআলার উপর তার কোনো ভরসাই নাই। অনেকে আবার হারাম-হালালের কোনো তোয়াক্কা করে না। কবি তাদেরকে উপদেশের ছলে অত্র কাফিয়ার আটশত ছাব্বিশতম ফছলের দুই লাইনে বলেন–

خذى من رزق ربك غير بسل + كما اخذت من المرعى الوحوش

وخلى مثلهن البر حتى + يلاقين المنون وهن حوش .

১. তুমি তোমার রিযিক কামাই কর, খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা কর হালাল পথে। যেমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তুগুলো তাদের চারণ ভূমিতে চড়ে বেড়ায় হালাল রিযিকের সন্ধানে।

২. তুমি একাকী নির্জনে বসবাসকর যেমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তুরা বসবাস করে। হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে একাকী থাকা জন্তুকে মৃত্যু দিয়ে নিয়ে যায়।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যু অবধারিত ও নিশ্চিত। ইহা প্রকৃত মহাসত্য কথা। কবি তাই তার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতে মৃত্যুর বর্ণনা নানাভাবে চিত্রায়িত করেছেন। দীর্ঘ সময় রোগে ভুগে মৃত্যুবরণ করা, কিংবা শোকে আক্রান্ত ও আঘাতে স্থিরমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে কোনো বীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করাকে নিজের জন্য শ্রেয় মনে করেন। কবি বলেন মৃত্যু কোনো ঘুষ নেয় না যে, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। অথচ আমরা ধোঁকাবাজ দুনিয়ার পিছনে ঘুরে আমাদের সবকিছুই বিনষ্ট করি। অত্র কাফিয়ার আটশত চৌত্রিশতম ফছলের তিন থেকে ছয় লাইনে কবি তার এই অভিব্যক্তি তুলে ধরেছেন–

لضربة فارس فى يوم حرب + تطير الروح منك مع الفراش .

اخف عليك من سقم طويل + وموت بعد ذاك على الفراش .

وحتف مثل حتف ابى ذؤيب + ونكز مثل نكز ابى خراش .

ارانا فى مضللة ويابى + ردى الانسان رشوة كل راشى .

Dhaka University Institutional Repository

১. যুদ্ধের দিনে কোনো বীরের আঘাতে যদি তোমার মাথার খুলি ও প্রান বায়ু উড়ে যায় (তাও তোমার জন্য উত্তম ও সহজ)।

২. তোমার জন্য উত্তম দীর্ঘ সময় বিছানায় রুগ্ন হয়ে থেকে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে।

৩. আবু যুয়াইব হুজালির শোক ও আফসোস করে মৃত্যু কিংবা বিষাক্ত সাপের দংশনে মৃত্যুবরণকারী আবু খেরাশের মৃত্যুর চেয়ে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।

৪. আমি দেখছি যে, আমরা দুনিয়াতে ধোঁকাবাজী ও গোমরাহীর মধ্যে জীবন যাপন করছি। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত সে কারো কাছ থেকে কোনো ঘুষগ্রহণ করে না। কাজে সে কাউকে ছাড় দেয় না।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

দুনিয়াকে যে যত ভালোবাসুক, মুহাব্বত করুক দুনিয়া তাকে পরীক্ষিত করতে কিংবা কষ্ট দিতে সামান্যতম ভুল করে না। যে যত ভালো শিকারী হোক দুনিয়ার হাতে তাকে পরাভুত হতে হয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আটশত আটত্রিশতম ফছলের পাঁচ ও ছয় লাইনে বলেন–

ام دفر لقد هو يتك جدا + اى ضب تركت من غير حرش .

خففى الهمز بالنوائب عنى + واحمليني على قراءة ورش .

১. হে দুনিয়া আমি তোমাকে কতই না ভালোবাসি (কিন্তু এ ভালোবাসার কি ফল হলো) তুমি আমাকে একটু ছাড় দেওনি। তুমি এমন কোনো দাব্ব (মুরুভূমির একটি প্রাণী) আছে নাকি যাকে শিকারীর কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে বাঁচতে দিয়েছ। (অর্থাৎ দুনিয়া প্রতিটি প্রাণীই দুঃখ ও কষ্টের মুখোমুখি হয়। চাই সে দুনিয়াকে ভালোবাসুক কিংবা খারাপ জানুক।

২. তুমি আমার উপর বিপদের চাপ কঠিনভাবে দিও না। বরং তা আমার জন্য হালকা কর। যেমনিভাবে (বিখ্যাত ক্বারী) ওরাশ কুরআন তিলাওয়াতের সময় হামযাকে হালকা করে পড়েন।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الصاد

এই কাফিয়াতে ১২টি (বারো) কছল ও আটত্রিশটি কবিতার লাইন রয়েছে। এটি ক্ষুদ্রতম একটি কাফিয়া। কবি এই কাফিয়াতে সূফিদের ধ্যান-ধারণা ও নারীদের ছলা-কলার বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করেছেন। দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, মৃত্যু ও পরকালের বর্ণনা তাতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ক. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

দুনিয়ার জীবন একটি বন্দীশালার মতো। খাঁচার পাখি যেমন মুক্ত হতে চায় তেমনি দুনিয়ার বন্দীদশা হতে মানুষ মুক্তি পেতে চায়। দুনিয়ার জীবন একের পর এক কষ্ট আর দুঃখ দৈন্যে ভরা। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত তেতাল্লিশতম কছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন−

غنينا فى الحياة ذوى اضطرار + كطير السجن أعوزها الخلاص .

تصيب القوم من نوب الليالى + سهام لا تنهنهها الدلاص .

فهل فى الارض من فرج لحر + تزجى فى مطالبه القلاص .

১. তাকদীরের হুকুমে আমরা দুনিয়ার জীবনে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবস্থান করছি। যেমনিভাবে পাখিকে খাঁচায় বসবাসে বাধ্য করা হয়। পাখিটি তার খাঁচা হতে মুক্ত হতে চায়। আমরাও তেমনি দুনিয়া হতে মুক্ত হতে চাই।

২. কালের রাত্রিসমূহের বিপদ-আপদসমূহ মানুষদেরকে এমন তীরসমূহ নিক্ষেপ করে যা সুদৃঢ় বর্ম ও ফেরাতে রক্ষা করতে পারবে না।

৩. আজাদ (সম্মানিত) ব্যক্তির জন্য পৃথিবীতে কি এমন স্থান আছে যেখানে শান্তি-সুখ রয়েছে। তাহলে আমরা সেখানে আমাদের যয়তী উটকে সেখানে পৌছার জন্য ছুটিয়ে দিতাম।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যু সবাইকে আক্রান্ত করবেই। সিংহ আর ইঁদুর, সবল আর দুর্বল সবাই তার নিকট সমান। মানুষ কেউ মৃত্যুবরণ করতে চায় না। প্রয়োজনে অস্ত্রের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ও বাঁচতে চায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত পয়তাল্লিশতম কছলে বর্ণনা করেন−

سواء على هذا الحمام أضيغما + ازار المنايا ام توفى بها درصا .

فان تتركوا الموت الطبيعى ياتكم + ولم تستعينوا لا حساما ولا خرصا .

وكان لكم حرص على العيش بين + فما لكم حستم على ضده حرصا .

Dhaka University Institutional Repository

১. সিংহ কিংবা ইঁদুরের প্রাণ যাই সংহার করতে চায় মৃত্যুর কাছে তার উভয়ই সমান।

২. তোমার যদি মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে তাহলে মৃত্যু তোমাদের নিকট প্রাকৃতিকভাবে আসত। আর তা তোমাদের জন্য উত্তম হতো। তোমাদের তরবারি এবং তীর-ধনুক নিয়ে (মৃত্যুর দিকে) এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে।

৩. (তোমাদের যুদ্ধ প্রীতি দ্বারা বুঝা যায় যে,) তোমরা মৃত্যুকে দ্রুত কামনা করছ অথচ জীবনের স্থায়ীত্ব ও দীর্ঘতার প্রতি তোমাদের লোভ রয়েছে। আর এজন্যই অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা মৃত্যুর হাত হতে বাঁচার চেষ্টা করছ।

(২) মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা করতেই মৃত্যুর ভয়ের দুশ্চিন্তা আমার বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অথচ আমি যত দীর্ঘ হায়াত পাই না কেন আমাকে কিন্তু একদিন মৃত্যুবরণ করে চলে যেতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবি এই বাস্তব সত্যকথাগুলো অত্র কাফিয়ার আটশত আটচল্লিশতম কাফিয়ার দুই লাইনে তুলে ধরেছেন–

تضاعف همى أن انتنى منيتى + ولم اقض حاجى بالمطايا الرواقص .

وما عالمى إن عشت فيه بزائد + ولا هو إن القيت منه بناقص .

১. আমার দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছে কেননা মৃত্যু আমার দিকে ধেয়ে আসছে। আর আমি আমার দীর্ঘ জীবনে দ্রুতগামী উট ছুটিয়েও আমার আশাসমূহ পূরণ করতে পারিনি।

২. আমি যদি এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকি তাহলে তাতে কোনো কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যদি আমি দুনিয়া থেকে চলে যাই তাহলে কোনো কিছু কমতি হবে না। (আমার জীবিত থাকা না থাকায় দুনিয়ার কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনোটাই কামনা করা যায় না)

Dhaka University Institutional Repository

قافية الضاد

উক্ত কাফিয়াটি কবির লুযুমিয়্যাত কাব্যের ক্ষুদ্রতম কাফিয়ার একটি। এতে মোট বারোটি ফছল ও তিপ্পান্ন লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি এসব কবিতায় যৌবনের চলে যাওয়ায় আফসোস ও বৃদ্ধতার আগমনে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়া, কু-প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করা, আল্লাহ তাআলার ভয়, মৃত্যু ও দুনিয়ার কুৎসার বর্ণনা আলোচনা করেছেন।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতাধর। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে দুনিয়া পরিচালনা করেন। দুনিয়াতে কেউ ইচ্ছা করে আসতে পারেনি এবং ইচ্ছে করলে মৃত্যুবরণ করাও সম্ভব নয়। আমরা আমাদের জীবনকে যেভাবেই পরিচালিত করি না কেন আমাদের শেষ পরিণতি কিন্তু মৃত্যু।

কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার আটশত একষট্টিতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

ما يشأ ربك يفعل قادرا + جل عن كل مقال واعتراض.

قد تجمعنا على غير هوى + وتفرقنا على غير تراض.

وتقارضنا شهادات التقى + ثم صرنا لزوال وانقراض.

১. তোমার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন তা করতে সক্ষম। তিনি সকল মন্তব্য, কথা ও প্রশ্ন হতে তার কাজের বিষয়ে পবিত্র। (তার কাজের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই।)

২. আমাদের অনিচ্ছাতেই আমরা দুনিয়াতে এসেছি, একত্রিত হয়েছি। আবার আমাদের অনিচ্ছাতেই আমাদেরকে দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। (আল্লাহর হুকুমে)

৩. আমরা পরস্পর আল্লাহভীতি, ঈমান বিনিময় করেছি। (আমরা ঈমানের পথে একযোগে কাজ করেছি) তারপর আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল হলো মৃত্যু ধ্বংস এবং দুনিয়া হতে বিদায়।

খ. দুনিয়ার ধ্বংসের বর্ণনা

দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যাকিছু আছে সবই ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। মানুষ এক বিন্দু পানি হতে জন্ম নিয়ে কয়েকদিন পৃথিবীতে চলাফেরা করে আবার মৃত্যুর পথযাত্রী হয়ে চলে যায়। পৃথিবীর এই ধ্বংস ও মৃত্যু কবিকে ভাবিয়ে তোলে। তাই নিশ্চিন্তে তিনি রাত ও যাপন করতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত তেবট্টিতম ফছলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

انما المرء نطفة ومداه + خطفة ليس عطفة حين يمضى

ولكان الانام سرح سوام + يتسلى بخلة بعد حمض

وصاح ان جال فى الحوادث فكرى + صاح يا للأسى ينفر غمضى .

১. মানুষ একটি মাত্র বীর্য বিন্দু হতে জন্ম নেয় এবং দুনিয়ায় একটি মুহূর্তের মতো সময় জীবন-যাপন করে তারপর মারা যায় এবং দ্বিতীয়বার আর জীবন ফিরে পায় না।

২. মানুষ দুনিয়ার জীবনে যেন চতুষ্পদ জন্তুর মতো ঘাস-পানি খেয়ে জীবন-যাপন করে। প্রথমে তিক্ত ও লবণাক্ত ঘাস ভক্ষণ করে পরে মিষ্ট ঘাসের দিকে যায়।

৩. হে আমার সাথী ও বন্ধুগণ আমি যখন যুগের বিবর্তন ও পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবী তখন আমি ঘুমাতে পারি না। এমনকি আফসোস ও আহাজারীর কারণে আমি দু'চোখের পাতা বন্ধ করতে পারি না।

গ. দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহভীরুতা

যহুদ ও তাকওয়া মুমিনের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলিসমূহের অন্যতম। এ দুটি গুণ কারো মাঝে একত্রিত হলে দুনিয়া ও আখিরাতে তার বিফল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু খুব সহজে মানুষের মন এগুলো মেনে নিতে চায় না। কাজেই আল্লাহভীরুতায় মনকে অভ্যস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত পয়ষট্টিতম লাইনে বলেন–

اذا راض فى نسك قلبه + غدا وهو صعب كأن لم يرض .

يداوى المريض لكيما يصح + وهل صحة الجسم الا مرض .

فلا تتركن ورعا فى الحياة + واد الى ربك المفترض .

১. মানুষ যখন তার অন্তরকে দুনিয়া বিমুখ করতে চেষ্টা করে তখন অন্তরকে তুমি অবাধ্য হতে দেখবে। মনে হয় যেন সে দুনিয়া বিমুখতাকে মনে নিতে চায় না।

২. রুগ্ন ব্যক্তিকে রোগ সারানোর জন্য ঔষধ দেওয়া হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো অসুস্থতাই তার মুক্তির পথ।

৩. দুনিয়াতে যতদিন বেঁচে থাকবে আল্লাহর ভয় থেকে দূরে থাকবে না এবং আল্লাহ তাআলা তোমার উপর দীন-দুনিয়ার যেসব বিষয় আবশ্যক করেছেন তা সঠিকভাবে আদায়ের চেষ্টা কর।

Dhaka University Institutional Repository

قافيـة الطـاء

উক্ত কাফিয়াটি অত্র কাব্যের মধ্যে ছোট একটি কাফিয়া। এতে মোট (২৪) চব্বিশটি ফছলে একাননব্বইটি লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি এসব লাইনে দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, কালের আপতিত বিপদ-আপদ, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা, মৃত্যুর বর্ণনা, স্বল্পেতুষ্টি, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, তাওবা করা, সৎগুণাবলি ও সদাচারের উপর কবিতা রচনা করেছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়টি লাইন উদৃত করব।

ক. সবকিছুই ধ্বংসশীল

পৃথিবীতে যা আছে যারা আছে সবাই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। অতীতে যারা ছিল তারা সবাই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মদের পেয়ালা, নারিকা, নর্তকি, গায়িকা, কবি সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত আটষট্টিতম ফছলের প্রথম দুই লাইনে বলেন–

ايـن امرؤ القـيـس والـعـذراى + اذ مـال مـن تـحـتـه الـغـبـيـط .

لـه كـسـيـتـان ذات كـامـر + تـزبـد والـسـابـح الـربـيـط .

১. কোথায় কুমারী নারী আর ইমরুউল কায়েস। যখন তাকে নিয়ে উট নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে ছিল।

২. তার খয়েরি রঙের দুটি বস্তু রয়েছে মদ যা পেয়ালায় ফেনায়িত হয় আর তার (খয়েরী) ঘোড়া।

খ. দুনিয়ার বিপদ-আপদ

দুনিয়ায় বিপদ-আপদ আপতিত হওয়া সাধারণ বিষয়। একের পর বিপদ লেগেই থাকে। যদি আল্লাহ রহম না করেন তাহলে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা নেই।

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আটশত সত্তরতম ফছলের প্রথম দুই লাইনে বলেন–

تـنـوط بـنـا الـحـوادث كـل ثـقـل + ورب الـنـاس يـصـرف مـا تـنـوط .

ولـــى بـحـائـط رمـى بـارض + اذا مـا قـارن الـكـفـون الـحـنـوط .

১. যুগের ঘূর্ণন ও বিপদ-আপদ আমাদের জন্য বিপদ টেনে আনে এবং এসব দুর্যোগের কারণে আমাদেরকে আতংকিত করে রাখে। কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলা তার অতীব দয়া-করুণায় আমাদের উপর আপতিত বিপদ ও অপছন্দনীয় বস্তু হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২. যখন আমি মারা যাব এবং কাফন পড়ানো হবে আমার শরীরে তখন আমার কাছে উর্বর ও অনুর্বর জমি উভয়ই সমান। কেননা এসবের কোনোটার থেকেই আমি উপকার নিতে পারব না।

গ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যু অবিশ্যসম্ভাবী ও চিরন্তন সত্য। মৃত্যুর হাত হতে মুক্তির কোনো পথ নেই। কবি তাই তার প্রত্যেকটি কাফিয়াতেই এ বিষয়ে কম-বেশি আলোচনা করেছেন।

(১) মৃত্যু একবার কাউকে ছেড়ে দিলেও চূড়ান্তভাবে সে কাউকে ছাড় দেয় না। মৃত্যু হলো নিমন্ত্রণবিহীন (আগন্তুক) মেহমান। সে প্রত্যেকের সাথে সাক্ষাত করবেই। চাই সে ব্যক্তি তার সাক্ষাতকে পছন্দ করুক আর নাই করুক। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার আটশত আশিতম ফছলের দুই হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

والموت حاس ما تعيف اجنا + وتغيف الا عراب والأنباطا .

ولقد حفرت عن اليقين بخاطر + ما كاد يبلغ حفره الانباطا .

وليد ركن جعادنا وسباطنا + ما ادرك النعسان فى سباطا .

১. প্রথমবারে (ইতঃপূর্বে) মৃত্যু যাকে অপছন্দ করে ছেড়ে গিয়েছিল তার নিকট অবশ্যই মৃত্যু ফিরে আসবে। সকল জীবিত লোকের নিকটই সে মেহমান হিসেবে আসবে। কেননা প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে।

২. আমি প্রকৃত কূপের অনুসন্ধান করেছি। আমি সে কূপের মাটি বের করে এনেছি কিন্তু তার প্রান্তে পৌঁছিতে না পারায় বিজয় ও সফলতা অর্জন করতে পারিনি। (পৃথিবী এমন একটি কূপের মতোই)

৩. আমাদের সবার নিকটই মৃত্যু আসবে। চাই আমরা নিকৃষ্ট হই কিংবা উত্তম ও সম্মানিত হই।

(২) মৃত্যুকে কবি বর্ষার লাগাতার বর্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। বর্ষায় বৃষ্টির প্রয়োজন না হলেও বৃষ্টি হওয়া কামনা না করলেও বৃষ্টি চলতেই থাকে। তেমনি মৃত্যুকে মানুষ কামনা না করলেও মৃত্যু আসতেই থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আট শত তিরাশিতম ফসলের তৃতীয় লাইনে বলেন,

والحتف مثل غمام جاد وابله + والناس يدعون لو اغنى الدعاء قط .

মৃত্যু বৃষ্টির ন্যায় ধারাবাহিকভাবে বর্ষিত হতে থাকে। লোকেরা চিৎকার করে যথেষ্ট হয়েছে বলে জানালেও হায় আফসোস তাতে কোনো লাভ নেই। তাকে আসা থেকে কে বাধা দেবে?

Dhaka University Institutional Repository

(৩) যত বড় ডাক্তার হোক মৃত্যুর হাত হতে নিকৃতির কোনো ব্যবস্থা নেই। যতবড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ হোক মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কবি তাই মৃত্যুকে অত্র কাফিয়ার আট শত উননব্বইতম ফসলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে বর্ণনা করেন:

وما دفعت حكماء الرجال + حتفا بحكمة بقراطها .

ولكن يجيك قضاء بربك + اخا عيها مثل سقراطها .

১. জ্ঞানীদের জ্ঞান, চিকিৎসকগণের চিকিৎসা, যা তারা আয়ত্ত্ব করেছে ও শিক্ষা গ্রহণ করেছে এর কোনো কিছুই মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত ব্যক্তির মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। (বোকরাতের মতো ডাক্তার কাজে আসেনি)

২. মৃত্যু যখন আসে তখন যুক্তিদাতা, বুদ্ধিজীবী, সবল ব্যক্তি আর দুর্বল নির্বোধ উভয়ই সমান। সেখানে সক্রেটিস আর সাধারণ লোক একই।

ঘ. স্বল্পে তুষ্টি: এ বিষয়ে কবি তার কাব্যের অনেক কাফিয়াতেই কবিতা রচনা করেছেন। মানুষের চলার জন্য, জীবনের জন্য বেশি কিছু প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বল্পে তুষ্টি নয় বলেই সব সময় অভাব বোধ করে। অথচ অন্য প্রাণীরা প্রতিদিনের খাদ্যেই যথেষ্ট ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার সর্বশেষ ফসল আট শত নব্বইতম ফসলে প্রথম দুই লাইনে বলেন,

يغنى الفتى ملبس يستره + وقوته فى رجى الظلام فقط .

وحظه ان يكون منفردا + كطائر لا يراع اين سقط .

১. মানুষের এতটুকু কাপড়ই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে পারে। রাতের আঁধারে সামান্য কিছু বেঁচে থাকার মতো খাবারই তার জন্য যথেষ্ট।

২. এবং তার স্বাধীনভাবে একাকী চলা (আল্লাহর উপর ভরসা করে) যেমনিভাবে পাখি উঁড়ে বেড়ায় তার ইচ্ছামতো স্থানে রিযিকের সন্ধানে)।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الظاء

উক্ত কাফিয়াটি লুযূমিয়্যাত কাব্যের একটি ক্ষুদ্রতম কাফিয়া। এতে মাত্র আটটি ফসল ও বিশ লাইন কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে। কবি আল্লাহর উপর ভরসা করা ও মৃত্যুর বর্ণনা বিষয়ে এখানে কবিতা রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে দু-একটি উদ্ধৃতি প্রদান করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা: যত ছোট কাফিয়াই হোক, কবি মৃত্যুর বর্ণনা দিতে তাতে ভুলে যাননি। অবশ্যম্ভাবী এ বিষয়টিকে কবি গভীরভাবে অনুভব করতেন বলেই তিনি সব সময় তা নিয়ে ভাবতেন।

(১) মানুষের বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে মৃত্যুর উপস্থিতি ও নৈকট্য বেড়ে যায়। মানুষ জীবনকে নিষ্ঠুর ও রসহীন মনে করে অবজ্ঞায় মেতে উঠে; কিন্তু যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হয় তখন তাকে আরো অধিক নিকৃষ্ট ও খারাপ দেখতে পায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার আট শত চুরানব্বইতম ফসলের প্রথম দুই লাইনে বলেন,

اين خمسين ضمه عقد تسعين + يزجى له من الموت خطا .

يشكى فظاظة من حياة + واظن الحمام منه أفظا .

১. যার বয়স পঞ্চাশ হতে নব্বইতে পৌঁছে তখন মৃত্যু তার দুয়ারে সে কড়াঘাত করতে দেখে।

২. সে জীবনের কাঠিন্য ও ঔন্যাসিকতার বিষয়ে অভিযোগ করে অথচ আমি নিশ্চিত যে, মৃত্যু তার চেয়ে কঠিন ও জটিল হবে। (কোনোভাবেই তার জন্য মৃত্যু আরামদায়ক হবে না।)

(২) মৃত্যু যেন মৃতব্যক্তির জন্য দান ও উপকারী বস্তুস্বরূপ। উপকার পাওয়ার জন্য তাই কবি মৃত্যুকেই আহ্বান জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শেষ ফছলের দুই লাইনে বলেন।

الموت حظ لمن تامله + وليس فى العيش إن تؤمل حظ .

لا سيما للذى عليه الوزر + إن قال اورنا ولحظ .

১. মৃত্যু রয়েছে (অংশ) দান যে মৃত্যুকে নিয়েভাবে। জীবনকে নিয়ে ভাবনায় কোনো কিছু কামনা করা যায় না তাতে কোনো উপকারও নেই।

২. বিশেষত ওদের জন্য যারা গুনাহ ও অন্যায় করেছে, কথায়, দৃষ্টিতে এবং তাদের ইঙ্গিতে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. আল্লাহর উপর ভরসা

তাওয়াক্কুল একটি প্রশংসনীয় গুণ। যারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয় স্বল্পে তুষ্ট হয় এবং গোনাহ হতে অনেকাংশেই মুক্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার আটশত পচানব্বইতম ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

اذا كنت بالله المهيمن واثقا + فسلم اليه الامر فى اللفظ واللحظ .

يدبرك خلاق بدير مقادرا + تخطيك احسان الغنائم او تحظى .

১. তুমি যদি আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী হও তাহলে তোমার চলা, বলা ও দেখা ইত্যাদি সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা কর।

২. তাহলে তোমার সকল কর্ম ঐ মহান আল্লাহ তাআলা সহজ করে দিবেন যার হাতে রয়েছে তাকদীরসমূহ। যা তোমাকে সকল দান ও উচ্চমর্যাদার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية العين

উক্ত কাফিয়াটি অত্র কাব্যের ছোট কাফিয়াসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে কবি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, মানুষদেরকে ইবাদতের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, নফসের বক্রতা, যুগের বিবর্তন, দুনিয়ার কুৎসা, মৃত্যুর বর্ণনা, আখিরাতের বিবরণ, জীবনের তিক্ততা, উপদেশমূলকবাণী, তাকওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়ায় মোট চৌত্রিশটি কছল ও দুইশত নয় লাইন কবিতা রয়েছে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ যহুদ সম্পর্কিত কয়েক লাইন কবিতার উদ্ধৃতি নিম্নে উল্লেখ করলাম।

ক. দুনিয়ার কুৎসাও তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বর্ণনা

দুনিয়ার ধ্বংসের বিষয়টি নিশ্চিত। তবু মানুষের দুনিয়া লাভের জন্য তার পিছু পিছু হন্যে হয়ে ছুটে। ভুলে যায় আখিরাতকে আল্লাহকে এবং কিয়ামতের কঠিন শাস্তিকে। লিপ্ত হয় নানা পাপাচারে কবি এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেকটি কাফিয়াতে কম-বেশি কবিতা রচনা করেছেন।

(১) মানুষ মৃত্যু অবধারিত জানার পরও দুনিয়ার পিছু-পিছু ঘুরে বেড়ায়। দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করে কৃপণের মতো সম্পদ আঁকড়ে থাকে গরিব-দুঃখীদেরকে দান করে না। পৃথিবীতে কারা যশরা-সুনাম থাকবে না। সবই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে কারো যশ বা-সুনাম থাকবে না। সবই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে কবি তার অত্র কাফিয়ার নয় শত তিনতম কছলের চার হতে আট লাইনে বলেন–

العلم يدرك ان المرء مختلس + من الحياة ولكن يغلب الطمع .

وقد سقتهم غمامات بكت زمنا + بلا ابتسام فلا جادوا ولا دمعوا .

لا تجمعوا المال واحبره مواليه + فالممسكون تراب كل ما جمعوا .

والوقت لله والدنيا مخلفة + من بعدنا وتساوى الهام والزمع .

وليس يثبت للايام من شرف + اذا تفاخرت الاحاد والجمع .

১. মানুষ যখন জানে যে, তার মৃত্যু অবধারিত তখন সে কিভাবে দুনিয়ার ভালোবাসা ও কল্যাণকর উত্তম জিনিসের লোভে মত্ত থাকতে পারে?

২. দুনিয়া তাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে, ফসল দিয়ে, সফলতা ও কল্যাণ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা তাদের গোমরাহীতে নিমগ্ন ছিল এবং তাদের মালিকানা হতে তারা কিছুই দান করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

৩. গরিব-দুঃখীদের মাঝে মাল-সম্পদ দান করার মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। কৃপণদের বিপুল সম্পদ এগুলো মাটির মতো মূল্যহীন। কেননা তা কল্যাণের কাজে ব্যয় হয়নি।

৪. মানুষ তার মৃত্যুর সময় জানে না, এটা কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার বিষয়ে নেতা-কর্মী, রাজা-প্রজা সবাই সমান।

৫. এই দুনিয়ায় কারো মর্যাদাই চিরস্থায়ী হবে না। যদিও একাকী কিংবা সমবেতভাবে মর্যাদার লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।

(২) দুনিয়া এমন একস্থান কেউ তার কাছ থেকে যত দূরে থাকবে তত নিরাপদে থাকবে। মানুষ দুনিয়ায় বন্দীর মতো জীবনযাপন করে কবরের যাত্রী হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার নয়শত নয়তম ফসলের সপ্তম ও অষ্টম লাইনে বলেন–

وام دفراذا طلقتها بذلت + رفدا فكانت كعرس حين تختلع .

وسرت عسرى الى قبرى على مهل + وقد دنوت فحق الخوف والهلع .

১. তুমি যদি দুনিয়া বিমুখ হয়ে থাক তাহলে দুনিয়ার অকল্যাণ হতে বেঁচে থাকতে পারবে এবং কল্যাণ লাভ করবে। দুনিয়া হলো সম্পদের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে তালাক গ্রহণকারী মহিলার মতো। সে সম্পদ পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

২. আমি ধীরে ধীরে কবরের পথে বন্দী অবস্থায় অগ্রসর হচ্ছি। আফসোস মৃত্যু সন্নিকটে এসেছে আর ভয় ও আতঙ্ক আমার অন্তরে ঢুকে পড়েছে।

খ. যুহদ বা দুনিয়া বিমুখতা

এমন একটি গুণ যা মানুষকে নানাবিধ অপকর্ম হতে মুক্তি দিতে সহায়তা করে। কবি নিজে দুনিয়া বিমুখ ছিলেন বলে তার কবিতার নানা স্থানে, নানাভাবে দুনিয়া বিমুখতার বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

عليك بفعل الخير لو لم يكن له + من الفضل الاحسنه فى السامع .

لعمرك ما فى عالم الأرض زاهد + يقينا ولا الرهبان اهل الصوامع .

১. তোমার জন্য উচিত সব সময় ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ করা। যদিও অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা শোনা ব্যতীত এর দ্বিতীয় কোনো উপকার নাই।

২. আমি তোমার প্রাণের শপথ করে বলতে পারি দুনিয়ার বুকে প্রকৃত পক্ষে কোনো যাহিদ (খুঁজে পাওয়া যায় না) নাই। এমনকি গীর্জা ও ইবাদতখানায় বসবাসকারী পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরাও নহে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. মৃত্যুর বর্ণনা

অন্যান্য কাফিয়ার মতো এই কাফিয়াতেও কবি মৃত্যুর বর্ণনা দিয়েছেন। তবে অত্র কাফিয়ার অন্যান্য বর্ণনার চেয়ে মৃত্যুর বর্ণনা অধিক প্রাধান্য পেয়েছে।

(১) দুনিয়ায় বসবাসকারী সবাই ছোট-বড়, দুঃখ-কষ্ট নিয়েই বসবাস করে। এখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কামনা করাই বৃথা। মৃত্যুতেই কবি মানুষের কল্যাণ মনে করেন। মৃতের সাথে সম্পর্কের কারণেই মৃত্যুর সময় অনেকে কান্না করে না হয় তারা মৃতের কোনো খবরই রাখত না। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার প্রথম, দ্বিতীয় ও অষ্টম লাইনে বলেন–

نغدوا على الارض فى حالات ساكنها + وتحتها لهدؤ الحسن نضطجع .

والسرت خير وفيه لامرى دعة + ان يضرب الترب لا يحدث له وجع .

يشبحوا الفراق ولولا الف مفتقد + للظاعنين، لما أبكوا ولا فجعوا .

১. আমরা পৃথিবীতে তার অন্যান্য বসবাসকারীর মতো দুঃখ-কষ্ট আর দুশ্চিন্তা নিয়ে বসবাস করছি। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কোনো শান্তি ও আরাম পাইনি মাটিতে শোয়া ব্যতীত। (কবরে প্রবেশ ব্যতীত)

২. মৃত্যুতে মানুষের রয়েছে কল্যাণ, শান্তি ও আরাম যখন মানুষ মরে মাটি হয়ে যায়। আর মাটিতে আঘাত করলে মাটি কোনো কষ্ট পায় না।

৩. মানুষ তাদের মৃত লোকদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় (হারানোর বেদনায়) চিন্তিত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক না থাকলে দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়া লোকদের জন্য ওরা কান্না করত না।

(২) মানুষের জীবন হলো পানি পান করার ঘাটের মতো। আর মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন মানুষের ঢোক নেওয়ার মতো। যে যেভাবেই বাঁচার চেষ্টা করুক চাই সুরক্ষিত বর্ম বা তরবারি দ্বারা মৃত্যুর হাত হতে তার বাঁচার কোনো ব্যবস্থাই হবে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার নয় শত ছয়তম ফছলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

والعيش ورد سيسقى الحى اخره + عند الحسام وانفاس الفتى جرع .

জীবন হলো পানির ঘাট (এর মতো)। মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস হলো সে ঘাট হতে পানি পান করার মতো। সে এই পানি পানের দ্বারা মৃত্যু ব্যতীত পরিতৃপ্ত হয় না।

شاموا بروق المنايا غير ما نعهم + من الحوادث ما شاموا وما ادرعوا .

ওরা মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। সে মৃত্যু হতে তাদেরকে তাদের সতর্কতার কারণে বাঁচাতে পারেনি। নাঙ্গা তরবারি, সুদৃঢ় বর্ম কোনোটাই তাদেরকে বাঁচাতে সক্ষম হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মৃত্যুকে সু-স্বাগতম জানিয়ে কবি তার আগমন কামনা করেছেন। মৃত্যুই তার নিকট একমাত্র মুক্তির পথ ও পয়গাম নিয়ে আসে। মানুষ আশায় বিভোর থাকতেই মৃত্যু হাতছানি দিয়ে নিয়ে যায় পরপারে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার নয় শত ছত্রিশতম ফছলের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

مرحبا بالموت فالعيش دجى + وحسام المرء كالفجر سطع .

امل احمد لا ترسله + كف حى فاذا مات انقطع .

كم اراد الخلد قوم فرأوا + مسلكا إن يلتمس لا يستطع .

১. মৃত্যুকে স্বাগতম কেননা জীবনটা অন্ধকার রাতের মতো কষ্ট আর দুর্ভাগ্যতায় চেপে বসেছে। আর তার বিপরীতে মৃত্যু যেন উজ্জ্বল সকালের মতো।

২. মানুষের জীবন আশায় ভরপুর যা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। যখন সে মারা যায় আশার রশির বাধন ছিন্ন হয় তখন মানুষ আরামবোধ করে।

৩. কত জাতি-গোষ্ঠী (মানুষ) দুনিয়ায় চিরস্থায়ীত্বের চিন্তা করেছে কিন্তু যখনি তারা চিরস্থায়ীত্বের রাস্তা খুঁজেছে তখনি তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লক্ষ বস্তুতে পৌঁছতে পারেনি।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الغين

এই কাফিয়াটি লুযুমিয়্যাত কাব্যের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কাফিয়া এতে মাত্র ছয়টি ফছল ও চৌদ্দ লাইন কবিতা রয়েছে। এ কাফিয়ায় কবি বৃদ্ধতা, উপদেশমূলকবাণী, চরিত্রবান ব্যক্তি ও দুনিয়ার কুৎসা নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। যুহুদ সম্পর্কিত কবিতা এই কাফিয়ায় নাই বললেই চলে।

কবি কবর ও দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনায় অত্র কাফিয়ার নয়শত তেতাল্লিশ ফছলের দুই লাইনে বলেন–

اخو سفر قصده لحده + تمادى به السير حتى بلغ .

ودنياك مثل الاناء الخبيث + وصاحبها مثل كلب ولغ .

১. মানুষ সার্বক্ষণিক সফরে রয়েছে আর সফরের শেষ লক্ষ হলো কবর। সে তার পথে চলতেই থাকবে আর চলতে চলতে তার লক্ষে পৌঁছে যাবে।

২. দুনিয়া এমন একটি পাত্রির মতো যার পানীয় নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। যে দুনিয়ার সহিত সম্পর্ক রাখে সে ঐ কুকুরের মতো যে ঐ নিকৃষ্ট ময়লা পানিকে চেটে খাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الفاء

অত্র কাফিয়ায় মোট বত্রিশটি কছল ও দুইশত চৌচল্লিশ লাইন কবিতা রয়েছে। কবি এতে দুনিয়ার কুৎসা, আখিরাতমুখী হওয়ার জন্য উদ্দীপ্ত করা, কালের করাল গ্রাস, আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি, কবরের বর্ণনা, দার্শনিক ভাবধারা, বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের সমালোচনা, জীবনের প্রতি মানুষের লোভ-লালসা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা নিম্নে তন্মধ্যে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ হিসেবে উদৃত করব।

ক. আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির বর্ণনা

দুনিয়া হতে বিদায়ের সময়, মৃত্যুর সময় দীন ইসলাম ব্যতীত যে ব্যক্তি শুন্য হাতে বিদায় নেয় তার মূল্য কি? আখিরাতের কল্যাণ আর সফলতাই একমাত্র সফলতা। নেক আমল ব্যতীত কিভাবে জান্নাতের আশা করা যেতে পারে? এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার নয়শত উনপঞ্চাশতম কছলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

خاب الذى سارعن دنياه مرتحلا + وليس فى كفه من دينها طرف .

لا خير للمرء إلا خير اخرة + يبقى عليه فذاك العز والشرف .

نرجوا السلامة فى العقبى وما حسنت + اعمالنا فيرجى الفوز والغرف .

১. ধ্বংস অবধারিত ঐ ব্যক্তির জন্য যে দুনিয়া হতে বিদায় নিল অথচ হাতে করে তার দীনের (নেক আমলের) কিছু নিয়ে যেতে পারেনি যা তাকে আখিরাতের আগুন হতে মুক্তি দিবে।

২. মানুষের জন্য আখিরাতের ইজ্জত-সম্মানই একমাত্র ইজ্জত-সম্মান যা স্থায়ীভাবে থাকবে তাছাড়া অন্যকিছুতে তার জন্য কল্যাণ নেই।

৩. আমরা আখিরাতে নিরাপদ, শান্তি ও কল্যাণে থাকা কামনা করি অথচ আমাদের আমলসমূহ উত্তম নহে যা দিয়ে সফলতা লাভ করা ও জান্নাতে প্রবেশের আশা করা যায়।

খ. কবরের বর্ণনা

কবর এমন এক ঘর আগে-পরে সবাইকে সে ঘরের মেহমান হতে হবে। আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল কবরে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সবাইকে আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরুত্থিত হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। ধনী-নির্ধন, নববধু, হবুবর অনেকেই সময়ের পূর্বেই, আশা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কবরের বাসিন্দা হয়ে যায়। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার নয়শত তেবট্টিতম কছলের আঠারো ও উনিশতম লাইনে বলেন–

وكم زفت الى جدث عروس + وقد همت الى عرس بزف .

ارى دنياك خالطها قذاها + واعيت أيهذ بها مصفى .

১. কতই না দম্পতি কবরস্থ হয়েছে পরস্পর মিলনের পূর্বেই। (নবদম্পতি বিয়ের পরপরই মৃত্যুবরণ করে কবরস্থ হয়েছে পরস্পর মিলন সম্ভব হয়নি)

Dhaka University Institutional Repository

২. আমি দুনিয়াকে ময়লা আবর্জনা মিশ্রিত-ঘোলাটে পেয়েছি। যারাই এই ঘোলাটে অবস্থাকে সঠিক ও সুন্দর করে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করেছে ওরাই ব্যর্থ হয়েছে।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

কবির প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই দুনিয়ার কুৎসা বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার লোভ-লালসা মানুষকে কুঁড়ে-কুঁড়ে খাচ্ছে। কিন্তু মানুষ তা কোনোভাবেই টের করতে পারছে না। মানুষ ভাবছে আমি উন্নতি করছি পক্ষান্তরে সে আখিরাতকে ভুলে গিয়ে চরম দুরবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার বেশ কয়েক স্থানে আলোচনা করেছেন আমরা উদাহরণ স্বরূপ দু-একটি উদৃতি প্রদান করব।

(১) দুনিয়ার প্রতি ধিক সে দুনিয়াবাসীকে কেবল ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও কৃপণতা শিক্ষা দিয়েছে। দুনিয়া মায়ের মতো না হলে তাকে বর্জন করার ইচ্ছা ছিল কবির। এ প্রসঙ্গে তিনি অত্র কাফিয়ার নয়শত চুয়াল্লিশতম ফছলের পঞ্চম ও সপ্তম লাইনে বলেন–

يـــا ام دفـــر، لـحــاك الـــلـــه والـــدة + مـنـك الاضـاعـة والـتـفـريط والـســرف .

لـو انـك الـعـرس او قـعـت الـطـلاق بـهـا + لـكـنـك الام هـل لـى عـنـك مـنـصـرف .

১. হে দুনিয়া তুমি এমন এক জন্মদাত্রী (মা) তোমাকে আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) তুমি তোমার সন্তানদেরকে ধ্বংস, হারিয়ে যাওয়া। বাড়াবাড়ি ও অপব্যয় শিক্ষা দিয়েছ।

২. যদি তুমি আমার স্ত্রী হতে আমি তোমাকে তালাক দিতাম। কিন্তু তুমি তো আমার মা (মায়ের মতো) তুমি বল তোমার কাছ থেকে যাওয়ার বা পলায়ণের কি কোনো স্থান রয়েছে।

(২) মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথ ধরে আখিরাতের দিকে ধাবমান। দুনিয়া হলো অবাধ্য নারীর মতো। দুনিয়াকে ভালোবেসে মানুষ যতই কাছে নিতে চায় দুনিয়া ততই গোমরাহ মুখে দূরে সরে যায়। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এগারো হতে তেরো লাইন নয়শত ছিচল্লিশতম ফসলে বলেন।

يـفـنـى الـزمـان وانـفـاس الانـام لـــه + خـــطـى بـــهـن الى الاجـال يـزدلـف .

وام دفـــر فـــروك وافـــقـت صـلـفـا + مـنـى وكـان جزاء الـفـارك الـصـلـف .

وكـم ضـحـكـت الـيـهـا وهـى عـابـسـة + ثـم افـتـكـرت فـزال الـحـب والـكـلـف .

১. কাল বয়ে চলে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে মৃত্যুর সন্নিকটে।

২. দুনিয়া হলো দুর্ব্যবহারকারী, অপছন্দনীয় খারাপ মহিলা এ জন্য আমি অহঙ্কার ও গৌরব নিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। আমি তাকে অপছন্দ করার কারণে সে আমাকে কমই কল্যাণ দান করেছে।

৩. কত সময়ই আমি তার সামনে হাসিমুখে দাড়িয়েছি অথচ সে কষ্ট স্বীকার সবকিছুই বিদুরিত হয়ে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

قافية القاف

উক্ত কাফিয়াটি স্বল্প দৈর্ঘ্য কাফিয়াসমূহের মধ্যে অন্যতম। কবি এই কাফিয়াতে আল্লাহর ভয়, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, দার্শনিক তত্ত্বসমূহ, মৃত্যু, আখিরাতের ভয় ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। অত্র কাফিয়াতে কবি দুনিয়ার কুৎসায় সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছেন। এতে মোট সাতান্নটি ফছলে তিনশত তিরাশি লাইন কবিতা উল্লেখ হয়েছে।

ক. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ায় বিপুল পরিমাণ কবিতা বর্ণনা করেছেন। আমরা নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েক লাইন উদৃত করব।

(১) মানুষ একবার কারো সাথে অসাদাচার করলে মানুষ তাকে বর্জন করেই চলে। কিন্তু দুনিয়া বার বার ধোঁকা দিলেও মানুষ নিরন্তর তার পিছু ছুটছে বৃদ্ধ, যুবক, পৌঢ় সবাই দুনিয়াকে পেতে মহাব্যস্ত। অথচ দুনিয়া ভালোবাসা পাওয়ার কোনো পাত্রীই নয়। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার নয়শত ছিয়াশিতম ফছলের তিন লাইনে বলেন-

يسئ امرؤ يوما فيبغض دائما + ودنياك ما زالت تسئ وتومق .

اشر هواها الشيخ والكهل والفتى + بجهل فمن كل النواظر ترمق .

وما هي اهل ان يوهل مثلها + لود ولكن ابن ادم احمق .

১. কেউ যদি কারো ক্ষতি করে সব সময়ের জন্য তাকে সে খারাপ জানে। আর এই দুনিয়া সব সময় মানুষের ক্ষতি করে অথচ কি আশ্চর্য তুমি তার সাথে সব সময় সম্পর্ক রাখ এবং তাকে ভালোবাস।

২. প্রত্যেকেই দুনিয়ার প্রতি তাদের ভালোবাসাকে গোপন করে রাখে। বৃদ্ধ পৌঢ় এবং যুবক সবাই প্রচণ্ড ভালোবাসা দিয়ে অনুসরণ করে কথা দিয়ে রেখেছে।

৩. অথচ দুনিয়া ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আদম সন্তানেরা নির্বোধ ও মুর্খ হওয়ার কারণে তাকে ভালোবাসে।

(২) মানুষ দুনিয়ায় চাঁদের চক্রের মতো। ধীরে ধীরে বড় হয়ে ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে যায়। মানুষ ফসলের মতো সময় শেষে মালিক তা কর্তন করে নিয়ে যায়। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এক হাজার ছয়তম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

المرء كالبدر بينا لاح كاملة + انواره عاد فى النقصان فامتحقا .

والناس كالزرع باق فى منابتة + حتى يهيج ومرعى وما لحقا .

على البلى سيفيد الشخص فائدة + فالسك يزداد من طيب اذا سحقا .

১. মানুষ পৃথিবীতে পূর্ণিমার চাঁদের মতো পূর্ণতা পাওয়ার পর তা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গিয়ে এক সময়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

২. মানুষ জমির ফসলের মতো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত জমিতে থাকে অতঃপর তা কাটা হয়। আবার কোন কোনটি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কর্তন করা হয়।

৩. কোনো কোনো মানুষের জন্য মৃত্যু অধিক বেশি উপকারী। যেমনিভাবে কোনো সুগন্ধি বৃদ্ধি পায় ঘষা-মাজা দ্বারা।

(৩) দুনিয়ার রূপ সৌন্দর্য রয়েছে। মানুষ সেরূপের ধোঁকায় ও ফাঁদে পরে আটকে যায় তার মায়ার জালে। দুনিয়াকে কেউ বর্জন করতে চায় না অর্জন করতে চায় কিন্তু দুনিয়া সবাইকে বর্জনকরে। দুনিয়াকে না পেয়ে আফসোসের কি আছে? কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এক হাজার তেরতম ফছলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

لدنياك حسن على اننى + ارى حسنها خلقا مخلقا .

فما طلقت هى بل طلقت + ولست باول من طلقا .

فلا تاسفن على مطلب + يفوت اذا بابه اغلقا .

১. নিশ্চয়ই দুনিয়ার সৌন্দর্য রয়েছে। তবে আমি তার সৌন্দর্যকে দূরভীত ও ধ্বংসের প্রতিক বলেই মনে করি।

২. কেউ দুনিয়াকে অপছন্দ করে না কিন্তু সেই মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকে মানুষকে বর্জন করে। দুনিয়া যাদের বর্জন করেছে আমিই তাদের মাঝে প্রথম নই। ইতঃপূর্বে আরো অনেক কে সে বর্জন করেছে।

৩. কাজেই দুনিয়া হতে যা পেতে চেয়েছিলে তা না পেয়ে হতাশ হওয়ার, চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যদি একটি দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আরো অনেক দরজা আছে।

(৪) দুনিয়া সবচেয়ে বেশি গাদ্দার। ওয়াদা খেলাপকারী। অনেকেই তার ধোঁকায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেমন আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখে অনেকে বৃষ্টির আশা করে অথচ বজ্রপাত ব্যতীত আর কিছুই হয় না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এক হাজার ছাব্বিশতম ফছলের ষষ্ঠ, সপ্তম ও দশম লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

دنياك غدرة وان صارت فتى + بالخلق فهى ذميمة الاخلاق .

يستمطر الا غمار من لذاتها + سحبا تليع بمرض الاق .

ومتى رضيت بصاحب من اهلها + فلقد منيت بكاذب ملاق .

১. দুনিয়াকে বিশ্বাস করা যায় না ইহা গান্দার। কোনো মানুষ যদি তার সুন্দর গড়ন দেখে গোমরাহ হয় ধোঁকা খায় তাহলে দুনিয়া তাকে নিকৃষ্ট চরিত্র দ্বারা অতি নিকটেই ধ্বংস করে দিবে।

২. জাহিলরা দুনিয়ার স্বাদ-সম্ভোগ থেকে বৃষ্টি (পরিতৃপ্তি) কামনা করে কিন্তু তার মেঘমালা বৃষ্টির বদলে বজ্রাঘাত উপহার প্রদান করে।

৩. তুমি যদি এই দুনিয়ায় কারো বন্ধুত্ব গ্রহণ কর তাহলে মিথ্যুক ও সত্য গোপনকারীকেই তুমি বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলে।

খ. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যু মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মানুষ আশার কুহকে ব্যস্ত। যত দীর্ঘ সময়ই মানুষ দুনিয়ায় বসবাস করুক না কেন তাকে একদিন চলে যেতে হবে পৃথিবী ছেড়ে। মানুষ চরিত্রগত ও আকৃতিগত যত প্রার্থক্যই নিয়ে থাকুক না কেন মৃত্যু বিষয়ে তারা সবাই সমান। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ায় নয়শত নব্বইতম ফছলের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ লাইনে বলেন।

اعلل مهجتى ويصيح دهرى + الا تغدو فقد ذهب الرفاق .

بلى والسير من افعال غيرى + وان طال ارتكاء وارتفاق .

تخالفت البرية فى العطايا + ويجمعها لدى الهلك اتفاق .

১. আমি মনে মনে অনেক দূরবর্তী আশা করি আর যুগ আমাকে চিৎকার করে বলে তুমি এখনো জাগলে না প্রস্তুতি নিলে না যাওয়ার সাথীর তোমার সবাই চলে গেছে।

২. যদিও এই দুনিয়ায় আমার বসা, আমার বন্ধুত্ব দীর্ঘ হয়েছে তবুও আমাকে অবশ্যই এখান থেকে চলে যেতে হবে যেমনিভাবে অন্যেরা চলে গেছে।

৩. মানুষ চরিত্রে, গঠনে, গড়নে, সম্পদে নানা প্রকার হলেও তাদের সর্বশেষ অবস্থা একই রকম এবং মৃত্যু তাদেরকে একত্রিত করে দিবে।

(২) মানুষের রূহ যেন শরীর নামক খাঁচায় বন্দী আছে। যে কেবল মুক্তির অপেক্ষায়। ভালো মন্দ সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। কবি এ বিষয়ে এক হাজার ছাব্বিশতম ফসলের চৌদ্দ ও পনোরো লাইনে বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

والروح طائر محبس فى سجنه + حتى يمن رداه بالاطلاق .

سيموت محمود ويهلك الك + ويدوم وجه الواحد الخلاق .

১. রূহ শরীরের মাঝে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো জেলখানায় আবদ্ধ। সে এইভাবেই থাকবে যতক্ষণ না মৃত্যু তাকে বের হওয়ার সুযোগ করে না দিবে।

২. প্রশংসিত ব্যক্তি প্রেরিত সকল মানুষ অতি নিকটেই (নির্ধারিত হায়াতের পর) মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা ব্যতীত আর কোনো কিছুই স্থায়ী থাকবে না।

গ. আল্লাহভীরুতা

একটি মহান গুণ। সকল অপরাধ হতে বেঁচে থাকার জন্য কেবল মাত্র আল্লাহভীরুতাই যথেষ্ট। কবি তার কাব্যের নানাস্থানে আল্লাহভীরুতা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার দুইতম কছলের প্রথম দুই লাইনে বলেন–

عليك تقوى الله فى كل مشهد + فلله ما اذكى نسيما وما ابقى .

اذا ما ركبت الحزم مستيطنا له + سبقت به من لا تظن له سبقا .

১. তোমাকে অবশ্যই তাকওয়া অর্জন করা উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলার হাতেই রয়েছে সকল ক্ষমতা। সকল বস্তু তার নিয়ন্ত্রণে যেসব নফস তার নিকট চলে গেছে যা জমিনে আছে সবকিছুই।

২. তুমি যদি অন্তরকে সুদৃঢ়কারী, নিয়ন্ত্রণকারী হও তাহলে তুমি দৃঢ় চিন্তার কারণে এগিয়ে যাবে যারা ধারণা করেছিল যে তুমি এগুতে পারবে তাদের চেয়ে বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الكاف

এই কাফিয়াতে মোট চুয়ান্নটি ফছল ও তিনশত সাতচল্লিশ লাইন কবিতা রয়েছে। এটি একটি স্বল্প দৈর্ঘ্য কাফিয়া। কবি এই কাফিয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, আল্লাহ তাআলার ভয়, আখিরাতের বর্ণনা, দার্শনিক চিন্তাসমূহ, বিভিন্ন ধর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি, বিশ্ব প্রকৃতি, কালের ঘূর্ণন, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, মৃত্যুর বর্ণনা, বিমুখতা, কবরের বর্ণনা ও দীর্ঘ জীবনের তিক্ততার উপর কবিতা রচনা করেছেন। আমরা নিম্নে যুহদ সম্পর্কিত কবিতাসমূহের সামান্য উদৃতি উল্লেখ করব।

ক. তাকওয়া

কবি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে উৎসাহিত করেছেন। কেননা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকওয়াই যথেষ্ট। সর্বাবস্থায় তাই সকল ঈমানদারের জন্য আল্লাহ তাআলাকে যথা সাধ্য ভয় করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার পঁয়ত্রিশতম ফছলের প্রথম দুই লাইনে বলেন–

عليكم بتقوى الله فى كل حالة + فان الذى لـمض الركاب سيبرك .

اذا مرت الاوقات حرك ساكن + وسكن فى اضعافها المتحرك .

১. আল্লাহকে ভয় করা এবং সব সময় তা আঁকড়ে ধরা তোমার জন্য অত্যাবশ্যক কেননা যে বাহন দৌঁড়াতে জানে সে থামাতেও জানে। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা রয়েছে সবকিছু করার)

২. সময়ের আবর্তনে এক সময় মৃত্যু উপনীত হবে এবং প্রত্যেক দুর্বল ও জীবিতদের নিকটই মৃত্যু সাক্ষাত করবে।

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

এই বিষয়ে অত্র কাফিয়াতে সামান্য কিছু আলোচনা করা হয়েছে। যা নিম্নরূপ।

(১) মানুষ মন-প্রাণ দিয়ে দুনিয়াকে ভালোবাসে তার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্টকে স্বীকার করে অথচ দুনিয়া ধোঁকাবাজিতে মত্ত থাকে কখনোও ওয়াদা পূর্ণ করে না। দুনিয়া আমাদেরকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর ঘাটে নিয়ে যাচ্ছে। হালাল হারাম বাছাই ব্যতীত আমাদেরকে সম্পদ জমা করার জন্য উৎসাহিত করছে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার চৌত্রিশতম ফসলের তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম লাইনে বলেন–

كلفت بدنياك التى هى خدعة + وهل خله منها اغر وأفرك .

ولو لم يكن فينا هواها غريزة + لكان اذا جر المهالك يترك .

متى انا تالى الركب فوق مطية + على منهل يغنى عن الماء تبرك .

اذا فاتك الاثراء فى غير وجهه + فأن قليل الحل خير وابرك .

Dhaka University Institutional Repository

১. (হে পাঠক) বহু কষ্ট ও দুঃখ স্বীকার করে তুমি দুনিয়াকে ভালো বেসেছ। অথচ দুনিয়া হলো ধোঁকাদানকারীনী। তুমি তার চেয়ে বেশি ধোঁকাদানকারীনী ও হিংসুটে কাউকে পাবে না।

২. যদি আমাদের অন্তরে তার ভালোবাসা গভীরভাবে প্রোথিত না হতো এবং আমাদের প্রকৃতিগত না হতো তাহলে আমাদেরকে ধ্বংসের দিকে টানার কারণে আমরা তাকে চূড়ান্তভাবে বর্জন করতাম।

৩. আমরা আমাদের বাহনকে ছুটিয়ে চলছি যা একদিন পানির ঘাটে গিয়ে থেমে যাবে। (মৃত্যুর কাছে থেমে যাবে)

৪. যদি কারো হারাম সম্পদ তোমাকে ছাড়িয়ে যায় (হারাম সম্পদে কেউ ধনী হয়) সে জন্য কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। কেননা সামান্য হালাল সম্পদ উত্তম ও বরকতময় প্রচুর পরিমাণ হারাম মালের চেয়ে।

(২) দুনিয়া হলো সন্তান হত্যাকারী নিষ্ঠুর মায়ের মতো। আর আমরা সব সময় দুনিয়ার কষ্ট আর মৃত্যুর অপেক্ষার দোলা-চালে রয়েছি। দুনিয়া কোনো সুখ-শান্তি কল্যাণ কোনো কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। সময়ের ব্যবধানে সবকিছুই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার সাতচল্লিশতম ফসলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে এবং এক হাজার আটচল্লিশতম ফসলের প্রথম লাইনে বলেন–

وتعجبنا الدنيا الحلوق الهلوك فانها + لأم رجال كلهم سقى الهلكا .

هما حالتا سؤحياة بلوعة + وموت فخير هذه النفس او تلكا .

ارى كل خير فى الحياة مفارقا + فلا تاسفن فيها لقلة خيركا .

১. আমরা আশ্চর্যান্বিত হই এই দুনিয়া নিয়ে যা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এই দুনিয়া আমাদের কাছে ঐ মায়ের মতো যে তার সন্তানদেরকে মৃত্যুর জন্য দুধ পান করায়।

২. তুমি সর্বদাই দুটি কঠিন অবস্থার মধ্যে আছ একটি হলো দুঃখ-কষ্ট সহকারে বেঁচে থাকা। অপরটি হলো মৃত্যু। কাজেই তোমার নফসকে দুটির যেটি খুশি সেইটি গ্রহণ করতে দাও।

৩. দুনিয়াতে ভালো কিছু, কোনো কল্যাণই চিরস্থায়ীভাবে থাকে না। কাজেই চিন্তিত ও দুঃখিত হইও না যদি তুমি স্বল্প কল্যাণের মালিক হও।

গ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর আঙ্গিনায় যে একবার প্রবেশ করে সে আর ঐ বলয় হতে বেরিয়ে আসতে পারে না। কবি মৃত্যুকে দুনিয়ার যন্ত্রণা হতে মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার

Dhaka University Institutional Repository

তিপ্পান্নতম ফসলের প্রথম ও অষ্টম লাইনে বলেন–

الموت ربع فناء لم يضع قدما + فيه امرؤ فثناها نحوما تركا .

والحتف ايسر والارواح ناظرة + طلاقها من حليل طال ما فركا .

১. মৃত্যু হলো ধ্বংসের আঙিনা বা স্থান, যে ব্যক্তিই ঐ স্থানে পা রেখেছে সেই আর সেখান থেকে ফিরে আসতে পারেনি।

২. মৃত্যু হলো মুক্তির সবচেয়ে সহজ পথ। রূহ সব সময় চেষ্টা করে (ঘৃণিত এই শরীর হতে বের হয়ে যেতে) বিচ্ছিন্ন হতে যেমনিভাবে স্বামী দীর্ঘ সময়ে ধরে রাগান্বিত ও বিরক্ত হওয়া স্ত্রী হতে মুক্তি কামনা করে।

ঘ. যহুদ এর বর্ণনা

আল্লাহমুখী হয়ে দুনিয়া বর্জন করা অতি মহৎ গুণ। এ রকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম। কবি তার এই কাব্য ও কবিতার বিভিন্ন জায়গায় এই বিরল গুণটি অর্জনের জন্য শ্রোতাদেরকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার আটষট্টিতম ফসলের প্রথম দুই লাইনে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় লোকদেরকে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে আল্লাহ তাআলার অনুগত হওয়ার আহ্বান জানান। কবি বলেন–

ترقين الهواء بلطف رب + قدير اذ تركت له هواك .

بواك يبتغين من المنايا + اذا قامت على جدث بواكى .

১. যদি তুমি আল্লাহ তাআলায় বিশ্বাস রাখ এবং দুনিয়া বিমুখ হও তাহলে অতি নিকটেই আল্লাহর হুকুমে আকাশের দরজাসমূহ তোমার কল্যাণে খুলে যাবে।

২. যখন তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবে তুমি ক্রন্দনকারীনীদেরকে তোমার মৃত্যুর জন্য আফসোস করতে দেখবে এবং ওরা তোমার জন্য কান্না করবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية اللام

এই কাফিয়াটি কবি রচিত লুযুমিয়্যাত কাব্যের দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম দীর্ঘ কাফিয়া। এতে মোট একশত বাষট্টিটি (১৬২) ফসলে (১১২৪) একহাজার একশত চব্বিশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই দীর্ঘ কাফিয়ায় আলোচ্য বিষয় হিসেবে তিনি নানা বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ের অবতারণা করায় কবির এই কাফিয়াটি বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। এতে কবি আল্লাহ তাআলার ভয়, আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা, দুনিয়ার কুৎসা, দুনিয়ার ধ্বংস হওয়া, বিভিন্ন ফেরকার বিষয়ে সমালোচনা, মৃত্যু, একাকীত্ব, বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলি, আকলের প্রশংসা, যৌবনকে স্বাগতম ও বৃদ্ধতাকে ধিক্কার, নারীর কুৎসা, আল্লাহ তাআলার দয়া কামনা, স্বল্পে তুষ্টি, মদ্যপানের ক্ষতি ও তার বিরোধী বক্তব্য, চুপ করে থাকার উপকারিতা, প্রকৃতভাবে দুনিয়া বিমুখতা, আল্লাহর রাস্তায় দান করা, অন্যকে উপদেশ দান, মৃত্যুর বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়াতে দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা ও মৃত্যুর বর্ণনা দান সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা এসব বিষয় হতে কেবল মাত্র যুহ্‌দের সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর লিখিত কবিতা হতে সামান্য উদ্‌তি প্রদান করব।

ক. আল্লাহভীরুতা বা তাকওয়া

আল্লাহভীরুতা সকল অন্যায় ও গোনাহ হতে বেঁচে থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই কবিতার প্রায় প্রতিটি কাফিয়াতেই এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

(১) কবি আল্লাহর ভয় করে অন্যায় হতে বেঁচে থাকতে গিয়ে মধু-মক্ষিকার জমাকৃত মৌ আহরণ করে তাদেরকে কষ্ট না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আল্লাহকে ভয় করার একটি বড় নমুনা হলো আল্লাহর নির্দেশ অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেওয়া। এতে দ্বিমত পোষণ করা বা ইতস্তত করা সম্ভব নয়।

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে এক হাজার ছিয়াশিতম ফসলে বলেন–

تق الله حتى فى جنى النحل شرته + فما جمعت الا لأنفسها النحل .

فان خفت من رب فلا ترج عارضا + من المزن تهوى أن يزول به المحل .

১. মানুষকে সব সময় আল্লাহ তাআলার ভয়ে থাকা উচিত। এমনকি মধু আহরণের ক্ষেত্রেও কেননা মধু-মক্ষিকা তো তার নিজের জন্য মধু আহরণ করেছে অন্যের জন্য নয়।

২. মানুষ যখন তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকে অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কিছু অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ নেই। অনুর্বর স্থানে বৃষ্টি হয়ে তাকে উর্বর করে দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কবি আল্লাহভীরুতা নারী জাতির মধ্যে সবচেয়ে কম উপলব্ধি করে তাদেরকে তাকওয়ার নসিহত প্রদান করেছেন এবং বাহ্যিক চাকচিক্য উত্তম অলঙ্কার ও পোশাক-আশাকের বিপরীতে তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এগারোশত বাহাত্তরতম ফসলের তৃতীয় লাইনে বলেন–

تحلى بتقوى او تحلى بعفة + فذلك خير من سوار وخلخال .

হে নারীরা! তোমরা তাকওয়া ও সতীত্ব অর্জন কর কেননা নারীদের জন্য এ দুটি ভুষণ সকল প্রকার সোনার অলঙ্কার চুড়ি বা নূপুর ব্যবহার করার চেয়ে অতি উত্তম।

(৩) তাকওয়া যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন তার মর্যাদা ও পরিমাণ অন্য সবকিছুর চেয়ে অনেক বেশি। সামান্য আল্লাহভীরুতাই মানুষকে বিপদ থেকে কিয়ামতের দিন রক্ষা করবে। মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে তখন তার দ্বারা যুলুম অত্যাচার অন্যায় ইত্যাদি করা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না।

এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার বারোশত উনাশিতম ফসলের ষষ্ঠ হতে অষ্টম লাইনে বলেন–

ان البعوضة من تقى مؤزونة + بالفيل عند مليكنا والبازل .

وتصرن حبة خردل قدم الفتى + عن زلة واليوم حلف زلازل .

خف دعوة المظلوم فهى سريعة + طلعت فجاءت بالعذاب النازل .

১. সামান্যতম তাকওয়া আল্লাহর নিকট অনেক বেশি মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য তাই মাছি পরিমাণ তাকওয়া হাতি বা উটের আকার পরিমাণ মর্যাদা পায়।

২. সামান্য সরিষা পরিমাণ আল্লাহভীরুতা মানুষকে পদস্খলন হতে কিয়ামতের দিন সুরক্ষা করবে।

৩. হে মানুষেরা মাজলুমের দু'আ হতে নিজে বেঁচে থাকো। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোনো বাধা নেই। (তিনি তা শুনেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেন)

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

এ বিষয়ে অত্র কাফিয়াতে অনেক বেশি বর্ণনা এসেছে। এখানে স্বল্প পরিসরে সবগুলো লাইন উদৃত করা বাহুল্যতামাত্র। তাই আমরা নিম্নে প্রয়োজনীয় কয়েকটি লাইনের উদৃতি নিম্নে উল্লেখ করলাম।

(১) দুনিয়ায় সবায় নিজকে নিজে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যুবক-বৃদ্ধ তাতে সবাই সমান। আমরা দুনিয়ায় আসার পর বিপদ-আপদসমূহ কম-বেশি সবাইকে আক্রান্ত করে। দুনিয়ার থাবা হতে কেউ নিষ্কৃতি পায় না। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এগারোশত ষোলতম ফসলের তেইশ (২৩) হতে পঁচিশতম লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

يكره عول المسيح انباؤه + وهل يعول الا سد الا شبل .

تنزل فى دار لنا رحبة + تطل بالافات او تويل .

وكل من حل بها يكره الرحلة + عنها وهى تستويل .

১. প্রত্যেকেই এই দুনিয়ায় নিজকে নিয়ে ভাবে। এমনকি বৃদ্ধ তার দুরবস্থায় সন্তানদের আশ্রয় কামনা করে এবং সিংহ ছানারা সিংহের দুরবস্থায় কোনো সাহায্য করে না।

২. আমরা আসি (জন্মগ্রহণ করি) প্রশস্থ এই দুনিয়ায়। আর এখানে হালকা ও ভারীভাবে একের পর এক বিপদ আমাদের উপর আপতিত হতেই থাকে। সেই বিপদ হতে কেউ নিরাপদ হয় না।

৩. মানুষ দুনিয়া ও দুনিয়ার নানা খারাপ দিকে খুব বেশি ঝুকে পড়ে। যে জন্য দুনিয়া ছেড়ে চলে যাওয়াকে অপছন্দ করতে থাকে।

(২) দুনিয়া প্রকৃতিগতভাবে খুব সুন্দর ও চমৎকার। কিন্তু চরিত্রগতভাবে খুব নিকৃষ্ট। কবি নিজকে দুনিয়ার আসক্ত হিসেবে ঘৃণার চোখে দেখার বদলে তাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দুনিয়াকে কাছে পাওয়ার জন্য আপন করার জন্য বহু মানুষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় কেউ সফলকাম হয়নি। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এগারোশত পঁচিশতম ফছলের প্রথম দুই লাইনে বলেন−

أدنياك تخطبها ايا + ويعضلها دونك العاضل .

قد انتضل الناس فى امرها + فهل يوجد الرجل الفاضل .

১. দুনিয়া হলো তালাক প্রাপ্তা বিধবা নারীর মতো। (কবি নিজকে লক্ষ করে বলেন) তুমি ব্যতিত সবাই তাকে বর্জন করেছে। অথবা পৃথিবী হলো নিষিদ্ধ নারীর মতো যাকে ব্যবহার করা তোমার জন্য বৈধ নয়।

২. দুনিয়ার একটু অংশ পেতে, দুনিয়া ছিনিয়ে নিতে মানুষ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই প্রতিযোগিতায় কি কেউ বিজয়ী হতে পেরেছে। এতে কাউকে তুমি বিজয়ী হতে দেখবে না।

(৩) দুনিয়া যেন চরিত্রহীনা নারীর মতো। মানুষদেরকে প্রলুবদ্ধ করে অপকর্মে লিপ্ত করাই তার কাজ। সে বিপদের ঘোড়া দাবড়িয়ে আমাদেরকে ক্লান্ত করে তুলে। দুনিয়াকে মানুষ যতই ভালোবাসুক দুনিয়া মনে মনে হিংসা ও অকল্যাণ লুকিয়ে রাখে।

কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এগারোশত সাতানব্বইতম ফসলের চতুর্থ হতে ষষ্ঠ লাইনে বলেন−

Dhaka University Institutional Repository

وام دفر فتاة سؤ + تخبؤنى فى ثرى مهال .

مرسلة غارة بخيل + قد غنيت عن هب وهال .

وجدت حبى لها قديما + وقد تبينت مقتها لى .

১. দুনিয়া একটি চরিত্রহীনা নারীর মতো। সে আমাদেরকে (মৃত্যুর পর) বালুময় মাটির নীচে (কবরস্থ) লুকিয়ে রাখবে।

২. সে তার বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের ঘোড়াসমূহ দিয়ে আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করা হতে বিরত থাকে না। আর এগুলো এমন দ্রুতগামী অশ্ব যে, এগুলোকে ধমকি দিয়ে পরিচালনা করার প্রয়োজন হয় না।

৩. আমি দীর্ঘ দিন ধরে, দীর্ঘ কাল ধরে দুনিয়াকে ভালোবাসি এবং দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রেখেছি। আমি তাকে অপছন্দতা, হিংসা ও কুটিল চক্রান্তকে গোপন করে রাখতে দেখেছি।

(৪) দুনিয়ার নিকৃষ্টতা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি তাকে টয়লেটের সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ায় সবাই কিছু না কিছু অপবিত্রতা আর দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বিদায় হয়। এখানে অভিজাত ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদের মাঝে কোনো প্রার্থক্য নেই। দুনিয়ার জীবনে প্রকৃত শান্তি খুঁজে পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এখান থেকে মৃত্যুবরণ করাই একমাত্র মুক্তির পথ। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শেষ ভাগে এক হাজার দুইশত সাতাশতম ফসলে বলেন–

دنياك والحمام فى رتبة + من خارج غم ومن داخل .

ما طهرت بل دنست وارتست + بالسيد الوهاب والباخل .

لو نخل العيش لما حصلت + شيئا سوى الموت يد الناخل .

১. দুনিয়া আর বাথরুম একই। তার ভিতর ও বাহিরে কোথাও কল্যাণ নেই। তার ভিতর বাইরে দুশ্চিন্তা ছাড়া অন্যকিছু নেই।

২. দুনিয়া পবিত্রদেরকে অপবিত্র করে দেয় এবং সে মানুষের উপর তীর নিবদ্ধ করে। তার নিকট সম্মানিত ও নিকষ্ট লোকের মধ্যে কোনো প্রার্থক্য নেই।

৩. মানুষ যদি জীবন ও দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করে। তাহলে গবেষক একটি সত্যকে খুঁজে পাবে তাহলো মৃত্যু।

Dhaka University Institutional Repository

গ. দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার বিবরণ

(১) মানুষ দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা অবগত না হওয়ায় দুনিয়ার প্রতি ঝুকে পড়ছে। অথচ দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার এই বিবর্তন ও ধ্বংস হওয়া দ্বারাই ক্ষমতার হাত বদল হয়। সবাইকে একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার একশত আঠারোতম ফসলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

من يعرف الدنيا يهن عنده + امراعها الدهر وامحالها .

لذاتها تعجب املا كها + لو لم تغيربهم حالها .

دار حللناها على رغمنا + وانما ينظر ترحا لها .

১. মানুষ যদি দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা জানত তাহলে তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। দুনিয়ার পাওয়া না পাওয়ার বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ থাকত না।

২. দুনিয়ার অবস্থার যদি পরিবর্তন না হতো তাহলে দুনিয়ার লোভীরা সব সময় তা ভোগ করত।

৩. আমরা সবাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই পৃথিবীতে এসেছি। আর একদিন আমাদেরকে এখান থেকে প্রস্থান করতে হবে।

(২) বিগত জাতিসমূহের দুনিয়া হতে চলে যাওয়াই তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় উপদেশ যে, তোমরা এখানে চিরদিন বসবাস করতে পারবে না। পৃথিবীর সব রাজা-বাদশাহরাই ধ্বংস হয়ে গেছে ভবিষ্যতেও ধ্বংস হবে। তারপর মানুষ তাদের পছন্দের লোককে সিংহাসনে বসাবে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার একশত চল্লিশ ও একচল্লিশতম ফসল দুটিতে বলেন–

اذا ما شئت موعظة فعرج + بيثرب سائلا عن ال قيله .

وقف بالحيرة البيضاء فانظر + منازل منذر وبنى بقيله .

يسود الناس زيد بعد عمرو + كذالك تقلب الدولات دوله .

১. হে লোক সকল যদি তোমরা উপদেশ খোঁজ তাহলে চলে যাওয়া জাতিদের বিষয়ে চিন্তাকর। ইয়াসরিব বা মদীনার আউস-খাজরায গোত্রের লোকেরা আন সারীরা আজ কোথায়?

২. তুমি হিরার শুভ্র রাজ প্রাসাদে দাড়িয়ে দেখ মুনযের ও বনু কাইলার বাসস্থানসমূহ আজ যা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

৩. দুনিয়ার কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। রাষ্ট্র এবং ক্ষমতা পরিবর্তনশীল। যেমনিভাবে মাল হাত বদল হয়। কখনো যায়েদ নেতা হয় কখনো আমর তা ছিনিয়ে নেয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) দুনিয়ার সবকিছুই যেহেতু ধ্বংস হয়ে যাবে তাই দুনিয়ার পিছু পিছু ছুটে চলা নিতান্তই খারাপ কাজ। মৃত্যু কাউকে রক্ষা করবে না। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার শেষাংশে বারশত চার নম্বর ফসলের পঞ্চম হতে সপ্তম লাইনে বলেন–

فلا تبنى خيامك فى محل + فان القاطين على احتمال .

واجنحة السور اذا اتها + مناياها كاجنحة النسال .

اذا كان الجمال الى انتساخ + فحزنا جر موهوب الجمال .

১. মানুষের জন্য উচিত নয় তার মন-প্রাণকে কোনো বাড়ি-ঘর, প্রাসাদ কিংবা কোনো লোকের সাথে সম্পৃক্ত করা। কেননা প্রত্যেককেই দুনিয়া হতে প্রস্থান করতে হবে।

২. মৃত্যু অভিজাত-কমজাত কাউকে চেনে না। তার নিকট বাজ পাখি আর পিপিলিকার পাখা একই রকম।

৩. প্রত্যেক বস্তুই যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখন দুশ্চিন্তা করে লাভ কি? কেননা একদিন সুন্দরের সৌন্দর্য ও বিদূরিত হবে।

ঘ. মৃত্যুর বর্ণনা

এই কাফিয়ায় কবি মৃত্যুর উপর দীর্ঘ বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে প্রদান করেছেন। আমরা নিম্নে বিশেষ কয়েকটি লাইন উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব।

(১) মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ হতে প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত। দুনিয়ার হায়াত ফুরিয়ে গেলে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কত সুস্থ-সবল মানুষ হঠাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যত পাহারাই বসানো হোক না কেন তার হাত থেকে কেউ রেহাই পায়নি এবং পাবেও না। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার সাতাননব্বইতম ফসলের তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে বলেন–

والله يقدر ان تفنى بريته + من غير سقم ولكن جنده العلل .

وفى الليالى قضاء موجب ابدا + كلول طرفك عما حازت الكلل .

১. আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টিসমূহকে কষ্ট দেওয়া ব্যতীত ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। কিন্তু তিনি প্রত্যেক মৃত্যুর জন্য একটি কারণ ঠিক করেন যা তার মৃত্যু ঘটায়।

২. মানুষের মৃত্যুর হাত হতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় কোনো পাহারা বসিয়ে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ ও ফায়সালা কখনো পরিবর্তিত হয় না। তা মানুষের অজান্তেই মানুষকে পেয়ে বসে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কবি মনে করেন একদিন তার মৃত্যু হবে। মৃত্যুরপর তার দেহ মাটিতে পরিণত হবে আর মাটির সে ধূলিগুলোকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেবে। মৃত্যুই যখন একমাত্র পরিণতি তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া ও কান্নাকাটি করার বিকল্প কি হতে পারে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

عفا الله عنى رب ريح تهب لى + فتذرى ترابى من جنوب ومن شمل .

وشغل فم يستغفر الله ذنبه + احق به من ذكر زينب او جمل .

১. মৃত্যুই আমার শেষ অবস্থা অতঃপর বায়ুসমূহ আমার দেহের মাটিকে উত্তরে-দক্ষিণে ছড়িয়ে দিবে। কাজেই আল্লাহর কাজে ক্ষমা ও করুণা কামনা করি।

২. মৃত্যু যখন মানুষের শেষ পরিণতি কাজেই মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করা হয়, যা বলা হয় তন্মধ্যে সর্বোত্তম হবে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং ক্ষমা চাওয়া। প্রেম ও বিচ্ছেদের গান গাওয়ার চেয়ে।

(৩) মৃত্যু আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য নির্ধারিত। তার হাত হতে বাঁচার কোনো পথ ও কৌশল নেই। আমাদেরকে আমাদের পূর্বসূরীদের অনুসরণ করে পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হবে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এক হাজার দুইশত চৌত্রিশতম ফসলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

هو الموت من ينج من رامح + فلا بد من اسهم النابل .

لنا اسوة فى رجال مضوا + وهل انا الا اخو الابل .

১. মৃত্যু হলো মানুষের ভাগ্য। মৃত্যু হতে বাঁচার কোনো পথ নেই চাই যত দক্ষ বর্শা নিক্ষেপকারী হোক না মৃত্যুর তীর তার উপর বিদ্ধ হবেই।

২. চলে যাওয়া (মরে যাওয়া) লোকদের মধ্যে আমাদের জন্য আদর্শ (শিক্ষা) রয়েছে চলে যাওয়ার।

ঙ. যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা

(১) খুব কম মানুষের মাঝেই দুনিয়া বিমুখতার গুণ দেখা যায়। এই গুণটি অর্জন করতে পারলে মানুষের অপরাধ সৃষ্টি করা অনেকাংশে কমে যাবে। তবে তা প্রকৃত অর্থে হওয়া চাই। লোক দেখানো যুহদ ধোঁকা দেওয়ার শামিল তার কোনো মূল্য নেই। কবি তাই অত্র কাফিয়ার এক হাজার একশত ষাটতম ফসলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

اذا قيل ان الفتي ناسك + ورام الجمال فلا نسك له

يصلى وهمته ان يقال + سابق خيل نضى فسك له .

Dhaka University Institutional Repository

১. যদি বলা হয় যে, ওমুক ব্যক্তি দুনিয়া বিমুখ (যাহিদ) আর দেখা যায় যে সে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য আশা করে তাহলে বুঝতে হবে সে যাহিদ নয়। (কেননা যুহদ এবং দুনিয়া কামনা করা দুটি একত্রে হওয়া সম্ভব নয়।)

২. এমন যাহিদ লোক হলো কেবল যুহদ দাবিকারী। সে দুনিয়ার মর্যাদা কামাই করতে চায়। মনে হয় যেন সে বলতে চায় দুনিয়ার জীবনে সে প্রতিযোগিতাকারী।

(২) কবি নিজে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য যুহদ অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার বারোশত প্রথম ফসলের প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে বলেন–

أنفت وقد انفت على عقود + سوارا كى يقول الناس حالى .

وكيف اشيد فى يومى بناء + واعلم وان فى غدى ارتحالى .

১. কবির বয়স বেড়েই চলেছে তাই তিনি দুনিয়া ও দুনিয়ার সৌন্দর্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যাহিদ হয়ে গিয়েছেন। তাই যা ধ্বংস হয়ে যাবে তিনি তা আর অর্জন করতে চান না।

২. তিনি দুনিয়ার কোনো মর্যাদা আর চান না। কেননা তিনি ভালোভাবেই জানেন আজ হোক কাল হোক দুনিয়া হতে তাকে বিদায় নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الميم

কবি রচিত লুযুমিয়াত কাব্যে উক্ত কাফিয়াটি দীর্ঘতম কাফিয়ার অন্যতম। এতে মোট একশত সত্তরটি ফসলে এগারোশত লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এসব কবিতায় যুহদিয়াত সম্পর্কিত কবিতা খুব কমই বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র, মৃত্যুর বর্ণনা, জাবারিয়া আকিদার সমর্থনে কবিতা, তানাসুখ, আখিরাত সম্পর্কিত বর্ণনা, নারীদের নানামুখী চরিত্রের বিবরণ, বিয়ে করা ও সন্তান জন্মদানের বিরুদ্ধে, গণক ও জোতিষ বিদ্যার বিরুদ্ধে, মানুষের দুনিয়ামুখিতা, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, প্রাচীন আরবী কবিগণের গৌরবগাঁথার বিবরণ, তাকওয়া অবলম্বন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কবি অত্র কাব্যের এই কাফিয়ায় কবিতা রচনা করেছেন। এই কাফিয়ায় যুহদ সম্পর্কিত কবিতার মধ্যে কেবলমাত্র মৃত্যুর বর্ণনা ও দুনিয়ার কুৎসা বিষয়ে আলোচনা কিঞ্চিৎভাবে করা হয়েছে। আমরা উদাহরণ স্বরূপ তার কিছু উদৃতি উপস্থাপন করলাম।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মৃত্যুর সময় ধন-সম্পদ, অস্ত্র-বাহন কোনো কিছুই কান্না করে না। ধনী-গরিব, ভালো-মন্দ সবাই এক লক্ষবস্তুতে এগিয়ে যায়। মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকা মানুষেরা জানতে পারে না তার সম্পর্কে লোকেরা কি মন্তব্য করছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শুরুতেই এক হাজার দুইশত ছাপ্পান্নতম ফসলের ষষ্ঠ হতে অষ্টম লাইনে বলেন–

فانك لاباك عليك مهند + ولا مظهر حزنا جواد مطهم .

يساوى مليك حى صعكون قومه + وتسحى له الارض فتلهم .

وما يشعر المدفون يسرى حديثه + فينجد فى اقصى البلاد ويتهم .

১. হে লোকেরা! জেনে রাখ তুমি যখন মারা যাবে তোমার জন্য তোমার তরবারি কাঁদবেনা এবং তোমার দ্রুতগামী ঘোড়াটি ও তোমার জন্য চিন্তিত হবে না।

২. মৃত্যুর ক্ষেত্রে গোত্রে সম্মানিত ব্যক্তি আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি উভয়ই সমান। তারা উভয়ই মাটির গর্তে যাবে। ইহাই তাদের প্রত্যার্বনস্থল।

৩. মৃত লোকেরা জানতে পারে না লোকেরা তাদেরকে নিয়ে বলাবলি করে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

(২) দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হবে এটি প্রকৃত সত্য কথা। আর এ সত্য বিশ্বাসধারীদের জন্য মৃত্যু অনেকটা হালকা হবে। জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এখতিয়ার প্রদান করলে মৃত্যুকেই সম্ভাষণ জানানো উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

কারণ আজ না হয় কাল মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার বারোশত আটান্নতম ফসলের প্রথম হতে তৃতীয় লাইনে বলেন–

سارحل عن وشك ولست بعالم + على اى امرلا ابا لك اقدم .

وهون اعدامى على تحققى + بان وان طال التسكث اعدم .

فان لم يكن الا الحياة وبينها + فلست على ايامها أتندم .

১. কবি বলেন, আমি অতি নিকটেই দুনিয়া হতে বিদায় নিব। তবে আমি জানি না আমি কোথায় প্রস্থান করছি।

২. আমি ধ্বংস ও নিঃশ্ব হয়ে যাব এ বিশ্বাসই আমার জন্য মৃত্যুকে সহজ করে দিয়েছে। যদি আমি দীর্ঘ জীবন লাভ করি না কেন? (আমাকে মরতে হবে)।

৩. (ওরা) যদি আমাকে মৃত্যু এবং জীবনের কোনো একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দেয় তাহলে আমি বিনা আফসোসে ও শঙ্কায় মৃত্যুকেই গ্রহণ করব।

(৩) দুঃখ-কষ্ট আর যাতনার জীবন থেকে যেন মৃত্যুই শান্তিদায়ক ও আরাম প্রদানকারী। মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমান যে তার সময় মতো উপস্থিত হবেই। তার কাছে মর্যাদার কোনো প্রার্থক্য নেই। সবল-দুর্বলে কোনো ভেদাভেদ নেই। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত আটতম ফসলের এগারো। বারো ও চৌদ্দতম লাইনে বলেন–

اروح من عيش جنى لى اذى + موت حبانى راحة واصطلم .

طيف حمام زارنى فى الكرى + فمرحبا بالطيف لما الم .

والجذع الأزلم لم يبق ذا + رمح من الناس ولا زاز لم .

১. দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট হতে সম্ভবত মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে এবং মৃত্যুই আমার জন্য শান্তি ও আরাম উপহার দিবে।

২. মৃত্যুর ছায়া ঘুমের মাঝে আমার (কবির) সাথে সাক্ষাত করেছে। আমি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছি। মৃত্যু কতই না উত্তম সাক্ষাৎকারী।

৩. সকল মানুষের জন্যই মৃত্যু নির্ধারিত। তাই কালের বিপদ-আপদসমূহ সম্মানিত ঘোড় সওয়ার আর নিকৃষ্ট দুষ্ট লোক কাউকে রেহাই দেয় না।

Dhaka University Institutional Repository

খ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়া নিকৃষ্ট স্থান। দুনিয়ার এই নিকৃষ্টতা হতে বাঁচার কোনো উপায় নেই এবং দুনিয়ার কষ্ট হতে ধৈর্যধারণ করার মতো লোকের অভাব। আর মৃত্যু হলো এমন রোগ যাতে কেউ একবার আক্রান্ত হয় সে কোনো ঔষধে নিরাময় হয় না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তেরো শত একুশতম ফসলের প্রথম দুই লাইনে বলেন–

وجدت المـوت للحيـوان داء + وكيـف اعالج الداء القديـما .

وما دنـياك الا دار سؤ + ولست على إساءتها مقيـما .

১. আমি মৃত্যুকে প্রাণীদের (জানদারদের) জন্য রোগ হিসেবে পেয়েছি। আমি কিভাবে ঐ প্রাচীন রোগের চিকিৎসা করব। (এ রোগের কোনো ঔষধ নেই)

২. (পাঠক) দুনিয়া হলো খারাপ ও নিকৃষ্ট স্থান। তুমি তার খারাপ আচরণ ও তার দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করে স্থির থাকতে পারবে না।

(২) দুনিয়া হলো এমন এক স্থান, যেখানে মানুষ শুধু নিগৃহীত হয় নানাভাবে। তার চরিত্র বিচিত্র ও অভিনব। তার নিষ্ঠুরতার হাত হতে কেউ রেহাই পায়নি, সে শুধু নিতে জানে; দিতে জানে না। কবি এসব বিষয়ে অত্র কাফিয়ার তেরো শত পঞ্চান্নতম ফসলে বলেন–

عرفت من ام دفر شيمة عجبا + ولت على اللؤم وهو العنف بالخدم .

ومن يهنها تصنه عن مكارهها + بعض الصيانة فارفضها بلا ندم .

وما لنفسى خلاص من نوائبها + ولا لغيرى الا الكون من العدم .

১. আমি দুনিয়ার আশ্চর্য চরিত্র অবলোকন করেছি, যা তার নিকৃষ্টতার পরিচায়ক এবং সে তার খেদমতকারীদের প্রতি অতি কঠোর ও হৃদয়হীন।

২. (দুনিয়ার চরিত্র বিপরীতমুখী) যে তাকে তার নিকৃষ্ট চরিত্রের জন্য লাঞ্ছিত করে সে তাকে রক্ষা করে। কাজেই তাকে আফসোস ব্যতীত বর্জন কর।

৩. আমার কী হলো কিভাবে তার বিপদাপদ হতে মুক্তি পাব, কিংবা অন্যেরা কিভাবে মুক্তি পাবে? কেবল মৃত্যুর দ্বারাই মুক্তি লাভ সম্ভব।

(৩) কবি তিরস্কার করে দুনিয়ার প্রতি আসক্তদেরকে দুনিয়ার খিদমত করতে বলেছেন। তোমার ধ্বংস হোক, হে দুনিয়া! আমি তোমার জন্য নিরাশ হয়ে গিয়েছি। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার তেরো শত একাত্তরতম ফসলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

عققت دنياك إن حاولت خدمتها + اياك والام لاتدعى من الام .

وتحت رجلك منها مفرق ترب + انى اتجهت باعراق وإشام .

أسامتنى ام دفر غير مرعية + وزاد اهلك إعناتى وإسامى .

১. মানুষ দুনিয়ার প্রতি অবাধ্য হয়ে তাকে নিজের সেবায় লাগাতে চায়। দুনিয়া হলো মায়ের মতো। মাকে কি নিজের খেদমতে লাগানো যায়। (কবি তিরস্কার করে একথা বলেছেন, কেননা দুনিয়া খিদমত গ্রহণ করে খিদমত করে না।)

২. তোমার পায়ের নিচেই রয়েছে তার দুনিয়ার মাথার সিঁথি। যার উপর দিয়ে তুমি তোমার ইচ্ছাতম সিরিয়া ও ইরাকে ভ্রমণ কর।

৩. হে আবাধ্য নিকৃষ্ট দুনিয়া তোমার ধ্বংস হোক। আমি তোমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার বিষয়ে নিরাশ হয়ে গিয়েছি। আর আত্মার অভিযোগ ও দুঃখের চেয়ে তোমার উপর বসবাসী অন্যান্যদের অভিযোগ আরো বেশি।

(৪) দুনিয়া তোমার ধ্বংস হোক। আমি ইচ্ছে করে দুনিয়ায় আসিনি এবং কতদিন থাকব তাও বলতে পারি না। দুনিয়ার সকল প্রশংসা, রূপ-সৌন্দর্য সবই নিরর্থক। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত দ্বিতীয় ফসলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

دنياى ويحك ما طرقتك مختارا + ولكن القضاء حكم .

قضيت ايام الشباب على + مضض وقد طال البقاء فكم .

يكفيك ان المدح فيك يرى + كذبا وذمك فى العقول حكم .

১. হে দুনিয়া তোমার ধ্বংস হোক। আমি স্বেচ্ছায় তোমার সাথে সাক্ষাত করিনি। ভাগ্য আমাকে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছে।

২. আমার অপছন্দতা সহকারেই তোমাতে আমার যৌবনকে কাটিয়েছি। আমার বয়স বেড়েই চলেছে। আর কতদিন তোমার নিকট থাকব।

৩. তুমি অপছন্দনীয় ও নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তোমার সম্পর্কে যে প্রশংসা করা হয়েছে তা সবটুকুই সবই মিথ্যা।

গ. কবরের বর্ণনা

আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল কবরে মানুষ মাটির সাথে মিশে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। যেখানে বংশের পরিচয়, গৌরব কোনো কিছুই কোনো কাজে আসে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার তেরো শত

Dhaka University Institutional Repository

চুরানব্বইতম ফসলের চতুর্থ হতে ষষ্ঠ লাইনে বলেন–

اذا عظام الفتى به ارمت + حسبته من ثمود او إدم .

قد وطئ الأخصان ويحهما + على جسوم الرجال والحرم .

ياجد الميت كم اضيف الى + تربك من ياسر ومن برم .

১. মানুষের হাড়-হাড্ডি যখন কবরস্থ করার পর মিশে যায়। সেখানে কে সামুদ আর কে আরেম গোত্রের লোক তার কোনো পরিচয় থাকে না।

২. হে মানব সন্তান! তোমার ধ্বংস হোক। তুমি তোমার দু'পা দ্বারা প্রতি দিন মরে যাওয়া নারী-পুরুষের মাটি হওয়া লাশের উপর দিয়ে দু'পায়ের মাড়িয়ে যাচ্ছ।

৩. নিশ্চয়ই মৃতদের শরীর যা মাটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তা কতবার কবরে পরিবর্তিত হয়েছে। তাতে অনেক জুয়াখোর ও ভালো মানুষকে দাফন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية النون

এই কাফিয়াটি কবি রচিত লুযুমিয়্যাত কাব্যের দীর্ঘতম কাফিয়াসমূহের অন্যতম কাফিয়া। এতে মোট একশত দশটি ফসলে নয় শত সতোরো লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান, আল্লাহ তাআলার দানসমূহ, মৃত্যুর বর্ণনা, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিবরণ, নারীর কুৎসা বর্ণনা, প্রাণীদের প্রতি দয়া করার বিষয়ে আগ্রহ তৈরি, প্রাচীন রাজা-বাদশাহগণের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিবরণ, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা, মদ পানের কুফল ও তার কুৎসা বর্ণনা, লোক দেখানো সূফীদের সমালোচনা, জীবনকে সৎকাজে লাগানোর উপদেশ, যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা বিষয় ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে তিনি অত্র কাফিয়ায় আরো নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আমরা নিম্নে মৃত্যু, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা ও যুহুদ বিষয়ের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত উল্লেখ করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

(১) মানুষের রূহ যেন মাটির খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে। আর মৃত্যুর মাধ্যমে সেই বন্দীদশা হতে মুক্ত হতে চাচ্ছে। কোনো আপনজনের মৃত্যুতে শোক করে কান্না করে কোনো লাভ নেই। কেননা প্রত্যেকেই তার ভাগ্য লিপি অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত বিশতম ফসলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে বলেন-

أتحدث للأرواح راحة مطلق + اذا فارقت، ان الجسوم سجون .

فلا يبك مكى لفقد حجونه + بكل مكان مصرع وحجون .

১. মানুষের শরীরসমূহ তাদের রূহের জন্য বন্দীশালা ব্যতীত অন্য কিছু না কাজেই রূহসমূহ মৃত্যু ব্যতীত মুক্ত হতে পারে না এবং চিরস্থায়ী শান্তি পায় না।

২. কাজেই মানুষের জন্য তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কেননা মৃত্যু মানুষের জন্য প্রত্যেক কালে এবং স্থানে নির্ধারণ করা আছে।

(২) মানুষ সবাই যেন মৃত্যুর গোলাম। তার অনুগত চাকর। তার কথার বাইরে কিছুই করার থাকে না। দিন-রাত্রির আবর্তনে কোনো ফাকে মৃত্যুর লেলিহান শিখা উঁকিমারে তা কেউ বলতে পারে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত তিয়াত্তরতম ফসলের চৌদ্দ এবং পনোরোতম লাইনে বলেন-

نهمل اسرانا بايدى الردى + ويدلج الليلة اسرانا .

نيران لاحا فى ظلام لنا + وقد لمحنا فيه نيرانا .

Dhaka University Institutional Repository

১. মানুষ মৃত্যুর গোলাম স্বরূপ। কাজেই কে বা কারা মারা গেল মৃত্যু এ বিষয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ করে না।

২. দিনের আবর্তন চলছে। পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার জন্য চাঁদ-সূর্য ক্রমাগত উদিত হচ্ছে। আর এর পিছনেই মানুষের জন্য মৃত্যুর আগুন ঝলসে ওঠছে।

(৩) যারা মৃত্যুবরণ করে তারা পুনরায় ফিরে এসে আমাদের মাঝে তাদের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারে না। এর হাত থেকে বৃদ্ধ-যুবক, সবল-দুর্বল কারো রেহাই পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা মৃতদের লাশ কবরস্থ করি কিন্তু তাদের রূহ সম্পর্কে আমাদের কোনো জানা নেই। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত ছিয়াশিতম ফসলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

منون رجال خبرون عن البلى + وعادوا الينا بعد ريب منون .

بنون كاباء وكم برح الذى + بغضب على علاته، وبنون .

دفغاهم فى الارض دفن يتقن + ولا علم بالارواح غير ظنون .

১. কবি মৃতদের দুনিয়ার জীবনে ফিরে আসাকে নাকচ করে দিয়ে বলেন। এমন কে আছে মৃত্যুবরণ করে পুনরায় জীবনে ফিরে এসেছে। আমাদেরকে সংবাদ দেওয়ার জন্য (মৃত্যুর পর) যা তারা প্রত্যক্ষ করেছে।

২. মৃত্যু সন্তানদের আক্রমণ করে যেমনিভাবে ইতিপূর্বে পিতাদেরকে আক্রান্ত করেছিল। মৃত্যু সকল সৃষ্টির ভাগ্যে লেখা। তার হাত থেকে দুর্বল শিশু ও বিশালদেহী বৃদ্ধ কেহই রক্ষা পায় না।

৩. আমরা আমাদের মৃতদের লাশ জমিনে দাফন করেছি। এটা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি। কিন্তু তাদের রূহগুলো কোথায় সে সম্পর্কে আমরা ধারণা ব্যতীত আর কিছুই জানি না।

(৪) কবি মৃত্যুর জন্য আগ্রহী। কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হবে। মানুষ যেন মৃত্যুর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াই মুক্তি আর তার বিপরীতে চলার চেষ্টাই ধ্বংস। এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচশত চারতম ফসলের অষ্টম হতে দশম লাইনে বলেন–

أحن وما أجن سوى غرام + بغير الحق من حن وجن .

نصحتك ناقتى سلبى ونفسى + ونحرك فى الحنين فلا تحنى .

اضيف القفر ضيفتك ادلاج + فهل لك من ذوالة فى ضفف .

১. আমি মৃত্যুর প্রতি আগ্রহী এবং আমি মনের মাঝে এ বিশ্বাস লুকিয়ে রেখেছি যে, জিনের অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই।

Dhaka University Institutional Repository

২. (কবি কালকে উটের সাথে তুলনা করে বলেন) আমি আমার নফস ও সম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কালের কাছে সমর্পণ করেছি। এ আশায় যে, কাল আমাকে নিয়ে মৃত্যুর দিকে প্রস্থান করবে। কেননা মৃত্যুর মাঝেই মুক্তি এবং তার কাছ থেকে ফিরে আসাই হলো ধ্বংস।

৩. হে মানবেরা! তুমি জীবন জুড়ে মুসাফির আর তোমার সাথী হলো অন্ধকার রাত্রি। (বিপর্যয়সমূহ) আর তোমার চার পাশে লোকেরা বোকা নেকড়ের মতো বসে আছে।

খ. দুনিয়া ধ্বংসের বিবরণ

দুনিয়া একদিন নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে। তার আগে ধ্বংস হয়ে যাবে দুনিয়ায় বসবাসকারীরা। পর্যায়ক্রমে তাদের জীবনাবসানের মাধ্যমে দুনিয়া হতে বিদায় নিবে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত ষোলতম কসলের প্রথম দুই লাইনে বর্ণনা করেন–

لعمرك ما الدنيا بدار قامة + ولا الحى فى حال السلامة امن .

وإن وليدا حلها لمعذب + جرت لسواه بالسعود الأيامن .

১. কবি কসম করে বলেন– নিশ্চয়ই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়। ইহা নিকৃষ্ট স্থান। এখানে নিরাপদে থাকা জীবিত লোকেরা ও নিরাপদে নেই। (কাজেই দুনিয়া বাস যোগ্য স্থান নয়)

২. দুনিয়ায় যে শিশু অবতরণ করে (জন্ম নেয়) সে অবশ্য (দুভার্গ্য) ও শাস্তির শিকার হয়। আর তখনি অন্যান্য সৃষ্টির জন্য সৌভাগ্য বির্ধারণ করা হয়।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়া হলো ধোঁকাবাজ মহিলার মতো। যে তার ধোকায় পড়েছে সে কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সে তার লোভ-লালসাকে পুঁজি করে মানুষের বিবেক ছিনিয়ে নিয়েছে। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার চৌদ্দশত ছিয়াত্তরতম কসলের পনোরো ও ষোল লাইনে বলেন–

لقد خدعتنا ام دفر واصبحت + مؤيدة من ام ليلى بسلطان .

اذا اخذت تسطا من العقل هذه + فتلك لها فى ضلة المرء قسطان .

১. দুনিয়া হলো ধোকা দানকারী নারীর মতো। সে তার ধোঁকাদানকে মদ্যপানের দ্বারা আমাদের জন্য কয়েক গুন বাড়িয়ে দেয়।

২. দুনিয়া মানুষের এক তৃতীয়াংশ বুদ্ধিমত্তা ছিনিয়ে নিয়েছে আর মদ্য দুই তৃতীয়াংশ ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন মানুষ আকল শুন্য হয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) দুনিয়ার নিকৃষ্টতা হতে মুক্তি পেতে হলে তোমাকে দুনিয়ার সুখ ভোগ বর্জন করতে হবে। কেননা দুনিয়ার আনন্দ ভোগ পক্ষান্তরে দুর্ভোগ ও কষ্ট উপহার দেয় মাত্র। দুনিয়া তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো ছলনা আর ধোঁকা দেয়। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এক হাজার অষ্টাশিতম ফসলের দ্বিতীয় হতে চতুর্থ লাইনে বলেন–

فلا تسهرا الدنيا السروءة انها + تفارق اهليها فراق لعان.

ولا تطلباها من سنان وصارم + بيوم ضراب او بيوم طعان.

وإن شئتما ان تخلصا من اذاتها + فخطابها الا ثقال وابتعانى.

১. তুমি দুনিয়াকে পেতে চেও না। তাহলে তোমার ব্যক্তিত্ব তার জন্য মহর সাব্যস্ত করে ক্ষতিগ্রহ হবে। দুনিয়া হলো তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো ধোঁকা প্রদানকারিণী।

২. তুমি দুনিয়াকে তীর তরবারি, বর্শা দ্বারা যুদ্ধের দিন যুদ্ধ করে পাওয়ার চেষ্টা করবে না। (অর্থাৎ দুনিয়া লাভের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করবে না)

৩. যদি তুমি দুনিয়ার খারাপি ও নিকৃষ্টতা হতে বাঁচতে চাও তাহলে তার স্বাদ গ্রহণ করা (আরাম ও বিলাসবস্তু) হতে বিরত থাক। কেননা তা তোমার জন্য দুশ্চিন্তা বয়ে আনবে তাই তাকে বর্জন কর।

ঘ. স্বল্পেতুষ্টি

স্বল্পেতুষ্ট থাকা একটি মহৎ গুণ। অনেক অসৎ গুণ থেকে বাঁচার পথ তৈরি হয় এক মাত্র গুণের দ্বারা। অলসতা দ্বারা কোনো বড় কিছু কামনা করা যায় না। তবে স্বল্পেতুষ্টি দ্বারা অনেক কিছুই কামনা করা সম্ভব। স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তি গরিব হয়ে ও ধনী, প্রজা হয়েও রাজার মতো জীবন-যাপন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পনেরোশত চারতম ফসলের আঠারো হতে বিশ লাইনে বলেন–

ويكفيك التقنع من قريب + عظائم ليس تبلغ بالتونى.

صرير الرمح فى زرد منيع + ووقع المشر فى على السجن.

وحمل مهند يسطر بعير + وفور ليس بالأشر السرن.

১. সহজ লভ্য সাধারণ বস্তুতে তোমার তুষ্টি বিশাল ও বিরাট বিষয় অনুসন্ধান করা হতে তোমাকে বাঁচাবে। তুমি অলসতা দ্বারা তাতে পৌঁছতে পারবে না।

২. সুউচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য, বিপুল বিত্ত-বৈভব পাওয়ার জন্য যুদ্ধের অনুসন্ধান করা হতে স্বল্পেতুষ্টি তোমাকে বিশেষভাবে রক্ষা করবে।

৩. তেমনিভাবে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করবে অতর্কিতভাবে হামলা করে সম্পদ ছিনিয়ে আনা, পশু শিকার ও নারীদেরকে ভোগ করা হতে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. যুহদের বর্ণনা

দুনিয়া বিমুখতা নির্লোভতার পরিচায়ক। আর নির্লোভ মানুষ গোনাহ মুক্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কবি তাই মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করে, সম্পদ গরিব-দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে দুনিয়া ত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সঠিক দিনের পথে থেকে যাহিদ হওয়ার জন্য কবি সতর্ক করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচশত বত্রিশতম ফসলের প্রথম হতে তৃতীয় এবং পঞ্চম লাইনে কবি বলেন-

إن شئتما ان تنسكا فاسكنا + وإنفقا المال الذى تمسكان.

واعتقدا فى حال تقو اكما + انكما بالله لاتشركان.

إن تتبعا فى مذهب جاهلا + فالحق من خلفكماتتركان.

لم يفد سابورا ولا تبعا + ما وجدا من ذهب يسلكان.

১. কবি যুহদ অবলম্বনকারীকে উপদেশের ছলে বলেন- তুমি যদি যাহিদ হতে চাও তাহলে লোক চক্ষুর অন্তরালে বসবাস কর এবং তোমার আয়ত্বে থাকা সম্পদ (গরিব দুঃখীদের মাঝে) দান করে দাও।

২. তবে এ যুহদের ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর সাথে শরীক না করার অঙ্গীকার বজায় রাখতে হবে।

৩. মানুষ যদি গোমরাহ ও মূর্খ মানুষের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে সে সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে দূরে সরে যায়।

৪. (মনে রাখবে) দুনিয়ার মর্যাদা-সম্মান, সম্পদ ও টাকা-পয়সা পারস্য ও ইয়ামনের রাজা-বাদশাহদেরকে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচাতে পারেনি। (তাই সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে যাহিদ হিসেবে জীবন যাপনের চেষ্টা কর)

Dhaka University Institutional Repository

ارى الدنيا وما وصفت ببر + متى اغنت فقيرا او هقته .

اذا خشيت لشرعجلته + وإن رجيت لخير عوقته .

حباة كالحبالة ذات مكر + ونفس المرء صيد أعلقته .

وانظر سهمها قد ارسلته + إلى بنكبة او فوقته .

১. দুনিয়া বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নিকৃষ্ট মহিলার মতো। সে কল্যাণ ও ভালো বলতে কিছু বোঝে না। যদি কেউ তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে তাকে গোলাম বানিয়ে ছাড়ে।

২. মানুষের জন্য সে বিপদ-আপদ দ্রুততার সহিত নিয়ে আসে। কিন্তু কল্যাণ আর মঙ্গল নিয়ে আসে অতিধীর গতিতে।

৩. দুনিয়া শিকারি ফাঁদের মতো ষড়যন্ত্রকারিনী। সে মানুষের অন্তরকে শিকার করার জন্য প্রানান্তকর চেষ্টা করে এবং শিকার শেষে ধ্বংস করে দেয়।

৪. দুনিয়ার বিপদ-আপদসমূহ তীরের ন্যায় এর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে তার ফাঁদে আটকানো।

(৩) দুনিয়া নিষ্ঠুর মায়ের মতো, যে তার সন্তানের গোশত খেতে পছন্দ করে এবং ঐ দুষ্ট উটের মতো, যে তার বাচ্চাকে পায়ে পিষে মেরে ফেলে। কবি দুনিয়ার এ নিষ্ঠুরতার কথা এক হাজার পাঁচ শত আটত্রিশতম ফসলের পঁয়তাল্লিশ হতে সাত চল্লিশতম লাইনে বলেন–

ووالدة بنت جسدا بنحض + وفاءت فياة فتعرقته .

توطئت الفطيم على اعتماد + فما ابقت عليه ولا اتقته .

ولم تك رانم ساءت رضيعا + وعنت بعدها فتملقته .

১. দুনিয়া ঐ মায়ের মতো, যে সন্তান জন্ম দিয়েছে, অতঃপর যখন সন্তান হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে, মা সে সন্তানকে খেয়ে ফেলেছে।

২. দুনিয়া ঐ নিকৃষ্ট উটের মতো, যে ইচ্ছাকৃতভাবে তার নবজাতককে পদপিষ্ট করে হত্যা করে এবং তার কোনো চিহ্ন বাকি রাখে না।

৩. দুনিয়া কোনো দয়াশীল মায়ের মতো নয়; সে তার দুগ্ধপোষ্য সন্তানের সাথে খারাপ আচরণ করে। অতঃপর আবার তাকে দুধপান করানোর জন্য ফিরে আসে।

(৪) দুনিয়া হলো মরা প্রাণীর মতো, যার গোশত খাওয়ার জন্য অন্যান্য প্রাণীরা ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে। দুনিয়ার চারপাশে জুলুম লেপটে আছে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস মদের পেয়ালার মতো আর তার ফেনা হলো সাপের বিষাক্ত বিষের মতো। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার পনেরো শত ছেচল্লিশ ফসলের তেরো

Dhaka University Institutional Repository

হতে পনেরো লাইনে এবং সতেরো লাইনে বলেন–

كما نبذت للوحش والطير رازم + فالقت شرورا بين مختطفيها .

تناءت عن الإنصاف من ضيم لم يجد + سبيلا الى غايات منتصفيها .

يجازى فيربى او يقصر دون ما + يريد وظلم شان مكتفيها .

كان التى فى الكاس يطفوحبا بها + سمام حباب بين مرتشفيها .

১. দুনিয়ার উদাহরণ হলো মৃত উটের মতো, যার মৃতদেহ হিংস্র প্রাণীদের জন্য ফেলে দেয়া হয়েছে। আর শ্বাপদেরা তা দখলের জন্য পরস্পর হানাহানি করছে। (মানুষেরাও শ্বাপদের মতো দুনিয়ার ময়লার ভাগারে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত)

২. দুনিয়া অত্যাচারিণী, অত্যাচারিত ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণতার জন্য এখানে কাউকে খুঁজে পায় না।

৩. এখানে প্রত্যেককেই যুলুম ঘিরে আছে। কেউ হয়তো কম কেউ হয়তো বেশি; কিন্তু তা কিছু না কিছু ভোগ করছে।

৪. দুনিয়ার স্বাদ ও বিলাসদ্রব্য মদের পেয়ালার মতো (সুদৃশ্য) আর মদের পেয়ালার ফেনা যেন বিষাক্ত সাপের বিষ। যা পানকারীর জন্য মৃত্যু অনিবার্য করে দেয়।

খ. দুনিয়াবিমুখতা

(১) লোভ-লালসাকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়াবিমুখ হয়ে আখিরাতের ভয়ে শঙ্কিত থাকা উচ্চ মানসিকতার পরিচায়ক। কবি বলেন– দুনিয়াতে যুহদ অবলম্বন করা কঠিন কাজ। কেউ এ জন্য সিদ্ধান্ত নিলেও এ পথে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে যায়। তবে যুহদের উপদেশ অনেক সময় বিপথগামীদেরকে সৎ পথে আনতে সহায়ক হয়– এ বিষয়ে কবি অত্র কাফিয়ার পনেরো শত উনচল্লিশতম ফসলের বত্রিশ ও তেত্রিশতম লাইনে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

فهاهم عن طلاب المال زهد + ونادى الحرص ويبكم اطلبوه .

فالقاها الى اسماع غثر + اذا عرفوا الطريق تنكبوه .

১. যুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) দুনিয়ায় তাদেরকে সম্পদ অনুসন্ধান করতে বাধা প্রদান করে। (কিছু পরেই আবার) লোভ-লালসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং তাদেরকে সম্পদ অর্জন ও আহ্বানে উদ্বুদ্ধ করে।

২. যুহদ তার উপদেশবাণী নিম্নশ্রেণী ও পথভোলা লোকদেরকে শোনাতে সক্ষম, যারা সত্যটি উপলব্ধি করার পর পূর্বের পথ হতে সরে আসতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) বুদ্ধিমান মানুষের জন্য উচিত, দুনিয়াবিমুখ হয়ে চলা। কেননা দুনিয়া তোমাকে আফসোস আর অপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই উপহার দেয় না। অথচ মানুষ তার পিছু পিছুই সবচেয়ে বেশি ছুটতে থাকে। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাফিয়ার পনেরো শত পঁয়তাল্লিশতম ফসলের প্রথম ও তৃতীয় লাইনে বলেন–

اذا كنت قد اتيت لبا وحكمة + فشمر عن الدنيا فانت منافيها .

وحيهات ما تنفك ولهان مغرما + بورهاء لا يعطى الصفاء مصافيها .

১. (হে মানুষ) তোমাকে যখন বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, কাজেই তুমি দুনিয়া হতে যুহ্দ অবলম্বন করে দূরে থাক। কেননা তুমি দুনিয়ার বিপরীত চরিত্রের, কাজেই তোমার চরিত্রের সাথে তার চরিত্রের বৈপরিত্য থাকবেই।

২. কিন্তু আফসোস! তুমি নিজকে দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করতে পারছ না। তুমি কেবল খিয়ানতকারী, অথর্ব দুনিয়ার পিছু পিছু ছুটেই চলেছ।

গ. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। কুমারী, বিধবা, এতিম, সবল-দুর্বল সবই তার কাছে সমান। রাজকন্যা আর দাসীর কোনো তফাৎ খুঁজে পায় না সে। এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার শেষদিকে এক হাজার পাঁচ শত আট চল্লিশতম ফসলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে বলেন–

اما نبال المنايا فهى مصمية + فما نبال مقال لا اباليها .

لا تمنع الغادة الحسناء نعمتها + وان تقوم حواليها حواليها .

১. মৃত্যুর তীর হত্যাকারী তীর। কিন্তু কথার তীরকে আমি কোনো পরোয়া করি না।

২. ধন-সম্পদ অনেক দাস-দাসী, চাকর-বাকর সুন্দরী যুবতী রমণীকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الواو

উক্ত কাফিয়াটি লুযূমিয়্যাত কাব্যের ক্ষুদ্রতম কাফিয়া। এতে মাত্র ছয়টি ফসলে সাতাশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। মানুষের কুপ্রবৃত্তি, মানুষের জন্ম ও প্রকৃতি, মৃত্যু, যুহদ ও তাওবা সম্পর্কিত বিষয়ে এই ক্ষুদ্র কাফিয়াতে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে।

ক. মৃত্যুর বিবরণ

মৃত্যু দ্রুতগামী অশ্বের চেয়েও অতি দ্রুত মৃতব্যক্তির নিকট পৌছে যায়। তাকে বাধা দিয়ে রাখার কোনো শক্তি নেই। মানুষ সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মৃত্যুর দিকে ধাবমান। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচ শত আটাত্তরতম ফসলের তৃতীয় লাইনে এবং এক হাজার পাঁচ শত আশিতম ফসলের সপ্তম লাইনে বলেন–

وفات ركض المنايـــــــــــــا + ركــــــــــض القطب وبذوه .

يـــــير عن الارض الرحيبة اهلها + ويترك ما شادوا هناك وما بنوا .

১. মৃত্যু দ্রুতগামী অশ্বের চেয়েও অতি দ্রুতগামী। কাজেই মানুষ তুমি ভাব তুমি কি নেক কাজ করেছ। তোমাকে মৃত্যু পেয়ে বসার আগেই।

২. নিশ্চয়ই সকল মানুষের প্রত্যাবর্তন স্থল হলো মৃত্যু। সে এক সময় সুপ্রশস্থ এই পৃথিবী ছেড়ে, রাজ্য ও কর্তৃত্ব ছেড়ে তার তৈরি রাজপ্রাসাদ অট্টালিকা রেখে চিরবিদায় নেবে।

খ. দুনিয়াদারিকে বর্জন করা

কবি দুনিয়ালোভী ও দুনিয়া পূজারীদেরকে দুনিয়া বর্জনের আহ্বান জানিয়ে বলেন–

فازمع من بنى الدنيـا نفارا + فانهم لفى لعب ولهو .

তুমি দুনিয়ার সন্তানদের দুনিয়ালোভী ও পূজারীদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কর। কেননা দুনিয়ায় খেলা-ধুলা ও আনন্দ-ফুর্তিতে নিমগ্ন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

قافية الياء

লুযূমিয়্যাত কাব্যের সর্বশেষ কাফিয়া। এতে মোট বিশটি ফসলে একশত পঁয়তাল্লিশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি এতে ভণ্ড যাহিদদের সমালোচনা, মৃত্যু, দুনিয়ার বিপদাপদ, দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, তানাসুখ আকীদা পোষণকারীদের সমালোচনা এবং আল্লাহর কুদরতের বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়কে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আমরা নিম্নে এর যৎসামান্য উদাহরণ উপস্থাপন করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

কবি তার প্রথম কাফিয়া হতে শুরু করে প্রতিটি কাফিয়াতে এ বিষয়ে কমবেশি আলোচনা করেছেন। মৃত্যুর আলোচনা হয়নি এমন কাফিয়া লুযূমিয়্যাত কাব্যে নেই বললেই চলে।

(১) আমার মৃত্যুর পর আমাকে একাকী মাটিতে শুয়ায়ে আসবে। যেখানে নির্জনে আমি ঘুমিয়ে থাকব। আমার আশপাশের পুরানো কবরে শায়িতরা আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাবে না এবং হয়তো আমাকে ঘৃণাও করবে না। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচ শত ছিয়াশিতম ফসলের বারো হতে চৌদ্দ লাইনে বলেন–

واتنـى الارض فـاهجرونـــى + لا يـرهـب الـعتـب هاجريا .

هـل كـره القـرب من عـظـمـى + اعـــــظم قـوم مـجـاوريـا .

مـا بـهـشـوا بـالـــلام نـحـوى + ولا اراهـــــــم مـحـاوريـا .

১. আমি যখন মারা যাব, জমিন আমাকে তার মাঝে লুকিয়ে নেবে। তখন তোমরা আমাকে একাকী রেখে আসবে। তোমরা আমার জন্য কোনো চিন্তা করবে না। তোমরা ভর্ৎসনা হতে নিরাপদ হবে।

২. আমার পূর্ববর্তী মৃতদের হাড়গোড় তাদের কাছে আমার হাড়গোড় থাকাকে অপছন্দ করবে কি না?

৩. আমি ধারণা করি না যে, কোনো মৃতব্যক্তি কোনো বিষয়ে পরওয়া করবে। আমার আশপাশে থাকা পূর্ববর্তী মৃতেরা আমার লাশকে সম্ভাষণের জন্য এগিয়ে আসবে না। এমনকি আমার সাথে কথাও ভাব বিনিময়ও করবে না।

(২) মৃত্যু সবার জন্য বরাদ্দকৃত কেউ তার হাত হতে অস্ত্র ও পাহারা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। বনের বাঘ আর নিরীহ খরগোশ– মৃত্যুর কাছে সবাই সমান। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচ শত সাতানব্বইতম ফসলের সাত ও আট নম্বর লাইনে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

ويا هند ما عصمت اهلها + قواضب فى الطرب هندية .

ولا وردغاب لـه حلة + من الدم فى الغيل وردية .

১. মৃত্যু সবার জন্য নির্ধারিত। হে হিন্দা তোমার পরিবার-পরিজন নিরাপদ নয়। অতি ধারালো তরবারিও তাদেরকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে পারবে না।

২. মৃত্যুর হাত হতে কেউ রক্ষা পাবে না। এমনকি বনে থাকা বাঘ যদি তার শরীরকে শিকারের হিংস্রতা দিয়ে রক্ত রঞ্জিত করে ফেলে তবুও মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাবে না।

খ. সবকিছু ধ্বংসশীল

একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। যে যত বীর পোশাকই পরিধান করুক না কেন, পোশাকের ফাঁকে সে মৃত্যুবরণ করবেই। কবি এ বিষয়ে অত্র কাফিয়ার এক হাজার পাঁচ শত চুরানব্বইতম ফসলের প্রথম তিন লাইনে বলেন–

نحن شئنا فلم يكن ما اردناه + وتمت لله فينا المشية .

وثريا النجوم تلقى حمامها + كالثريا فى رهطها القرشية .

اى جسم يظن حاشية الأخضر + ممـا ارتدى الكماة حشية .

১. (প্রত্যেক মানুষই) আমরা এই জীবনে নিজের ইচ্ছামাফিক চলতে পারি না। আমরা সবাই আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী চলি। তাঁর ইচ্ছাই আমাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়।

২. প্রত্যেক সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যাবে। চাই সুরাইয়্যা তারকা বা অন্য গ্রহ হোক বা পৃথিবীর মানুষ হোক।

৩. প্রত্যেক শরীর তাতে যতই বর্ম পরিধান করা হোক না কেন, বীরের পোশাক পরা হোক না কেন, তার ভেতরে মৃত্যু এসে হানা দেবেই।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

কবি আবুল আ'লা আল মা'আররীর কাব্যগ্রন্থ

سقط الزند এ যুহদিয়্যাতের বর্ণনা বিষয়ে একটি পর্যালোচনা

উপরে বর্ণিত বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা سقط الزند কাব্যটির রচনাশৈলী ও উপজীব্য বিষয় নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাথমিক কিছু কথা বর্ণনা করব।

উক্ত কাব্য গ্রন্থটি কবির কিশোর জীবনের কবিতা লেখার অংকুর বয়সে কাব্যটি তিনি রচনা করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে কাব্যের ভূমিকাংশে বলেন−

وقد كنت فى ريان الحداثة وجن النشاط والصغر والقريض والاثر الخ .

কবির একথাটি পাঠে সকল পাঠকের নিকট সমানভাবে প্রকাশ পাবে যে, তার এই কাব্যগ্রন্থটি যৌবনের প্রারম্ভে লিখা। যে কারণে এতে ভাবের গাম্ভীর্যতা, বিষয়ের পূর্ণতা ভাষা ব্যবহারের মাধুর্যতা অনেকটাই খাপছাড়া ধরনের। পক্ষান্তরে কবির প্রাপ্ত বয়সে লেখা কবিতাসমূহ বাস্তবতা পূর্ণ, শব্দ ও ভাবের সুসমন্বয় সেসব কবিতায় পরিলক্ষিত হয়।

কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ প্রসঙ্গে

কবি এ কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করেছেন−

سقط الزند যার একথায় বাংলা অর্থ দাড়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অত্র কাব্যের ব্যাখ্যাগ্রন্থ شرح التنوير এ কাব্যগ্রন্থটির নামকরণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে−

السقط ما سقط من النار عند القدح وفيه ثلاث لغات . وكذالك فى سقط الولد

وهو الذى سقط قبل تمامه وانما سمى هذا المدون سقط الزند مما انشاه فى شبابه

فشبه شعره بالنار وطبعه بالزند الذى يقدح به النار وجعله سقطا لانه اول ما

يخرج من الزند وهذا شعر اول ما سمح به طبعه فى ريق شبابه فسماه سقط الزند

تجوزا واستعارة .

Dhaka University Institutional Repository

السقط। অর্থ ঘর্ষণের ফলে ছিটকে পড়া আগুন (স্ফুলিঙ্গ)। ইহা তিনভাবেই পড়া যায়। এজন্যই سقط الولد (ধসেপড়া সন্তান) বলা হয় ঐ সন্তানকে যা (শারীরিক) পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তির আগেই খসে পড়ে। আর (কবি) এই সংকলনকে سقط الزند বলে এজন্য নামকরণ করেছেন যে, ইহা তার যৌবনে তিনি রচনা করেছেন।

তাই তিনি তার কবিতাকে আগুনের সাথে এবং তার তবীয়াতকে زند বা আগুন প্রজ্জ্বলনের কাঠির সাথে তুলনা করেছেন এবং ইহাকে سقط করে নামকরণ করেছেন এজন্য যে, কেননা তা আগুন জ্বালানোর কাঠির প্রথম ঘর্ষণে নির্গত আগুন। এগুলো এমন সব কবিতা যা তার যৌবনের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়েছিল। আর এজন্যই কবি مجاز বা রূপক অর্থে কাব্যের নাম سقط الزند রেখেছেন।

কাব্যের নামকরণেই সুস্পষ্ঠ হয়েছে যে, জীবনের প্রথম আবৃত্তি করা কবিতাগুলো কবির এ কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। কবির এই কাব্যটি আদ্যোপান্ত পাঠে নামকরণের স্বার্থকতা পরিস্ফুষ্ট হয়ে উঠবে। কারণ এই কাব্যে বিষয়বস্তুসমূহ গোছানো ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপনার বিষয়টি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

অত্র কাব্যের কবিতার লাইন সংখ্যাও একটি পর্যালোচনা

কবির রচিত সবচেয়ে দীর্ঘ কাব্য লুযুমিয়্যাত। সেই তুলনায় সাকতুয যানাদকে একটি ক্ষুদ্র কাব্য বলা চলে। কেননা এই কাব্যে সর্বমোট (২,৭৪৩) দুই হাজার সাতশত তেতাল্লিশ লাইন কবিতা সংকলিত ও বর্ণিত হয়েছে। যা লুযুমিয়্যাত কাব্যের একটি কাফিয়ার সমপরিমাণ। অত্র কাব্যটি কাফিয়া হিসেবে রচিত ও সংকলিত হয় নাই। বরং ইহা ছন্দের হিসেবে সংকলিত হয়েছে। একই ছন্দের অনেকগুলো কবিতা একস্থানে সংকলিত হলেও তাতে কাফিয়ার ধারাবাহিকতা কোনোভাবে রক্ষা করা হয়নি। তাই হয়তো হাম যার পর 'বা' অক্ষর না হয়ে 'রা' অক্ষরের কবিতা সংকলিত হয়েছে। এজন্য আমরা বর্ণিত ছন্দসমূহের একটি ক্রমিক দিয়ে প্রত্যেক ছন্দে বর্ণিত কবিতার লাইনের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করব। (অত্র কাব্যে (১০৮) একশত আটটি ছন্দে মোট (২,৭৪৩) দুই হাজার সাত শত তেতাল্লিশ লাইন কবিতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ছন্দের ক্রমিক	মোট লাইন	ছন্দের ক্রমিক	মোট লাইন	ছন্দের ক্রমিক	মোট লাইন
০১	৭৩	১০	০২	১৯	০৩
০২	৭৩	১১	১৩	২০	০৪
০৩	৯৪	১২	১৪	২১	০৩
০৪	৫৪	১৩	১৩০	২২	১২
০৫	৫১	১৪	৪০	২৩	১৭
০৬	৩১	১৫	৫৮	২৪	৩৩
০৭	৫১	১৬	৩২	২৫	৩৩
০৮	০৪	১৭	৪০	২৬	২২
০৯	১২	১৮	০২	২৭	১০
২৮	০৫	৪৯	১১	৭০	১০
২৯	৩৩	৫০	০৬	৭১	০৮
৩০	১০	৫১	১৫	৭২	১৫
৩১	৫৬	৫২	১৪	৭৩	১০
৩২	১৯	৫৩	০৫	৭৪	১৩
৩৩	২৩	৫৪	১৩	৭৫	৩২
৩৪	০৮	৫৫	১২	৭৬	৪৪
৩৫	৩৭	৫৬	৪৪	৭৭	০৫
৩৬	২৫	৫৭	৫০	৭৮	৬২
৩৭	১৬	৫৮	৬৮	৭৯	৫৩
৩৮	২৪	৫৯	১৮	৮০	১১
৩৯	৫৪	৬০	৫৭	৮১	৩১
৪০	৪৬	৬১	৩৮	৮২	১২

Dhaka University Institutional Repository

৪১	৬৫	৬২	৫৫	৮৩	০৫
৪২	৪১	৬৩	১৮	৮৪	১৪
৪৩	১৮	৬৪	৬৪	৮৫	০৫
৪৪	০৫	৬৫	৪৪	৮৬	২৫
৪৫	১১	৬৬	৪৬	৮৭	১৯
৪৬	৩২	৬৭	৪৩	৮৮	০৩
৪৭	৩২	৬৮	০৩	৮৯	০৯
৪৮	১০	৬৯	০৪	৯০	১০
৯১	০৩	৯৭	২১	১০৩	০৭
৯২	০৬	৯৮	২৬	১০৪	০১
৯৩	২৯	৯৯	১১	১০৫	০৬
৯৪	০৪	১০০	০৭	১০৬	০৩
৯৫	৮৫	১০১	২৯	১০৭	০৪
৯৬	০৬	১০২	০৬	১০৮	০২
				মোট	২,৭৪৩.০০

উল্লেখিত ছন্দসমূহে বর্ণিত লাইনগুলোতে ১০৪ নম্বর ছন্দে কেবল এক লাইন এবং বত্রিশটি ছন্দে দশ লাইনের কম কবিতা সংকলিত হয়েছে। পঞ্চাশ বা ততোধিক লাইন কবিতা কেবল উনিশটি ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। তেরোতম ছন্দে সর্বাধিক একত্রিশ লাইন কবিতা সংকলিত হয়েছে।

তিনি এ কাব্যটি পাঁচটি কাফিয়া মোতাওয়াতির, মুতারাদিফ, মুতাকারিব, মুতাদারিক এবং মুতাকাবিস ছন্দ দ্বারা রচনা করেছেন। এ কাব্যে কবি পনেরোটি ওজন বা ছন্দ ব্যবহার করেছেন– তাবীল, মাদীদ, বাসিত, ওয়াফির, কামিল, হাযাজ, রাজায্, রামল, সারী'য়, মুনছারাহ, খাফীফ, মোদারেয়' মুক্তাদাব, মুজতাস এবং মুতাক্বাবির। যদি সকল ছন্দে রচিত কবিতা ও লাইনের সংখ্যা সমান বা কাছাকাছিও নয় তবুও তিনি অল্প-বেশি বর্ণিত সকল ছন্দেরই ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যের বিষয়বস্তু

কবির এই কাব্যে মোট ১০৮টি (এক শত আট) ছন্দের ক্রমিকতায় কবিতা রচনা করা হয়েছে। এসব কবিতার বা ছন্দের অনেকগুলোর শিরোনামেই কবিতা রচনার কোনো বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়নি। একই ছন্দের মধ্যে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। যেসব ছন্দের শিরোনামে বিষয়বস্তুর বা উপলক্ষের বর্ণনা আছে, নিম্নে তার একটি ছক প্রদান করা হলো :

ক্রমিক	ছন্দের নং	যেসব বিষয়বস্তুর উপর উক্ত ছন্দে কবিতা রচিত হয়েছে তার বিবরণ
১	১৩	এতে শরীফ আবু ইব্রাহিম মুসা ইবনে ইসহাকের কাসীদার জবাব প্রদান করা হয়েছে।
২	২৩	উলভী বংশের কিছু লোকের অভিযোগের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।
৩	২৪	কতক কবির কাসীদার জবাব প্রদান করেছেন।
৪	২৫	কিছু আমীর-উমরাহ লোকের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।
৫	৩২	এতে কিছু কবির কবিতার জবাব প্রদান করেছেন।
৬	৩৫	একটি ফুলশয্যার বর্ণনা (কবিবন্ধুর)।
৭	৩৬	উলভী বংশের ইব্রাহিমের প্রশংসায় রচিত।
৮	৩৯	কবি তদীয় পিতা আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমানের শোকগাঁথা বর্ণনা করেছেন।
৯	৪০	আবু ইব্রাহিম উলভীর শোকগাঁথা ও এক বন্ধুকে লক্ষ করে আলোচনা।
১০	৪১	একজন হানাফী ফকীহর শোকগাঁথা।
১১	৪২	জাফর ইবনে আলী ইবনে মহাব্দাবের শোকগাঁথার বর্ণনা।
১২	৪৮	ইরাকবাসীর উপর পারস্যবাসীর মর্যাদার প্রশংসায় রচিত।
১৩	৫৪	কিছু সাহিত্যসেবীকে লক্ষ্য করে আবৃত্তি করেছেন।
১৪	৫৮	বাগদাদে থাকাবস্থায় শরীফ আবু আহমদ মুসাবী, যিনি তাহির নামে পরিচিত ছিলেন তার শোকগাঁথা ও তার দুই পুত্র রেজা আবুল হাসান এবং মুরতাদা আবুল কাসেমকে সান্ত্বনা প্রদান বিষয়ে আলোচনা।
১৫	৫৯	আবুল কাসেম ইবনে কাযী আত তানুখীর নবজাতকের শুভেচ্ছা ও স্বাগত কামনায়।
১৬	৬০	সালাম নামক শহরে বাগদাদ হতে বিদায় উপলক্ষে বিদায়ী কবিতা।

Dhaka University Institutional Repository

১৭	৬১	সালাম শহরে আবু আলী নাহাওয়ান্দী, মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ফাওরাহের কাসীদার জবাব প্রদান।
১৮	৬২	কবি ইরাক থেকে স্বদেশে ফেরার সামান্য কিছুদিন পূর্বে ইন্তিকাল হওয়া তার মায়ের শোকগাঁথার বিবরণ।
১৯	৬৩	কবির কাছে লিখিত ইবনে তামীম বারকার কবিতার জবাবদান।
২০	৬৪	আবু আহমাদ আবদুস সালাম ইবনুল হোসাইন বসরী যিনি শাসক ছিলেন এবং কবি বাগদাদে অবস্থান করার সময় তার কাছে বেশি বেশি আসতেন তাকে লক্ষ করে রচিত কবিতা।
২১	৬৬	কবি মা'আররাতুন নু'মানে আত্মগোপন করে থাকার সময় বাগদাদের দারুল ইলমের পরিচালককে লক্ষ্য করে এবং তৎকালে সিরিয়ায় সংঘটিত ফিতনার বিবরণ দিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।
২২	৬৭	একটি নবজাতকের শুভকামনায় রচিত কবিতা।
২৩	৬৯	শা'মা পোকার বর্ণনা।
২৪	৭০	মায়ের শোকগাঁথার বর্ণনা।
২৫	৭১	কতক ফকীহকে লক্ষ্য করে বর্ণিত কবিতা।
২৬	৭৩	যুদ্ধবর্ম পরা পরিত্যাগকারী ব্যক্তির বর্ণনায়।
২৭	৭৪	যুদ্ধবর্মকে বন্ধক প্রদানকারী ব্যক্তির বর্ণনায়।
২৮	৭৫	যুদ্ধবর্ম ও তরবারির মাঝে কথোপোকথন।
২৯	৭৭	যুদ্ধবর্ম বিক্রেতার বর্ণনায়।
৩০	৭৮	দুই ব্যক্তির কথোপকথনের বর্ণনা যারা দুইটি যুদ্ধবর্মের বর্ণনা দিচ্ছিল।
৩১	৭৯	বয়সের ভারে নুয়ে পড়া যুদ্ধবর্ম পড়তে অক্ষম ব্যক্তির বর্ণনা।
৩২	৮০	এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর বর্ণনা যে স্ত্রীর পিতা যুদ্ধবর্ম দিবে বলে দেয়নি।
৩৩	৮১	এক ব্যক্তির তার মায়ের বাবার যুদ্ধবর্ম প্রদানের জন্য আবেদনের বর্ণনা।
৩৪	৮৪	যুদ্ধবর্ম নিয়ে কোনো মহিলার নিকটগমন প্রসঙ্গে।
৩৫	৯৭	ঐসব মহিলাদের বর্ণনা যারা যুদ্ধবর্ম পড়তে বাধ্য হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬	৯৮	এক মহিলার বর্ণনা যে তার পুত্রকে বর্ম পড়তে এবং বিয়ে না করতে উপদেশ প্রদান করেছে।
৩৭	৯৯	যুদ্ধবর্মের প্রশংসা রূপকভাবে প্রদান।
৩৮	১০০	একটি প্রাচীন যুদ্ধবর্মের প্রশংসা।
৩৯	১০১	হাজীদের বাহন পরিচালনাকারীর ভাষায় যুদ্ধবর্মের বর্ণনা।
৪০	১০৬	এক ব্যক্তির মামা ইন্তেকালের শোকে তাকে সান্ত্বনা প্রদানের বর্ণনা।

উপরের ছকটিতে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, অত্র কাব্যের (১০৮) একশত আটটি ছন্দের মধ্যে কেবলমাত্র চল্লিশটির শিরোনামে কবিতা রচনার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। বাকি (৬৮) আটষট্টিটি ছন্দের শিরোনামায় কোনো বিষয়বস্তু আলোচিত হয়নি।

শিরোনামাহীন ঐসকল কবিতায় ব্যক্তি প্রশংসা, নর ও মাদী উটের প্রশংসা, ঘোড়ার প্রশংসা, নারীদের কুৎসা বর্ণনা, ঘোটকীর অতিরঞ্জিত বিবরণ, বৃদ্ধতার জন্য আফসোস, হরিণীর প্রশংসা, তারবারির প্রশংসা নারীদের প্রশংসা, ভালোবাসা, দুনিয়ার বিরক্তিকর জীবন-যাপন, স্বল্পেতুষ্টি, মৃত্যুর বিবরণ, দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা। কালের কুৎসা বর্ণনা ইত্যাদি নানা বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র কাব্যে যুহদিয়্যাত কবিতার বর্ণনা

কবি তার سقط الزند কাব্যটি যৌবনের প্রারম্ভে রচনা করেছেন বিধায় বয়সের চাহিদার সাথে অত্র কাব্যের কবিতার গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। পুরো কাব্য জুড়ে কবি তাই কারো না কারো প্রশংসা, প্রাণী ও নারীর বর্ণনা তরবারি ও যুদ্ধবর্মের বর্ণনা চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন, এই কাব্যে যৎসামান্য কয়েকটি رثاء বা শোকগাঁথা সংকলিত হলেও যুহদিয়্যাত সম্পর্কিত তেমন কোনো কবিতা এমনকি কবিতার কয়েকটি লাইন ও খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্ভবত কবি যুহাদিয়্যাত সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলো তার পড়ন্ত বয়সেই রচনা করেছেন। যা লুযুমিয়্যাত কাব্যে পরিলক্ষিত হয়। আমরা লুযুমিয়্যাত কাব্যের উপর তুলনামূলক আলোচনাকালে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। কেননা, সেখানে যুহদ সম্পর্কিত অনেক উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু এই কাব্যটি নানা রকম এলোপাতাড়ি বিষয়ে ভরপুর যুহদের উপাদান শুন্য। তাই আমরা নিম্নে মৃত্যুর বর্ণনা, কবর, স্বল্পেতুষ্টি, যুগের কুৎসাও দুনিয়ার কুৎসা সম্পর্কিত বর্ণনার কয়েকটি উদাহরণ উদৃত করব।

ক. মৃত্যুর বর্ণনা

মৃত্যুর বিষয়ে লুযুমিয়্যাত কাব্যে বহু কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি সেখানে মৃত্যুকে নানাভাবে উদাহরণ দিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। এই কাব্যের দু-একটি জায়গায় মৃত্যুর কথা নামমাত্র উল্ল্যেখ করা হয়েছে।

(১) কবি অত্র কাব্যের চল্লিশতম ছন্দের অষ্টম লাইনে আবূ ইব্রাহিম আল উলুভীর শোকগাঁথার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন। মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে মৃত্যু তার সাথে সাক্ষাত করবেই। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন-

اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج المشيدة .

তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু তোমাদের পাবেই; যদিও তোমরা সুকঠিন গম্বুজের মধ্যে অবস্থান কর।

আল্লাহ তাআলার কথাটিই কবির কবিতায় অতিরঞ্জিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন-

فويح المنايا لم يبقين غاية + طلعن الثنايا واطلعن على النجم .

কি আশ্চর্য (ধ্বংস) মৃত্যু এমন কোনো সীমানা নেই যেখানে পৌছে না। বরং তা সকল স্থানে পাহাড় চূড়া আর তারকার কাছেও পৌছে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচার মতো কিছুই মানুষ খুঁজে পায় না।)

(২) মৃত্যুকে সবাই ভয় করে। এই জীবন পরিত্যাগ করে কেউ যেতে চায় না। আসহাবে কাহাফের লোকেরা বাঁচার জন্যই কাহাফে গিয়েছিল। নূহ (আ) জীবন বাঁচানোর জন্যই নিশ্চিত বেহেস্তে যাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি তার উনচল্লিশতম ছন্দে তদীয় পিতা আবদুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে সুলাইমানের শোকগাঁথার চব্বিশ ও পঁচিশতম লাইনে বলেন–

وخوف الردى اوى الى الكهف اهله + وكلف نوحا وابنه عمل السفن .

وما استعذبته روح موسى وادم + وقد وعدا من بعده جنتى عدن .

১. মৃত্যুর ভয়ই আসহাবে কাহাফকে গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে এবং নূহ (আ) ও তার পুত্রকে নৌকা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেছে (যাতে ধ্বংস না যান।)

২. মুসা এবং আদম (আ) মৃত্যুবরণ করাকে পছন্দ করেননি। যদি তাদেরকে মৃত্যুর পরই জান্নাতে আদান-প্রদানের ওয়াদা আল্লাহ তাআলা করেছেন। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

(৩) মানুষ দুনিয়ার জীবনে কত শান-শওকত নিয়ে চলা-ফেরা করে। নিজকে অন্যরকম কল্পনা করে। তার সৌন্দর্য ও বিলাস ব্যাসনে মানুষ অকিঞ্চিৎ হয়। অথচ মৃত্যু তার সবকিছুকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই করে দেয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাব্যের দ্বিতীয় ছন্দের ত্রিশতম লাইনে বলেন–

جمال ذى الارض كانوا فى الحياة وهم + بعد الممات جمال الكتب والسير .

তারা তাদের জীবদ্দশায় জমিনের অলঙ্কার ও সৌন্দর্যস্বরূপ ছিলেন। আর মৃত্যুর পর তাদের সৌন্দর্য্য বই আর জীবনী গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে।

(৪) মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কিংবা তা অসম্ভব ভাববারও কোনো কারণ নেই, কারণ পিতৃপুরুষেরা সবাই তার হাত ধরেই চলে গেছে। এ প্রসঙ্গে কবি মুতানাব্বী বলেন–

نحن بنو الموتى فما بالنا + نعاف مالا بد من شربه .

আমরা সবাই মৃতুদের সন্তান। আমরা কিভাবে মুক্তি পাব মৃত্যু হতে? যা অবশ্যই আমাদেরকে পান করতে হবে।

হাসান বসরী (রহ) মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

مسكين ابن ادم ليس بينه وبين ادم اب حى .

আদম সন্তানেরা বড়ই মিসকীন তাদের মাঝে এবং আদমের মাঝে কোনো পিতা জীবিত নেই।

খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয তার গভর্নর আমর ইবনে উবাইদের মৃত্যুর পর তার সন্তানদেরকে শান্তনা দানের জন্য একটি পত্র দেন। তাতে তিনি বলেন–

فانا اناس من اهل الاخرة اسكنا فى الدنيا امواتا اباء اموات وابناء اموات فالعجب لميت

يكتب الى ميت يعزيه عن ميت .

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আমরা সবাই আখিরাতবাসী লোক। দুনিয়ায় মৃত হিসেবে বসবাস করছি। পিতাগণ মৃত, সন্তানেরা ও মৃত। আরো আশ্চর্য হলো ঐ মৃতের জন্য যে, আরেক মৃতের নিকট অন্য মৃতের সান্ত্বনাদানের জন্য লিখে।

কবি এ বিষয়ে অত্র কাব্যের বেয়াল্লিশতম ছন্দের সতের তম লাইনে জাফর ইবনে আলী ইবনে মহাম্দাবের শোকগাঁথায় বলেন−

ما رغبة الحى بابنائه + عساجنى الموت على جده .

মানুষ কিভাবে মৃত্যুকে অস্বীকার করে বা তা অসম্ভব মনে করে অথচ মৃত্যু তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

খ. কবরের বর্ণনা

আখিরাতের জীবনের প্রথম মাঞ্জিল কবর। কবি দুনিয়ার জীবনে বিরক্ত আর হতাশ হয়ে পড়েছেন। তাই সবস্থানে সবগানে কেবল বেদনার সুর শুনতে পান। কবি কবরের অগণিত সংখ্যায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। পৃথিবীর যত মানুষ মারা গেছে সবাই মাটির সাথে মিশে গেছে। তাহলে সব মাটিতে কারো না কারো লাশ মিশে আছে। তাই কবি সাথীদেরকে মাটিতে শান্তভাবে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্ভব হলে বাতাসে ভেসে বেড়ানোর উপদেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাব্যের একচল্লিশতম ছন্দের চার হতে আট লাইনে একজন হানাফী-ফকীহর শোকগাঁথায় বলেন−

صاح هذى قبورنا تملأ الرحب + فاين القبور من عهد عاد .

خفف الوطء ما اظن أديم + الارض الا من هذه الاجساد .

وقبيح بنا إن قدم العهد + هوان الاباء والاجداد .

سر ان استطعت فى الهواء رويدا + لا اختيالا على رفات العباد .

رب لحد قد صار لحدا مرارا + ضاحك من تزاحم الاضداد .

১. হে আমার বন্ধু আমাদের এসব কবর সকল শুন্য ময়দান পূর্ণ করে আছে। তা না হলে (আদের যুগ) প্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত কবরগুলো কোথায়?

২. তুমি তোমার পদচারণাকে হালকা কর। কেননা জমিনের উপরিভাগকে আমি ঐ মৃতদের শরীর বলেই মনে করি।

৩. আমাদের জন্য অসুন্দর ও নিকৃষ্ট কাজ হলো পিতৃপুরুষদের অবমাননা করা। যদিও অনেক কাল কেটে গেছে। (অনেক পূর্বে তারা মৃত্যুবরণ করেছে)

Dhaka University Institutional Repository

৪. যদি তুমি সক্ষম হও তাহলে ধীরে ধীরে হাওয়ায় ভ্রমণ কর। (আল্লাহর) বান্দাদের মৃত শরীরের উপর অহঙ্কার করে চলো না।

৫. কত কবর বারবার কবর হয়েছে। (বারবার তাতে কবর দেওয়া হয়েছে) এসব কবর পরস্পর বিরোধী লোকের একসাথে জমায়েত হতে দেখে হাসে।

গ. দুনিয়ার কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়া একটি বিচিত্র স্থান। এখানে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। তবুও মানুষ দুনিয়াকে লাভের জন্য প্রানান্তকর লড়াই করে চলে। কবি তাই দুনিয়ার উপর লা'নত দিয়েছেন এবং তাকে ধোঁকাদানকারিনী উঠতি বয়সের যুবতীর সাথে তুলনা করেছেন। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাব্যের উনচল্লিশতম ছন্দের নবম, দশম ও ত্রয়োদশতম লাইনে তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে সুলাইমানের শোকগাঁথার বর্ণনায় বলেন-

على ام دفر غضبة الله انها + لأجدر انثى ان تخون وأن تخني .

كعاب دجاها فرعها ونهارها + محيا لها قامت له الشمس بالحسن .

كأن بنيها يولدون وما لها + حليل فتخشى العار إن سمحت بابن .

১. দুনিয়ার উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হোক। কেননা, তার খেয়ানতের অভ্যাস নারীদের খেয়ানতের অভ্যাসের মতো। বরং তার খেয়ানত এর চেয়েও বেশি।

২. দুনিয়া যেন উঠতি বয়সী যুবতী নারীর মতো। রাতের অন্ধকার তার যুবতীর কালো কেশের ন্যায়। তার দিনের বেলা যেন উজ্জ্বল চেহারা আর সূর্য হলো তার মুখের সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। (উঠতি বয়সের মেয়েরা যেমন খেয়ানতে অভ্যস্থ এবং কথা রাখে না দুনিয়া ঠিক তেমন)

৩. দুনিয়া তার সন্তানদের হত্যা করে ফেলে। কোনো সন্তানকেই সে জীবিত রাখে না। সে যেন স্বামীহীনা মহিলার মতো। সে ভয় পায় যদি তার কোনো সন্তান বেঁচে থাকে তাহলে তাকে জেনার অপবাদ প্রদান করা হবে। আর অপকর্মের বদনাম তার ঘাড়ে পড়বে। কাজেই সে তার কোনো সন্তানকে জীবিত রাখে না।

(২) কবি দুনিয়াকে খিয়ানতকারী গাদ্দার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যে বন্ধু তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কে হতে পারে। সে যেন তার বন্ধু কৃপণের প্রেমেই ডুবে আছে এবং অন্যদেরকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাব্যের তেতাল্লিশতম ক্বছলের চতুর্থ ও পঞ্চম লাইনে বলেন-

غدرت بي الدنيا وكل مصاحب + صاحبته غدر الشمال باختها .

شغفت بوامقها الحريص واظهرت + مقتي لما اظهرته من مقتها.

Dhaka University Institutional Repository

১. আমার সাথে দুনিয়া গাদ্দারী (আমানতের খিয়ানত) করেছেন এবং প্রত্যেক সাথী যার সাথে আমি জীবন যাপন করেছি। যেমন ডান হাত তার বাম হাতের সাথে খিয়ানত করে।

২. দুনিয়া আমার সাথে কথা রাখেনি কেননা সে তার প্রেমিককে নিয়ে এবং কৃপণ ও সম্পদ জমাকারীকে নিয়ে ব্যস্ত। সে আমার প্রতি ক্ষিপ্ত ও রাগান্বিত কেননা আমি তার প্রতি আমার রাগ ও ক্ষোভকে প্রকাশ করেছি।

ঘ. কালের কুৎসা বর্ণনা

(১) দুনিয়ায় সবাই বাঁচতে চায়। সবাই দীর্ঘজীবি হতে চায়। অথচ এই দীর্ঘ জীবন কামনাই তাকে এক সময় অপমান আর লাঞ্ছনার শিকার করে। কালের আবর্তন তাকে একদিন মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাব্যের ষোলোতম ছন্দের একুশ হতে তেইশতম ছন্দে বলেন–

فلسنا وان كان البقاء محببا + باول من اخنى عليه حمام .

وحب الفتى طول الحياة يذله + وان كان فيه نخوة وعدام .

وكل يريد العيش والعيش حتفه + وسيتعذب اللذات وهى سمام .

১. যদিও আমাদের কাছে বেঁচে থাকা প্রিয় হয় তবুও আমরাই যুগের হাতে ধ্বংস হওয়া প্রথম কেউ নই। আমাদের পূর্বসূরীদের নিকট আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে।

২. মানুষের দীর্ঘ জীবন কামনা করা তাকে অপমানিত করে। তাকে রয়েছে কেবল বাধ্যকতা আর অপদস্থতা।

৩. প্রত্যেকেই বাঁচতে চায় এবং দীর্ঘ জীবন ধরে বাঁচতে চায়। আর এই দীর্ঘ জীবনই তার মৃত্যু ডেকে আনে। সে সুখ ও আরামকে সুখকরভাবে ভোগ করতে চায় অথচ ওই সুখ-শান্তি তার জন্য পক্ষান্তরে বিষ বা মৃত্যুবান স্বরূপ।

(২) কালের বিবর্তন ও চক্র নীরবে চলতেই থাকে। তার চুপ থাকাতেই সকল প্রশ্নের উত্তর বিদ্যমান। মানুষ তার অন্যায়-অপরাধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে যতই জিজ্ঞাসা করুক না কেন সে তার কোনো জবাব প্রদান করে না। কবি মানুষের গুনাহসমূহকে গাছের পাতার সাথে এবং তাদের উপর আপতিত বিপদকে বাতাসের সাথে তুলনা করেছেন। দুনিয়ার বিপদকে গুনাহ মার্জনার কারণ বলে ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবি অত্র কাব্যের তেতাল্লিশতম ছন্দের দশ হতে তেরোতম লাইনে বলেন–

ان العروف كما علمت صوامت + عنا وكل عبارة فى صمتها .

متفقد للدهر إن تستفتده + نفس امرى عن جرمه لا يفتها .

Dhaka University Institutional Repository

وتكون كالورق الذنوب على الفتى + ومصابه ريح تهب لحتها .

جازاك ربك فى الجنان فهذه + وار وان حسنت تغر بسحتها .

১. কালের বিপদ-আপদ ও আবর্তনের কোনো ভাষা নেই। সে যেন সবসময় চুপ থাকে। গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালে তার চুপ থাকার মাঝেই সবকিছু খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

২. অবগত হওয়া, জানা-শোনা কালকে যদি কোনো মানুষ তার অন্যায়-অপরাধ সম্পর্কে ফতওয়া জানতে চায় তাহলে সে (জানা সত্ত্বেও) কোনো ফতওয়া সমাধান দিবে না।

৩. মানুষের জন্য তার গোনাহসমূহ বৃক্ষের পাতার ন্যায়। তার বিপদ-আপদ হলে ঐসব পাতাসমূহের জন্য বাতাসস্বরূপ যা (গুনাহ) ঝড়িয়ে দেয়।

৪. তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা তোমাকে প্রতিদান দিবেন। আর দুনিয়া এমন একস্থান যদি ও তা সুন্দর দেখায় একদিন তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. স্বল্পেতুষ্টি

এটি একটি অতি মহৎ গুণ। যিনি স্বল্পেতুষ্ট তার মতো ধনী ও আত্মতৃপ্ত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পেতুষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা তাই সবার চেয়ে বেশি। কবি এ প্রসঙ্গে অত্র কাব্যের পঞ্চম ছন্দের দ্বিতীয় ও অষ্টম লাইনে বলেন–

قنعت فخلت أن النجم دونى + وسيان التقنع والجهاد .

أأخسل والنباهة فى لفظ + واقتر والقناعة لى عقاد .

১. আমি স্বল্পেতুষ্ট হয়েছি। এখন আমার কাছে স্পষ্ট মনে হয় যে, আমার স্থান (মর্যাদা) তারকার ও উপরে। (আমার কাছে) স্বল্পেতুষ্ট হওয়া এবং জেহাদ করা একই। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই নফসের সাথে কঠিন জেহাদ করতে হয়।

২. আমি ততক্ষণ পর্যন্ত অসতর্ক হবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার কথা চালু থাকবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সম্পদ ও অস্ত্র হিসেবে স্বল্পতুষ্টতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি গরীব হবো না। (দরিদ্র ভাবব না নিজকে)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

আল কুরআন ও তাফসীর

১. আল কুরআনুল কারীম।

২. আল জাযায়েরী, আবু বকর যাবের। আইসারুত্ তাফাসির লিকালামিল আলিয়্যাল কাবীর। প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯ খৃ. প্রকাশক মাকতাবাতু আদ উয়াহিল মানার, সৌদী আরব।

৩. শাফী, মুফতী মুহাম্মদ, প্রথম প্রকাশ সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর, বাদশা ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং প্রেস, সৌদি আরব।

৪. শানকেতী, মোহাম্মদ আমীন আদওয়াউল বয়ান ফী ইদাহীল কুরআনে বিল কুরআন। মাতবায়াতুল মাদানী, মিসর।

৫. ইবনে কাসীর, আবুল ফেদা ইসমাঈল, তাফসীরুল কুরআনীল আযীম, দারুল ফিক্র, বৈরুত।

৬. তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর, জামেউল বয়ান আন তা'বীলে আইয়ীল কুরআন। ২য় প্রকাশ, মুস্তফা হালবী, কায়রো ১৩৯৮ হিজরী।

৭. আল্‌রাযী, ফখরুদ্দীন, তাফসীরে কাবীর, ৩য় প্রকাশ, দারু এহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, বৈরুত।

৮. রেজা, মুহাম্মদ রশীদ, তাফসীরে আল্ মানার, ২য় প্রকাশ, দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

৯. জামাখ্শরী, আবুল কাসেম, জারুল্লাহ মাহমুদ ইবনে উমর জামাখ্শরী ১ম প্রকাশ, দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. আল কুরআনুল কারীম, উর্দু অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, শাইখ সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টি প্রেস, সৌদি আরব।

১১. তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরে কালামিল মান্নান আস্-সা'দী, আব্দুর রহমান ইবনে নাসের। মোয়াস্সাসাতুর রিসালাহ বৈরুত, ১৯৯৭ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস

১. বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, ছহীহুল বুখারী, আসাহহুল মাতাবে, দিল্লী, মুদ্রণ তারিখ বিহীন।

২. মুসলিম, আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী, আসাহহুল মাতাবে দিল্লী।

৩. তিরমিজী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরাহ, মুখতার এন্ড কোম্পানি, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ইন্ডিয়া।

৪. মুনযেরী, যাকী উদ্দিন আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী, আততারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিস্ শরীফ, দারুল ফিকর, বৈরুত।

৫. নবুবী, আবু যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া, শরহু মুসলিম, দারুল ফিকর, বৈরুত।

৬. আসকালানী, শেহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে হাজার, ফতহুলবারী শারহু ছাহীহীল বুখারী। দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

৭. আত্ তাবরেযী, ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খাতীব। মিশকাতুল মাসাবিহ, আসাহহুল মাতাবে, দিল্লী।

৮. ক্বারী মোল্লা আলী, মিরকাতুল মাফাতিহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ। বোম্বাই, ইন্ডিয়া।

৯. আঈনী, বদরুদ্দীন আল আঈনী, উমদাতুল ক্বারী, শারহু ছাহীহীল বুখারী, দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

১০. যুবায়দী, যাইনুদ্দীন আহমদ ইবনে আব্দুল লতীফ, আত তাজরীদুস সারীহ, লি-আহাদিসিল জামেইস সহীহ।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান গ্রন্থ

১. ইস্পাহানী, আবুল কাসেম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আর রাগীব, আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, দারুল মা'রেফা, বৈরুত, লেবানন।

২. ফিরুযাবাদী, মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব দারু এহইয়াউত তুরাস আল আরাবী। আল কামুসুল মুহীত, ১ম প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩. আবু লুয়াইস, মালুফ আল ইয়াসুয়ী, আল মুনজিদ ফীল লুগাতি ওয়াল আলাম। দারুল শামরিক, বৈরুত ২৯তম সংস্করণ।

৪. বালইয়াভী, আবুল ফদল আব্দুল হাফিজ, মিসবাহুল লুগাত, আরবী উর্দু মাকতাবায়ে বুরহান, উর্দু বাজার জামে মসজিদ, দিল্লী, ৯ম প্রকাশ, ১৯৯৭।

৫. বায়লাবাক্কী, ড. রুহী, আল মাওরাদ আরবী-ইংরেজি, দারুল ইলম লিল মালাঈন ১৮তম সংস্করণ।

৬. জিবরান মাসউদ, আর রায়েদ, আরবী-ইংরেজি, দারুল ইলমলিল মালাঈন বৈরুত ১ম প্রকাশ।

৭. আন্সারী, জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে মুকাররাম, লিসানুল আরব। দারুস সাদির, বৈরুত।

৮. সা'দী, আবু হাবীব, আল কামুসুল ফিকহী লুগাতান ওয়া এস্তেলাহান। ইদারাতুল কোরান ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান।

৯. আমিমুল এহসান, মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আল মুজাদ্দেদী, আততা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ, সদফ পাবলির্শাস, করাচী, পাকিস্তান, ১ম প্রকাশ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

১০. মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, আরবী-ইংরেজি, মুহাম্মদ রাওয়য়াস কাল'য়াজী, ড. হামেদ সাদেক, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুম আল ইসলামিয়্যাহ। করাচী, পাকিস্তান।

১১. আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, আরবী-বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী ২য় মুদ্রণ, নভেম্বর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থ

১. ইবনুল জাওযী, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলী, মানাকেবে আমীরুল মুমেনীন উমর ইবনুল খাত্তাব। দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৮০।

২. ইবনে খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আনবাও আবনাইজ জামান, দারু সাদের, বৈরুত।

৩. সুবকী, তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব, তাবকাতুশ শাফেয়ীয়্যাহ আল কুবরা, ১ম প্রকাশ, ঈসা হালবী প্রেস, মিশর।

৪. আইয়ায্, কাজী, আশশেফা বি-তা'রীফে হুকুকিল মুস্তাফা। দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৩৯৯ হিজরী।

৫. যাহবী, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১ম প্রকাশ মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৪০৫ হিজরী।

৬. আসকালানী, শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে হাজার, আদদুরারুল কামেনাহ ফী আ'ইয়ানীল মিয়াতিস সামেনা। দারুল কুতুব আল হাদিসাহ, মিসর।

৭. ইস্পাহানী, আবু নুয়াঈম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ, হুলইয়াতুল আউলিয়া ওয়াতাবাকাতুল আসফিয়া, ৩য় প্রকাশ, দারুল কুতুব আল আরাবী, বৈরুত ১৪০০ হিজরী।

৮. তাবারী, আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর, তারীখুল উমামে ওয়াল মুলুক, দারু সুয়াইদান, বৈরুত।

৯. ইবনে কাসীর, আবুল ফেদা ইসমাঈল, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, মাকতাবাতুল মা'রেফ, বৈরুত ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।

১০. মুরাদ, ড. মোস্তফা, আল খুলাফাউর রাশেদুন, দারুল ফজর, কায়রো ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১১. রাযী, মুহাম্মদ ওয়ালী, হাদিয়ে আলম, নূর পাবলিকেশন্স, দেওবন্দ ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।

১২. আল কান্দাহলভী, মোহাম্মদ ইউসুফ, হায়াতুস সাহাবা, দারুল কলম, দামেস্ক ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

১৩. আল খুদরী বেক, মুহাম্মদ, তারীখুল উমামিল ইসলামিয়্যা। মাক্তাবাতু তুজ্জারীয়্যা আল কুবরা, মিশর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ।

১৪. ইবনুল কাইয়্যেম, আল জাওযী, শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর দামেশকী, 'যাদুল মা'য়াদ ফী হাদিয়ে খাইরুল ই'বাদ' ৮ম সংস্করণ, মুয়াসসাসাতুর রেসালাহ, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ও কাব্যগ্রন্থসমূহ

১. তাবরিযী, আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবন আলী, শরহু কাসাইদিল আ'শার। দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন, ২য় প্রকাশ. ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

২. আল আনবারী, আবুল বারাকাত কামালুদ্দিন আব্দুর রহমান, নুজহাতুল আলবা ফি তাবাকাতিল উদাবা, মাকতাবাতুল মানার, জর্ডান, ৩য় প্রকাশ ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

৩. ব্রুকলম্যান, কার্ল, তারিখুল আদাবিল আরাবী, অনুবাদ ড. আবদুল হালীম নাজ্জার, দারুল মা'আরেফ, লেবানন, ৫ম প্রকাশ।

৪. শামী-ইয়াহইয়া, মাউসু'আতু শোয়ারাইল আরব, বৈরুত, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৫. আল মা'আররী, আবুল আ'লা, শরহুত তানবীর আলা সাকতি যানাদ, আল মা'আরেফিল ইলমিয়্যা, মিশর।

৬. মুস্তফা ড. আলশেয়র ওয়াশশুয়ারা ফিল আসরিল আব্বাসী, বৈরুত ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৭. ত্বাহা হুসাইন, তাহদীদ যিক্‌রা আবিল আ'লা, ৯ম প্রকাশ, দারুল মা'আরেফ, কায়রো।

৮. ত্বাহা হুসাইন, মিন হাদিসিস শিয়'র ওয়াশ শুয়ারা, দারুল মা'আরেফ, কায়রো- ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ।

৯. আল কারশী, আবু যায়েদ, জামহারাতু আশয়ারিল আরব, দারুল কালাম, দামেস্ক, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

১০. আল জুমাহী, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, তাবাকাতু ফুহুলিস শুয়ারা, মাতবায়াতুল মাদানী, কায়রো।

১১. যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, তারীখুল আদাবীল আরবী, দারুল মা'রেফা, ৫ম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

১২. আল জুমাহী, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, তাবাকাতুশ শুয়ারা আল জাহেলীয়্যিন ওয়াল ইসলামিয়্যান। মাকতাবাতুল মাদানী, কায়রো।

১৩. আল মা'আরবী, আবুল আ'লা, লযুমু মা-লা ইয়ালযিম, ইব্রাহিমের ব্যাখ্যাসহকারে, ওয়ারাতুত তারবিয়াহ ওয়াত তারলীম, মিসর। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ।

১৪. আল আনওয়ারুয যাহিয়্যাহ ফী দিওয়ানে আবিল আতাহিয়্যা, বৈরুত কেথলিক প্রেস, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ।

১৫. আল মা আররী, আবুল আ'লা, রিসালাতুল গুকরান, আমীন হিন্দিয়া মিশর ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ।

১৬. ইসকান্দারী, আহমাদ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, মিসর।

১৭. ইস্পাহানী, আবুল ফারাজ, কিতাবুল আগানী, ৪র্থ খণ্ড, কায়রো, মিসর।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ফররুখ ড. উমর, তারিখুল আদাবিল আরাবী, কায়রো, মিসর।

১৯. ফররুখ ড. উমর, হাকীমুল মাআররা, বৈরুত, মাক্তাবাতুল কাশ্শাফ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

২০. রুসাফী, মা'রুফ আবদুল গনি, আরাও আবিল আ'লা আল মাআররী। দারুল মা'আরেফ আবদুল গনি আলাবাবে সিজনে আবিল আ'লা, বাগদাদ, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ।

২১. রুসাফী, মা'রুফ আবদুল গনি আলাবাবে সিজনে আবিল আ'লা, বাগদাদ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ।

২২. কুমাইর, আল আব ইউহান্না, আবুল আ'লা আল মাআররী ফী লুযুমিয়্যাতিহি বৈরুত, ক্যাথলিক প্রেস ২য় প্রকাশ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।

২৩. আককাদ, আব্বাস মাহমুদ, রুজআতু আবিল আ'লা, কায়রো, ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

২৪. ফাখুরী, হান্না, আবুল আলা আল মাআররী ফাউলুসুফুস শুয়ারা, লেবানন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

২৫. শাওকী, আহমাদ শাওকী, মাউসুআতুস শাওকী, মিসর ৫ম খণ্ড,

২৬. ফায়সাল. ড. শুকরী, আবুল আতাহিয়্যা আশয়ারুহু ওয়া আখবারুহু। দাসেস্ক ইউনির্ভাসিটি প্রেস ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ।

২৭. আস সুআইদী, আবদুল মুতাআল, আবুল আতাহিয়্যাহ আশ শায়েরুল আলামী, কায়রো ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ।

২৮. আনুতী, উসামা, আবুল আতাহিয়্যা রায়েদুয যুহদ ফীশশীয়রীল আরাবী বৈরুত ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

২৯. শারারা, আবদুল লতীফ, আবুল আতাহিয়্যা শায়েরুয যুহদে ওয়াল হুব্বিল খায়ের। বৈরুত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।

৩০. শরহুত তানবীর আলা সাকতিয যানাদ, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় লাইব্রেরী নং ৪৫, ৫৩।

৩১. জলীল, ড. আবদুল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, (৫০০ খ্রিস্টাব্দ ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩২. মোস্তাক, ড. মোহাম্মদ, এ, এস, মোহাম্মদ আলী, আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, কুষ্টিয়া, ডিসেম্বর '০৫।

৩৩. হোসায়েন, সৈয়দ সাজ্জাদ, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩৪. মুসলেহ উদ্দিন, আ. ত. ম. আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, হিজরী ১৩২-৭৫০। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থ

১. গাজালী, আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, এহইয়াউ উলুমুদ্দীন, দারুল মা'আরেফা, বৈরুত, লেবানন।

২. আল মাকদাসী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুখলেহ, আল আদাবুশ শারইয়্যাহ, মুয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ।

৩. আল বলখী, জামাল উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে উসমান, আইনুল ইলম, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

৪. আল জাওযী, ইবনুল কাইয়্যেম, তারীকুল হিজরাতাইন ওয়া বাবুস সা'আদাতাইন, রিয়াদ, সৌদি আরব ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. আল কুরতুবী, ইউসুফ ইবনে আবদিল বার, জামেউ বয়ানিল ইলমে ওয়া ফাদলিহী, এদারাতু তাবয়াতিল মুনীরিয়া, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

৬. সালেহ, ড. সুবহী, উলুমুল হাদীসে ও মুস্তালাহুহু, দারুল ইলম লিল মালাইন, ২০তম প্রকাশ।

৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০০।

৮. রসূল, মোহাম্মদ গোলাম, বিশ্ব মরমী চিন্তাধারায় রুমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জুন ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৯. রহীম, মাওলানা আবদুল রহীম, আল কোরানের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ খায়রুন প্রকাশনী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮০, বাংলাবাজার ঢাকা।

১০. আহমদ, এস,এম জহুরুদ্দীন, ইসলামে মরমী প্রবণতা, ইউরেকা বুক হাউস, ৪২ বাংলাবাজার, ঢাকা, জানুয়ারি '০২।

১১. ছিদ্দিকী ড. আব. ব, ম, সাইফুল ইসলাম, আরবী প্রবাদ সাহিত্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন '০২।

১২. আহমাদ ফরীদ আল বাহ্রুর রায়েক ফীযযুহদে ওয়ার রাকায়েক, আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ।

১৩. আল জাওযী, ইবনুল কাইয়্যেম, আল ফাওয়ায়েদ, দারুইবনুল জাওযী কায়রো, ১ম প্রকাশ ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।